CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৩ ৫

শ্রীভাগবতধর্ম

(প্রথম ভাগ)

সংকলয়িতা

শ্রীদিবাকর মিশ্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভাগবতধর্ম

(প্রথম ভাগ)

সংকলয়িতা

শ্রীদিবাকর মিশ্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

২০ মার্চ ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ, সোমবার
শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাবতিথিবাসরে
বঙ্গভাষায় প্রথম প্রকাশ

প্রকাশক : শ্রীগোস্বামী প্রেস, কটক - ৭৫৩০০২

বিক্রেয় নহে

আনুকূল্য : ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা মাত্র

শ্রীদিবাকর মিশ্রের দ্বারা কটক শ্রীগোস্বামী প্রেসে মুদ্রিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দগৌরসীতানাথা জয়ন্তু

সমর্পণ

হে হীনার্থাধিকসাধক, অশরণগণবন্ধু, দুরন্ত অপরাধীর ঊষর হৃদয়ে ভক্তিলতা-বীজবপনব্যগ্র, নামকৃপৈকনিষ্ঠ, সততশ্রীগৌরকৃষ্ণসেবাবেশিতচিত্ত, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপনব্রতৈকনিষ্ঠ, স্বকীর্তিতসৎসিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষর আচরণকারী, ভাগবতরসাম্বুধিতে সন্তত অবগাহী, প্রতিষ্ঠার মস্তকে পদাঘাতকারী, কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দিস্নেহশীল, বিপ্রলম্ভ-রসাবিষ্ট, কারুণ্যঘনমূর্তি, শ্রীজীবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ! বহু ভাগ্যফলে এ নরাধম তোমার ন্যায় অমলাশয় মহতের শ্রীচরণের সন্ধান পাইয়াও জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধফলে বানরের শালগ্রাম লাভের ন্যায় তোমার শ্রীচরণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে বিষয়বিষ্ঠার কীট হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছে। কিন্তু 'সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজজন' এই ন্যায়ানুসারে তুমি তোমার স্বভাবসিদ্ধ পরমকরুণত্ববশতঃ মাদৃশ অনভীপ্সু ব্যক্তিকে ঘৃণা বা ত্যাগ না করিয়া পুরীষের কীটকে অমৃতের আস্বাদন করাইবার ন্যায় অভূতপূর্ব কৃপা প্রদর্শন করিয়াছ এবং হৃদয়শোধনার্থে শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ব্যাখ্যাশ্রবণের অযাচিত সুযোগ দান করিয়া ধন্যাতিধন্য করিয়াছ। কেবল তাহাই নহে, যে সেবকগণকে শ্রবণের জন্য আহ্বান করিয়াছিলে, তাহারা প্রসাদসেবনাদি কার্য স্বচ্ছন্দে পরিসমাপ্ত করিয়া শ্রবণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি প্রত্যহ অপরাহ্ন পর্যন্ত জল স্পর্শ করিতে না। তাহাদের প্রস্তুতি সংবাদ পাওয়া মাত্রে তুমি স্বল্প সময়ের মধ্যে যৎসামান্য প্রসাদ সেবন করিয়া, কোন সময়ে পাছে কেহ তোমার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে, এই আশঙ্কায় নিজের উচ্ছিষ্টপত্র নিজে উঠাইয়া উচ্ছিষ্টগর্তে নিক্ষেপ করিতে এবং মুহূর্তমাত্র বিশ্রাম না করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ আরম্ভ করিতে। ইহা একাদিক্রমে দীর্ঘ পাঁচ-ছয় ঘন্টা ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইত। এতদ্ব্যতীত তুমি নিজে একাদশীতিথিতে নির্জল উপবাস করিয়া তৎসঙ্গে রাত্রি জাগরণপূর্বক অহোরাত্র নামসংকীর্তন ও দ্বাদশীতে দিবানিদ্রা ত্যাগের যে জ্বলন্ত আদর্শ স্থাপন করিয়াছ, তাহা এ জগতে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বাস্তবিক কী অদ্ভুত অনন্যসাধারণ তোমার আচরণ ! এতাদৃশ আচরণ তোমার অনুগতবাৎসল্যের কীর্তিস্তম্ভ নহে কী ? প্রতিষ্ঠাভয়ে তুমি নিজেকে যতই গোপন কর না কেন, তোমার এই কীর্তিস্তম্ভ যে যাবৎচন্দ্র-দিবাকর তোমার কীর্তি ঘোষণা করিতে থাকিবে, ইহা সুনিশ্চিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে নীরাগবক্তার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত! গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় তোমার বাণীপুষ্পসমূহকে 'শ্রীভাগবতধর্ম' নামক আধারে গুম্ফিত করিয়া এ অধম তোমার করকমলে অর্পণ করিতেছে। তুমি নিজগুণে এ মূঢ়জনের সমস্ত ধৃষ্টতা মার্জনা করিয়া ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিলে শ্রম সার্থক হইবে।

পরিশেষে তোমার শ্রীচরণে এইমাত্র প্রার্থনা যে, তুমি এ অপরাধীর শিরে পাদপদ্ম স্থাপন করিয়া তোমার করুণার মহিমাজ্ঞানে তাহার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া দাও। সে যেন অনুক্ষণ তাহার প্রতি তোমার সেই কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহ ও করুণার কথা স্মরণ করিতে করিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। শাস্ত্রে আছে—মৃত্যুসময়ে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিলে জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠগমন করে; কিন্তু মাদৃশ অপরাধীর পক্ষে তোমার শ্রীপাদপদ্মের স্মৃতিই শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়স্কর। তুমি হ্লাদিনীশক্তির দূত। তোমার হৃদয় নিত্য নবনবায়মানভাবে শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের প্রীতিবিধান-চিন্তায় নিমগ্ন। তোমার কৃপাকণা লাভ হইলেই তোমার হৃদয়ের এই স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হইবে। তোমার এই গুণের অনুক্ষণ স্মরণপ্রভাবে তোমার অহৈতুকী কৃপায় বৈকুণ্ঠবাস হইতেও শ্রেয়স্কর তোমার হৃদয়-দেবতার সেবালাভ হইবে। এই আশাবন্ধ লইয়া যেন মৃত্যুবরণ করিতে পারি, এ অধমের তোমার শ্রীচরণে সেই সাশ্রু নিবেদন।

নিত্য শ্রীচরণরেণুপ্রার্থী
অধম দিবাকর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিনীত নিবেদন

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া অনেক বন্ধু মতপ্রকাশ করিলেন যে, ইহা সর্বসাধারণের জন্য সহজবোধ্য হয় নাই। অবশ্য এ কথা সত্য। 'শুদ্ধভক্তি' অপ্রাকৃত ভূমিকার কথা। তাহাকে প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র। এ বিনীত মহদ্বাণী-অনুকীর্তনকারী এই গ্রন্থে শ্রীভাগবতধর্মবিষয়ক যেসব সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছে, সেসমস্ত যে সে অনুভব করিয়াছে, তাহা নহে। তাহার বর্ণনা কেবল শুকপক্ষীর অনুভূতিহীন শ্রীহরিনাম উচ্চারণের ন্যায় শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত বাণীর পুনরাবৃত্তি মাত্র। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন লেখক এবং পাঠক কেহই ইহার মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারে, তখন এ গ্রন্থলেখনের বৃথা প্রয়াস কেন ? ইহার উত্তরে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

যেবা নাহি বুঝে কেহো, শুনিতে শুনিতে সেহো
কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥

(শ্রীচৈ: চ: ২।২।৭৬)

এখানে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু পুনঃ পুনঃ শ্রবণের উপদেশ দিয়াছেন। "আবৃত্তিরসকৃৎ উপদেশাৎ" এই শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে বুঝিতে না পারিলেও শরণাগত চিত্তে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া শ্রবণ করিলে মহতের কৃপায় তাঁহার বাণীর গূঢ়ার্থ বোধগম্য হইবে। তাই যে বুঝিতে না পারে, সে নিজের বুদ্ধিবলে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া শরণাগত চিত্তে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিলে মহাজনবাণী তাহার হৃদয়ে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিবেই। তখন সে কেবল বুঝিবে না, অনুভবও করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিতে যত্নবান্ হইবে।

'ভক্তিমার্গ' অবরোহবাদের কথা। ইহাতে প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের পটুতা বিন্দুমাত্রও সহায়ক হইবে না। অবরোহবাদ বলিতে লৌহে অগ্নির অবতরণের ন্যায় শরণাগতিপ্রভাবে জীবের এই জড় ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তির অবরোহ বা অবতরণকে বুঝায়। শরণাগতিপ্রভাবে সেই হ্লাদিনীশক্তির দ্বারা তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হৃদয়ে এসব সিদ্ধান্ত অনুভূত হইতে পারে। তাই নিজের মস্তিষ্কের দ্বারা বুঝিতে প্রয়াস না করিয়া বা 'বুঝিতে পারিতেছি না' বলিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হতাশ না হইয়া মহতের শ্রীচরণে কৃপাভিক্ষাপূর্বক গ্রন্থস্থিত শব্দব্রহ্মের শরণাগত হইলেই সেই স্বপ্রকাশ চিন্ময় শব্দব্রহ্ম নিশ্চিতরূপে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। তখন পাঠকবৃন্দ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ অক্ষরে অক্ষরে অনুভব করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন এবং গ্রন্থবর্ণিত প্রত্যেকটি বাণীকে আচরণে পরিণত করিতে সতত যত্নবান হইবেন।

প্রাকৃত মস্তিষ্কের দ্বারা অপ্রাকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত বুঝিতে চেষ্টা করিলে উহা বুঝা ত যাইবেই না, বরং ভক্তিসম্বন্ধে বিকৃত ধারণার সৃষ্টিহেতু বঞ্চিতই হইতে হইবে। অধুনা সমাজে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

'ভক্তি' অর্থ সেবা এবং সেবাতে 'সেব্যের' প্রীতিবাঞ্ছা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রীতির আধার মস্তিষ্ক নহে—হৃদয়। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কেহ কখনও পরতত্ত্ব বস্তুর প্রতি প্রীতি অর্জন করিতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণরূপে মহৎকৃপাসাপেক্ষ। কারণ মহৎ হ্লাদিনীশক্তির দূত। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছাই হ্লাদিনীশক্তিরূপে অনাদিকাল হইতে প্রকটিত। তাই মহতের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছার বসতিস্থল। হ্লাদিনীশক্তি বহু সেবকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাইয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করিতে সর্বদা ব্যাকুল। এই কারণেই তিনি প্রত্যেক জীবহৃদয়ে সেই ইষ্টপ্রীতিবাঞ্ছার বীজ বপন করিতে অনুক্ষণ ব্যগ্র। যে নিজের পাণ্ডিত্যের প্রতি কোন আস্থা না রাখিয়া মহতের শ্রীপাদপদ্মে কৃপাভিক্ষা করিবে, স্বভাবকরুণ মহতের নিকট হইতে সে নিশ্চিতরূপে উহা লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইবে। তখন ভক্তিসিদ্ধান্ত তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত হইবে। অতএব অনুক্ষণ কৃপাভিক্ষাদ্দারা অগ্নিস্থানীয় মহতের সংসর্গের ফলে লৌহস্থানীয় সাধকের হৃদয় মহতের কৃপাশক্তিতে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইবে। সেই মহৎকৃপাতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হৃদয়েই ভক্তিসিদ্ধান্ত অনুভবনীয়।

হে সুধী পাঠকবৃন্দ! আপনাদের শ্রীচরণে এ অধমের এই সদৈন্য নিবেদন, আপনারা এই গ্রন্থবর্ণিত মহাজনকীর্তিত অনুভবসিদ্ধ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ শরণাগত চিত্তে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করুন, তাহা হইলেই যে অনায়াসে ইহার অপূর্ব স্বাদ অনুভব করিতে পারিবেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। হে ভাগ্যবান্ পাঠকবৃন্দ! জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধে অপরাধী এ নরাধমের শিরে পদ ন্যাস করিয়া এই কৃপা করুন, যেন এ অধম সেই মহতের শরণাগত হইয়া তাঁহার আবির্ভাবিত বাণী অনুশীলনে সতত ব্রতী হইতে পারে।

বিনীত
শ্রীমহাজনবাণী অনুকীর্তনপ্রয়াসী
শ্রীদিবাকর মিশ্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাক্‌কথন

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই মর্ত্যমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়া কলিহত জীবের সংসারসাগর হইতে পার হইবার সর্বাপেক্ষা সহজ সাধন শ্রীহরিনামসংকীর্তনের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। এই শ্রীহরিনামকীর্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গ যাজনদ্বারা নিতান্ত দীন, হীন, পতিত জীবও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপর্যন্ত লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার শিক্ষাষ্টকে এই শ্রীহরিনাম সংকীর্তনের প্রণালী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তিকালে স্থূলবুদ্ধি জীবের পক্ষে সেই প্রণালী অবলম্বন করা সহজসাধ্য হইতে না পারে, ইহা অনুভব করিয়া তাঁহার অনুগত গোস্বামিগণ ভক্তিতত্ত্বকে সহজবোধ্য করাইবার উদ্দেশ্যে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর রচিত 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ' উল্লেখযোগ্য। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের উপরে আধারিত এবং ছয়ভাগে বিভক্ত; যথা—তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি। ইহাকে ষট্‌সন্দর্ভও বলা হয়। বিচারকগোষ্ঠীর সহজবোধ্য করাইবার নিমিত্ত ইহাতে সম্বন্ধী (উপাস্য), অভিধেয় (উপাসনা) ও প্রয়োজন তত্ত্বকে বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, মীমাংসা ও সঙ্গতি—এই পঞ্চ ন্যায়াঙ্গ অবলম্বনে প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে অধিকারিভেদে ভক্তির বিভিন্ন প্রকারভেদ এবং ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর দ্বারা আচরিত ভক্তির ভিন্ন ভিন্ন ফললাভসম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া এরূপ চুলচেরা বিচার করা হইয়াছে যে, ইহা অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি জীবের পক্ষেও বোঝা সহজসাধ্য হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কালক্রমে উপযুক্ত পথপ্রদর্শকের (আচার্যের) অভাবে এসব গ্রন্থের আলোচনা প্রায় হইতেছে না। পরিণামে সাধকসমাজ মহাজনগণের দ্বারা নির্দেশিত ভক্তিযাজনের অধিকারোচিত পন্থা ত্যাগ করিয়া মনোধর্মের দ্বারা চালিত হইয়া কতকগুলি বিকৃত আচরণকে ভক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইতেছে। এইরূপ করার দ্বারা সাধকগোষ্ঠী ক্রমশঃ ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া পথচ্যুত হইতেছে এবং তাহাদের অশাস্ত্রীয় আচরণ দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত 'শ্রীনামসংকীর্ত্তন'রূপ ভক্তিপথের প্রতি লোকেরও অশ্রদ্ধা জাত হইতেছে। ইহাদ্বারা সমাজের যে কি গুরুতর ক্ষতি হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জগতের এইপ্রকার সন্ধিক্ষণে শ্রীজীবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর জীবকল্যাণের উদ্দেশ্যে বহু শ্রম স্বীকারপূর্বক বিভিন্ন পুঁথির পাঠোদ্ধার করিয়া গোস্বামিগণের রচিত মূল গ্রন্থের শুদ্ধ সংস্করণসকল প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রত্যহ তাঁহার অনুগত শ্রদ্ধালু সাধকগণের নিকট সেইসব গ্রন্থের সৎসিদ্ধান্ত অনর্গল কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। মাদৃশ নরাধম তাঁহার শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধবশতঃ তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত উক্ত অপূর্ব সিদ্ধান্তসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়াছে। তথাপি পরদুঃখকাতর হীনার্থাধিকসাধক শ্রীগুরুপাদপদ্ম জগদ্বাসীকে এই সৎসিদ্ধান্ত শ্রবণ করাইয়া শুদ্ধভক্তিরসার্ণবে নিমগ্ন করাইতে সত্যই যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই তিনি তাঁহার কীর্তিত প্রত্যেকটি ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীকে মাদৃশ স্থূলবুদ্ধি অপরাধীর পক্ষে সহজবোধ্য করাইতে নিজে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া আচরণপূর্বক শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় আচরণশীল ব্যক্তি আজকাল বিরল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এইসব সত্ত্বেও মাদৃশ দুরন্ত অপরাধীর সহস্র ছিদ্রযুক্ত হৃদয়ে উক্ত সিদ্ধান্তামৃত অবস্থান না করিয়া বহির্গত হইল এবং পরিণামে তাঁহার জ্বলন্ত আদর্শ আচরণ ও জাড্যনাশিনী বীর্যবতী বাণীর অনুসরণ করিবার জন্য আগ্রহের লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হইল না। ইহা দেখিয়া তিনি যে কিভাবে ব্যথিত হইয়াছেন এবং মাদৃশ অপরাধীর মঙ্গল কামনা করিয়া কতই যে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন, প্রত্যক্ষদর্শিগণই তাহার সাক্ষী।

পরিশেষে সর্বতোভাবে অযোগ্য, ভক্তিসাধনে সম্পূর্ণ অমনোযোগী, দেহগেহ-সর্বস্ব মাদৃশ নরাধমের প্রতি তিনি এই অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন—"পূর্ব পূর্ব জন্মের অপরাধবশতঃ যদি ভক্তিযাজনে রুচি জাত হইতেছে না, তবে জীবনসর্বস্ব শ্রীগুরুবর্গের নাম উচ্চস্বরে কীর্তন করিয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সক্রন্দন প্রার্থনা জানাও। তাহা হইলে তাঁহারা পথ দেখাইবেন। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা হইলে বিনাসাধনেও ভক্তিলাভ হইতে পারিবে। ভক্তি হইল না বলিয়া অভাববোধ, কোটিবৃশ্চিকদংশনের ন্যায় জ্বালাবোধ এবং তজ্জনিত ক্রন্দনই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। হৃদয় অপরাধকঠিন হওয়ায় যদি চক্ষুতে অশ্রু না আসে, তবে 'হায় হায়! আমার হৃদয় বিগলিত হইল না, ক্রন্দন আসিল না' বলিয়া কাঁদ। নিষ্কপট হৃদয়ে শ্রীশ্রীগুরুকৃষ্ণের কৃপালাভের জন্য কাঁদিতেই হইবে। ক্রন্দন ব্যতীত অন্য রাস্তা নাই। যে নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া যতই কাঁদিতে পারিবে, সে ততই তাঁহার কৃপালাভের অধিকারী হইতে পারিবে।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে হীনার্থাধিকসাধক পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব! তুমি অহৈতুকী কৃপাময় হইলেও এ অধম জন্মজন্মান্তরের অপরাধফলে তোমার শ্রীপাদপদ্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন; তাই তোমার কৃপার প্রতি বিমুখ। তুমি অপার করুণাবশতঃ কৃপাবিতরণে সতত ব্যগ্র হইলেও এ অধম উহা বরণ করিতে সদা অনিচ্ছুক। এরূপ অবস্থায় তুমি যদি নিজগুণে এ অনভীপ্সুর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে তোমার অহৈতুককৃপাবরণের যোগ্যতা দান না কর, তবে তাহার সমস্ত সাধনচেষ্টা হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক হওয়া নিশ্চিত। অতএব এ নারকী, অপরাধী, নির্ঘৃণ, পাষণ্ড যেরূপে তোমার উপরোক্ত বাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া অনুক্ষণ তোমার কৃপাবরণযোগ্যতা লাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে পারে, তজ্জন্য এ অধমের মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করিয়া কৃপাশীর্বাদ করিতে সবিনয় প্রার্থনা।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম 'ভাগবতধর্ম'সম্পর্কীয় যে অমূল্য সিদ্ধান্ত ভক্তিসন্দর্ভাদি গ্রন্থ হইতে কীর্তন করিয়া গেলেন, তাহা নিজের ভাগ্যদোষে হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিলেও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গেলে ভবিষ্যতে কোন সুকৃতিশালী ব্যক্তি ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন, এই উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণরেণুকেই একমাত্র সম্বল করিয়া তাহা অনুকীর্তন করিবার ক্ষীণ চেষ্টামাত্র পোষণ করিতেছি।

এই গ্রন্থসম্পাদনার পূর্বে পরমপূজ্য শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের সম্পাদিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও 'শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব দর্শন' পাঠ করিয়াছিলাম। উক্ত গ্রন্থবর্ণিত অধিকাংশ সিদ্ধান্ত শ্রীগুরুপাদপদ্মের সিদ্ধান্তের সহিত খাপে খাপে মিলিয়া যাওয়ায় অপূর্ব আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। তাই লোভাকৃষ্ট হইয়া এই গ্রন্থের অনেক স্থানে তদ্বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সন্নিবেশিত করিয়াছি। তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় এই গ্রন্থস্থ বিষয়বস্তু ভক্তিরসপিপাসু পাঠকবৃন্দের আদরণীয় হউক, ইহাই তাঁহার শ্রীচরণে বিনীত প্রার্থনা।

জীব অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বিমুখ হইয়া এই সংসারে ত্রিতাপজ্বালায় জর্জরিত হইতেছে। সে এরূপ মোহগ্রস্ত হইয়াছে যে, তাহার নিত্যপ্রভু শ্রীভগবানের সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান নাই। অবশ্য সে শ্রীভগবান্‌কে ভুলিলেও শ্রীভগবান্ তাহাকে ভুলেন নাই। তিনি নিজে বেদাদি শাস্ত্ররূপে এজগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং জীব তাহার প্রাকৃত জ্ঞানে বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না জানিয়া তিনি তাঁহার নিজজন সাধুগণকেও জীবোদ্ধারের জন্য এজগতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা জীবকে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম অবগত করাইয়া শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ করান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমদ্ভাগবত বেদের সারস্বরূপ। তাহাতে সাধনহিসাবে কর্ম, জ্ঞান ও যোগের অসারতা প্রতিপাদন করার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়াছে।

ভগবদ্‌বিমুখ জীবমাত্রেই কর্মাধিকারী। জীব সাধুমুখ হইতে ভক্তির প্রাধান্যের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইলেও সে রজস্তমোগুণাক্রান্ত হওয়ায় তাহার ভক্তি সগুণা কর্মমিশ্রাই হইয়া থাকে। এই ভূমিকা হইতেও ভক্তিসাধনে জীবকে প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যে বেদ নানা ফলশ্রুতির কথা বর্ণনা করিয়া কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত করাইয়া জীবের সংসারবন্ধন দৃঢ়তর করা বেদের উদ্দেশ্য নহে। ক্রমশঃ কর্মার্পণের মাধ্যমে জীবকে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত করানোই বেদে কর্মকাণ্ড-প্রতিপাদনের গূঢ় রহস্য। কর্মমিশ্রা ভক্তি, আরোপসিদ্ধা ভক্তি ও ভক্ত্যাভাস ইত্যাদি এই কর্মার্পণেরই নামান্তর। জীবকে তাহার অধিকারানুযায়ী সাধনে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২০।৬-৯) শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের যে বিধান দিয়াছেন, তাহার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

লোকের মঙ্গল(ধর্মার্থকামরূপ মঙ্গল, মুক্তিরূপ মঙ্গল ও ভক্তিরূপ মঙ্গল)এর জন্য যথাক্রমে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিসাধনের ব্যবস্থা আমার দ্বারা উক্ত হইয়াছে। যাহাদের সংসারভোগের প্রতি বিরক্তি জাত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা মুক্তিকামী, তাহাদের জন্য জ্ঞানযোগ, সংসারভোগের প্রতি যাহারা আসক্ত, তাহাদের জন্য কর্মযোগ এবং যদৃচ্ছাক্রমে (পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ ও তাহাদের কৃপার ফলে) যাহাদের আমার কথা শ্রবণ-কীর্তনাদিতে শ্রদ্ধা জাত হইয়াছে, তাহারা ভক্তিযোগের অধিকারী। যেপর্যন্ত জ্ঞানপিপাসুর সংসারভোগের প্রতি বৈরাগ্য আসে নাই, সেপর্যন্ত তাহার কর্ম করা উচিত এবং শ্রীভগবানের কথা শ্রবণকীর্তনাদিতে শ্রদ্ধা জাত না হওয়া পর্যন্ত ভক্তিকামীরও কর্ম করা উচিত। শ্রীভগবানের উপরোক্ত উপদেশে জীবের অধিকারোচিত সাধনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। কর্ম এবং জ্ঞানের অধিকার হইতে ভক্তি-অধিকারের বৈশিষ্ট্য এখানে সূচিত হইয়াছে। অর্থাৎ মহৎকৃপাই যে ভক্তিসাধনে যোগ্যতালাভের একমাত্র কারণ, উহা শ্রীকৃষ্ণের উপরোক্ত উক্তিতে স্পষ্ট হইয়াছে। (শ্রীভাঃ ১১।২০।৯) শ্লোকে এই মহৎকৃপাজনিত ভগবৎকথা-শ্রবণকীর্তনাদিতে শ্রদ্ধা জাত না হওয়া পর্যন্ত ভক্তিপিপাসুকেও কর্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানে যে কর্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কর্মফল-আত্মসাতের অভিসন্ধিযুক্ত কর্মকাণ্ড নহে। ঐহিক পারলৌকিক সুখরূপ নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে এই কর্মফল অর্পণ করাই এখানে এই কর্মব্যবস্থার তাৎপর্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্মার্পণকে শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে সাধকের উদ্দেশ্য অনুসারে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—সকৈতব ও অকৈতব। ইহপর জগতের সুখকামনা করিয়া যে কর্মার্পণ করা যায়, তাহা সকাম কর্মার্পণ এবং মুক্তিকামনা করিয়া যে কর্মার্পণ করা যায়, তাহা নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ। এই উভয়বিধ অর্পণ সকৈতব। শ্রীভগবান্‌কে সুখী করার উদ্দেশ্যে তাঁহাতে কর্মফলের যে অর্পণ, তাহা ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ। ইহাই অকৈতব কর্মার্পণপদবাচ্য। শ্রীজীবপাদের উপরোক্ত বচন হইতে ভক্তিসাধকের বাহ্য ভক্ত্যনুষ্ঠান অপেক্ষা তাহার বাসনার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌কে সুখী করিবার এই বাসনা বা ভক্তিবাসনা একমাত্র মহৎকৃপালভ্য। তাই ভক্তিকামী কর্মাধিকারী সাধকের এই মহৎকৃপালাভবাসনা পোষণ করিয়া কর্মার্পণ করাই তাহার অধিকারোচিত সর্বোৎকৃষ্ট সাধন। এইরূপ কর্মার্পণের ফলে চিত্ত হইতে রজস্তমোগুণ দূর হইলে সাধক মহৎকৃপায় শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করে। ইহাই শুদ্ধভক্তিসাধনের ক্রম।

ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়ন শুদ্ধভক্তির একটি অঙ্গ। ভক্তিগ্রন্থপ্রণেতা মহাত্মাগণ একান্ত শরণাগত। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাহাদিগকে প্রেরণা দান করিয়া লেখাইয়া থাকেন। 'ভক্তি' শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ। ইহাতে জীবের কোন কর্তৃত্ব নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥"

(শ্রীচৈ: চ: আদি ৮।৭৩)

অর্থাৎ শ্রীমদনমোহনই এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখক। আমার লেখা শুকপাখীর কথা বলার ন্যায়। শুকপাখীকে যাহা শিখাইবে, সে নির্বিচারে তাহাই উচ্চারণ করিবে। এখানে শিক্ষাদাতারই প্রাধান্য। শুকপাখীর কোনই প্রাধান্য নাই। সেইরূপ তাঁহাকে (অর্থাৎ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে) নিমিত্ত করিয়া শ্রীমদনমোহন এই গ্রন্থ লিখাইতেছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তাই তিনি সর্বতোভাবে তাঁহার শরণাগত। তাঁহার ন্যায় শরণাগত ভক্তগণের দ্বারাই ভক্তিগ্রন্থ রচনা সম্ভব। শ্রীহ্লাদিনীশক্তি শরণাগত ভক্তগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ইন্দ্রিয়কে স্বীয় তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিগ্রন্থ লেখনাদি ভক্ত্যঙ্গযাজনে সমর্থ করাইয়া থাকেন।

এখানে কিন্তু ঠিক বিপরীত। মাদৃশ অশরণাগত, জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধ, কর্মফল-আত্মসাৎকারী, ঘোর অন্যাভিলাষীর পক্ষে ভাগবতধর্মসম্পর্কীয় শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বর্ণনা করা একান্ত অসম্ভব এবং হাস্যাস্পদও। কারণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একজন আচরণহীন সরাগ বক্তার লেখার দ্বারা জগতের মঙ্গল হওয়ার পরিবর্তে জগজ্জঞ্জালই সার হইয়া থাকে। এ কথা অনুভব করিয়াও এইরূপ ধৃষ্টতা পোষণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর শুদ্ধভক্তি-সম্বন্ধীয় যেসব অমূল্য সিদ্ধান্ত কীর্তন করিয়া গিয়াছেন, আলোচনার অভাবে তাহা লুপ্ত হইয়া গেলে শুদ্ধভক্তিরসপিপাসু শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণ উক্ত সিদ্ধান্তামৃতের সন্ধানলাভ হইতে চিরকালই বঞ্চিত হইয়া যাইবেন। তাই নিজের সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকিলেও তাঁহার অহৈতুকী কৃপাকে সম্বল করিয়াই তাঁহার বাণী অনুকীর্তনের ক্ষীণ প্রয়াসমাত্র এখানে করা হইয়াছে।

হে সুধী পাঠকবৃন্দ! এ অজ্ঞের ধৃষ্টতা নিজগুণে মার্জনা করিয়া এই গ্রন্থস্থ সমস্ত ত্রুটি সংশোধনপূর্বক ইহা হইতে শুদ্ধভক্তিরসামৃত আহরণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করুন, ইহাই এ পতিতাধমের সদৈন্য নিবেদন। আপনাদের কৃপাশীর্বাদের আশায় এ গ্রন্থলিখনের প্রয়াস। আপনারা ইহা পাঠ করিয়া এ অধমের মস্তকে শ্রীচরণরেণু অর্পণপূর্বক ইহাকে শ্রীগুরুকৃপালাভের যোগ্য করান, ইহাই আপনাদের শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।

১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তপঞ্চমী তিথিতে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীসারঙ্গমুরারি-শ্রীপাটে শ্রীল পুরীদাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর, শ্রীসারঙ্গমুরারি ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোপীনাথ ও শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধামদনগোপালের কৃপাভিক্ষাপূর্বক এই গ্রন্থের লেখন কার্য উৎকল ভাষায় আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইং ৩০।৮।১৯৮৭ তারিখে মদীয় অভীষ্টদেব শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শুভ-আবির্ভাব তিথিতে ঐ উৎকল ভাষায় ইহার প্রথমভাগ প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার গুরুভ্রাতা শ্রীসদনুগ্রহ দাস জী কৃপাপূর্বক বহু শ্রমসহকারে উৎকলভাযা হইতে বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া মুদ্রণের সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য এ অধম তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

কৃপাভিক্ষু
শ্রীদিবাকর মিশ্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সহায়ক গ্রন্থসূচী

১। শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীল শ্রীধর স্বামিবিরচিত শ্রীভাবার্থদীপিকা (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), শ্রীল জীব গোস্বামিবিরচিত শ্রীষট্‌সন্দর্ভ ও শ্রীক্রমসন্দর্ভ, শ্রীল সনাতন গোস্বামিবিরচিত শ্রীশ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী, শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীল রূপ গোস্বামিবিরচিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীমদুজ্জ্বলনীল-মণি, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরবিরচিত শ্রীমদানন্দচন্দ্রিকা (শ্রীমদুজ্জ্বলনীল-মণির টীকা) এবং শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত।

২। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের প্রণীত শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শন এবং তৎসম্পাদিত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

৩। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরবিরচিত 'সারার্থদর্শিনী' (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), 'সারার্থবর্ষিনী' (শ্রীভগবদ্গীতার টীকা) ও মাধুর্যকাদম্বিনী।

৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

৫। উপনিষদসমূহ।

৬। শ্রীহরিগোপাল দাস মহাশয়ের সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীশ্রীহরিকথামৃত'।

৭। শ্রীগৌড়ীয় মিশন দ্বারা প্রকাশিত 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় (২০শ খণ্ড হইতে ২৪শ খণ্ড পর্যন্ত) বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুরের উপদেশ-সংবলিত প্রবন্ধাবলী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সহায়ক গ্রন্থের সাঙ্কেতিক চিহ্ন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	....	শ্রীচৈ: চ:
শ্রীচৈতন্যভাগবত	....	শ্রীচৈ: ভা:
শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ	....	শ্রীপ্রী: স:
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু	....	শ্রীভ: র: সি:
শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	....	শ্রীভ: স:
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	....	শ্রীগী:
শ্রীমদ্ভাগবত	....	শ্রীভা:
শ্রীহরিভক্তিবিলাস	....	শ্রীহ: ভ: বি:

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়সূচী

প্রকরণ		পৃষ্ঠাঙ্ক
উপাসনার আবশ্যকতা	...	১-৩
জীবের স্বরূপ	...	১
উপাসনার আবশ্যকতা	...	২
আনন্দলাভের ব্যর্থ চেষ্টা	...	২
সাধুসঙ্গলাভ	...	২
অধিকাংশ মনুষ্য কোন না কোনও উপাসনাপদ্ধতির আশ্রিত	...	৩
প্রমাণ	...	৪-২১
প্রমাণ কী ?	...	৪
শব্দপ্রমাণের শ্রেষ্ঠত্ব	...	৬
ভগবত্তত্ত্বনির্ধারণ-নিমিত্ত শ্রুতিপ্রমাণই যথার্থ	...	৮
শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ চক্রবর্তি-চূড়ামণি	...	৮
শ্রীমদ্ভাগবত অপৌরুষেয় রসময় শ্রুতি	...	৯
পরমধর্ম	...	১১
পরমধর্মের অনুষ্ঠাতা কে ?	...	১৩
শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফল	...	১৩
শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষার বৈজ্ঞানিকত্ব	...	১৫
শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন	...	১৬
জগৎকে শ্রীমদ্ভাগবতের দান অতুলনীয়	...	১৭
উপাস্য বা সম্বন্ধিতত্ত্ব	...	২২-২৬
ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্	...	২২
তত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতি	...	২৩
শ্রীভগবানের সেবালাভই জীবের সাধ্যসার	...	২৫
উপাসনা বা অভিধেয়	...	২৭-৪৩
জীবের সুখলাভের বাসনা	...	২৭
শ্রীভগবান্ পরম করুণ	...	২৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপাসনাপদ্ধতি	...	২৮
বিষ্ণুস্মৃতিলাভই উপাসনার মূল উদ্দেশ্য	...	২৯
কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি	...	৩০
নির্ভরযোগ্য সাধন কী ?	...	৩২
যোগ	...	৩৩
জ্ঞান	...	৩৪
ভক্তি	...	৩৯
শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি	...	৪৪-৫৫
শাস্ত্রের যাবতীয় বিধির মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি	...	৪৪
প্রীতিই স্মৃতির মূল	...	৪৪
অপরাধ-খণ্ডনের উপায় শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি	...	৪৫
শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিহীন ত্যাগিবেশাদির অসারতা	...	৪৬
স্মৃতিশূন্যা ভক্তি নিরর্থক	...	৪৬
স্মৃতিযুক্ত সাধুসঙ্গই শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়	...	৪৭
বর্ণাশ্রমধর্ম-বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিলাভ	...	৪৭
শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির অসাধারণ মহিমা	...	৪৯
ভগবদ্‌বিস্মৃতিই মৃত্যু	...	৫১
শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি থাকিলে প্রতিকূল অবস্থাও জীবের কাম্য	...	৫১
শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিই জীবের সাধ্য	...	৫৩
শ্রদ্ধা	...	৫৬-৬৫
শ্রদ্ধা বলিতে কি বুঝায় ?	...	৫৬
শ্রদ্ধার প্রকারভেদ	...	৫৬
সাধুসঙ্গই নির্গুণা শ্রদ্ধার একমাত্র কারণ	...	৫৮
শ্রদ্ধা ও শরণাগতি	...	৬৩
লৌকিকী শ্রদ্ধার লক্ষণ	...	৬৪
শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার লক্ষণ	...	৬৪
শ্রদ্ধা ও অনন্যা ভক্তি	...	৬৫
অপরাধ ও পাপের পার্থক্য	...	৬৫
শরণাগতি	...	৬৬-৭৯
পৃথিবীর সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ে শরণাগতিরই প্রাধান্য দেখা যায়	...	৬৬
নিজ-শক্তির তুচ্ছতার অনুভূতিই মনুষ্যকে শরণাগত করায়	...	৬৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শরণাগতের অনন্যগতিত্ব ... ৬৭
ষড়ঙ্গা শরণাগতি ... ৬৯
আত্মনিক্ষেপ ... ৭০
কার্পণ্য ... ৭১
গোপ্তৃত্বে বরণ ... ৭২
শরণাগতি ও আত্মনিবেদন ... ৭৪
আত্মনিবেদনের প্রকারভেদ ... ৭৪
সাধনের উন্নতিতে বিলম্বের কারণ ... ৭৭
শরণাগতিলাভের উপায় ... ৭৭

কর্মকাণ্ড ও কর্মযোগ ... ৮০-১২১
কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম ... ৮০
কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য কী? ... ৮০
বেদে কর্মকাণ্ডের নিন্দা ... ৮১
কেবল কর্মের নিষ্ফলতা ... ৮২
কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থার তাৎপর্য ... ৮৩
কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগ ... ৮৫
'যোগ' শব্দের তাৎপর্য ... ৮৬
কর্মযোগের অধিকারী ... ৮৭
শ্রদ্ধা ও বিরক্তি ... ৮৯
কর্মবন্ধন হইতে রক্ষা পাইবার বৈজ্ঞানিক উপায় ... ৯০
'ঈশ্বরার্পণ' শব্দের তাৎপর্য ... ৯১
অন্তর্যামি-দর্শনদ্বারা ভূতাদর ... ৯৭
অন্য দেবতার উপাসনা ... ১০০
কর্মমিশ্র অর্চন ... ১০২
কর্মার্পণ ও তাহার ফল ... ১০৩
কর্মার্পণহীন বর্ণাশ্রমধর্ম-পালন বৃথা ... ১০৯
অধিকারিপক্ষে কর্মত্যাগ বিধিসম্মত ... ১১১
শ্রীভরত ও শ্রীঅম্বরীষাদি শুদ্ধভক্তগণের কর্মাচরণ ... ১১৪
কর্মার্পণের প্রকারভেদ ... ১১৫
কর্মার্পণ হইতেই মঙ্গল আরম্ভ ... ১১৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্মার্পণকালীন মহৎসঙ্গই পরধর্ম ... ১১৮
বেদে কর্মকাণ্ডবিধানের গূঢ়রহস্য ... ১২০

সাধুসঙ্গ ... ১২২-১৫০
সাধুর লক্ষণ ... ১২২
সাধু চিনিবার উপায় ... ১২৫
সাধুসঙ্গলাভের জন্য প্রার্থনা ... ১২৬
সাধুসঙ্গের ফল ... ১২৮
সাধুসঙ্গ করিয়াও মঙ্গল হয় না কেন? ... ১২৯
মহতের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই তাঁহার কৃপার কারণ ... ১৩০
সাধুসঙ্গের প্রণালী ... ১৩২
ভক্তিযাজীর পক্ষে সাধুসঙ্গের উপাদেয়তা ... ১৩২
সাধুসঙ্গই ভক্তির মূল ... ১৩৬
সাধু স্পর্শমণিসদৃশ ... ১৪১
মহৎসেবা হইতেই শ্রবণযোগ্যতালাভ ... ১৪৪
সাধুসঙ্গের প্রভাব ... ১৪৬

সাধুর শ্রেণীবিভাগ ... ১৫১-১৭১
সাধু কে? ... ১৫১
সৎ ও মহৎ ... ১৫১
জ্ঞানিসৎ ও জ্ঞানিমহৎ ... ১৫২
ভক্তসৎ ... ১৫৪
শ্রদ্ধাভিত্তিতে বৈধী ভক্তির অধিকার নির্ণয় ... ১৫৫
কনিষ্ঠাধিকারী বা কনিষ্ঠ শ্রেণীর কনিষ্ঠভাগবত ... ১৫৬
মধ্যমাধিকারী বা মধ্যম শ্রেণীর কনিষ্ঠভাগবত ... ১৫৭
উত্তমাধিকারী বা উত্তম শ্রেণীর কনিষ্ঠভাগবত ... ১৫৭
কনিষ্ঠ সোপানাশ্রিত মধ্যম মহাভাগবত ... ১৫৯
মধ্যম সোপানাশ্রিত মধ্যম মহাভাগবত ... ১৬০
উত্তম সোপানাশ্রিত মধ্যম মহাভাগবত ... ১৬০
উত্তম মহাভাগবত ... ১৬১
ত্রিবিধ মহৎ ... ১৬৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ... ১৭২-২০০
গুরুকরণের আবশ্যকতা ... ১৭২
গুরুর লক্ষণ ... ১৭৩
গুরুলাভের উপায় ... ১৭৫
স্বসুখার্থ গুরুকরণ বর্জনীয় ... ১৭৬
শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে গুরুকরণ ... ১৭৬
শ্রীগুরুদেবের অনুসরণ ... ১৭৮
গুরু কৃষ্ণবৎ পূজ্য ... ১৭৯
শ্রীগুরুসেবার দ্বারাই শ্রবণযোগ্যতা লাভ হয় ... ১৮২
গুরুশিষ্য সম্পর্ক ... ১৮৫
শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত সাধন বৃথা ... ১৮৭
শ্রীগুরুকৃপালাভের উপায় ... ১৮৮
শ্রীগুরুকৃপালাভের অন্তরায় ... ১৯০
শ্রীগুরুকৃপাই শ্রীকৃষ্ণকৃপা ... ১৯০
গুর্ববজ্ঞা ... ১৯২
পরমার্থবিরোধী গুরু ত্যাজ্য ... ১৯৩
শ্রীগুরুদেবের বাহ্য আচরণে দোষদর্শন নিষিদ্ধ ... ১৯৫
অপ্রকট মহৎও অনুসরণীয় ... ১৯৭
শ্রীগুরুপাদপদ্ম হীনার্থাধিকসাধক ... ১৯৭
গুরু সুলভ কিন্তু শিষ্য দুর্লভ ... ১৯৯
ভক্তিমার্গ ... ২০১-২১৫
ভক্তির সংজ্ঞা ... ২০২
অধিকারিভেদে সাধন ব্যবস্থার প্রকারভেদ ... ২০৪
ভক্তির প্রকারভেদ ... ২০৬
আরোপসিদ্ধা ভক্তি ... ২০৬
সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি ... ২০৭
স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি ... ২০৭
সকৈতবা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি ... ২০৭
তামসী ভক্তি ... ২০৮
রাজসী ভক্তি ... ২০৯

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাত্ত্বিকী ভক্তি ... ২১০
নির্গুণা ভক্তি ... ২১১
পূর্বাঙ্গরূপা ভক্তি ... ২১৩

উত্তমাভক্তি ... ২১৬-২৩০
অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্ ... ২১৬
জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ... ২১৯
কৃষ্ণানুশীলনম্ ... ২২০
আনুকূল্যেন ... ২২১
ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ ... ২২৩
ভক্তি ও ভক্তিযোগ ... ২২৮

সাধন ভক্তি ... ২৩১-২৫২
সাধুসঙ্গই ভক্তিলাভের মূল ... ২৩১
আরোপসিদ্ধা ভক্তির ভূমিকা ... ২৩২
শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান-বাসনাই হ্লাদিনীশক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট করে ... ২৩৩
ভক্তিসাধনের ক্রম ... ২৩৪

অনর্থ ... ২৫৩-২৫৮
অনর্থ কী ? ... ২৫৩
অনর্থের প্রকারভেদ ... ২৫৩
অনর্থনিবৃত্তির সহজ উপায় ... ২৫৫
অনর্থনিবৃত্তি ... ২৫৬

বৈধী ভক্তি ... ২৫৯-৩০০
বৈধী ভক্তি কী ? ... ২৫৯
শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিলাভই শাস্ত্রপ্রদত্ত বিধিব্যবস্থার গূঢ় রহস্য ... ২৬০
শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিহীন বিধিপালন নিরর্থক ... ২৬১
সাধনাঙ্গের প্রকারভেদ ... ২৬২
পঞ্চাঙ্গ ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব ... ২৯৭
কোন একটি অঙ্গে নিষ্ঠাযুক্ত সাধনও প্রেমপ্রদ ... ২৯৭
বহু অঙ্গ সাধনের উদাহরণ ... ২৯৮
ভক্তিযাজী ব্যক্তি কাহারও ঋণী নহেন ... ২৯৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিযাজীর দৈবাৎ পাপাচরণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক	...	২৯৯
জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে	...	২৯৯
রাগানুগা ভক্তি	...	৩০১-৩১৮
রাগানুগা ভক্তি কী ?	...	৩০১
রাগাত্মিকা ভক্তি ও তাহার আধার	...	৩০১
রাগানুগা ভক্তি আনুগত্যময়ী	...	৩০৩
নিজেকে রাগাত্মক মনে করা অহংগ্রহোপাসনাবিশেষ	...	৩০৪
রাগানুগা ভক্তিলাভের উপায়	...	৩০৪
রাগের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ	...	৩০৫
স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা	...	৩০৬
রাগমার্গীয় ভজনের বৈশিষ্ট্য	...	৩০৭
রাগাত্মিকা ভক্তির প্রকারভেদ	...	৩০৮
সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি	...	৩০৯
কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি	...	৩১০
রাগানুগা ভক্তির ভূমিকা	...	৩১৩
রাগানুগা ভক্তির সাধন-প্রণালী	...	৩১৩
বাহ্য সাধন	...	৩১৩
অন্তর সাধন	...	৩১৪
অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ	...	৩১৬
রাগানুগা ভক্তির ফল	...	৩১৭
বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির ফলভেদ	...	৩১৭
প্রয়োজন — শ্রীকৃষ্ণপ্রেম	...	৩১৯-৩৩৯
প্রয়োজন কী ?	...	৩১৯
প্রেম কী ?	...	৩১৯
প্রেমলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা	...	৩২০
শ্রীভগবানকে সুখী করিবার বাসনা জন্মিবে কিরূপে ?	...	৩২৩
প্রেমের প্রকারভেদ	...	৩২৬
সেবাবাসনাভেদে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশ্যতার তারতম্য	...	৩২৮
প্রেমের লক্ষণ	...	৩৩৪
প্রেমই ভক্তিলতার পরিপক্ক ফল	...	৩৩৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাত্ত্বিকী ভক্তি ... ২১০
নির্গুণা ভক্তি ... ২১১
পূর্বাঙ্গরূপা ভক্তি ... ২১৩

উত্তমাভক্তি ... ২১৬-২৩০
অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্ ... ২১৬
জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ... ২১৯
কৃষ্ণানুশীলনম্ ... ২২০
আনুকূল্যেন ... ২২১
ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ ... ২২৩
ভক্তি ও ভক্তিযোগ ... ২২৮

সাধন ভক্তি ... ২৩১-২৫২
সাধুসঙ্গই ভক্তিলাভের মূল ... ২৩১
আরোপসিদ্ধা ভক্তির ভূমিকা ... ২৩২
শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান-বাসনাই হ্লাদিনীশক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট করে ... ২৩৩
ভক্তিসাধনের ক্রম ... ২৩৪

অনর্থ ... ২৫৩-২৫৮
অনর্থ কী? ... ২৫৩
অনর্থের প্রকারভেদ ... ২৫৩
অনর্থনিবৃত্তির সহজ উপায় ... ২৫৫
অনর্থনিবৃত্তি ... ২৫৬

বৈধী ভক্তি ... ২৫৯-৩০০
বৈধী ভক্তি কী? ... ২৫৯
শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিলাভই শাস্ত্রপ্রদত্ত বিধিব্যবস্থার গূঢ় রহস্য ... ২৬০
শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিহীন বিধিপালন নিরর্থক ... ২৬১
সাধনাঙ্গের প্রকারভেদ ... ২৬২
পঞ্চাঙ্গ ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব ... ২৯৭
কোন একটি অঙ্গে নিষ্ঠাযুক্ত সাধনও প্রেমপ্রদ ... ২৯৭
বহু অঙ্গ সাধনের উদাহরণ ... ২৯৮
ভক্তিযাজী ব্যক্তি কাহারও ঋণী নহেন ... ২৯৮

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিযাজীর দৈবাৎ পাপাচরণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক ... ২৯৯
জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে ... ২৯৯

রাগানুগা ভক্তি ... ৩০১-৩১৮
রাগানুগা ভক্তি কী? ... ৩০১
রাগাত্মিকা ভক্তি ও তাহার আধার ... ৩০১
রাগানুগা ভক্তি আনুগত্যময়ী ... ৩০৩
নিজেকে রাগাত্মক মনে করা অহংগ্রহোপাসনাবিশেষ ... ৩০৪
রাগানুগা ভক্তিলাভের উপায় ... ৩০৪
রাগের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ ... ৩০৫
স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা ... ৩০৬
রাগমার্গীয় ভজনের বৈশিষ্ট্য ... ৩০৭
রাগাত্মিকা ভক্তির প্রকারভেদ ... ৩০৮
সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি ... ৩০৯
কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি ... ৩১০
রাগানুগা ভক্তির ভূমিকা ... ৩১৩
রাগানুগা ভক্তির সাধন-প্রণালী ... ৩১৩
বাহ্য সাধন ... ৩১৩
অন্তর সাধন ... ৩১৪
অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ ... ৩১৬
রাগানুগা ভক্তির ফল ... ৩১৭
বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির ফলভেদ ... ৩১৭

প্রয়োজন—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ... ৩১৯-৩৩৯
প্রয়োজন কী? ... ৩১৯
প্রেম কী? ... ৩১৯
প্রেমলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা ... ৩২০
শ্রীভগবানকে সুখী করিবার বাসনা জন্মিবে কিরূপে? ... ৩২৩
প্রেমের প্রকারভেদ ... ৩২৬
সেবাবাসনাভেদে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশ্যতার তারতম্য ... ৩২৮
প্রেমের লক্ষণ ... ৩৩৪
প্রেমই ভক্তিলতার পরিপক্ক ফল ... ৩৩৫

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তি ও ভক্তিবাসনা ... ৩৪০-৩৫৩
ভক্তি ও ভক্তিবাসনার সংজ্ঞা ... ৩৪০
ভক্তি ও ভক্তিযোগ ... ৩৪০
ভক্তিবাসনাই ভক্তিযোগের প্রবর্তক ... ৩৪১
ভক্তিবাসনাহীন ভক্তি কর্মকাণ্ডের সহিত সমান ... ৩৪২
ভক্তিবাসনাযুক্ত সাধকের পাপ বা অপরাধজনিত নরকপাতের সম্ভাবনা নাই ... ৩৪৩
শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের মতে ভক্তিবাসনার স্থান ... ৩৪৪
শ্রীল রায় রামানন্দের বিচারে ভক্তিবাসনার স্থান ... ৩৪৫
ভক্তিবাসনাই কৃষ্ণরতিকে রূপ দান করে ... ৩৪৮
ভক্তিবাসনালাভের উপায় ... ৩৪৯
ভক্তিবাসনার ফল ... ৩৫১

বাসনারূপ ফল ... ৩৫৪-৩৬২
সাধন ও বাসনা ... ৩৫৪
বাসনা স্থিরীকৃত হইবে কিরূপে? ... ৩৫৬
বাসনাভেদে ফলভেদ ... ৩৫৮
ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াও সকলে সমান ফল পান না কেন? ... ৩৫৯
প্রেমই মহৎকৃপালব্ধ ভক্তিবাসনার অন্তিম ফল ... ৩৬০

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দগৌরসীতানাথা জয়ন্তু

উপাসনার আবশ্যকতা

জীবের স্বরূপ

জগতে দুই প্রকার বস্তু দেখা যায়; যথা— চেতন ও জড়। চেতন নিত্য ও জড় অনিত্য। যাহার ইচ্ছাশক্তি আছে, তাহা চেতন ও যাহার ইচ্ছাশক্তি নাই তাহা জড়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ ও লতাদির ইচ্ছাশক্তি আছে বলিয়াই ইহারা চেতন এবং মাটি, কাঠ, পাথর প্রভৃতির ইচ্ছাশক্তি নাই বলিয়াই এগুলি জড়। এই মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ ও লতাদিকে জীব বলা হয়। এই জীবসমূহের জন্মমৃত্যু আছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এই জীবসমূহের দেহ চেতন থাকে। মৃত্যুর পর এই দৃশ্যমান দেহের সমস্ত অংশ অক্ষুন্ন থাকিলেও উহা অচেতন বলিয়া গণ্য হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, দেহের অতিরিক্ত কোন চিদ্‌বস্তুর অস্তিত্ত্ব হেতু দেহ চেতনতা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ বস্তুর বিয়োগে দেহের চেতনতা বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই চিদ্‌বস্তুটিই আত্মা বা জীব। এই জীবকে সচ্চিদানন্দ বস্তু শ্রীভগবানের একটি অণুচিৎ অংশ বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন। "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" (শ্রীভা: ১১।১৬।১১)। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"সূক্ষ্মবস্তু সমূহের মধ্যে আমি জীবরূপে বিদ্যমান। শ্রীভগবানের অংশ হওয়ায় জীব তাঁহারই আশ্রিত ও তাঁহার সেবাই জীবের একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু অনাদিকাল হইতে নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া জীব ভগবৎসেবা ভুলিয়া মায়াগ্রস্ত হইয়াছে। সেইজন্য দণ্ডস্বরূপ মায়া তাহাকে পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ও মন-বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম দেহ দিয়া ত্রিতাপজ্বালায় জর্জরিত করিতেছে।

অনাদি ভগবদ্‌বৈমুখ্যের ফলে জীব স্বরূপতঃ যে শ্রীভগবানের অংশ ইহা ভুলিয়া আগন্তুক বস্তু দেহেতে আত্মবোধ করিয়াছে। বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবানের অংশ হওয়ায় জীব সর্বদা অখণ্ড আনন্দের প্রার্থী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আনন্দলাভের জন্য তাহার সর্বতোমুখী চেষ্টা সত্ত্বেও সে উহা পাইতে পারে না। ইহার একমাত্র কারণ তাহার মায়াবদ্ধতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপাসনার আবশ্যকতা

অখণ্ড আনন্দলাভের জন্য সর্বতোমুখী চেষ্টাসত্ত্বেও জীব যখন তাহা পায় না তখন সে নিজের অপারগতা উপলব্ধি করে এবং কি উপায়ে তাহার ঈপ্সিত আনন্দ লাভ করিতে পারিবে তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া আনন্দলাভ না হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে রত হয়। এমতাবস্থায় সে তাহার বাসনা পূরণের জন্য সমাজের তথাকথিত বিজ্ঞলোকের (অর্থাৎ কর্মকাণ্ডিদের) অনুসরণে তাহা হইতে অধিক শক্তিশালী স্বয়ং শ্রীভগবান্ বা তাঁহার অংশবিশেষের উপাসনায় মন দিয়া থাকে। স্বীয় অপারগতার উপলব্ধি হইতেই জীব নিজের বাসনা পূরণের জন্য তাহা হইতে শক্তিশালী বস্তুর উপাসনার আবশ্যকতা অনুভব করে।

আনন্দলাভের ব্যর্থ চেষ্টা

জীবের এই উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য তাহার মনঃকল্পিত জড়ানন্দলাভ। তাহার মন জড় হওয়ায় নিত্যানন্দ সম্পর্কে তাহার কোনই ধারণা থাকে না। তজ্জন্য সে তাহার জড়েন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। ঐ চেষ্টার ফলে সে যে আনন্দ পায় উহা প্রকৃত আনন্দ নহে, আনন্দের আভাসমাত্র। উহা আবার ক্ষণস্থায়ী। তবুও জীব নিজের অজ্ঞতা হেতু এই আনন্দের অসারতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উহার প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে। পরিণামে তাহার আনন্দের পরিবর্তে ক্লেশলাভই সার হয়।

সাধুসঙ্গলাভ

শ্রীভগবান্ পরম করুণাময়। জীব তাঁহাকে ভুলিলেও তিনি জীবকে ভুলিয়া যান না। মায়াগ্রস্ত জীবের দুর্দশা দেখিয়া তাহাকে মায়ার কবল হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার বিস্মৃতি জীবের মায়াবদ্ধতার একমাত্র কারণ হওয়ায় তিনি সেই বিস্মৃতি দূর করিবার নিমিত্ত নিজে শাস্ত্ররূপে এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু জীব নিজের জড়বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্র বুঝিতে পারিবে না, ইহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার নিজজন সাধুগণকেও আবার এই জগতে পাঠাইয়াছেন। সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দৈবক্রমে জীবের ঐ সাধু-সংসর্গ ঘটিয়া থাকে। সাধু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কারুণ্যবশতঃ জীবের নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়া তাহার মায়াবদ্ধ হইবার কারণ ও তাহা দূরীকরণের উপায় তাহাকে জানাইয়া দেন। তখন জীব শ্রদ্ধার সহিত সাধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তদনুযায়ী তাহার অধিকারোচিত উপাসনায় ব্রতী হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধিকাংশ মনুষ্য কোন না কোনও উপাসনাপদ্ধতির আশ্রিত

বিশ্ববাসী মানবগণের মধ্যে অনেক নাস্তিক ব্যক্তি আছেন। তাঁহারা নিজের বল ও চেষ্টার উপর নির্ভরশীল এবং শ্রীভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সমাজের নীতিসমূহও পালন করেন না। তাঁহাদিগকে নিরীশ্বর নির্নৈতিক বলা হয়। আবার কেহ কেহ ঈশ্বর না মানিলেও নীতিকে কড়াকড়ি ভাবে পালন করেন। তাঁহাদিগকে নিরীশ্বর নৈতিক বলা হয়। এই দুইশ্রেণীর লোককে বাদ দিলে অন্য সকলেই কোন না কোনও উপাসনাপদ্ধতির আশ্রয় লইয়া থাকে। ইঁহারা উপাসনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে নীতিও পালন করেন। তাঁহাদিগকে সেশ্বর নৈতিক বলা হয়। বিমুখ জীবমাত্রেই কামী। সুতরাং কামনা-পূরণই তাহাদের উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর উপাসকই জগতে সর্বাধিক। ইহাদিগকে 'কর্মী' বলা যায়। ইহারা এই চতুর্দশ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেই বিচরণ করিয়া থাকেন। খুব অল্পসংখ্যক লোক জগতের অসারতা উপলব্ধি করিয়া মায়ার কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং তদনুযায়ী উপাসনাও করেন। এই সম্প্রদায়ের উপাসকগণকে 'জ্ঞানী' বলা যায়। শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে জ্ঞান সাধন করিলে জ্ঞানী সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে এবং এই মুক্তিলাভের পর সে নিত্যানন্দ লাভ করে সত্য, কিন্তু তাহার সেই আনন্দ (ব্রহ্মানন্দ) ভক্তের প্রাপ্য প্রেমানন্দের তুলনায় অতি তুচ্ছ। এতদ্ব্যতীত নগণ্য কতিপয় ব্যক্তি সাধুসংস্পর্শে আসিয়া ভগবদ্‌বিমুখতা যে তাহাদের মায়াবদ্ধতার একমাত্র কারণ ইহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন এবং সাধুর নির্দেশে শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া নিজের ভোগ ও মোক্ষবাঞ্ছা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগকে 'ভক্ত' বলা যায় এবং ইঁহাদের এই উপাসনাপদ্ধতিকেই ঐকান্তিকী ভক্তি বলা যায়। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতা হেতু উপাসনাহিসাবে এই ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই ঐকান্তিকভক্তি-পথাশ্রিত উপাসকগণ অবশেষে শ্রীভগবানে প্রেম লাভ করিয়া নিত্যানন্দ উপভোগ করেন। এই স্থানেই জীবের আনন্দ-অন্বেষণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রমাণ

প্রমাণ কী ?

যাহার সাহায্যে কোন বস্তুর সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, উহাকে ঐ বস্তুর প্রমাণ বলা যায় ।

শাস্ত্রে দশপ্রকার প্রমাণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা ও শব্দ ।

(১) প্রত্যক্ষ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলা যায় ।

এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য নহে । কামলরোগাক্রান্ত ব্যক্তি শুভ্র বস্তুকে হরিদ্রাবর্ণ দেখে । তাহার এই চাক্ষুষজ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ । এতদ্ব্যতীত চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় ও মনের অপটুতাহেতু অনেক সময়ে আমরা একটি বস্তু দেখিয়া অন্য একটি বস্তু বলিয়া ভ্রমে পতিত হই । রজ্জু দেখিয়া অনেক সময়ে সর্প বলিয়া ভ্রম হয় । সুতরাং অপটু ইন্দ্রিয়লভ্য প্রমাণ অভ্রান্ত নহে ।

(২) অনুমান—কোনও স্থানে ধূম দেখিয়া সেখানে অগ্নি আছে বলিয়া মনে করা যায়। এইরূপে ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্বের যে জ্ঞান, তাহাকে অনুমান বলে। কিন্তু অনুমান-প্রমাণও সকল স্থলে নির্ভরযোগ্য নহে। কারণ কোনও কোনও পর্বত স্বভাবতঃ ধূমায়মান দেখা যায় অথচ সেস্থানে অগ্নির সত্তা থাকে না ।

(৩) আর্ষ—ঋষিগণের বাক্যকে আর্ষ প্রমাণ বলা যায় । ঋষিগণের বাক্যেও অনেক সময় পার্থক্য দেখা যায় । অতএব ইহা সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নহে ।

(৪) উপমান—কোনও পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ বস্তুর সহিত সাদৃশ্যের দ্বারা অপর বস্তুর যে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, উহাকে উপমান বলা যায় । যেরূপ যে লোক বাঘ দেখে নাই তাহাকে বাঘ দেখিতে বিড়ালের সদৃশ বলা হইয়া থাকে । কিন্তু বাঘ সর্বতোভাবে বিড়ালের সহিত সমান নহে । সুতরাং এইরূপ প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নহে ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৫) **অর্থাপত্তি**—যাহা অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া অস্বীকার করা যাইবে না; অথচ যাহার কোনও কারণ পাওয়া যায় না, উহাকে বলে অর্থাপত্তি। যেরূপ কোনও ব্যক্তি দিনে আহার করে না অথচ উহার শরীর ক্ষীণ হয় না। ঐরূপ অবস্থায় ধরিয়া লইতে হইবে যে ঐ ব্যক্তি দিনের বেলায় না খাইলেও রাত্রে খায়। ঐরূপ অর্থানুসারে কারণের কল্পনাকে অর্থাপত্তি বলা যায়। উহাও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নহে।

(৬) **অভাব**—কোনও বস্তু ইন্দ্রিয়ের সমীপবর্ত্তী না হইলে ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বিষয় হয় না, যেরূপ একটি দেওয়ালের এক পার্শ্বে একটি লোক দাঁড়াইয়া আছে ও অপরপার্শ্বে একটি মাটির পাত্র রাখা হইয়াছে, সেই অবস্থায় লোকটি মাটির পাত্রটি দেখিতে পারিবে না। ঐ লোকের পক্ষে মাটিপাত্রের অস্তিত্বের অনুপলব্ধিকে অভাব প্রমাণ বলা যায়। ইহাও সর্বাবস্থায় গ্রহণযোগ্য নহে।

(৭) **সম্ভব**—এক হাজারের মধ্যে এক শত আছে, এইরূপ বুদ্ধিতে যে সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে, উহাকে সম্ভব প্রমাণ বলা হয়। ইহা কদাপি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নহে।

(৮) **ঐতিহ্য**—কে কখন বলিয়াছে জানা নাই; অথচ পরম্পরাক্রমে যে বিষয় জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, উহাকে ঐতিহ্য প্রমাণ বলা হয়। ইহাও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নহে।

(৯) **চেষ্টা**—অঙ্গুলি আদি দেখাইয়া দ্রব্য ও সংখ্যা সম্পর্কে যে জ্ঞানলাভ হয়, উহাকে চেষ্টা প্রমাণ বলা যায়। ইহাও অভ্রান্ত নহে।

(১০) **শব্দ**—অপৌরুষেয় শাস্ত্র-বাক্য। ইহাকে আপ্তবাক্যও বলা হয়। কোন ব্যক্তিবিশেষের মৌলিক রচনাকে পৌরুষেয় শাস্ত্র বলা যায়। যাহা কোন ব্যক্তির রচিত নহে, স্বয়ং শ্রীভগবানের দ্বারা প্রকাশিত, তাহাকে অপৌরুষেয় শাস্ত্র বলা যায়। ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা রচিত শাস্ত্র প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি হইতে লিখিত হওয়ায় উহা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিটি দোষ হইতে কদাপি মুক্ত নহে। সুতরাং উহা গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু স্বয়ং শ্রীভগবানের বাক্য উক্ত চারিটি দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ায় উহা সর্বতোভাবে গ্রহণীয়।

"ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥"

(শ্রীচৈ: চ: আদি ৭।১০২)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আপ্তবাক্য বা অপৌরুষেয় শাস্ত্রবাক্য ঈশ্বরের বাক্য বলিয়াই উহাতে ভ্রম (যে বস্তুর ধর্ম যাহা নহে, উহাতে তাহা আছে বলিয়া মনে করা—যথা রজ্জুতে সর্পভ্রম), প্রমাদ (অনবধানতা যথা—৫টি জিনিষকে ৬টি বলিয়া গণনা করা), বিপ্রলিপ্সা (ঠকাইবার ইচ্ছা) ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) প্রভৃতি দোষ থাকিতেই পারে না। কারণ ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, মঙ্গলময় ও পরম দয়ালু।

শব্দপ্রমাণের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু 'সর্বসম্বাদিনী'র টীকায় লিখিয়াছেন যে, দশবিধ প্রমাণের কথা উল্লেখ থাকিলেও শব্দপ্রমাণই মূল প্রমাণ; যেহেতু ইহা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই চারিপ্রকার দোষ হইতে মুক্ত। শব্দপ্রমাণদ্বারা প্রতিপাদিত বস্তুর প্রতিকূলে অন্যান্য প্রমাণ বিরোধ উৎথাপন করিতে অসমর্থ। অতএব শব্দ বা অপৌরুষেয় শাস্ত্রপ্রমাণই একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রমাণ।

বেদ স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখ বাক্য। ইহাতে বর্ণিত বিষয়বস্তু অভ্রান্ত, অপরিবর্তনীয়, নিত্য সত্য। সুতরাং শ্রীভগবানের সম্বন্ধে বেদই একমাত্র অভ্রান্ত, নিরপেক্ষ ও স্বয়ংসিদ্ধ প্রমাণ। বেদবাক্য মানিয়া তদনুযায়ী যাঁহারা সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

বেদ—ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ—এই চারিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বেদের দুইটি করিয়া অংশ আছে। একটি অংশের নাম মন্ত্র ও অন্য অংশের নাম ব্রাহ্মণ। বেদবিহিত যজ্ঞাদিতে মন্ত্রের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণাংশে মন্ত্রের অর্থ রহিয়াছে।

ঋগ্‌বেদে ঐতরেয় নামে একটি ব্রাহ্মণ, যজুর্বেদে তৈত্তিরীয় ও শতপথ নামে দুইটি ব্রাহ্মণ, সামবেদে তাণ্ড্য নামে একটি ব্রাহ্মণ ও অথর্ববেদে গোপথ নামে একটি ব্রাহ্মণ আছে।

বেদে তিনটি কাণ্ড বা অংশ আছে। যথা—কর্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি কর্মের ব্যবস্থা, দেবতাকাণ্ডে নানা দেবদেবীর উপাসনার ব্যবস্থা এবং জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মবিদ্যার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

কর্মকাণ্ডের কর্মও আবার দুই প্রকার; যথা—সকাম ও নিষ্কাম। সকাম কর্মের লক্ষ্য ইহকাল ও পরকালের সুখলাভ। ইহার দ্বারা সংসারনিবৃত্তি হয় না। নিষ্কামকর্মে ভোগবাসনা ক্ষয় হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয়। এই নিষ্কাম কর্মই বেদবিহিত কর্মকাণ্ডের চরম উপদেশ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দেবতাকাণ্ডে সগুণ ও নির্গুণ উভয় শ্রেণীর দেবতাগণের উপাসনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এস্থানে গুণ শব্দের অর্থ মায়িক গুণ। সগুণ দেবদেবীর উপাসনায় দেহেন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু লাভ হইয়া থাকে ও নির্গুণ দেবদেবীর উপাসনার দ্বারা গুণাতীতত্ব লাভ হয়।

জ্ঞানকাণ্ডের জ্ঞানও দুইপ্রকার—পরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ জ্ঞান। শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান ও পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারজনিত জ্ঞানকে অপরোক্ষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলা যায়। এই অপরোক্ষ জ্ঞান বা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে মায়াবন্ধন ছিন্ন হয়।

উপনিষদ্—উপনিষদ্ এই জ্ঞানকাণ্ডেরই অন্তর্ভুক্ত। উপ নি পূর্বক সদ্ ধাতু হইতে 'উপনিষদ্' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সদ্ ধাতুর অর্থ অবসাদ, গতি ও বিনাশ। যাহা দেহাত্মবুদ্ধিরূপ সংসারদশাকে অবসাদিত বা শিথিল করে, যাহা পরব্রহ্মের প্রতি গতির উপায় বা পরব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় জানাইয়া দেয় এবং যাহা সংসারবীজস্বরূপ মায়া বা অবিদ্যা বিনাশের উপায় জানাইয়া দেয়, উহাকে 'উপনিষদ্' বলা হয়। ব্রহ্মবিদ্যাই এইসব কার্য সাধন করিতে পারে। সুতরাং উপনিষদ্ হইল ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থ। বেদ বা শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উপনিষদ্‌কে শ্রুতিও বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে বেদের শিরোভাগই উপনিষদ্ অর্থাৎ যাহা প্রতিপাদন করা বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য সেই ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা বেদের চরম বা শেষ কথা। সেই কারণে উপনিষদ্‌কে বেদান্তও বলা যায়।

উপনিষদের ন্যায় পুরাণ ও ইতিহাসও বেদের অন্তর্গত। সুতরাং চারিবেদ ও তদন্তর্গত উপনিষদের ন্যায় পুরাণ ও ইতিহাসও শ্রীভগবানের বাক্য এবং অপৌরুষেয় শাস্ত্র বলিয়া বেদশব্দবাচ্য। তজ্জন্য ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলা হয়।

পুরাণ তিনপ্রকার—সাত্ত্বিক পুরাণ, রাজসিক পুরাণ ও তামসিক পুরাণ। ইহার মধ্যে সাত্ত্বিক পুরাণেই ব্রহ্মবিদ্যার বিষয়ে অধিক বর্ণিত হইয়াছে। এই সাত্ত্বিক পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

'(গী: ১৪।১৭) সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্' ইতি (ভা: ১।২।২৪) 'সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্' ইতি ন্যায়াৎ সাত্ত্বিকমেব পুরাণাদিকং পরমার্থজ্ঞানায় প্রবলমিত্যায়াতম্। তথাপি পরমার্থেঽপি নানাভঙ্গ্যা বিপ্রতিপদ্যমানানাং সমাধানায় কিং স্যাৎ ? যদি সর্বস্যাপি বেদস্য পুরাণস্য চার্থ-নির্ণয়ায় তেনৈব শ্রীভগবতা ব্যাসেন ব্রহ্মসূত্রং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃতম্, তদবলোকনেনৈব সর্বোঽর্থো নির্ণেয় ইত্যুচ্যতে, তার্হি নান্যসূত্রকার-মুন্যনুগতৈর্মন্যেত। কিঞ্চাত্যন্তগূঢ়ার্থানামল্পাক্ষরাণাং তৎসূত্রাণামন্যার্থত্বং কশ্চিদাচক্ষীত, ততঃ কতরদিবাত্র সমাধানম্ ? তদেবং সমাধেয়ম্,—যদ্যেকতমমেব পুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়ং শাস্ত্রং সর্ববেদেতিহাস-পুরাণানামর্থসারং ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্ভুবি সম্পূর্ণং প্রচরদ্রূপং স্যাৎ ! সত্যমুক্তম্; যত এব চ সর্বপ্রমাণানাং চক্রবর্তিভূতমস্মদভিমতং শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্ভাবিতং ভগবতা।" (তত্ত্বসন্দর্ভ—৯)

অর্থাৎ সত্ত্ব হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সত্ত্বগুণই ব্রহ্মোপলব্ধির কারণস্বরূপ। এই ন্যায়ানুসারে সাত্ত্বিক পুরাণাদিই যে পরমার্থজ্ঞানোৎপত্তির প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। তথাপি সাত্ত্বিক পুরাণবিজ্ঞাপিত সেই পরমার্থ বিষয়ে যাহাদের নানাভাবে সংশয় ও বিপর্যয়ের উদয় হয়, তাহাদের নিমিত্ত তত্ত্বসমাধানের উপায় কী ? যদি বলা যায়, বিভিন্ন বেদ ও পুরাণের তাৎপর্য নির্ণয় উদ্দেশ্যে ভগবান্ শ্রীবেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ও তাহার আলোচনার দ্বারা শাস্ত্রীয় যাবতীয় বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারিবে, তাহা হইলে সাংখ্যাদি অন্যান্য সূত্রকর্তা মুনিগণের অনুগত সম্প্রদায় একথা স্বীকার করিবে না। বিশেষতঃ ব্রহ্মসূত্রসমূহ অল্পাক্ষরবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত গূঢ়ার্থযুক্ত বলিয়া কেহ কেহ তাহার অন্য প্রকার ব্যাখ্যাও করিতে পারেন; অতএব এই ক্ষেত্রে সমাধান কী ? এই আশঙ্কার উত্তর এই যে, সমস্ত বেদ, ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্রের সারস্বরূপ এবং ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য হইয়া যদি কোনও একটি মাত্র অপৌরুষেয় পুরাণলক্ষণবিশিষ্ট শাস্ত্র সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীতে প্রচার লাভ করে, তাহা হইলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ইহা ঠিক কথা; কারণ সমস্ত প্রমাণের চক্রবর্তিস্বরূপ এবং আমাদের অভীষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতই ভগবান্ বেদব্যাসদ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

ভগবত্তত্ত্ব-নির্ধারণ-নিমিত্ত শ্রুতি-প্রমাণই যথার্থ

শ্রুতি বা বেদ স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাক্য হওয়ায় তাহাতে তিনি নিজে তাঁহার সম্বন্ধে যে তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত প্রমাণ। বেদ মুখ্যতঃ কর্মকাণ্ড প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও কর্মার্পণ, কর্মযোগ, নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে নির্বেদ-লাভই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা পূর্ব বর্ণনা হইতে জানা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণচক্রবর্তি-চূড়ামণি

শ্রীমদ্ভাগবত বেদের সারস্বরূপ ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য হওয়ায় বেদে ভোগোন্মুখ লোকের ক্রমমঙ্গলের উদ্দেশ্যে যাহা পরোক্ষে উক্ত হইয়াছে শ্রীমদ্ভাগবতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব ভগবত্তত্ত্ব-সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতই প্রমাণচক্রবর্তি-চূড়ামণি, ইহা শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের পূর্ব উক্তিদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আত্মমঙ্গলকামী প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকে অবলম্বন করিয়া নিজের সাধনপন্থা স্থির করিতে পারিলে অবশ্যই পরতত্ত্ববস্তুর স্বরূপ, তাঁহার সহিত সম্পর্ক ও তৎপ্রাপ্তির উপায় অবগত হইতে পারিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পন্থা কিরূপে নির্বিচারে বরণীয়, ইহা শ্রীনিমি মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে নবযোগীন্দ্রের অন্যতম শ্রীকবি বলিয়াছেন—

"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্।
যানাস্থায় নরো রাজন্ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৩৪-৩৫)

অবিদ্বান্‌গণের সহজ আত্মোপলব্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ যেসমস্ত উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাকেই **'ভাগবতধর্ম'** বলিয়া জানিবে।

হে রাজন্! এই সমস্ত (শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত) ধর্ম অবলম্বন করিলে কখনই কোন বিঘ্ন মানবের বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না এবং চক্ষু বন্ধ করিয়া অর্থাৎ ক্রমউল্লঙ্ঘন করিয়া এবং শ্রুতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানরূপ দুইটি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও স্খলন বা পতন হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত অপৌরুষেয় রসময় শ্রুতি

শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভে ভাগবতোক্ত ধর্ম্ম বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে—

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥"

(শ্রীভা: ১।১।২)

অর্থাৎ মহামুনি নারায়ণকৃত এই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্মৎসর সাধুগণের দ্বারা আচরিত সম্পূর্ণরূপে ফলাভিসন্ধিশূন্য পরমধর্মের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে তাপত্রয়ের মূলোৎপাটক এবং পরমমঙ্গলপ্রদ বাস্তববস্তুকে জানিতে পারা যায়। কিন্তু যেসব কৃতী ব্যক্তি এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা শ্রবণের আরম্ভমাত্রেই ঈশ্বর তাঁহাদের দ্বারা হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া যান। অতএব, শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে অন্য শাস্ত্রের কি প্রয়োজন ?

এস্থানে কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যথা—মহামুনিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে—পাণিনির 'উপজ্ঞাতে' (পা: ৪।৩।১১৫), 'তস্যেদম্' (পা: ৪।৩।১২০) ও 'কৃতে গ্রন্থে' (পা: ৪।৩।১১)—এই তিন সূত্র অনুসারে 'শ্রীমদ্ভাগবত' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। (১) 'তেন শ্রীমতা ভগবতা উপজ্ঞাতং প্রথমজ্ঞাতং, বিনোপদেশজ্ঞাতং বা ইতি শ্রীমদ্ভাগবতম্' অর্থাৎ সেই 'শ্রী'-যুক্ত ভগবানের দ্বারা ইহা প্রথমেই বিদিত, অপরের উপদেশ ব্যতীত হৃদ্‌গত বিষয় নিজকর্তৃক আবিষ্কৃত; অতএব অপৌরুষেয়। (২) 'শ্রীভগবত ইদং প্রেষ্ঠকলত্ররূপম্' অর্থাৎ ইহা শ্রীভগবানের প্রেষ্ঠকলত্র বা শক্তি বা আশ্রয়-বিগ্রহ-শিরোমণিস্বরূপ। (৩) 'মহামুনিঃ সর্বমহন্মহনীয়চরণপঙ্কজঃ শ্রীভগবান্, তেন কৃতো গ্রন্থঃ শ্রীমদ্ভাগবতম্'—মহামুনি অর্থাৎ সর্বোত্তম পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীউদ্ধবজী যাঁহাদের পদরজ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই মুনি পরমহংসগণের (ব্রজগোপীগণের) মহনীয় পূজনীয়চরণপঙ্কজ শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণের কৃত 'শ্রীমদ্ভাগবত'। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বপ্রথম বক্তা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা নারদকে ও নারদ ব্যাসকে এই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছিলেন।

যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম নবম পদার্থ মুক্তির আশ্রয়, সেই সুখস্বরূপ রসরাজবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক চিৎকাব্য, চিদলঙ্কার ও পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত আবিষ্কৃত হইয়াছেন। সুতরাং ঋষিপ্রণীত অন্যান্য পৌরুষেয় শাস্ত্রের আর আবশ্যকতা নাই। কারণ পরতত্ত্বের প্রতি প্রীতি-পরাকাষ্ঠার কথা শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রে নাই।

এই গ্রন্থের শ্রীমদ্ভাগবত নামকরণেরও বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ই বিশেষভাবে বর্ণিত হওয়ায় ইহাকে শ্রীকৃষ্ণপুরাণ বলা যাইতে পারিত; যেরূপ শ্রীনৃসিংহপুরাণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি। সেইরূপ নামকরণ না হইয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত' নামকরণের তাৎপর্য এই যে, ইহা 'শ্রীমতা ভগবতা কৃতম্ আবির্ভাবিতম্' অর্থাৎ ইহা স্বয়ং শ্রীভগবানের কৃত। তজ্জন্য ইহার 'শ্রীমদ্ভাগবত' নামকরণ হইয়াছে। শ্রীভগবত্তত্ত্ব-প্রতিপাদক এই গ্রন্থ সর্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীনারায়ণ স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ইহার প্রামাণিকতা ও সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরমধর্ম

শ্রীমদ্ভাগবতে "ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্। শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥" (১।১।২) শ্লোকে যে **'পরমধর্ম'** কথা উক্ত হইয়াছে, সেই 'পরমধর্ম' শব্দের তাৎপর্য কী ? "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্" (শ্রীভা: ১।২।১৩) । এই প্রমাণানুসারে **ভগবৎপ্রীতিই পরমধর্মের একমাত্র তাৎপর্য** । অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে যে ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার একমাত্র লক্ষ্য শ্রীভগবৎপ্রীতি । শ্রীভগবৎপ্রীতিসাধন বা ভগবত্তোষণ ব্যতীত অন্য কোনও রূপ বাসনা যদি ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকে, তবে তাহা ধর্ম হইতে পারে, কিন্তু কদাপি পরমধর্ম হইবে না । তজ্জন্য পরমধর্মকে **'প্রোজ্ঝিতকৈতব'** বলা হইয়াছে । যাহা হইতে কৈতব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহাতে কৈতবের গন্ধমাত্র নাই, তাহাই প্রোজ্ঝিতকৈতব । কৈতবের অর্থ কপটতা । কপটতার অর্থ যে উদ্দেশ্যে ধর্মানুষ্ঠান করিবার কথা, তাহা না করিয়া অন্য উদ্দেশ্য পোষণ করা । পূর্বে বলা হইয়াছে 'স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্' এই বচন অনুসারে ধর্মাচরণ কালে শ্রীহরিতোষণ ব্যতীত স্বসুখবাসনা হৃদয়ে পোষণ করা কপটতা । যে ধর্ম হইতে এই স্বসুখবাসনারূপ কপটতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা "প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম" । শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা অনুসারে "প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ ।" প্র-উপসর্গের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে; প্রোজ্ঝিত শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত । ইহার তাৎপর্য এই যে, ইহকালের যাবতীয় সুখকামনা এবং পরকালের স্বর্গাদি সুখকামনা, এমন কি মোক্ষকামনা পর্যন্ত যে ধর্মে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম । মোক্ষকামনা থাকিলেও যে ধর্মসম্বন্ধীয় কপটতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না, ইহাই শ্রীধরস্বামিপাদের অভিপ্রায় । সুতরাং মোক্ষকামনা যে ধর্মসম্বন্ধীয় কপটতাবিশেষ, ইহা এস্থলে সুস্পষ্ট ।

মোক্ষকামী মুক্তিলাভ করিলে তাহার আর সংসার গতাগতি হয় না এবং সে শ্রীভগবানের চিন্ময়ধামে নিত্যকাল অবস্থান করে; এইরূপ অবস্থায় মোক্ষকামনাকে কি উদ্দেশ্যে কপটতা বলা হইয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল । মুক্তি পাঁচপ্রকার; যথা—সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য । সার্ষ্টি মুক্তিতে উপাস্যদেব শ্রীনারায়ণের ন্যায় সমান ঐশ্বর্য লাভ হয় ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সালোক্যে উপাস্যের সহিত সমান লোকে বা সমান ধামে (বৈকুণ্ঠধামে) বাস করা যায়। সারূপ্যে উপাস্যের সমান রূপ অর্থাৎ চতুর্ভুজ রূপ লাভ হয়। সামীপ্যে উপাস্যের নিকট বাস হইয়া থাকে। এই চারিপ্রকার মুক্তিতে সিদ্ধাবস্থায় সাধকের নিজের স্বতন্ত্র সত্তা থাকে; কিন্তু সাযুজ্যে সাধক উপাস্য নির্বিশেষ ব্রহ্মে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে সাধকের স্বতন্ত্র সত্তা লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। মুক্তি বলিতে মুখ্যতঃ রূঢ়ি অর্থে এই সাযুজ্য মুক্তিকেই বুঝাইয়া থাকে। উপরে বৈকুণ্ঠের যে চতুর্বিধা মুক্তির কথা বলা হইল, তাহাতে সাধকের দুইটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। প্রথমতঃ কেবলমাত্র উপাস্যের সহিত সমান ঐশ্বর্যলাভ, দ্বিতীয়তঃ উপাস্যের সমান ঐশ্বর্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেবালাভ। প্রথম প্রকার মুক্তিকে 'সুখৈশ্বর্যোত্তরা' মুক্তি এবং দ্বিতীয় প্রকার মুক্তিকে 'প্রেমসেবোত্তরা' মুক্তি বলা হয়। অতএব উপরোক্ত উভয় প্রকার (সুখৈশ্বর্যোত্তরা ও প্রেমসেবোত্তরা) চতুর্বিধা মুক্তিতে বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য লাভরূপ **স্বসুখকামনা** আছে বলিয়াই প্রমাণিত হইল। কারণ সাধক তাহার নিজের সুখের জন্য ঐশ্বর্যকামনা করিতেছে। সুখৈশ্বর্যোত্তরা মুক্তিতে উপাস্যের কোনও সুখকামনা থাকে না। প্রেমসেবোত্তরা মুক্তিতে সেবাকামনা কিছু থাকিলেও তাহা নির্মল নহে। কারণ তাহাতেও ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির বাসনা মিশ্রিত থাকে। তাই উহা যে ধর্মসম্বন্ধীয় কপটতাবিশেষ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং সালোক্যাদি চতুর্বিধ মুক্তিবাসনা হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হইলে ধর্ম কৈতবশূন্য হইতে পারে না।

ইহা হইল চতুর্বিধা মুক্তির কথা। পঞ্চম প্রকারের মুক্তি হইল সাযুজ্য মুক্তি। ইহাতে কিরূপ কপটতা আছে তাহা নিম্নোক্ত আলোচনা হইতে জানা যাইবে। সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীব তাহার শুদ্ধ চিৎকণস্বরূপে ব্রহ্মে লীন হইয়া শ্রীভগবানের অন্তঃসাক্ষাৎকাররূপ আনন্দে সর্বক্ষণ নিমগ্ন থাকায় নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া থাকে। সুতরাং সাধনকালে সেবাবাসনা হৃদয়ে না রাখিয়া সে যে ভক্তি বা সেবার অভিনয় করে, সিদ্ধিলাভান্তে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া তাহার স্বতন্ত্র সত্তার অনুভূতি না থাকায় সে শ্রীভগবানের সেই সেবা করিতে পারে না। অতএব পূর্বোক্ত ধর্মের উদ্দেশ্য যে ভগবৎপ্রীতিসাধন, সাযুজ্যমুক্তিকামীর ধর্মে তাহা না থাকায় তাহাকে ধর্মসম্বন্ধীয় কপটতা বলা হয়। কারণ সাধনকালে উক্ত সাধকের হৃদয়ে কেবল ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ স্বসুখবাসনা ব্যতীত অন্য কোন বাসনা থাকে না। এই কপটতা ত্যাগ না করিলে ধর্ম কপটতাশূন্য হইতে পারে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতএব ইহকালের বা পরকালের সুখবাসনা, এমন কি মুক্তিবাসনা পর্যন্ত যে ধর্মানুষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব ভাগবতধর্ম। ইহাই পরমধর্ম। কারণ ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রীতি। অতএব ভগবৎ-তোষণই যে ভাগবতোক্ত এই পরমধর্মের স্বরূপ, ইহা উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট জানা যায়।

পরমধর্মের অনুষ্ঠাতা কে ?

এই ভগবত্তোষণরূপ পরমধর্ম কাহারা আচরণ করিতে পারিবে, সেসম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, ইহা নির্মৎসর সাধুগণের দ্বারা অনুষ্ঠেয়। এস্থানে 'নির্মৎসর' শব্দ ব্যবহার করা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণতঃ সংসারী স্বসুখকামী জীব অপরের সুখ দেখিতে পারে না। কারণ যাহাদের কোনপ্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা আছে তাহারা কখনও অপরের সুখ সহ্য করিতে পারে না। এই পরসুখ-অসহনকে 'মৎসর' বলা হয়। কিন্তু যাহাদের ভগবৎসুখচিন্তা ব্যতীত ঐহিক বা পারলৌকিক কোনওরূপ সুখকামনা নাই, সেরূপ ব্যক্তিগণকে নির্মৎসর বলা হয়। তাঁহারা সর্বদা শ্রীভগবানের সেবাচিন্তায় আবিষ্ট এবং অপরের হৃদয়ের মধ্যে তাঁহারা শ্রীভগবানের উপস্থিতি অনুভব করিয়া থাকেন। সেইজন্য সকলের মঙ্গলচিন্তা ব্যতীত অমঙ্গলচিন্তা করিবার অবকাশ তাঁহাদের থাকে না। কেবল এইরূপ নির্মৎসর সাধুগণের দ্বারাই সর্বপ্রকার ফলানুসন্ধানশূন্য এই পরম ধর্মের অনুষ্ঠান সম্ভব; অন্য কাহারও দ্বারা নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে যাহারা মৎসর তাহারা কী এই পরম ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না ? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, ভাগবতধর্মের পরিসর এতই প্রশস্ত যে, তাহারাও এই পরমধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভগবৎকৃপায় তাহাদের মৎসর দূরীভূত হইয়া যাইবে। "কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে। কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।২৭) উদাহরণস্বরূপ ধ্রুব। তিনি ভ্রাতার সুখ সহ্য করিতে না পারিয়া পিতৃসিংহাসন লাভের উদ্দেশ্যে ভজন করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীভগবান্ তাঁহার সেই বিষয়বাসনা দূর করিয়া তাঁহাকে ভক্তি দান করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ফল

শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ফল বিষয়ে এস্থানে বর্ণিত হইতেছে। "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু"; শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণফলে বাস্তববস্তুর অনুভূতি হয়। যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল সময়ে স্থির ও অপরিবর্তিত থাকে, তাহাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'বাস্তববস্তু' বলা যায়। এস্থানে বাস্তববস্তুর অর্থে শ্রীভগবানের স্বরূপ, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, ভক্ত ও ভক্তিকেই বুঝাইতেছে।

এই বাস্তববস্তুর শক্তি কি সেবিষয়ে বলা হইতেছে। ইহা 'শিবদং' মঙ্গলপ্রদ। মঙ্গল কী ? পরমানন্দ-প্রাপ্তিই জীবের পক্ষে একমাত্র মঙ্গল। কারণ সর্বাবস্থায়ই জীবের ইহা কাম্য হইয়া থাকে। বাস্তববস্তু নিজ শক্তিতে জীবকে এই পরমানন্দ দান করিয়া থাকেন।

এই বাস্তববস্তুর আর একটি শক্তি হইল—ইহা 'তাপত্রয়োন্মূলনম্' অর্থাৎ ইহা ত্রিতাপের মূলীভূত কারণ অবিদ্যাকে খণ্ডন করে। ভক্তির ফলে ভগবদনুভবরূপ পরমানন্দ লাভ হইলে আনুষঙ্গিক ভাবে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপের মূল অবিদ্যা দূর হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ এমন কি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ইচ্ছামাত্রের এইরূপ অলৌকিক শক্তি যে "ঈশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিঃ তৎক্ষণাৎ" অর্থাৎ এই শ্রবণেচ্ছার আরম্ভ হইতেই শ্রীহরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া যান। 'কৃতিভিঃ' শব্দের অর্থ শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—"কথঞ্চিৎ তৎসাধনানুক্রমলব্ধয়া ভক্ত্যা কৃতার্থৈঃ।" অর্থাৎ পরমধর্মের কোনওরূপ সাধন প্রভাবে ভক্তিলাভ করিয়া যাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই কৃতী। এইরূপ কৃতী ব্যক্তিগণ শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ইচ্ছা পোষণ করামাত্রই (সদ্যঃ) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া যান এবং সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া (তৎক্ষণাৎ) সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের চিত্তে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। অবরুদ্ধ শব্দের তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয় হইতে আর বহির্গত হইতে পারেন না।

এতদ্দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী শক্তি সূচিত হইতেছে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের একটি অচিন্ত্য শক্তি। অন্য কোন শাস্ত্রের এইরূপ শক্তি নাই। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব।

এই শ্লোকে তিনবার 'অত্র' (এই শ্রীমদ্ভাগবতে) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নির্ধারণার্থেই তিনবার এই অত্র শব্দের উক্তি। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই (অত্র) প্রোজ্ঝিতকৈতব-ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; অন্য কোনও শাস্ত্রে নহে। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই (অত্র) বাস্তব বস্তু বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়, অন্য কোনও শাস্ত্র হইতে নহে। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই (অত্র) অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণেচ্ছায়ই ঈশ্বর সদ্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন; অন্য শাস্ত্র-শ্রবণেচ্ছায় নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষার বৈজ্ঞানিকত্ব

শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষার বৈজ্ঞানিকত্ব সম্পর্কে কয়েকটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথমটি হইল অধিকারোচিত ধর্মযাজনের শিক্ষা। নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥
নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥
তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"

(শ্রীভা: ১১।২০।৬-৯)

অর্থাৎ হে উদ্ধব! আমি মানবগণের মঙ্গলবিধান-নিমিত্ত জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগের নির্দেশ দিয়াছি। ইহা ব্যতীত মঙ্গলের অন্য কোনও উপায় নাই। উপরে যে ত্রিবিধ যোগের বিষয় বলা হইল, ইহাতে কে কোন্ যোগের অধিকারী সেবিষয়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যাহাদের কর্মফল লাভের প্রতি আকাঙ্ক্ষা নাই এবং তজ্জন্য যাহারা বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, তাহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী; কিন্তু যাহারা কামী অর্থাৎ এই জড়জগতের সুখভোগ করিতে আগ্রহী, তাহাদের জন্য বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা; কারণ তাহারা কর্মাধিকারী। যাহারা ভাগ্যবান্ অর্থাৎ পূর্বে কোন ভক্তমহতের যাদৃচ্ছিক সঙ্গ বা কৃপার ফলে যাহাদের ভাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাহাদেরই আমার (শ্রীভগবানের) কথা শ্রবণ-কীর্তনের প্রতি আদর জাত হইয়া থাকে। এইপ্রকার ব্যক্তির বিষয়ভোগের প্রতি অতি আসক্তি থাকে না কিম্বা বিষয়ত্যাগের প্রতিও ঝোঁক থাকে না; ইহারাই ভক্তিযোগের অধিকারী। যেপর্যন্ত জ্ঞানীর পারমেষ্ঠ্য সুখের প্রতি নির্বেদ অর্থাৎ অসার বুদ্ধির উদয় হয় নাই, সেপর্যন্ত তাহাকে কর্ম করিতেই হইবে। আর যেপর্যন্ত আমার কথায় আকস্মিক মহৎকৃপাজনিত শ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, অর্থাৎ 'ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তনাদির দ্বারাই সর্বসিদ্ধি হইবে'—এইপ্রকার দৃঢ়বিশ্বাস হয় নাই, সেপর্যন্ত ভক্তিকামীকেও কর্ম করিতে হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমদ্ভাগবতের উপরোক্ত উপদেশ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে শাস্ত্রে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই ত্রিবিধ যোগের কথা বলা হইয়াছে। মানব কোন্ অধিকারে উহা করিবে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া সংসারভোগের প্রতি আসক্ত ব্যক্তির জন্য কর্মযোগ, সংসারভোগের প্রতি যাঁহাদের বৈরাগ্য আসিয়াছে, তাঁহাদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং যাঁহাদের শ্রীভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্তনে রুচি জাত হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য ভক্তিযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই অধিকারোচিত ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিলে পতন অনিবার্য।

অতএব আত্মমঙ্গলেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য পন্থা নাই। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকে অনুসরণ করিলেই জীব স্বীয় অধিকারোচিত সাধনে ব্রতী হইতে পারিবে এবং ক্রমপন্থায় সাধনপথে অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভে সমর্থ হইবে। তখন তাহার অখণ্ড আনন্দলাভ-অভিলাষের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। এই অধিকারোচিত পন্থা অবলম্বন না করিলে, সাধনের ক্রম-উল্লঙ্ঘন হেতু সাধকের পতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে জগজ্জঞ্জালের কারণ হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি বলিয়া যে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য, তাহা শৌনকাদি ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূতগোস্বামী বলিয়াছেন।

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥" (শ্রীভা: ১।৩।৪৩)

শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট ছিলেন তখন তিনি স্বয়ং ভগবদ্ধর্ম ও ভগবৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানাদি নানা উপায়ে শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু তিনি জগৎকে যেসব উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহার লীলা সংগোপনের পর তাহারও বিলোপ সাধিত হইল এবং জগদ্বাসী সেইসকল উপদেশ ব্যতিরেকে ঘোর অন্ধকারে রহিলেন। এই অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে লোকসকল ধর্ম সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া গেলেন। জীবের এই দয়নীয় অবস্থা দেখিয়া পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ পুরাণার্ক শ্রীমদ্ভাগবতরূপে আবির্ভূত হইলেন। সূর্য উদিত হইলে যেরূপ জগতের অন্ধকার নাশ হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত-সূর্যরূপে এই জগতে আবির্ভূত হইয়া ধর্মসম্বন্ধে জীবের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিতেছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জগৎকে শ্রীমদ্ভাগবতের দান অতুলনীয়

প্রকৃতপক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের জগৎকে যে দান তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় বিস্ময়াভিভূত হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের এই দান অতুলনীয়। জগতের অন্য কোন শাস্ত্র এইরূপ দান করিতে পারেন নাই। এই দানটি কী? ইহা হইতেছে পরতত্ত্ব বস্তুর প্রতি প্রিয়ত্বধর্ম। এই প্রিয়ত্বধর্মের এইরূপ অদ্ভুত শক্তি যে, ইহা সর্বশক্তিমান্ অজিত শ্রীভগবানকেও ভক্তের হৃদয়ে বশীভূত করিয়া দেয়। "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" (তৈত্তিরীয়) রসলোলুপ শ্রীভগবান্ স্বয়ং স্বীয় স্বরূপশক্তির দ্বারা ভক্তিরসরূপে ভক্ত-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করেন এবং ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তিরস আস্বাদন করিতে গিয়া তাহার হৃদয়ে নিজে অবরুদ্ধ হইয়া যান। মধুলোলুপ ভ্রমর কোন স্থানে মধুপূর্ণ পাত্র দেখিলে যেরূপ আত্মহারা হইয়া মধুপান করিতে করিতে শেষে পাত্রস্থ মধুর মধ্যে ডুবিয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তিরসলোলুপ শ্রীভগবান্ও রসলোভে ভক্তহৃদয়ের ভক্তিরসে ডুবিয়া যান; তথা হইতে আর বহির্গত হইতে পারেন না বা হওয়ার ইচ্ছাও তাঁহার থাকে না। শ্রীভগবান্ নিজে তাঁহার ভক্তপ্রেমবশ্যতার কথা স্বীকার করিয়া দুর্বাসাকে বলিয়াছেন—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

(শ্রীভা: ৯।৪।৬৩, ৬৫-৬৮)

হে দ্বিজ! আমি ভক্তগণের প্রিয়, ভক্তের পরাধীন, ভক্তের নিকট আমার সত্যই যেন কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়া রহিয়াছেন। ভক্তগণের কথাই বা কি বলিব, তাঁহাদের যে প্রিয় সেও আমার প্রিয়। যেসকল সাধু গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, ধন, প্রাণ ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহ-পরলোক পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন, আমি কিরূপেই বা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব! সতী স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণ সেইরূপ ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন। আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই সর্বদা পরিতৃপ্ত; আমার সেবার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা উহা গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা করেন না। অতএব অনিত্য স্বর্গাদি অন্য সুখের কথাই বা কি বলিব ? সাধুগণ আমার হৃদয় ও আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না এবং আমিও তাঁহাদের ব্যতীত আর কিছুই জানি না।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপরোক্ত বাণীতে শ্রীভগবান্ নিজে তাঁহার ভক্তবশীভূততার কথা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা যে কিরূপ হৃদয়স্পর্শী, অনুভবিমাত্রেই তাহা জানিতে পারিবেন। এস্থানে আর একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তাহা হইল—শ্রীভগবানের সেবালাভের আশায় ব্যাকুল হইয়া ভক্ত কিরূপে নিজের সমস্ত সুখকে জলাঞ্জলি দিয়া থাকে; নিজের স্ত্রী, পুত্র, ধন, প্রাণ, ইহলোকের যাবতীয় সুখ এবং পরলোকের স্বর্গাদি সুখ এমনকি পঞ্চবিধ মুক্তিসুখকেও পর্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া থাকে। শ্রীভগবানের প্রীতি-নিমিত্ত ভক্তের এই দুস্ত্যজ ত্যাগের দ্বারা কি ভগবান্ বশীভূত না হইয়া থাকিতে পারেন ? ভক্তের এই ত্যাগের কথা শ্রীভগবান্ তাঁহার স্বমুখে স্বীকার করিয়া এই কারণেই তিনি ভক্তের বশীভূত হইলেন বলিয়া উপরোক্ত শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ভক্তের শ্রীভগবানের প্রতি এবং শ্রীভগবানের ভক্তের প্রতি আকর্ষণের কথা সূচিত হইতেছে। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষার চমৎকারিতা। ভক্তি বা সেবা বলিতে এইরূপ ভাবকেই বুঝায়। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের এই শিক্ষা যে সমস্ত শাস্ত্রের শিক্ষার বহু উর্দ্ধে, ইহা কেই-বা অস্বীকার করিবে ?

যদি শ্রীমদ্ভাগবত এই জগতে আবির্ভূত না হইতেন তাহা হইলে পরতত্ত্ববস্তুর এই প্রিয়ত্বধর্মের কথা জগতকে কেই-বা জানাইত ? ভক্ত শ্রীভগবানকে ভক্তিরস আস্বাদন করাইয়া কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্ন বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী।

"সর্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥"

(শ্রীভা: ১২।১৩।১২)

এই শ্রীমদ্ভাগবতে নিখিল বেদান্তের সার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইল ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বসূচক অদ্বিতীয় বস্তু এবং কৈবল্যরূপ একমাত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ফললাভ ইহাতে নিহিত। এস্থানে 'কৈবল্য' শব্দ-যোজনার যাথার্থ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে। কৈবল্যকে সাধারণতঃ মুক্তি বলিয়াই লোকে মনে করে। কৈবল্যকে মুক্তি অর্থে গ্রহণ করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষার সহিত অসঙ্গতি হয়। কারণ "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্" (শ্রীভা: ১।২।১৩) শ্লোকে ভগবৎপ্রীতিই যে ধর্মানুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য, উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সেই হেতু কৈবল্য শব্দ এস্থানে মুক্তি অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া প্রীতি অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ পরতত্ত্ববস্তুর প্রতি নিষ্ঠার শেষ ফল তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিলাভ। এই প্রীতি লাভ করিলে ভক্তের এরূপ অবস্থা হয় যে, সে প্রেমবিহ্বল হইয়া তাহার নিজের সত্তা পর্যন্ত ভুলিয়া যায়, অবশেষে প্রেমই যেন তাহার নিজস্ব সত্তা, এই ভাবে সর্বদা বিহ্বল থাকে। কী অপূর্ব এ ভাবাবেশ! নিবিড় প্রেমের এই ঘনীভূত স্তরে ভক্ত ও শ্রীভগবানের কী একীভূত অবস্থা! ইহা কি ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব? এইখানেই 'কৈবল্য' শব্দের—(কেবলস্য ভাবঃ) ব্যবহারের যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত এ-জগতে আবির্ভূত না হইলে পৃথিবীর অন্য কোন্ শাস্ত্রই বা এই অশ্রুতপূর্ব ভাবের কথা শিক্ষা দিত?

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকে অকপটে আশ্রয় করিলে জীব এই 'কৈবল্য' লাভ করিয়া যে কৃতার্থ হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ধর্মের আশ্রয়েই জীবের চিরবাঞ্ছিত অখণ্ড আনন্দলাভের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত যে **প্রমাণচক্রবর্তিচূড়ামণি**, উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে তাহা সুস্পষ্ট হইল। শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাণীর প্রতি কাহার শ্রদ্ধা হইবে, সে বিষয়ে শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন—

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা।
অনেকজন্মজনিত-পুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গশাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥" (শ্রীভ: স: ১ অনু)

হৃদয় পাপরাশিদ্বারা মলিন থাকিলে শাস্ত্রকথায় বা সদ্গুরুতে বিশ্বাস হয় না। বহু জন্মের সঞ্চিত পুণ্য অর্থাৎ সুকৃতি থাকিলে সাধুমুখ হইতে শাস্ত্রকথা শ্রবণের ফলে প্রেমাদি লাভ হয়।

অতএব শাস্ত্রকথায় বিশ্বাস হওয়া বহু ভাগ্যের কথা। যাহারা দুর্ভাগা, তাহারা শাস্ত্রকথা না মানিয়া কেবল বিতর্ক করেন। ইহাতে তাহাদের লাভের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিবর্তে ক্ষতিই সার হইয়া থাকে। যেমন একজন শিক্ষক একটি বালককে বর্ণপরিচয় শিক্ষা দিতেছেন। তথায় বালকটি বিনাদ্বিধায় শিক্ষকের ঐ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিলে তাহার পক্ষে অক্ষরশিক্ষা সহজ হইয়া যায়। কিন্তু সে যদি শিক্ষকের কথা গ্রহণ না করিয়া "এ অক্ষরটি 'ক' না হইয়া কেন 'অ' হইবে" এইরূপ বিতর্ক করে, তবে তাহাকে সারা জীবন মূর্খ হইয়া থাকিতে হইবে। যে বালক শিক্ষকের কথা মানিয়া অক্ষরশিক্ষা করে, সে অক্ষরশিক্ষার পর যখন পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানলাভ করে তখন শিক্ষকের শিক্ষার মহত্ত্ব অনুভব করিয়া আনন্দিত হয়। সেই বালকই বাস্তবিক উপযুক্ত ছাত্র এবং জ্ঞানলাভের অধিকারী। যে বালক প্রথম হইতে বিতর্ক করিয়া পড়ায় মন দেয় না, সে জ্ঞানলাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখে দিন অতিবাহিত করিয়া থাকে। অতএব অক্ষরশিক্ষা-বিষয়ে শিক্ষকের কথায় বিশ্বাস করা অন্ধবিশ্বাস নহে। বিনা তর্কে যেরূপ ইহাকে বিশ্বাস করিয়া ছাত্র উপকৃত হইতেছে, সেইরূপ ভাগ্যবান্ জীব সাধুমুখে শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রকথা শ্রবণ করিয়া নিজের স্বরূপ, শ্রীভগবানের স্বরূপ এবং মায়ার স্বরূপ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন করিয়া কৃতার্থ হয়। সাধুমুখে শাস্ত্র-শ্রবণের প্রাধান্যের কথাই সর্বত্র বর্ণিত হইয়াছে। কারণ সাধুমাত্রেই ভগবদনুভবকারী। তিনি তাঁহার অনুভূতিজাত বাণীদ্বারা জীবের যাবতীয় সন্দেহ নিরসনপূর্বক শ্রীভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জাত করাইয়া থাকেন। নিজের পাণ্ডিত্যদ্বারা শাস্ত্র বুঝা যাইবে, এইরূপ চিন্তাধারা যাহার আছে, সে শাস্ত্রের ঠিক অর্থ না বুঝিয়া তাহার কদর্থই করিবে এবং ঐ শাস্ত্র পড়িয়া সে বিপথগামী হইবে। অতএব সাধু সাবধান ! নিজের পাণ্ডিত্যের প্রতি আস্থা না রাখিয়া সর্বদা সাধুমুখ হইতে শ্রবণই জীবের মঙ্গললাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। শাস্ত্রশ্রবণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি চতুঃশ্লোকী আকারে ইহা শ্রীব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে ও শ্রীনারদ শ্রীব্যাসকে ইহা শুনাইয়াছিলেন। এইরূপ পরম্পরাক্রমে ইহা শ্রৌত-প্রণালীতে চলিয়া আসিতেছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্তি হওয়ায় ইহা অপ্রাকৃত এবং অভ্রান্ত সত্য। এই অপ্রাকৃত শাস্ত্রবাণী প্রাকৃত বুদ্ধির গোচরীভূত নহে। সুতরাং শরণাগত চিত্তে সাধুগুরুর শ্রীমুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে শ্রোতার চিত্তের সরলতা, সত্যবস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের অকপট ইচ্ছা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া সাধু কৃপাপূর্বক তাহাকে শ্রবণযোগ্যতা দিবেন। মহতের কৃপাশক্তি হৃদয়ে সঞ্চারিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইলে সেই কৃপাশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত কর্ণের দ্বারাই তাঁহার শ্রীমুখোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতবাণী শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবার যোগ্যতা লাভ হইবে এবং তদনুযায়ী আচরণ করিলে জীব প্রেমলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। কি সাধক, কি সিদ্ধ সকলের পক্ষেই এই শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের ব্যবস্থা।

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥"
(শ্রীভা: ১।১।৩)

অর্থাৎ হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষভাবনাচতুর ভক্তবৃন্দ! শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত হইয়া স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ পরমানন্দরসস্বরূপ বেদকল্পতরুর অস্থি-বল্কলাদি কঠিন হেয়াংশরহিত পানযোগ্য এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক বেদকল্পতরুর পরিপক্ক ফল তোমরা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান কর।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন—কেবল সমস্ত শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই যে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে; এই শ্রীমদ্ভাগবতই সমস্ত শাস্ত্রের ফলস্বরূপ ও সমস্ত পুরুষার্থের উপায়স্বরূপ বলিয়াই বেদ হইতেছে কল্পবৃক্ষ। সেই কল্পবৃক্ষের ফলই শ্রীমদ্ভাগবত। ইহা বৈকুণ্ঠে ছিল। শ্রীনারদ ইহাকে আনিয়া শ্রীব্যাসকে প্রদান করেন। শ্রীব্যাস ইহাকে শ্রীশুকের মুখে স্থাপন করেন। শ্রীশুকের মুখ হইতে আবার ইহা অখণ্ডরূপে শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপ পল্লব-পরম্পরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা অমৃতরসযুক্ত। এই জগতে শুকপক্ষিস্পৃষ্ট ফলটি খুবই সুস্বাদু হয় বলিয়া প্রবাদ রহিয়াছে। কারণ উহা গাছেই পাকিয়া থাকে। এস্থলে 'শুক' অর্থ শ্রীশুকদেব। "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" এই শ্রুতিবাক্য হইতে পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানই রস বলিয়া জানা যায়। অতএব হে রসজ্ঞগণ! অলভ্য বস্তু লাভ হইয়াছে। আপনারা এই 'ভাগবত'-নামক ফলকে মুহুর্মুহু পান করুন। এস্থানে 'ফল' শব্দ থাকায় উহা পান করা সম্ভবপর নহে। এই নিষেধ-উক্তিকে বারণ করিবার উদ্দেশ্যে 'রস' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার রস শব্দ বলায় গলিত (তরল) রস পানযোগ্য নহে বলিয়া 'ফল' শব্দ কথিত হইয়াছে। মুক্তির পরও এই ভাগবতামৃত-পান পরিত্যাজ্য নহে। মুক্তপুরুষগণ ইহাকে স্বর্গাদি সুখের ন্যায় উপেক্ষা না করিয়া অনন্তকাল ব্যাপি পান করিয়া থাকেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপাস্য বা সম্বন্ধিতত্ত্ব

ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্

ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্। তিনি ঈশ্বর—'কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থঃ'। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সব সম্ভব। তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তাঁহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন বস্তুর সত্তা নাই। এই জগতে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত তাহার মূলে সেই ব্রহ্ম এবং আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত যত বস্তু আছে, সেসকলের স্রষ্টাও সেই ব্রহ্মই।

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।" (শ্রীভা: ১।১।১)

'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই বেদান্ত সূত্র হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ।

"ওম্ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্ ইদং সর্বং তস্য উপব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদ্ ইতি সর্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঁকার এব। সর্বং হি এতদ্ ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম। এষঃ অন্তর্যামী এষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।" (মাণ্ডূক্য উপনিষদ)—ওঁকারই অক্ষর। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই ত্রিকালের প্রভাবাধীন এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এই ওঁকারই, ইহা ওঁকার হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ত্রিকালের অতীত বস্তুই ব্রহ্ম। এই সমস্তই ব্রহ্ম। ইহা সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্যামী, সর্বযোনি, সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের হেতুভূত।

তৈত্তিরীয় উপনিষদেও উল্লেখ আছে—"ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্বম্।" (১।৮)—ওঁকারই ব্রহ্ম। এই পরিদৃশ্যমান জগৎও ওঁকার বা ব্রহ্ম।

উপরোক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—ত্রিকালের (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের) প্রভাবাধীন যাহা কিছু (অর্থাৎ এই অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেসমস্তই ব্রহ্ম। কিন্তু ত্রিকালের অতীত বস্তুটি কী ? শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, প্রাকৃত জড় ব্রহ্মাণ্ডের অতীত যাহা কিছু আছে তাহা অপ্রাকৃত বা চিন্ময়। যাহা প্রকৃতির অতীত তাহা আমাদের প্রাকৃত মনের চিন্তারও অতীত। তাহাই অপ্রাকৃত বা চিন্ময়। "প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।" অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবদ্ধামাদি কালের প্রভাবের অতীত। এসমস্তও ব্রহ্ম।

এই অনন্ত অচিন্ত্য বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি আদি যাহা হইতে সম্ভব সেই ব্রহ্ম অবশ্যই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্। "অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য অনেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াশ্রয়স্য মনসাপি অচিন্ত্য-রচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গাৎ যতঃ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ কারণাদ্ ভবতি তদ্ব্রহ্ম।" (১।১।২ বেদান্তসূত্রের শঙ্করভাষ্য)।

তিনি সর্বান্তর্যামী। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিরূপে তিনি প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক জীব সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামিরূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" (শ্রুতি)।

তত্ত্বের ত্রিবিধ প্রতীতি

এই সর্বশক্তিমান্ এবং প্রাকৃত চিন্তার অতীত অপ্রাকৃত বস্তুর ত্রিবিধ প্রতীতির কথা শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করিয়াছেন—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥" (শ্রীভা: ১।২।১১)

যাহা অদ্বয়জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। সেই তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন নামে অভিহিত হন।

ব্রহ্ম—পরতত্ত্ব বস্তুর অঙ্গকান্তি। ইহা জ্যোতির্ময় ধামবিশেষ। ইহা নিরাকার, নিরঞ্জন, অবাঙ্মনসগোচর অর্থাৎ আমাদের এই জড় বাক্য ও মনের গোচরীভূত হওয়ার যোগ্য নহে।

পরমাত্মা—পরতত্ত্ব বস্তুর আংশিক প্রতীতি। তিনি আব্রহ্মস্তম্ব প্রত্যেক জীবহৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। জীব ভগবদ্‌বিমুখতাবশতঃ অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া যেসব কর্ম করে, তাহার ফল সে ভোগ করে, কিন্তু পরমাত্মা কেবল সাক্ষিস্বরূপ সেসব দেখেন মাত্র, তাহাতে লিপ্ত হন না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবান্—পরতত্ত্ববস্তুর পূর্ণ প্রতীতি অর্থাৎ ভগবানই পরতত্ত্ব। ভগ (ঐশ্বর্য) + বান্ (শালী)। তিনি সমগ্র ঐশ্বর্যের অধিকারী।

"ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

(শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।১৪)

সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্যের তিনি হইলেন মূল আধার। সুতরাং আরাধ্য হিসাবে শ্রীভগবানই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ তাঁহাতেই ভগবত্তার পূর্ণতম প্রকাশ।

শাস্ত্রে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপাসনার কথা থাকিলেও ব্রহ্মোপাসনায় যে উপলব্ধি হয়, তাহা অসম্যক্, পরমাত্মার উপাসনায় যে উপলব্ধি হয় তাহা আংশিক, কিন্তু শ্রীভগবানের উপাসনায় যে উপলব্ধি হয় তাহা পূর্ণ।

বিষয়টিকে সহজবোধ্য করাইবার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। রাত্রি-বেলায় একটি রেলগাড়ি আসিতেছে। প্রথমে একজন উহা দেখিয়া বলিল—কোন একটি আলোক চলিতেছে। এইটুকু দেখিয়াই সে চলিয়া গেল। তারপর আর এক ব্যক্তি আসিল। সেই সময়ে রেলগাড়িটি কিছুটা নিকটে চলিয়া আসিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুভূতি হইল—একটি বড় আলোক ও তৎসহিত অনেকগুলি ছোট ছোট আলোকও রহিয়াছে। ঐগুলি চলিতেছে। কিন্তু ঐ আলোকটি কাহার এবং ঐ ছোট ছোট আলোকগুলিই বা কী, সে বিষয়ে কিছু জ্ঞানলাভের পূর্বেই সে চলিয়া গেল। এই সময়ে আর একজন (তৃতীয়) ব্যক্তি দেখিল—একটি যান দ্রুতবেগে আসিতেছে। উক্ত যানের সম্মুখে একটি বড় শক্তিশালী আলোক আছে, উক্ত যানে অনেকগুলি বগিও রহিয়াছে এবং তাহাতে আলোক জ্বলিতেছে। ঐ আলোকগুলি জানালা দিয়া অনেক ছোট ছোট আলোকসদৃশ দেখা যাইতেছে। গাড়িটি ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। সেও ষ্টেসনমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিল যে, গাড়িটি কোন একটি স্থান হইতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক দিন বাহির হয় এবং অন্য এক নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায়। ইহাতে বিভিন্ন স্থানের ষ্টেশন হইতে যাত্রিগণ যাতায়াত করিয়া থাকে। এই তৃতীয় ব্যক্তির রেলগাড়ির সম্পর্কে যে ধারণা হইল, তাহাই পূর্ণ ধারণা। দ্বিতীয় ব্যক্তির ধারণা আংশিক। কারণ সে কেবল কতকগুলি আলোক দেখিল এবং ঐ আলোকগুলি চলিতেছে বলিয়া অনুভব করিল; কিন্তু ঐ আলোকগুলি বাস্তবিক কি আলোক এবং কেন চলিতেছে, সেবিষয়ে সে চিন্তা করে নাই বা তাহার কোন জ্ঞান লাভ হয় নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুতরাং রেলগাড়ির সম্পর্কে তাহার যথাযথ জ্ঞানলাভ হয় নাই। প্রথম ব্যক্তি হইতে ইহার ধারণা সামান্য উন্নত হইলেও বস্তু সম্বন্ধে উহা পূর্ণ ধারণা নহে। প্রথম ব্যক্তির ধারণা দ্বিতীয় ব্যক্তির ধারণা হইতে আরও অস্পষ্ট। অতএব বস্তু সম্পর্কে তাহার যে ধারণা, তাহা অসম্যক্।

সেইরূপ প্রথম ব্যক্তির দর্শনের সঙ্গে ব্রহ্মদর্শনের তুলনা করা যাইতে পারে। জ্ঞানমার্গে জ্ঞানী সিদ্ধিলাভ করিলে ব্রহ্মদর্শন পায়। কিন্তু এই দর্শনের দ্বারা পরতত্ত্ব বস্তু সম্পর্কে যে জ্ঞান হয়, তাহা অসম্যক্। কারণ জ্ঞানিগণ কেবল একটি জ্যোতি (শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি) দর্শন করিয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার পর আর কি আছে, সেবিষয়ে অনুসন্ধিৎসা তাহাদের থাকে না।

যোগমার্গে যাহারা পরমাত্মার উপাসনা করে, তাহারা দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিত তুলনীয়। দ্বিতীয় ব্যক্তির ন্যায় তাহাদের দর্শনও আংশিক। তাহারা পরমাত্মাকে দর্শন করিলেও তাঁহার যে সেবা করা যাইতে পারিবে, সেবা গ্রহণ করিয়া তিনি আনন্দিত হইবেন এবং এই সেবার মাধ্যমেই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা যাইতে পারিবে—এই জ্ঞান তাহাদের নাই। তাহারা কেবল নির্বিশেষ জ্যোতি দর্শন ব্যতীত পরমাত্মার রূপ দর্শন করায় নির্বিশেষ দর্শন অপেক্ষা তাহাদের দর্শন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহারা যাঁহাকে দর্শন করিল তাঁহার সঙ্গে তাহাদের ভাবের আদানপ্রদান না থাকায় তাহা আংশিক দর্শন; পূর্ণ দর্শন নহে।

ভক্তিমার্গে যাহারা শ্রীভগবানের উপাসনা করে, তাহারা জানে যে, শ্রীভগবান্ তাহাদের সেবা গ্রহণ করিতে চাহেন এবং তাঁহার সেবা করিলে তিনি আনন্দিতও হন। তিনি ভক্তকে ভালবাসেন এবং ভক্ত তাঁহাকে ভালবাসুক তাহাও তিনি ইচ্ছা করেন। প্রীতিযুক্ত সেবার মাধ্যমে তাঁহার সঙ্গে ভাবের পূর্ণ আদানপ্রদানও হইতে পারে। এইজন্য যাহারা পূর্ণস্বরূপ শ্রীভগবানের উপাসক তাহাদের দর্শন পূর্ণ। তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে ইহারা তুলনীয়।

শ্রীভগবানের সেবালাভই জীবের সাধ্যসার

ভক্ত ভক্তি যাজন করিয়া পূর্ণতম প্রকাশ শ্রীভগবানের উপাসনা করে। সে শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর (ভক্ত)—এইসকলকে বিশ্বাস করে এবং শ্রীভগবান্ হইতে এইসব যে অভিন্ন সেই জ্ঞানও তাহার থাকে। সে জানে, শ্রীভগবান্ই পরতত্ত্ব বস্তুর পূর্ণতম প্রকাশ এবং তিনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আনন্দস্বরূপ ও রসস্বরূপ। তাঁহার স্বরূপশক্তির দ্বারা তিনি যে বিশেষত্ব ধারণ করেন তাহাই আনন্দবৈচিত্রী। আনন্দ স্বতঃ আস্বাদ্য হওয়ায় এই আনন্দবৈচিত্রীর আস্বাদনবৈচিত্রীও স্বরূপশক্তির দ্বারাই সাধিত হইতেছে। এই স্বরূপশক্তির দ্বারা তিনি নিজেকেও নিজে অনুভব করিতে পারেন। সুতরাং তিনি অশেষ প্রকারের আনন্দবৈচিত্রীর আস্বাদক। এইজন্য শ্রুতি কীর্তন করিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" (তৈত্তিরীয়)

'রস' শব্দের দুইটি অর্থ। রস্যতে (আস্বাদ্যতে) ইতি রসঃ এবং রসয়তি (আস্বাদয়তি) ইতি রসঃ। অর্থাৎ যাহা আস্বাদ্য তাহা রস এবং যিনি আস্বাদক তিনিও রস। সুতরাং 'রস' বলিতে আস্বাদ্য যথা—মধু এবং আস্বাদক যথা—ভ্রমর উভয়কেই বুঝায়। এই রসস্বরূপ শ্রীভগবানকে শ্রীভগবান্ নিজে আস্বাদন করিয়া তাহাতে অভিভূত হইয়া যান এবং জীবও সেই রসবস্তুকে সেবার মাধ্যমে আস্বাদন করিয়া অপূর্ব নিত্য আনন্দ অনুভব করিতে পারে। এই স্থানেই জীবের আনন্দ-অন্বেষণ-বাসনার পরিসমাপ্তি। কারণ এই রসস্বরূপ শ্রীভগবানকে লাভ করিলে জীব নিত্য আনন্দলাভের অধিকারী হইয়া থাকে। সুতরাং আনন্দলাভের নিমিত্ত তাহার যে চিরন্তনী বাসনা, তাহার এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটিয়া থাকে। পরতত্ত্ব বস্তুর সহিত জীবের পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র পন্থা হইল ভক্তি বা সেবা। এই জগতেও আমাদের পরস্পরের সহিত যে সম্পর্ক তাহার একমাত্র মাধ্যম সেবা। মা বাৎসল্যরসে সন্তানের সেবা করিয়া তাহার 'মা' বলিয়া পরিচিতা হয়। স্ত্রী তাহার সর্বস্ব (দেহ পর্যন্ত) দিয়া স্বামীর সেবা করিয়া তাহার 'স্ত্রী'রূপে পরিচিতা হয়। সুতরাং সেবাই পরস্পর সম্পর্ক-স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম।

শ্রীভগবান্ জীবের সেবা গ্রহণ করিয়া আনন্দানুভব করেন এবং ইহা অনুভব করিয়া জীবও অসীম আনন্দ লাভ করে। আনন্দানুভবের এই পরাকাষ্ঠা ব্রহ্মানুভূতি বা পরমাত্মানুভূতিতে নাই। সুতরাং শ্রীভগবানই উপাস্যবিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপাসনা বা অভিধেয়

যাহার দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে অভিধেয় বলা যায়। বস্তু সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ হইলে আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না, সেই জ্ঞানলাভের উপায়ই অভিধেয় হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ। এস্থলে জীবের উদ্দিষ্ট বস্তুটি কী এবং তৎসম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তাই বা কী, সেবিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

জীবের সুখলাভের বাসনা

এই সংসারে আব্রহ্মস্তম্ব প্রত্যেক জীবের সুখলাভের জন্য একটি চিরন্তনী বাসনা রহিয়াছে; কিন্তু জীব সুখস্বরূপ শ্রীভগবানকে অনাদিকাল হইতে ভুলিয়া মায়াকবলিত হওয়ায় কি উপায়ে সে সুখলাভ করিতে পারিবে সেবিষয়ে তাহার কোন জ্ঞান নাই। সুতরাং সে সেই সুখলাভ নিমিত্ত নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া নানাপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিতেছে, কিন্তু মায়াগ্রস্ত হওয়ায় সে তাহার উদ্দিষ্ট সুখ লাভ করিতে পারিতেছে না, বরং সুখের পরিবর্তে দুঃখলাভই তাহার সার হইতেছে।

শ্রীভগবান্ পরম করুণ

জীব শ্রীভগবানকে ভুলিলেও শ্রীভগবান্ জীবকে ভুলেন না। ইহার একমাত্র কারণ তাঁহার পরমকরুণত্ব। তিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর এবং তাঁহার নিত্য স্বরূপশক্তির দ্বারা আবির্ভাবিত পার্ষদগণের সঙ্গে সর্বদা লীলাবিলাসরত। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইয়াও এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই; এমনকি এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইতে কিছু ধ্বংস হইয়া গেলেও তাঁহার কোন ক্ষতি হইল বলিয়া তিনি অনুভব করেন না। ইহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব। এইরূপ নিজলাভপূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্রীভগবান্ তাঁহার পরমকরুণত্ব গুণের বশবর্তী হইয়া জীব তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা জীবের প্রতি কৃপোন্মুখ। এই গুণ তাঁহার স্বরূপভূত অর্থাৎ অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় ইহা তাঁহার স্বরূপ হইতে অবিচ্ছেদ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই কারণে জীব যেরূপ তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইয়া তাহার চিরবাঞ্ছিত নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিবে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং এই জগতে বিভিন্ন অবতার ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন, তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রকে এজগতে প্রকট করান এবং সাধুগণকেও অবতীর্ণ করাইয়া তাঁহাদের দ্বারা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া থাকেন। এসম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মারূপে আপনা জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২০।১০৭-১০৮)

শ্রীভগবান্ জীবকল্যাণ-নিমিত্ত শাস্ত্রকে এই জগতে আবির্ভাবিত করাইলেও মায়াবদ্ধ জীব তাহার জড়জ্ঞানের দ্বারা শাস্ত্রার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অনেক সময়ে সে জড়মেধাদ্বারা শাস্ত্র বুঝিতে গিয়া শাস্ত্রের ঠিক অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি বিকৃত ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। তজ্জন্য শাস্ত্রমূর্তি সাধু বা মহৎ এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ জীবের হৃদয়ঙ্গম করান। এই সাধুগণের নিকট সেবোন্মুখ চিত্তে শাস্ত্রার্থ শ্রবণ করিলে তাহাদের কৃপায় জীব নিজের স্বরূপ, শ্রীভগবানের স্বরূপ ও শ্রীভগবানের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করে এবং তদনুযায়ী নিজের উপাসনাপদ্ধতিও স্থির করে।

উপাসনাপদ্ধতি

জীবের সাধনপ্রণালী সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৩৭)

জীব সৃষ্টি হওয়ামাত্রই নিত্যোপাস্য সুখস্বরূপ শ্রীভগবানকে ভুলিয়া মায়াগ্রস্ত হওয়ায় তাহার নিজ স্বরূপ সম্পর্কে বিস্মৃতি জন্মিয়াছে। তজ্জন্য দ্বিতীয় বস্তু দেহে আত্মাভিমান হইয়াছে এবং সেই দেহাভিনিবেশ হইতেই তাহার ভয় জাত হইয়াছে। অতএব জ্ঞানিব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকেই দেবতা ও প্রিয়তম জ্ঞান করিয়া ঐকান্তিকভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের ভজন করিবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে যে সমস্তপ্রকার ভয় দূরীভূত হয়, ইহা শ্রুতি, স্মৃতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন।" (শ্রুতি) ব্রহ্মের আনন্দকে জানিতে পারিলে কোন ভয় থাকে না। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন— "জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ।
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ॥"

সেই দেবকে অর্থাৎ শ্রীভগবানকে জানিতে পারিলে সমস্ত পাশ (বন্ধন) নষ্ট হয়। পাপ-ক্লেশ নষ্ট হইলেই জন্মমৃত্যুতে ব্যাঘাত জন্মে।

"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥" ইতি পুরুষসূক্তে—পুরুষসূক্ত হইতে জানা যায়, তাঁহাকে জানিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হইতে পারিবে। ইহার আর অন্য উপায় নাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" (শ্রীগী: ৮।১৬) আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। মুণ্ডক শ্রুতি বলিলেন—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (২।২।৯)

পরব্রহ্মের দর্শন লাভ হইলেই জীবের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়, সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়। সুতরাং সংসার গতাগতিরও উপশম হয়।

বিষ্ণুস্মৃতিলাভই উপাসনার মূল উদ্দেশ্য

উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্য হইতে ব্রহ্মকে জানিবার কথাই জানা যায়। জানার অর্থ তৎসম্পর্কীয় বিস্মৃতিকে দূর করা। যেপর্যন্ত জীব তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিবে, সেপর্যন্ত তাঁহাকে জানিতে পারিবে না। উপাসনার দ্বারাই তাঁহার বিস্মৃতি দূর হইয়া সম্যক্ অনুভূতি লাভ হইবে। অর্থাৎ বিষ্ণুস্মৃতিলাভই উপাসনার একমাত্র ফল। যে উপাসনায় বিষ্ণুস্মৃতি লাভ হয় না, উহা শাস্ত্রকথিত উপাসনা-পদবাচ্য হইতে পারে না।

শাস্ত্র আলোচনা করিলে তিন প্রকার উপাসনাপদ্ধতির কথা জানা যায়।

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥"

(শ্রীভা: ১১।২০।৬)

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—শাস্ত্রযোনিস্বরূপ আমার দ্বারা মনুষ্যগণের মঙ্গল অর্থাৎ মুক্তিরূপ মঙ্গল, ধর্মার্থকাম—এই ত্রিবর্গলাভরূপ মঙ্গল ও ভগবৎপ্রীতিলাভরূপ মঙ্গলবিধান নিমিত্ত যথাক্রমে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগরূপ ত্রিবিধ যোগ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কথিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই। এখানে কেবল জ্ঞান, কেবল কর্ম ও কেবল ভক্তি না বলিয়া সেসকলের সহিত 'যোগ' শব্দ সংযুক্ত করা হইয়াছে। 'যোগ' শব্দের তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্বতো মন আকৃষ্য মষ্যদ্ধাবেশ্যতে যথা॥"

(শ্রীভা: ১১।১৩।১৪)

সমস্ত বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া অদ্বয় পরতত্ত্ব আমাতে যথাযথভাবে সাক্ষাদ্রূপে যে আবেশ (স্মৃতি) তাহাকেই আমার সনকাদি শিষ্যগণ 'যোগ' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র ও সর্বদা পরতত্ত্বের স্মৃতিই যোগপদবাচ্য। ইহা হইতে পরতত্ত্বের স্মৃতিলাভই সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া জানা যাইতেছে।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীপদ্মপুরাণ হইতে নিম্ন শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন—

"স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।৮)

সর্বদা বিষ্ণুস্মরণই কর্তব্য। কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় বিধি ও নিষেধ উক্ত স্মৃতিরূপ বিধি ও বিস্মৃতিরূপ নিষেধেরই অধীন।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

উপরে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনপ্রকার সাধনের কথা বলা হইল। ইহার মধ্যে কোন সাধনের ফল কি এবং কে কোন সাধনের অধিকারী উহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

"নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

(শ্রীভা: ১১।২০।৭-৮)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন—এই ত্রিবিধ যোগের মধ্যে কর্মফলের প্রতি আসক্তিশূন্য কর্মত্যাগী (মুক্তিকামী) পুরুষগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং কর্মফলের প্রতি আসক্ত কামী পুরুষগণের পক্ষে কর্মযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। আবার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাজনিত ভাগ্যক্রমে যাহার আমার কথাদিতে আদর জন্মে এবং যাহার বিষয়ের প্রতি খুব বৈরাগ্য বা খুব আসক্তি না থাকে, সেই ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে ।

কর্ম—শ্রীমদ্ভাগবতের উপরোক্ত শ্লোক হইতে জানা যায় যে, যাহারা সংসারের প্রতি বিশেষ আসক্ত এবং কর্মফল ভোগের প্রতি যাহাদের বলবতী বাসনা, তাহারা কর্মাধিকারী বা কর্মী । কিন্তু এই কর্মের ফল ক্ষয়িষ্ণু । গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।" (গী: ৯।২১)—সেই স্বর্গকামী ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রার্থিত বিপুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যফল ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন । এ সম্পর্কে শ্রুতিও বলিলেন—"যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ।" (ব্রহ্মসূত্র ১।১।১ শঙ্করভাষ্যধৃত শ্রুতিবচন) । শ্রীল শঙ্করাচার্য এই শ্রুতিবাক্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"অগ্নিহোত্রাদীনাং শ্রেয়ঃসাধনানাং অনিত্যফলতাং দর্শয়তি ।" উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে অগ্নিহোত্রাদি সাধনের ফল যে অনিত্য ইহা প্রমাণিত হইল । কর্মফল হইতে ইহকালে যে সুখ পাওয়া যায় তাহা যেরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পুণ্যফলে পরকালে যে স্বর্গাদি সুখ লাভ হয়, তাহাও তদ্রূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে । "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ ।" (মুণ্ডক: ১।২।৭)—যজ্ঞরূপ নৌকা সংসারসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে । উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্য হইতে কর্মের অভিধেয়ত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে । 'কর্মকাণ্ড ও কর্মযোগ' প্রবন্ধে এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইবে ।

যোগ ও জ্ঞান—যোগমার্গের সাধকগণ পরমাত্মার সঙ্গে এবং জ্ঞানমার্গের সাধকগণ নির্বিশেষ ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনরূপ মুক্তি কামনা করেন । এই উভয়প্রকার সাধনে জীব ভক্তির আশ্রয় লইলেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে । এইরূপ সাধকের হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতির পরিবর্তে মুক্তিরূপ স্বসুখবাসনা থাকায় ভক্তি তাহার সাধনের অবলম্বন হইলেও ইহা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রোজ্ঝিত-কৈতব অর্থাৎ স্বসুখবাঞ্ছারূপ কপটতাশূন্য উৎকৃষ্ট সাধন নহে ।

ভক্তি—ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্ ।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥"

(শ্রীভা: ১১।১৪।২১)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রদ্ধা হেতু অনন্যা ভক্তির প্রভাবে পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রভাবযুক্তা ভক্তি চণ্ডালদিগকেও পবিত্র করিয়া থাকে।

ইহা হইতে ভক্তির অভিধেয়ত্ব স্বীকৃত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নির্ভরযোগ্য সাধন কী ?

জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির মধ্যে কোনটি অভিধেয় বা সাধন হিসাবে সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য, সেসম্পর্কে স্থির করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে।

১। **অন্বয় বিধি**—সাধনপন্থাটি অবলম্বন করিলে নিশ্চিতরূপে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইবে, এইপ্রকার কোন শাস্ত্রোক্তি থাকা আবশ্যক। ইহাকে অন্বয় (positive) বিধি বলা যায়।

২। **ব্যতিরেক বিধি**—সাধনপন্থাটি অবলম্বন না করিলে কদাপি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না; এইরূপ শাস্ত্রোক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহাকে ব্যতিরেক (negative) বিধি বলা যায়।

৩। **অন্যনিরপেক্ষত্ব**—অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা না রাখিয়া সাধনপন্থাটি নিজেই অভীষ্ট ফলদানে সমর্থ হইবে।

৪। **সার্বত্রিকতা**—যে সাধনপন্থাটি সমস্ত লোকে, সমস্ত স্থানে ও সর্বাবস্থায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহার সার্বত্রিকতা আছে বুঝিতে হইবে। সার্বত্রিকতা না থাকিলে দেশ, পাত্র ও অবস্থার প্রতিকূলতা অভীষ্ট-সিদ্ধির বাধক হয়।

৫। **সদাতনত্ব**—যে সাধনপন্থাটি যে কোন সময়ে অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহার সদাতনত্ব আছে বলিয়া জানা যাইবে। ভ্রমণে, ভোজনে, শয়নে, স্নানাদি নিত্যকৃত্য করার সময়ে, মাতৃগর্ভে অবস্থানের সময়ে, রোগশয্যায় ও মৃত্যুশয্যায়—যে কোনও সময়ে যে সাধন অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহার সদাতনত্ব আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এসম্পর্কে শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ১১৫তম অনুচ্ছেদ আলোচ্য।

উক্ত পাঁচটি লক্ষণ এক সঙ্গে যে সাধনে থাকিবে, তাহা যে সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য সাধন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন্ সাধনে উক্ত পাঁচটি লক্ষণ আছে, নিম্ন আলোচনা হইতে তাহা জানা যাইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যোগ

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। আসন, প্রাণায়ামাদির দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের উপায়কে যোগ বলা হয়। ইহাকে শ্রীজীবপাদ 'ভক্তিবিশেষ' বলিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ১৭৬তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বতন্ত্রভাবে ইহার অভিধেয়ত্বের কথা "যোগাস্ত্রয়ো ময়া * * *" (শ্রীভা ১১।২০।৬) শ্লোকে বলা হয় নাই।

"যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি।" (গী: ৫।৬) যোগযুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন। ইহা যোগসম্বন্ধে অন্বয়বিধি। বিভিন্ন-প্রকার যোগসম্বন্ধে এইরূপ বহু অন্বয়বিধি শাস্ত্রে দেখা যায়। কিন্তু যোগ সম্বন্ধে কোনও ব্যতিরেক বিধি শাস্ত্রে দেখা যায় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনকে বলিয়াছেন—"অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ। বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ (৬।৩৬) যাহার মন সংযত হয় নাই, তাহার পক্ষে যোগ দুঃসাধ্য। কিন্তু যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি উপায় করিয়া যত্ন করিলে উহা সাধ্য হইতে পারিবে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে সকলের যোগে অধিকার নাই। আবার "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।" (গী: ৬।১১)। "যোগী যোগং যুঞ্জীত" ইত্যাদি প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে, যোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত শুদ্ধ স্থান ও সুখজনক আসনাদিরও অপেক্ষা আছে। সুতরাং যোগের সার্বত্রিকতা নাই। অর্থাৎ যোগ সর্বাবস্থায় বা সকল স্থানে করা সম্ভব নহে। এতদ্ব্যতীত যোগী যোগসাধনসময়ে শ্রীবিষ্ণুর স্মরণরূপ ভক্তির আশ্রয় না লইলে তাহার যোগসিদ্ধি অসম্ভব। এসংপর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—"ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান" (চৈ: চ: ২।২২।১৪)। শ্রীমদ্ভাগবতেও অনুরূপ উক্তি রহিয়াছে—

"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥"

(শ্রীভা: ২।৪।১৭)

তপস্বী (জ্ঞানী), দানপর (কর্মী), যশস্বী (কর্মিবিশেষ), মনস্বী (মননশীল যোগী), মন্ত্রবিদ্ (আগম শাস্ত্রানুগত সাধক) এবং সুমঙ্গল (সদাচারসম্পন্ন) ব্যক্তি-গণও যাঁহাকে স্ব-স্ব তপস্যাদি অর্পণ না করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না, সেই সুমঙ্গলযশা শ্রীভগবানকে নমস্কার, নমস্কার। এইসব উক্তি হইতে জানা যায়, যোগ তা'র সিদ্ধির জন্য ভক্তির অপেক্ষা করে। সুতরাং ইহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্যনিরপেক্ষত্ব নাই। অতএব যোগমার্গ শ্রীভগবানকে লাভ করিবার নিশ্চিত উপায় বলিয়া বলা যাইবে না।

জ্ঞান

যাঁহারা জীব-ব্রহ্মের অভেদ চিন্তা করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্ম সাযুজ্য কামনা করেন অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহেন, তাহাদের সাধনপন্থাকে জ্ঞানমার্গ বলা যায়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" ইহা জ্ঞানমার্গ সম্বন্ধে অন্বয়বিধি। এই মার্গসম্বন্ধে কোন ব্যতিরেক বিধি শাস্ত্রে দেখা যায় না। অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ ব্যতীত যে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি এবং ব্রহ্মানুভব হইবে না, এইরূপ কোন উক্তি শাস্ত্রে নাই। জ্ঞানের অন্যনিরপেক্ষত্বও নাই। কারণ স্বীয় ফলপ্রদান-নিমিত্ত জ্ঞান ভক্তির অপেক্ষা রাখে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।" (শ্রীভা: ১।৫।১২)

মুক্তিপ্রদ অমল জ্ঞানও অচ্যুত শ্রীভগবানে ভক্তিবর্জিত হইলে শোভা পায় না অর্থাৎ মুক্তিদান করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে আরও কথিত হইয়াছে—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥"
(১০।১৪।৪)

হে বিভো! মঙ্গলের পথস্বরূপ আপনার ভক্তি ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল অর্থাৎ ভক্তিশূন্য জ্ঞানলাভের জন্য কষ্ট স্বীকার করেন, স্থূল তুষ কুট্টনকারী ব্যক্তিগণের ন্যায় তাহাদের সেই ক্লেশ ক্লেশমাত্রেই পরিসমাপ্ত হয়, অন্য কোন ফল হয় না।

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।"
(শ্রীগী: ১২।৫)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর লিখিয়াছেন—"ভগবতি ভক্তিং বিনা কেবলব্রহ্মোপাসকানাস্তু কেবল ক্লেশ এব লাভো ন তু ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ।"

"সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥" (শ্রীগী: ১৮।৫৬)

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"ভগবতোঽভ্যর্চনভক্তিযোগস্য সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা। যন্নিমিত্তা জ্ঞাননিষ্ঠা মোক্ষফলাবসানা।"—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মোক্ষরূপ ফললাভ-নিমিত্ত যে জ্ঞাননিষ্ঠা অনিবার্য তাহা ভগবদর্চনরূপ ভক্তিযোগের ফল অর্থাৎ ভক্তিযোগ ব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠা হইবে না, নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান স্থিতি লাভ করিতে পারিবে না; সুতরাং ফলদায়কও হইবে না।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।" (১১।৫৪)

হে অর্জুন! কেবলমাত্র অনন্যভক্তি সাহায্যেই ব্রহ্মস্বরূপে আমাকে জানিতে পারিবে, দেখিতে পারিবে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। ব্রহ্মে প্রবেশ বা ব্রহ্ম-সাযুজ্যই জ্ঞানমার্গের লক্ষ্য। গীতার এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"যদি নির্বাণমোক্ষেচ্ছা ভবেৎ, তদা তত্ত্বেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন প্রবেষ্টুমপি অনন্যয়া ভক্ত্যৈব শক্যো, নান্যথা।"

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও লিখিয়াছন—"অনন্যয়া অপৃথগ্‌ভূতয়া। ভগবতোঽন্যত্র পৃথঙ্ ন কদাচিদপি যা ভবতি সা তু অনন্যা ভক্তিঃ। সর্বৈরপি করণৈঃ বাসুদেবাদন্যন্নোপলভ্যতে যয়া সা অনন্যা ভক্তিঃ তয়া ভক্ত্যা শক্যোঽহ-মেবংবিধো বিশ্বরূপপ্রকারঃ হে অর্জুন! জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ। ন কেবলং জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ দ্রষ্টুঞ্চ সাক্ষাৎকর্তুং তত্ত্বেন তত্ত্বতঃ। প্রবেষ্টুঞ্চ মোক্ষঞ্চ গন্তুং পরন্তপ।"

অর্থাৎ যে ভক্তি কদাপি শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক নহে, তাহা অনন্যা ভক্তিরূপে পরিচিত। যাহার দ্বারা সর্বেন্দ্রিয়ে শ্রীবাসুদেব ব্যতীত অন্য কিছু উপলব্ধ হয় না, তাহাই অনন্যা ভক্তি এবং হে শত্রুদমনকারী অর্জুন! ইহার দ্বারাই আমাকে জানা যায়; তত্ত্বতঃ দেখা যায় এবং আমার মধ্যে প্রবেশ করা যায় অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায়।

শ্রীপাদ শঙ্করের উপরোক্ত উক্তি হইতে জানা যায় যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে অনন্যা ভক্তির দ্বারাই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

এসমস্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্ট হইল যে, ভক্তির সাহচর্য ব্যতীত জ্ঞানমার্গের সাধন স্বীয় ফলপ্রদানে অসমর্থ। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানের সার্বত্রিকতা ও সদাতনত্বও নাই। সকলে জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। কেবলমাত্র শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিই জ্ঞানসাধনের অধিকারী। আবার সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তিলাভের পর জ্ঞানসাধনের বিরতিও ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ভগবদনুভবের নিমিত্ত জ্ঞান একটি উপায় হইলেও ইহা নিশ্চিত উপায় নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তির সাহচর্য ব্যতীত কেন জ্ঞানমার্গ বা যোগমার্গ স্ব-স্ব ফলদানে অসমর্থ, তাহার একটি শ্রুতিপ্রতিষ্ঠিত কারণ আছে—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নীতি।" পরব্রহ্ম স্বীয় মহিমায়ই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মহিমা তাঁহার স্বরূপশক্তিরই প্রকাশবিশেষ। সুতরাং পরব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপশক্তিতেই বা স্বরূপশক্তির বিলাসবিশেষেই প্রতিষ্ঠিত; অন্যত্র নহে। এই কথা আবার শ্রীমদ্ভাগবত আরও স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।"
(৪।৩।২৩)

বিশুদ্ধসত্ত্বকে বসুদেব বলা হয়। কারণ বিশুদ্ধসত্ত্বে অপাবৃত (আবরণশূন্য) পুরুষ প্রকাশিত হন। স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকে বিশুদ্ধসত্ত্ব বা শুদ্ধসত্ত্ব বলা যায়। সুতরাং স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষেই যে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, ইহা জানা যায়। ব্রহ্ম চিদ্‌বস্তু হওয়ায় চিদ্‌বস্তু ব্যতীত অন্য বস্তুতে তাঁহার প্রকাশ সম্ভব নহে। স্বরূপশক্তিও চিদ্‌বস্তু বা চিচ্ছক্তি; অতএব তাহাতে ব্রহ্মের প্রকাশ বা অনুভব সম্ভব।

মায়াবদ্ধ জীব তাহার জড় দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে সাধন করে। ধ্যান মনের কার্য। বুদ্ধির সাহায্যে ব্রহ্মের যে অনুশীলন, তাহাও প্রাকৃত মনেরই বৃত্তিবিশেষ—বুদ্ধিরই কার্য। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় বা তাহার বৃত্তি মায়িক বা জড়। চিৎ এবং জড় আলোক এবং অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিপরীত বস্তু। তজ্জন্য চিদ্‌বস্তু ব্রহ্ম প্রাকৃত মনের ধ্যানদ্বারা অনুভূত হন না। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" (শ্রীচৈ: চ: ২।৯।১৭৯)। শ্রীঅর্জুন বিশ্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দিয়া বলিলেন—

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥" (শ্রীগী: ১১।৮)

তুমি তোমার নিজের চক্ষুতে আমাকে দেখিতে পারিবে না। তজ্জন্য তোমাকে দিব্যচক্ষু দিতেছি। তাহার দ্বারাই দেখ।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, প্রাকৃত মনের ধ্যানদ্বারা অপ্রাকৃত চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভূতি সম্ভব নহে। যখন মন স্বরূপশক্তির দ্বারা অনুগৃহীত হইবে, তখনই ব্রহ্মানুভব সম্ভব। মন এবং ইন্দ্রিয়াদিকে স্বরূপশক্তির কৃপাপ্রাপ্তিযোগ্য করাইবার একমাত্র উপায় হইল ভক্তির অনুষ্ঠান। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইলেও ভক্তি স্বরূপতঃ স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। সাধক শরণাগত চিত্তে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণকীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ (ভক্ত্যাভাস, শুদ্ধভক্তি নহে) যাজন করিতে করিতে ক্রমশঃ স্বরূপশক্তির কৃপায় তাহার ইন্দ্রিয় স্বরূপশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইলে শুদ্ধভক্তি যাজন সম্ভবপর হইবে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধ্যান জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ উভয়েতেই আছে। ভক্তিমার্গের ধ্যান যদি স্বরূপশক্তির বৃত্তি হইল, তবে জ্ঞানমার্গের ধ্যান তাহা হইবে না কেন ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ভক্তি = ভজ্ + ক্তিন্। ভজ্‌ধাতুর অর্থ হইল সেবা। "ভক্তিরস্য ভজনম্।" (গোপালতাপনী শ্রুতি)। তজ্জন্য ভক্তিতে সাধকের চিত্তে সেব্য-সেবক ভাব থাকে। জ্ঞানমার্গে তাহা থাকে না। জ্ঞানমার্গে সাধক 'আমিই ব্রহ্ম' এইভাব মনে জাগ্রত করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করে। নির্বিশেষ ব্রহ্মে স্বরূপশক্তির বিকাশ নাই। সুতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপশক্তিকে রূপায়িত করিয়া সাধকচিত্তে ধ্যানরূপে প্রকাশিত করিতে পারেন না। সেজন্য জ্ঞানমার্গের ধ্যান কেবল প্রাকৃত মনেরই ক্রিয়া। সেখানে স্বরূপশক্তির অনুগ্রহ নাই। তজ্জন্য স্বরূপশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত না হওয়ায় ইহা অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিতে পারে না। ফলে ইহা প্রাকৃত রহিয়াই যায়। এই প্রাকৃত ধ্যানের দ্বারা অপ্রাকৃত ব্রহ্মানুভূতি সম্ভব নহে। আবার সাধক নিজের চেষ্টায় মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" (৭।১৪)

অর্থাৎ আমার এই জীবমোহিনী গুণময়ী মায়াকে জয় করা অসম্ভব। যাহারা কেবল আমার শরণাগত হন, তাহারাই এই সুদুস্তরা মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন। এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধারের অন্য নাম মোক্ষ।

উল্লিখিত গীতাবাক্য হইতে জানা যায় যে, মায়ার হাত হইতে উদ্ধারলাভ করিতে হইলে সবিশেষ ব্রহ্মের (শ্রীভগবানের) শরণাপন্ন হইতে হইবে, ভক্ত্যনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহার ভজন করিতে হইবে এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে—তিনি যেন কৃপা করিয়া তাঁহার নির্বিশেষ স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করাইয়া দেন। এইরূপ করিলে জ্ঞানমার্গের সাধন ফলদায়ক হইতে পারে।

যোগমার্গ সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা। তাই জ্ঞানী এবং যোগী উভয়কেই ভক্তির আশ্রয় লইতে হয়। ভক্তি নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি প্রযোজ্য নহে। একমাত্র সবিশেষ সচ্চিদানন্দ ভগবানের প্রতিই ইহা প্রযোজ্য। জ্ঞানী যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মলোকে সাযুজ্য কামনা করে, তাহা বৈকুণ্ঠের বহির্ভাগ জ্যোতির্ময় ধামবিশেষ। অতএব বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণই ব্রহ্মলোকের অধিপতি। নির্বিশেষ ব্রহ্ম নিঃশক্তিক হওয়ায় কৃপা করিবার বা মুক্তি দেওয়ার শক্তি তাঁহার নাই। একমাত্র সবিশেষ নারায়ণের উপাসনা করিলেই তাঁহার স্বরূপশক্তির কৃপায় জ্ঞানী ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি লাভ করিতে পারিবে। তজ্জন্য জ্ঞানমার্গের আচার্য শ্রীশঙ্কর বলিলেন—"ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে।" যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা শ্রীশঙ্করের এই উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কৃতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্ ॥"

(শ্রীভা: ১।৫।১২)

নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্ভক্তিবর্জিত (দাস্যাদি অভিমানশূন্য) হইলে শোভা পায় না অর্থাৎ মোক্ষসাধক হয় না। সুতরাং সাধনকালে ও ফলভোগের সময়—সর্বদা দুঃখপ্রদ (বন্ধনের কারণ) কাম্য কর্ম তথা নিষ্কাম কর্ম ভগবদর্পিত না হইলে যে মুক্তির কারণ হইবে না, ইহাতে সন্দেহ নাই।

"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥"

(শ্রীভা: ২।৪।১৭)

তপস্বী অর্থাৎ জ্ঞানী, দানপর অর্থাৎ কর্মী, যশস্বী অর্থাৎ অশ্বমেধাদি যজ্ঞকর্তা, মনস্বী অর্থাৎ যোগী, মন্ত্রবিদ্ অর্থাৎ আগমবেত্তা এবং সুমঙ্গল অর্থাৎ সদাচারপরায়ণ সাধকগণ যে শ্রীভগবানে স্ব-স্ব সাধনের ফল অর্পণ না করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না, সেই সুমঙ্গলযশা শ্রীভগবানকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপরোক্ত শ্লোকদ্বয় হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে জ্ঞানী কিম্বা যোগীর সাধন শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিত না হইলে কোন ফল উৎপাদন করিতে পারিবে না। অতএব কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী সকলকে স্ব-স্ব সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে শ্রীবিষ্ণুভক্তিরই আশ্রয় লইতে হইবে, নচেৎ তাহাদের সাধন পণ্ড হইয়া যাইবে।

অতএব দেখা যায় যে, ভক্তির সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইলেই জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ ফলপ্রদ হইবে এবং ইহা সাধনপদবাচ্য হইতে পারিবে। জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধক ব্রহ্মসাযুজ্য বা পরমাত্মসাযুজ্য লাভ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিলে তাহার সংসারগতাগতির অবসান হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাতে সেব্যসেবক ভাব না থাকায় জীবব্রহ্মের সম্বন্ধজ্ঞানের সম্যক্ বিকাশ হয় না। তজ্জন্য যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গ উভয়ে সাধনপর্যায়ভুক্ত হইলেও শ্রেষ্ঠ সাধন নহে।

ভক্তি

বর্তমান ভক্তির কথা বিচার করা যাইতেছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

(শ্রীগী: ১৮।৬৫)

হে অর্জুন! আমাতে মন অর্পণ কর। আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—এইরূপ করিলেই আমাকে পাইবে।

আবার 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' (গী: ১৮।৫৫) "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (শ্রীভাঃ ১১।১৪।২১); "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব গরীয়সী (মাঠর শ্রুতি)—এইসব হইল ভক্তিসম্বন্ধে অন্বয়বিধি।

"ধিগ্‌জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥"

(শ্রীভা: ১০।২৩।৩৯)

যাহারা বিষ্ণুবিমুখ তাহাদের শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ জন্ম, ব্রহ্মচর্য, বহুদর্শিতা, কুল ও কর্মদক্ষতাকে ধিক্।

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥" (শ্রীভা: ১১।৫।৩)

চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের মধ্যে যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ নিজের নিত্যপিতা পরমপুরুষ ঈশ্বরকে ভজন করেন না বা অবজ্ঞা করেন, তাহারা স্ব-স্ব অধিকার হইতে চ্যুত ও অধঃপতিত হন। এইসব হইল ভক্তিসম্বন্ধে ব্যতিরেক বিধি।

"সর্বধর্মোজ্‌ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্বেঽপি ধার্মিকাঃ॥" (শ্রীপ: পু:)

সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করেন, তাহারা সুখে যে গতি লাভ করেন, ধার্মিকগণও সেই গতি লাভ করিতে পারেন না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা ।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি ॥"

(শ্রীভা: ১১।২০।৩২-৩৩)

কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম ও তীর্থযাত্রাদি অন্যান্য মঙ্গলজনক অনুষ্ঠানের দ্বারা যে যে ফল লাভ হয়, কেবল আমার ভক্তিদ্বারা সেইসমস্ত ফল অতি সহজে লাভ হইয়া থাকে। ভক্ত ইচ্ছা করিলেই ভক্তির দ্বারা স্বর্গ, মুক্তি কিম্বা আমার ধাম পাইতে পারে।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২১) শ্রীউদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি হইতে ভক্তি যে ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা করে না, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। যদি কেহ বিচার করে যে ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে ভক্তি যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন ইহা গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় বিক্ষিপ্ত চিত্তকে স্থির করিবার নিমিত্ত যোগাদির আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। তাহার এই চিন্তাধারাকে খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২০।৩১)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন—হে উদ্ধব! যিনি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন এবং আমাতে ভক্তিযুক্ত, সেইপ্রকার ভক্তিযোগীর পক্ষে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য প্রায় মঙ্গলপ্রদ হয় না। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"তত্র চ ভক্তেরন্যনিরপেক্ষত্বাৎ অন্যস্য চ তৎসাপেক্ষত্বাৎ ভক্তিযোগ এব শ্রেষ্ঠ ইত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি।" অর্থাৎ তাহাতে ভক্তি অন্যনিরপেক্ষ হওয়ায় এবং অন্যসব ভক্তিসাপেক্ষ হওয়ায় ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উপসংহার করিতেছেন 'তস্মাৎ' ইত্যাদি দ্বারা। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন—(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৮২) "জ্ঞান—বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ। যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ।" যমনিয়মাদি যোগমার্গের সাধন কৃষ্ণভক্তকে স্বতন্ত্রভাবে করিতে হয় না। ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক ভাবে যম-নিয়মাদির ফল পাওয়া যায়।

এইসব উদাহরণের দ্বারা ভক্তির অন্যনিরপেক্ষত্ব প্রমাণিত হইল। অর্থাৎ অন্য কোন সাধনের (কর্ম, যোগ ও জ্ঞানের) সাহায্য না লইয়াই ভক্তি স্বীয় ফলদানে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তি সমস্ত স্থানে, সমস্ত লোকে ও সর্ব অবস্থায় করা যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানযোগাদি সাধন সেরূপ করা যাইতে পারিবে না। ভক্তি শুদ্ধাশুদ্ধ যে কোনও স্থানে এমন কি নরকেও করা যাইতে পারিবে।

"যথা যথা হরের্নাম কীর্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ ॥"

(শ্রীভ: স: ১১৫ অনু:)

নরকবাসিগণ যে যে ভাবে শ্রীহরির নাম কীর্তন করিয়াছিলেন, সেই সেই ভাবেই হরিভক্তি লাভ করিয়া দিব্যধামে (বৈকুণ্ঠে) গিয়াছিলেন।

পাত্রবিচারে মনুষ্যেতর পশুপক্ষী ইত্যাদি প্রাণীও ভক্তিযাজন করিতে পারিবে।

"কীটপক্ষিমৃগাণাঞ্চ হরৌ সংন্যস্তচেতসাং।
ঊর্দ্ধামেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্ ॥"

(শ্রীভ: স: ১১৫ অনু: শ্রীগরুড়পুরাণবাক্য)

শ্রীহরিতে চিত্ত অর্পণকারী কীট, পক্ষী ও পশুগণও ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন বলিয়া আমি মনে করি। অতএব জ্ঞানিব্যক্তিগণের সম্বন্ধেই বা আর কি বলিব!

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঝারিখণ্ড বনপথে শ্রীবৃন্দাবনযাত্রার সময় হাতী, বাঘ, হরিণ ইত্যাদিকে কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃপায় তাহারা হিংসা ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়াছিল।

দুরাচার ব্যক্তিও ভক্তি করিতে পারে—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥"

(শ্রীগী: ৯।৩০)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনকে বলিতেছেন—সুদুরাচার অর্থাৎ সমস্ত প্রকার শাস্ত্রবিগর্হিত দুষ্কর্মরত ব্যক্তিও যদি অন্য দেবদেবীর উপাসনা ত্যাগ করিয়া অনন্যমনা হইয়া (আমার প্রীতি উদ্দেশ্যে) আমার ভজন করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে। কারণ আমাতে নিষ্ঠারূপ অবিচলিত সংকল্প অহার আছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার ॥" (শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ৪।৬৩)

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥"

(শ্রীভা: ৭।৯।১০)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিতেছেন— শ্রীকৃষ্ণভক্তিশূন্য দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পণকারী শ্বপচ(চণ্ডাল)ও শ্রেষ্ঠ। কারণ ঐরূপ শ্বপচ নিজ কুলকে পবিত্র করিতে পারে, কিন্তু অতিশয় গর্বযুক্ত সেই ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারে না।

সুতরাং নীচ জাতিও ভক্তিযাজন করিতে পারিবে এবং তাহার ভক্তিবলে সে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর মুসলমান কুলে জাত হইলেও তিনি নামাচার্য। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য প্রভু তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে তাঁহাকে প্রথমেই নিমন্ত্রণ করিতেন। নিজেকে নীচজাতি অভিমান করিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ইহাতে আপত্তি করায় শ্রীল অদ্বৈতাচার্য প্রভু বলিয়াছিলেন—"তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন।" অর্থাৎ তোমাকে খাওয়াইলে কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল পাওয়া যাইবে। এইসব কারণে ভক্তির সার্বত্রিকতা প্রমাণিত হইল।

যে কোনও সময়ে ভক্তি করা যাইতে পারে। যথা—শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ মাতৃগর্ভে থাকার সময় তাঁহার মাতার উদ্দেশ্যে শ্রীনারদ যেসব ভগবৎকথা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীধ্রুবমহারাজ বাল্যকালে তাঁহার মাতার উপদেশে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীঅজামিল মৃত্যুর সময়ে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। গজরাজ কুম্ভীরের দ্বারা আক্রান্ত হইবার সময়ে শ্রীভগবানকে ডাকিয়াছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয়।" (শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ২০।১৪)। স্নান, ভোজন, শয়ন ও গমন—যেকোনও সময়ে হরিনামকীর্তনরূপ ভক্তি করা যাইতে পারে।

এসম্পর্কে 'শ্রীবিষ্ণুধর্ম'-বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীল জীব গোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ২৬৩তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন—

"উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।
গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুত্তৃট্‌প্রস্খলিতাদিষু॥"

উত্থান, শয়ন, গমন ও গমনোদ্যত ব্যক্তি সকল সময়ে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও স্খলনাদি যেকোন অবস্থায় সর্বক্ষণ 'গোবিন্দ' এই নাম উচ্চারণ করিবে।

মুক্তিলাভের পরও ভক্তি করা যাইতে পারে। "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

"ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্যদেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ ।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্মল ভজন ॥”

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২৪।৭৯-৮০)

“মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ।” (শ্রীভা: ১০।৮৭।২১ শ্রীস্বামিটীকাধৃত শ্রীসর্বজ্ঞমুনির বাক্য) (শ্রীভ: স: ১১২ অনু:)

অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্ত ব্যক্তিগণও ভক্তির কৃপাদ্বারা দেহধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া থাকেন ।

ভক্তি যে সব সময় করা যাইতে পারে, উপরোক্ত বচনসমূহ তাহার প্রমাণ । এতদ্দ্বারা ভক্তির সদাতনত্ব প্রমাণিত হইল । অতএব জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—সমস্ত প্রকার সাধন হইতে ভক্তিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাধন । কারণ পূর্বকথিত পাঁচটি লক্ষণ, যথা—অন্বয়বিধি, ব্যতিরেকবিধি, অন্যনিরপেক্ষত্ব, সার্বত্রিকতা ও সদাতনত্ব সম্পূর্ণরূপে ভক্তিতেই দেখা যাইতেছে । এজন্য নিত্যমঙ্গলকামী সাধকের নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত না হইয়া পূর্বোক্ত শাস্ত্রবাক্যের ও অনুভবসিদ্ধ মহাজনবাক্যের অনুসরণ করিয়া ভক্তিপথের পথিক হওয়াই শ্রেয়স্কর ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি

শাস্ত্রের যাবতীয় বিধির মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে সাধনভক্তিবর্ণনার উপক্রমে শ্রীপদ্মপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন—

"স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।৮)

সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর স্মরণই কর্তব্য। কখনই তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে হইবে না। শাস্ত্রের যাবতীয় বিধি ও নিষেধ শ্রীবিষ্ণুস্মরণরূপ বিধি ও বিস্মরণরূপ নিষেধেরই কিঙ্কর। শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিই সমস্ত সাধন ও সাধ্যসার এবং বিস্মৃতিই তাহার বাধক। সাধনের ফলে এই স্মৃতিকে হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারিলেই মৃত্যুর সময়েও ইহা লাভ হইবে। "অন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ"ই জীবের যাবতীয় সাধনভজনের শেষফল।

প্রীতিই স্মৃতির মূল

এই প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়, যেখানে প্রীতি সেইখানেই স্মৃতি বিদ্যমান থাকে। প্রীতি আছে অথচ স্মৃতি নাই—এইরূপ দৃষ্টান্ত কোনও স্থান, কাল বা পাত্রে দেখা যায় না। সংসারী জীবের যেরূপ দেহ, স্ত্রী, পুত্র ও বিষয় ইত্যাদি প্রীতির বস্তু বলিয়া সেসকলের স্মৃতি অনুক্ষণ তাহার হৃদয়ে বিরাজিত থাকে, সে ছাড়িতে চাহিলেও সেই স্মৃতি তাহাকে ছাড়ে না, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুর প্রতি যাঁহাদের প্রীতি থাকে, তাঁহারা সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর স্মরণই করিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহদেবকে স্তব করিয়াছেন—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু ॥" (শ্রীবি: পু: ১।২০।১৯)

বিবেকহীন মূঢ় ব্যক্তিগণের বিষয়ের প্রতি যেরূপ ঐকান্তিকী প্রীতি, তোমার নিরন্তর স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন দূর না হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার মাতাকে শিক্ষা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"শুন শুন মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব। সর্বভাবে কর মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ ॥" (শ্রীচৈ: ভা: মধ্য ১।১৯৯) এখানে "কৃষ্ণ-অনুরাগ" কথাটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। ইহা অন্য কোনও আচার্যের শিক্ষায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই অনুরাগ হইলেই অনুক্ষণ তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত হইবে।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরোক্ত উক্তি হইতে জানা যায় যে প্রীতিই স্মৃতির মূল। যেস্থানে ঔদাসীন্য সেস্থানে স্মরণ নাই। অবশ্য ভয় হইতেও অনুক্ষণ স্মৃতি হইয়া থাকে। কংস ভয়হেতু সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিত। এসম্পর্কে শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিয়াছেন—(শ্রীভা: ৭।১।৩০-৩১)

"গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥
কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি।"

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! গোপীগণ কাম, কংস ভয়, শিশুপাল প্রভৃতি নৃপগণ শত্রুতা, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ, আপনারা (পাণ্ডবগণ) স্নেহ ও আমরা ভক্তিবশতঃ শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু অত্যন্ত উদাসীন বেণের এই পাঁচটি ভাবের কোনটিই ছিল না। সুতরাং শ্রীভগবানের প্রতি তাহার কোনই আবেশযুক্ত স্মৃতি ছিল না। বেণের সম্বন্ধে শ্রীল জীবপ্রভু লিখিয়াছেন—"অতএব বেণস্যাপি বিষ্ণুদ্বেষিণস্তদ্বদাবেশাভাবান্মুক্ত্যভাবঃ" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-২৯) অর্থাৎ বেণরাজা শ্রীবিষ্ণুবিদ্বেষী হইলেও তাঁহাতে আবেশের অভাব হেতু তাহার মুক্তি হইল না। ভীতিতে যে স্মৃতি তাহা 'অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন' নহে—প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলন। "এই শত্রু আসিল, এই আমাকে বধ করিল"—ইত্যাদি চিন্তা স্মরণকালে যেরূপ ক্লেশদায়ক, ঐ স্মরণকারী ব্যক্তির জীবনও সেইরূপ দুর্বিসহ হইয়া থাকে। সুতরাং ভীতি বা শত্রুতামূলে যে চিন্তা বা স্মৃতি, তাহা সাধনকালে ও ফললাভকালে উভয় অবস্থায়ই কষ্টদায়ক। কিন্তু প্রীতি হেতু যেখানে স্মৃতি বা আবেশ, তাহা সাধন ও ফললাভ উভয় অবস্থায়ই আনন্দদায়ক। প্রীতির পাত্রকে না পাইলে তাঁহার বিরহজনিত যে আবেশ তাহাও সুখের পরাকাষ্ঠা। সুতরাং সুখানুসন্ধানাবেশই ভক্তিসাধকের একমাত্র কাম্য। বস্তুতঃ এই সুখানুসন্ধানাবেশই রাগমার্গীয় ভক্তির একমাত্র নির্দোষ ও উপাদেয় উপকরণ। ইহাই পরমধর্ম।

অপরাধ-খণ্ডনের উপায় শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি

অপরাধের ফলে হৃদয় অত্যন্ত কঠিন হইয়া গেলে সেই হৃদয়ে প্রিয়তম প্রভুর স্মৃতি উদিত হয় না। যে নিজের এই দুর্দৈবের কথা অনুভব করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুক্ষণ অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইতে হইতে শরণাগত হয়, তাহার দেহস্মৃতি দূর হইয়া ভগবৎস্মৃতি জাগ্রত হয়। তখন সে প্রার্থনা করে—

"বসিয়া শুইয়া তোমার চরণ
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে নিকটে যাইব
যখন ডাকিবে তুমি ॥
নিজের পোষণ কভু না ভাবিব
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ তোমারে পালক
বলিয়া বরণ করে ॥"

শরণাগত নিজের পোষণ বিষয়ে চিন্তাহীন; কিন্তু সে আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে সর্বদা প্রিয়তম প্রভুর শ্রীচরণ-চিন্তায় মগ্ন। সে নিজের দেহ, গৃহ, স্ত্রী, পুত্রাদি বিষয়ে নিশ্চিন্ত রহিয়া সর্বদা উৎসাহসহকারে প্রিয়তম প্রভুর সেবা-চিন্তায় বা আবেশে অভিনির্বিষ্ট থাকে। এইপ্রকার অভিনিবেশ বা স্মৃতির দ্বারা অপরাধ অনায়াসে দূর হইয়া যায়।

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিহীন ত্যাগিবেশাদির অসারতা

অন্তরে শ্রীকৃষ্ণসেবাস্মৃতিতে ভরপূর না হইয়া বাহিরে ত্যাগিবেশধারণ নিরর্থক। গৃহের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি যেরূপ গৃহমেধী বা গৃহসর্বস্ব, তদ্রূপ দেহাসক্ত তথাকথিত ত্যাগিব্যক্তিও উদরমেধী বা উদরসর্বস্ব। সে তাহার উদরপোষণ-চিন্তাতেই সর্বক্ষণ মগ্ন। আবার কেহ কেহ উদরচিন্তা না করিয়া কেবল বায়ুভোজী ও উলঙ্গ হইয়া রহিলেও প্রতিষ্ঠার স্মৃতিতেই তাহাদের হৃদয় ভরপূর থাকায় তাহাদিগকে বিষয়ী ব্যতীত আর কিছু বলা যাইতে পারিবে না। তাহাদের এইপ্রকার ত্যাগের ফলে দম্ভবৃদ্ধিই সার হইয়া থাকে। ইষ্টদেবের সেবাস্মৃতিহীন এইরূপ ত্যাগের দ্বারা কোন মঙ্গললাভ হইতে পারে না। ইহা বৃথা শ্রম মাত্র।

স্মৃতিশূন্যা ভক্তি নিরর্থক

স্মৃতিই সকলের মূল। স্মৃতিলাভ উদ্দেশ্যেই যত কিছু সাধনের ব্যবস্থা। স্মৃতিশূন্য অনুষ্ঠান, স্মৃতিশূন্য ক্রিয়াকলাপ, এরূপ কি স্মৃতিশূন্য নবধা ভক্তির অনুষ্ঠান—সবই নিরর্থক। শ্রীভগবানকে সুখী করিবার জন্য যাহা কিছু করা যায় তাহাই ভক্তি। সেই ভক্তির দুইটি লক্ষণ। একটি ক্রিয়াময়ী বা শ্রবণকীর্তনাদি অনুষ্ঠানরূপা আর অন্যটি স্মৃতিময়ী অর্থাৎ নিরন্তর অনুসন্ধানময়ী। ইহাতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুক্ষণ সেব্যের সুখানুসন্ধান-স্মৃতি থাকিবে। ইহা অবিচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ নৈরন্তর্যময়ী—ইহাই ভক্তির সতীত্ব। শান্ত মনে নিরন্তর ভগবৎস্মৃতি বিরাজিত থাকে। অতএব স্মৃতিশূন্য ভক্তির অনুষ্ঠান 'ভক্তি' নহে। জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক প্রীতিযুক্তা ক্রিয়া স্মৃতিময়ী হইবেই হইবে।

স্মৃতিযুক্ত সাধুসঙ্গই শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

সাধু বা মহতের সঙ্গও স্মৃতির সহিত না হইলে তাহা প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইবে না। স্মৃতির সহিত যে মহতের সঙ্গ, তাহাই ভজন। দুইপ্রকার সাধুসঙ্গের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; যথা—পূর্বাঙ্গরূপ ও পরাঙ্গরূপ। পূর্বাঙ্গরূপ যে সৎসঙ্গ তাহাতে স্মৃতি থাকে না। তজ্জন্য সাধু বা গুরুর নিকট আসিয়াও সাধক তাঁহার প্রতি অভিনিবেশ বা স্মৃতির অভাবে তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অনেক সময় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলে। ফলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়। কিন্তু যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে বিরাজমান, সেখানে আর বিচ্যুতির প্রশ্ন নাই। সেখানে শ্রীভগবানও সাধককে আপনার করিয়া কৃপা করিবেন। এইরূপ সঙ্গ পরাঙ্গরূপা ভক্তির অন্তর্গত। শ্রেষ্ঠ সাধনপঞ্চকের (সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্তিসেবা) মধ্যে এই সাধুসঙ্গ অন্যতম। এইরূপ সাধুসঙ্গ অল্পমাত্রায় হইলেও তাহার ফল মহান্। কারণ **এই মহৎসঙ্গই আমাদের হৃদয়ে ইষ্টদেবের স্মৃতি উদয় করাইবার একটি প্রধান কারণ বা একমাত্র কারণ** বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—

"তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ॥" (শ্রীভা: ৪।৯।১২)

হে পদ্মনাভ! যাহারা নিরন্তর স্মৃতির দ্বারা তোমার পাদপদ্মসৌরভলুব্ধচিত্ত সাধুগণের সঙ্গ করিয়াছেন, তাহারা এই অতিপ্রিয় মর্ত্যশরীর এবং ইহার অনুগত পুত্র, গৃহ, বন্ধুবান্ধব, সম্পত্তি ও পত্নী—এসকলের স্মরণ করেন না।

বর্ণাশ্রমধর্ম-বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি-লাভ

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীসূতগোস্বামী বলিয়াছেন—(শ্রীভা: ১২।১২।৫৪)

"যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়োর্গুণানুবাদ-শ্রবণাদরাদিভিঃ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ণাশ্রমবিহিত আচরণ, তপস্যা ও বেদপাঠাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম করা হয়, তদ্দ্বারা কেবল যশ ও সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীহরির গুণানুবাদের শ্রবণ ও তাহাতে আদর হইলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিরন্তর স্মৃতি লাভ হয়।

"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥"

(শ্রীভা: ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মযুগলের স্মৃতি মনুষ্যের সমস্ত অশুভ বিনাশ, চিত্তশুদ্ধি, শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান ও মঙ্গল বিস্তার করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির মুখ্যফলই হইল প্রেমলক্ষণা ভক্তি। আর সব আনুষঙ্গিক ফল।

"স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।
কিং স্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥"

(শ্রীভা: ১০।৮০।১১)

জগদ্গুরু শ্রীহরি নিজের পাদপদ্ম স্মরণকারী ব্যক্তিকে যখন নিজেকে পর্যন্ত দিয়া দেন, তখন ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—যাহা ভক্ত চাহে না—উহা যে অবশ্যই দিবেন সেবিষয়ে আর সন্দেহের কি আছে ?

শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

"বাতরশনা য ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্যাসিনোঽমলাঃ ॥
বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ ॥
স্মরন্তঃ কীর্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ।
গত্যুৎস্মিতেক্ষণক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনম্ ॥"

(শ্রীভা: ১১।৬।৪৭-৪৯)

অর্থাৎ নগ্ন তপস্বী, সংযমী সাধক এবং শান্ত (নিষ্কাম) নির্মলচিত্ত সন্যাসিগণ তোমার ব্রহ্মনামক ধামে গমন করিয়া থাকেন। হে মহাযোগিন্! আমরা কিন্তু ঐরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া তথায় যাইতে চাহি না। আমরা প্রাক্তন কর্মফল ভোগ করিতে করিতে এই দুষ্পার সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইব। মনুষ্যলীলাভিনয়কারী তোমার গমন, হাস্য, দৃষ্টি, পরিহাস, বিবিধ লীলা ও শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী কীর্তন ও স্মরণ করিতে করিতে আমরা অনায়াসে এই সংসার উত্তীর্ণ হইয়া যাইব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইসব উদাহরণ হইতে জানা যায় যে, কেবল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রমের বিধান দেওয়া হয় নাই। শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিলাভই এই ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির অসাধারণ মহিমা

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির অসাধারণ মহিমা সমস্ত শাস্ত্র তারস্বরে কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সাতপ্রহরিয়া ভাবাবেশে যখন ভক্তবৃন্দকে তাহাদের বাঞ্ছিত বর প্রদান করিতেছিলেন, তখন শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নিম্নমতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"এক সত্য করিয়াছ আপন বদনে।
যে-জন তোমার করে চরণ স্মরণে ॥
কীটতুল্য হয় যদি তা'রে নাহি ছাড়।
ইহার অন্যথা হৈলে নরেন্দ্রেরেও পাড়' ॥
এই বল নাহি, মুঞি স্মরণবিহীন।
স্মরণ করিলে মাত্র রাখ তুমি দীন ॥
সভামধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন।
আনিল পাপিষ্ঠ দুর্যোধন-দুঃশাসন ॥
সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা সঙরিলা।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা ॥
স্মরণ-প্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
তথাপিহ না জানিল সেসব দুরন্ত ॥
কোনকালে পার্বতীরে ডাকিনীর গণ।
বেড়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণ ॥
স্মরণ-প্রভাবে তুমি আবির্ভূত হঞা।
করিলা সভারে শাস্তি, বৈষ্ণবী তারিয়া ॥
হেন তোর স্মরণবিহীন মুঞি পাপ।
মোরে তোর চরণে শরণ দেহ বাপ ॥
বিষ, সর্প, অগ্নি, জলে, পাথরে বান্ধিয়া।
ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া ॥
প্রহ্লাদ করিলা তোর চরণ স্মরণ।
স্মরণপ্রভাবে সর্বদুঃখবিমোচন ॥
কারো বা ভাঙ্গিল দন্ত, কা'রো তেজোনাশ।
স্মরণপ্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

পাণ্ডুপুত্র সঙরিল দুর্বাসার ভয়ে ।
অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে ॥
'চিন্তা নাহি, যুধিষ্ঠির! হের দেখ আমি ।
আমি দিমু মুনিভিক্ষা, বসি' থাক তুমি ॥'
অবশেষ এক শাক আছিল হাঁড়িতে ।
সন্তোষে খাইলা শাক ভকতে রাখিতে ॥
স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে ।
সেইমত সব ঋষি পলাইল ডরে ॥
স্মরণপ্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন ।
এসব কৌতুক তোর স্মরণ-কারণ ॥
অখণ্ড স্মরণ ধর্ম, ইঁহা সভাকার ।
তেঞি চিত্র নহে ইঁহা সভার উদ্ধার ॥

* * *

হেন তোর চরণস্মরণহীন মুঞি ।
তথাপিহ প্রভু! মোরে না ছাড়িবি তুঞি ॥"

(শ্রীচৈ: ভা: মধ্য ৯।৬২-৭৯, ৮৩)

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের উপর্যুক্ত বর্ণনা হইতে বিষ্ণুস্মরণের অসাধারণ মহিমার কথা জানা যায় । শরণাগত চিত্তে আর্তিযুক্ত হইয়া স্মরণ করিলে শ্রীবিষ্ণু কিরূপ আকৃষ্ট হইয়া স্মরণকারীকে রক্ষা করেন, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতাদি হইতে এইসকল উদাহরণ দিয়া শ্রীল হরিদাসঠাকুর ইহা দেখাইলেন । নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিও শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিলে শ্রীবিষ্ণু তাহাকে রক্ষা করেন । কিন্তু হিরণ্যকশিপুর ন্যায় বিষ্ণুস্মৃতিহীন তথাকথিত ক্ষমতাশালীরও রক্ষা নাই । শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার অখণ্ড বিষ্ণুস্মৃতির প্রভাবে তাঁহার প্রতি হিরণ্যকশিপুর অকথনীয় অত্যাচারেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই । সেইরূপ মুসলমানগণের বর্বরোচিত অত্যাচারও অখণ্ডবিষ্ণুস্মৃতিপরায়ণ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারে নাই । ইহাই বিষ্ণুস্মৃতির অসাধারণ মহিমা । বিষ্ণুস্মৃতিই যে সকল সাধনের প্রাণ, উপরোক্ত উদাহরণ হইতে ইহা জানা যায় । যে সাধন বিষ্ণুস্মৃতিহীন তাহা বৃথা শ্রমমাত্র । সুতরাং নিষ্কপট সাধনেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তি যেরূপে সতত হৃদয়ে বিষ্ণুস্মৃতি রাখিতে পারেন, তজ্জন্য যত্নবান্ হওয়া সর্বাদৌ আবশ্যক । শাস্ত্রবাক্য ও মহাজনগণের আচরণ হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবদ্‌বিস্মৃতিই মৃত্যু

ক্ষণকালও শ্রীভগবানের স্মৃতি হইতে বিচ্যুত থাকা জীবের কর্তব্য নহে। কারণ শ্রীভগবৎস্মৃতিই জীবন এবং বিস্মৃতিই মৃত্যু। শ্রীগরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে মুহূর্তে ধ্যানবর্জিতে।
দস্যুভির্মুষিতেনেব যুক্তমাক্রন্দিতুং ভৃশম্ ॥"

(শ্রীভ: স: ২৭৭ অনু:)

একটি মুহূর্তও যদি বিষ্ণুস্মৃতিহীন হইয়া অতীত হয়, তাহা হইলে দস্যুগণ-কর্তৃক হৃতসর্বস্ব পুরুষের ন্যায় জীবের তজ্জন্য ক্রন্দন করা কর্তব্য।

শুদ্ধ মন ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিতে ভরপূর। যে মনে ইষ্টদেবের স্মৃতি নাই, তাহা কামক্রোধাদি রিপুর ক্রীড়াভূমি বলিয়া জানিতে হইবে। দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত গৃধ্র, কুকুর বা শৃগাল ইত্যাদি কেহই নিকটে আসিবে না; বরং নিকটে আসিতে ভয় পাইবে। কিন্তু দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া গেলে সেই দেহ শব হইয়া যাইবে এবং তাহা কুকুর-শৃগালাদির মহোৎসবের উপকরণ হইবে। সেইরূপ মনকে দেহের সঙ্গে তুলনা করিলে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই হইল তাহার প্রাণ। যেপর্যন্ত মনে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি বিদ্যমান সেপর্যন্ত তাহা কামক্রোধাদিরূপ শৃগাল-কুকুরের ক্রীড়াভূমি হইবে না; কিন্তু যেমুহূর্তে ইহা শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিবিচ্যুত হইবে, সেই মুহূর্তেই কামক্রোধাদি রিপুর ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে। সুতরাং কামক্রোধাদি রিপুকে জয় করিবার অন্য কোন চেষ্টা না করিয়া মনে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি জাগরূক রাখিতে পারিলেই সেসব অনায়াসে বশ হইয়া যাইবে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির অসাধারণ মহিমা।

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি থাকিলে প্রতিকূল অবস্থাও জীবের কাম্য

নামাচার্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস যখন মুসলমান শাসকের দ্বারা বন্দী হইয়া বন্দীশালায় গেলেন, সেই সময় তথায় উপস্থিত বন্দীগণ তাঁহার দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল হরিদাস তাহাদিগকে দেখা মাত্র এইরূপ আশীর্বাদ করিয়াছিলেন—"থাক থাক, এখন আছহ যেনরূপে।" তাঁহার এই গুপ্ত আশীর্বাদের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া বন্দীগণ বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তাহাদের মনোদুঃখের কথা বুঝিতে পারিয়া শ্রীল হরিদাস তাঁহার গুপ্ত আশীর্বাদের অর্থ এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"এবে কৃষ্ণপ্রতি তোমা সভাকার মন।
যেন আছে, এইমত থাকু সর্বক্ষণ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবে নিত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন ।
সভে মিলি' করিতে আছহ অনুক্ষণ ॥
এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন ।
'কৃষ্ণ' বলি' কাকুবাদে করহ চিন্তন ॥
আরবার গিয়া বিষয়েতে প্রবেশিলে ।
সভে ইহা পাসরিবে, যাঞা দুষ্টমেলে ॥
সেই সব অপরাধ হৈব পুনর্বার ।
বিষয়ের ধর্ম এই,—শুন কথাসার ॥
বিষয়-আবেশে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয় ।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল ।
স্ত্রী-পুত্র—মায়াজাল, এইসব 'কাল' ॥
দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায় ।
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
'বন্দী থাক'—হেন আশীর্বাদ নাহি করি ।
'বিষয় পাসরি', অহর্নিশ বল 'হরি' ॥"

(শ্রীচৈ: ভা: আদি ১৩।৬০-৬৮)

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আশীর্বাদের অর্থ এই যে, তাহারা বন্দী থাকায় তাহাদের মনকে স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ইত্যাদি বিষয়-চিন্তা স্পর্শ করিতেছে না। সকলেই আর্তিযুক্ত হইয়া সতত শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিতেছেন, কিন্তু বন্ধন মুক্ত হইয়া আবার বিষয়ে প্রবেশ করিলে বিষয়ে আবেশ হেতু তাহাদের মন হইতে শ্রীকৃষ্ণাবেশ দূর হইয়া যাইবে। ইহা চরম অমঙ্গলের কারণ। সুতরাং বর্তমান অর্থাৎ এই বন্দী-অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের যে স্মৃতি তাহাদের হৃদয়ে সতত বিরাজমান আছে, সেই স্মৃতি যেন তাহাদের হৃদয় হইতে অপগত না হয়, ইহাই তাঁহার আশীর্বাদের গূঢ় অর্থ।

মনকে বিষয় হইতে টানিয়া আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে নিযুক্ত করানোই ভক্তিসাধকের সর্বাদৌ কর্তব্য। বিষয়ের প্রতি আবেশ যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই বিষয়ের সঙ্গ বৃদ্ধি পাইবে। আবেশই সঙ্গের মূল। ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ লাভ হইলে সাধুকৃপায় এই শ্রীকৃষ্ণাবেশ লাভ হয়। বন্দী-শালায় রহিয়া যদি সতত শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি লাভ হইল, তাহা হইলে সেই কারাবাসই ভক্তিসাধকের কাম্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশচীমাতাকে গর্ভস্থ শিশুর মনোভাব বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু! এহো মোর ভাল ।
যদি তব স্মৃতি মোর রহে সর্বকাল ॥
তব পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা ।
হেন কৃপা কর, প্রভু! না ফেলিবা তথা ॥
এইমত দুঃখ প্রভু! কোটি কোটি জন্ম ।
পাইলুঁ বিস্তর, প্রভু! সব মোর কর্ম্ম ॥
সে দুঃখ-বিপদ প্রভু! রহু বারবার ।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ববেদসার ॥"

(শ্রীচৈ: ভা: মধ্য ১।২২৩-২২৬)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতে জানা যায় যে, মাতৃগর্ভে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি থাকায় গর্ভস্থ শিশু গর্ভবাস যন্ত্রণাকেও কামনা করিতেছে । অবশ্য সব শিশুর মাতৃগর্ভে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি জাগে না । যাঁহাদের পূর্ব জন্মের সাধন আছে, কেবল তাঁহাদেরই মাতৃগর্ভে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি জাগ্রত হয় । সুতরাং যেদেশ, যেকাল ও যেপাত্র শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিলাভের অনুকূল, আপাতদুঃখদায়ক হইলেও ভক্তিসাধকের পক্ষে তাহাই কাম্য ।

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিই জীবের সাধ্য

ভক্তিসাধকের মন মহৎকৃপায় কিরূপে অবাধ গতিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হয়, শ্রীকপিলদেবের নিম্ন উক্তি হইতে তাহা জানা যাইবে ।

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে ।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্ ।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥"

(শ্রীভা: ৩।২৯।১১-১২)

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব দেবহূতিকে বলিতেছেন—"আমার গুণ শ্রবণমাত্রে সমুদ্রের দিকে গঙ্গাজলের প্রবাহের ন্যায় অন্তর্যামিস্বরূপ সর্বজনচিত্তনিবাসী আমার প্রতি জীবের যে অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী মনোগতি, তাহাই নির্গুণা ভক্তিযোগের লক্ষণ । সেই মনোগতি স্বাভাবিক হওয়ায় এবং তাহা সমুদ্রের প্রতি গঙ্গাজলের গতির ন্যায় অবাধ হওয়ায় কোনওরূপ স্বার্থসিদ্ধিবাঞ্ছা তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না, অর্থাৎ তাহা ফলানুসন্ধান ও ব্যবধানরহিতা হইয়া থাকে । 'ব্যবধান' শব্দের অর্থ শ্রীল জীবপাদের মতে কর্মাদিতে ভক্তির আরোপ ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতএব ভগবৎস্মৃতিই জীবের একমাত্র সাধন ও সাধ্য। এই স্মৃতির অপর নাম নির্গুণা ভক্তি, প্রীতি বা পরমপুরুষার্থ।

শ্রীহরিনাম-গ্রহণ, শ্রীবিগ্রহ-অর্চন, শ্রীমন্দির বা শ্রীধাম-পরিক্রমা কিম্বা যে কোনও ভক্ত্যঙ্গযাজনের একমাত্র উদ্দেশ্য ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত করা। শ্রীহরিনাম গ্রহণকালে কোনওমতে নির্দিষ্ট নামসংখ্যা শেষ করা উদ্দেশ্য নহে। যতটুকু করা যাইবে, তাহা যেন স্মৃতিযুক্ত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই স্মৃতি গাঢ় হইলে আবেশে পরিণত হয় এবং এই আবেশই সাধকের আকাঙ্ক্ষিত ফল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীহরিনামগ্রহণ-প্রণালী সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন—

"লক্ষসংখ্যা পূর্ণ হৈল নামমালা গণি।
হৃদয়ে না হৈল রসবিন্দু-গুণমণি॥"

(শ্রীহরিনাম চিন্তামণি-১২)

মালা গণনাপূর্বক লক্ষসংখ্যা পূর্ণ করিয়া আত্মসন্তোষ লাভ করিবার কোন মূল্য নাই। হৃদয় ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানাবেশে ভরপূর হওয়া আবশ্যক। যেপর্যন্ত এই আবেশের উদয় না হয় এবং ইহার ফলে নিজের অযোগ্যতা ও ইষ্টদেবের মহাবদান্যতা উপলব্ধিপূর্বক চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত না হয়, সেপর্যন্ত সাধন সুষ্ঠু হয় নাই বলিয়া জানিতে হইবে। ভক্তিসাধনে সন্তোষের স্থান নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—"যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর॥" (চৈ: চ: মধ্য ১২।২১২) যত অধিক ভক্তি করা যাইবে, ততই "কিছুই হইল না, আরও অধিক কিরূপে হইবে" এরূপ ভাব আসিবে। তখন জানিতে হইবে যে সাধন সুষ্ঠু হইতেছে। এই জগতেও বিষয়িলোক যত অধিক বিষয় সংগ্রহ করে, "সে কিছুই করে নাই, আরও কিরূপে অধিক বিষয় সংগ্রহ করিবে"—এইরূপ তীব্র অভাববোধ তাহার হৃদয়ে সর্বদা বিদ্যমান থাকিয়া তাহাকে আরও অধিক বিষয় সংগ্রহে আবিষ্ট করায়। প্রীতিযুক্ত হইয়া সাধন করিলে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অবশ্যই নিজের অযোগ্যতমতা উপলব্ধির বিষয় হয় এবং সাধকের অজ্ঞাতসারেও তাহার হৃদয়ে ভগবদাবেশের প্রকাশ স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ইহাই ভক্তিসাধনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ফল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার মধ্যে দেখা যায় যে, স্মৃতিই সাধনের মূল। মাতাকে উপদেশ দেওয়ার সময়ে তিনি বলিয়াছেন—

"এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি'।
মনে চিন্ত কৃষ্ণে, মাতা! মুখে বল 'হরি'।"

(শ্রীচৈ: ভা: মধ্য ১।২৩৯)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমে মনে চিন্তা করিয়া পরে মুখে 'হরি' বলিবার উপদেশ দিলেন। সুতরাং প্রথমে স্মরণ, তার পর ভক্তির অনুষ্ঠান। সর্বত্র স্মরণেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আরও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় দেখা যায় যে তিনি গয়ায় শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষালাভের পর হইতে লীলাসংগোপন পর্যন্ত একটি মুহূর্তও আবেশহীনভাবে অতিবাহিত করেন নাই। অনুক্ষণ সেই শ্রীকৃষ্ণচিন্তা, সেই ধ্যান, সেই আবেশ, কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে সেই কথা—এইভাবে প্রত্যেকটি মুহূর্ত কাটাইয়াছেন। তাঁহার আচরণই ভক্তিসাধকের আলোকস্তম্ভ। সেই আচরণের বিষয় যত আলোচনা করা যাইবে, ততই স্মৃতিযুক্ত হইবার আগ্রহ বাড়িতে থাকিবে এবং স্মৃতিযুক্ত হইয়া সাধন করিতে পারিলেই সত্য সত্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসরণ করা হইয়াছে বলা যাইবে।

ভক্তিসাধনে লীলাস্মরণ একটি মুখ্য অঙ্গ। সেই স্মরণ করিতে করিতে সাধক সেই সেবাস্মৃতিতে ডুবিয়া নিজের যথাবস্থিত দেহের বিষয় বিস্মৃত হইয়া যায়। সত্যই যেন সে তাহার অন্তর্ভাবিত সিদ্ধদেহে বর্তমান রহিয়া শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সাক্ষাদ্ভাবে নিমগ্ন রহিয়াছে, এই ভাবেই তা'র হৃদয় ভরপূর থাকে। এই আবেশ-লাভই সাধনভক্তির শেষফল।

মহতের আনুগত্যে কর্মার্পণ করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে সাধকের ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তি-তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইবে। সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে তাহার রত্যঙ্কুর জাত হইবে এবং তৎসঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধান তাহার স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া যাইবে। সে বিক্ষেপরহিত হইয়া সতত বাহ্যে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে শ্রীগুরুপ্রদত্ত সিদ্ধদেহে নিজের অবস্থিতি চিন্তা করিয়া অষ্টপ্রহর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাচিন্তায় মগ্ন থাকিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধা বলিতে কি বুঝায় ?

ভক্ত, ভক্তি ও শ্রীভগবানের প্রতি আদরকে শ্রদ্ধা বলা হয়। শ্রদ্ধা না থাকিলে ভক্তি করিলেও ভক্তির ফল প্রেম লাভ হয় না। এই শ্রদ্ধা মুখ্যতঃ সাধুসঙ্গ হইতেই জাত হয়। সাধুর মুখে শাস্ত্রকথা শ্রবণ করিলে শ্রীভগবান্, ভক্তি ও ভক্তের মহিমাজ্ঞান হয় এবং মহিমাজ্ঞান হইলেই শ্রদ্ধা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। তখন ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের সুখবিধানের তীব্র বাসনা হৃদয়ে জাত হয়। ইহার ফলে নিজসুখলাভের জন্য শাস্ত্রে যে কর্মকাণ্ডের বিধান দেওয়া হইয়াছে, তৎপ্রতি স্বতঃ অনাদর বা বিতৃষ্ণা আসে। পূর্ব জন্মের পুণ্যজনিত সংস্কার হেতুও শ্রীবিষ্ণুভক্তিতে শ্রদ্ধা জন্মে। ইহা স্বসুখাত্মক হওয়ায় সগুণা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা শুদ্ধভক্তির সহায়ক নহে।

শ্রদ্ধার প্রকারভেদ

শ্রদ্ধা দুইপ্রকার; যথা—(১) শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা ও (২) লৌকিকী শ্রদ্ধা।

(১) শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা—সাধুমুখে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রীভগবান্ ও তজ্জাতীয় বস্তু প্রতি যে শ্রদ্ধা জাত হয়, তাহাকে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা বলা যায়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার অর্থ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। শ্রীভগবান্, ভক্তি ও ভক্তের মহিমাকীর্তনকারী শাস্ত্র বহির্মুখ মানবজাতির নিমিত্ত যেসকল নিত্য শাসন বিধান করিয়াছেন, তাহা পরমমঙ্গলময় বলিয়া দৃঢ়তার সহিত অবিচলিত বিশ্বাসই 'শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা'। সাধুসঙ্গ ও তাঁহাদের কৃপায়ই এই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয়। এই শ্রদ্ধা অপরাধের জননী অশ্রদ্ধাকে নষ্ট করে। এই শ্রদ্ধার দ্বারা ভগবত্তোষণ হয়। অর্থাৎ এই শ্রদ্ধার ফলে ভগবান্, ভক্ত ও তদীয়বস্তুতে জীবের আদর দেখিলে শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হন। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধালুর শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতায় স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি হয় না।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয়ে পাপ থাকে না। যদি দৈবাৎ কোন পাপ-প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইলে তিনি চিন্তা করেন—"পাপ করিলে ত' শ্রীবিষ্ণু সন্তুষ্ট

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইবেন না, ফলে আমার অপরাধ হইবে, ভজনোন্নতি হইবে না। এই চিন্তা শ্রীভগবানই অন্তর্যামিসূত্রে শ্রদ্ধালুর হৃদয়ে উদয় করান। তখন তাহার আর পাপানুষ্ঠানে রুচি হয় না।

এই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাই একমাত্র মহৎকৃপাসাপেক্ষ এবং ভক্তিলাভের মূল কারণ। এসম্বন্ধে শ্রীরূপপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।৪।১৫-১৬)

এই শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী টীকায় শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—"আদৌ প্রথমে সাধুসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থবিশ্বাসঃ। ততঃ প্রথমানন্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গো ভজনরীতিশিক্ষানিবন্ধনঃ। নিষ্ঠা তত্রাবিক্ষেপেণ সাতত্যম্। রুচিরভিলাষঃ, কিন্তু বুদ্ধিপূর্বিকেয়ং, আসক্তিস্তু স্বারসিকী।" অর্থাৎ প্রথমে সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা (শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস), তৎপরে ভজনরীতি শিক্ষা নিমিত্ত দ্বিতীয়বার সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজনক্রিয়া, তারপর অনর্থনিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা (ভজনে বিক্ষেপরহিত সাতত্য), তৎপরে রুচি (ভজনে বুদ্ধিপূর্বক অভিলাষ), তৎপরে আসক্তি (স্বারসিক আকর্ষণ), তদনন্তর ভাব ও তৎপরে প্রেম উদিত হয়। সাধকের প্রেমাবির্ভাবের ইহাই ক্রম।

এস্থলে শ্রীরূপপাদ যে শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সাধুসঙ্গ হইতে শাস্ত্রশ্রবণজনিত শ্রদ্ধা। অর্থাৎ সাধুমুখে শাস্ত্রশ্রবণফলে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ে যে বিশ্বাস জন্মে, তাহাকেই শ্রদ্ধা বলা হয়। এই শ্রদ্ধা নির্গুণা। শাস্ত্রে বৈধী ভক্তির বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব উক্ত শ্রদ্ধা বৈধী ভক্তিরই কারণ।

(২) লৌকিকী শ্রদ্ধা—পূর্বজন্মের গুণময় কর্মসংস্কারানুসারে লোকাচারদর্শনে শ্রীবিষ্ণুভজনে যে শ্রদ্ধার উদয় হয় তাহাকে লৌকিকী শ্রদ্ধা বলা হয়। জীবের গুণময় সংস্কার হইতে জাত হওয়ায় এই শ্রদ্ধা 'সগুণা শ্রদ্ধা'-পদবাচ্য। এই শ্রদ্ধা হেতু শ্রীবিষ্ণুর প্রতি যে ভক্তি করা হয়, তাহা স্বসুখাত্মকই হয়। তজ্জন্য এই ভক্তিকে সগুণা ভক্তি বলা হয়। মহতের সঙ্গ ও কৃপার ফলে সগুণা শ্রদ্ধাও নির্গুণা শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। তখন নির্গুণা ভক্তিতে অধিকার জন্মে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লৌকিকী শ্রদ্ধায় একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর উপাসনায় মতি হইলেও তাহা নির্গুণা ভক্তির কারণ হইতে পারে না। নির্গুণা মহৎকৃপাই নির্গুণা ভক্তির একমাত্র কারণ। "আদৌ শ্রদ্ধা" (শ্রীভ: র: সি: ১।৪।১৫) শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ মহৎকৃপাকেই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার একমাত্র কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এজন্য তিনি শ্রদ্ধালাভের পূর্বে সাধুসঙ্গের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

সাধুসঙ্গই নির্গুণা শ্রদ্ধার একমাত্র কারণ

অনাদিবহির্মুখ জীবের নিজ হইতে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হয় না। মায়াগ্রস্ত হওয়ায় সে অনুক্ষণ স্বসুখসাধনে রত থাকে। বর্ণাশ্রমধর্মপালনজনিত বহু পুণ্য-ফলে তাহার যে সগুণ সংস্কার জাত হয় তদনুযায়ী সে শ্রীবিষ্ণুভজনে প্রবৃত্ত হইলেও তাহা স্বসুখসাধন-উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। এই স্বসুখচিন্তার অপর নাম 'অন্যাভিলাষ' অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি বিনু অন্য কামনা' (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২৪।৭০) যত দিন হৃদয়ে অন্যাভিলাষ বলবত্তর থাকে ততদিন তথায় শুদ্ধভক্তির উদয়ের সম্ভাবনা নাই। স্বসুখবাসনা মায়াশক্তির বৃত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ-সুখান্বেষণরূপ ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি। সুতরাং মায়াগ্রস্ত জীব-হৃদয়ে স্বরূপশক্তির বৃত্তিভূতা ভক্তির উদয় অসম্ভব। তজ্জন্য স্বরূপশক্তির দূত মহতের সংসর্গ ও তাঁহার কৃপাই অনাদিবহির্মুখ জীবের ভক্তিসংস্কারলাভের একমাত্র কারণ।

এসম্পর্কে অসুরবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি আলোচ্য—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্॥
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

(শ্রীভা: ৭।৫।৩০, ৩২)

অর্থাৎ যেসকল গৃহব্রত ব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা ঘোর অন্ধকারময় নরকে প্রবেশ করে ও সংসারের চর্বিত সুখদুঃখ বারম্বার চর্বণ করে, তাহাদের মতি পরের উপদেশে বা নিজচেষ্টায় অথবা পরস্পর আলোচনায়, কোনরূপেই শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না।

সংসাররূপ অনর্থের নিবৃত্তিই যে মতির প্রয়োজন, গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণের সেই মতি যেপর্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহত্তমগণের পদরজে অভিষিক্ত না হইয়াছে, সেপর্যন্ত তাহা শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। অর্থাৎ তাহার ভগবদ্‌বিষয়িণী মতি হইবে না। সে শ্রীভগবানের ভজন করিলেও উক্ত ভক্তি স্বসুখাত্মক হইয়া সগুণাই হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই সগুণা শ্রদ্ধাজনিত ভক্তির কথা শ্রীঅর্জুনকে বলিয়াছেন—

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥" (৭।১৬)

অর্থাৎ হে অর্জুন! আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারিপ্রকার সুকৃতি ব্যক্তিগণ আমার ভজন করিয়া থাকেন ।

আর্ত—রোগাদি বা আপদবিপদাদিদ্বারা অভিভূত ব্যক্তিগণ উক্ত রোগাদি হইতে কিম্বা বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভের উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুর ভজন করিয়া থাকেন ।

জিজ্ঞাসু—ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানার্থী বা আত্মতত্ত্বজ্ঞানার্থী ব্যক্তিগণ এই তত্ত্বাদি জানিবার উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুর ভজন করেন ।

অর্থার্থী—ইহকালের সুখ বা পরকালের স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তি যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারাও নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুর ভজন করিয়া থাকেন ।

জ্ঞানী—বিশুদ্ধান্তঃকরণ নিষ্কাম ব্যক্তিগণও মুক্তিলাভের জন্য শ্রীবিষ্ণুর ভজন করেন ।

উল্লিখিত চারিপ্রকার সাধকের মধ্যে 'আর্ত' ও 'অর্থার্থী'—এই দুইপ্রকার সাধক সকাম আর 'জিজ্ঞাসু' ও 'জ্ঞানী'—এই দুইপ্রকার সাধক মুক্তিকাম ।

'সুকৃতিনঃ' শব্দের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"পূর্বজন্মসু কৃতপুণ্যাঃ" অর্থাৎ যাহাদের পূর্বজন্মকৃত পুণ্য আছে তাহারাই সুকৃতি । শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন—"যাহারা পূর্বজন্মে স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মের পালন করিয়াছেন, তাহারাই 'সুকৃতি' ।"

উক্ত চারিপ্রকার সাধক কেবল শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিলেও তাহাদের শ্রদ্ধা স্ব-স্ব-সগুণসংস্কারজাত হওয়ায় তাহা সগুণা এবং তাহারা কেবল শ্রীবিষ্ণুভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ সগুণ ফললাভ-উদ্দেশ্যে এই ভক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইহা সগুণা ভক্তিরূপেই গণ্য হয় ।

অনেক সাধক নিজে শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জ্ঞান অর্জন করিতে চেষ্টা করেন । এইরূপ জ্ঞান কিন্তু নির্গুণা শ্রদ্ধার কারণ নহে । এইজন্য বঙ্গীয় কবিকে শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছিলেন—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ।।”

(শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ৫।১২৩-২৪)

অর্থাৎ বৈষ্ণবের শ্রীমুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত বা শাস্ত্র শ্রবণ করিতে হইবে এবং নিত্য ভক্তগণের সঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহাদের সঙ্গ ও কৃপার ফলে শাস্ত্র-শ্রবণজনিত যে শ্রদ্ধা বা শাস্ত্রার্থের প্রতি বিশ্বাস তাহাই নির্গুণা শ্রদ্ধা এবং সেই শ্রদ্ধাই নির্গুণা ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি-বাসনালাভের একমাত্র কারণ ।

ভক্তির অধিকার-সম্বন্ধে শ্রীরূপপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—

“যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে ।
নাতিসক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্যসৌ ।।

যথৈকাদশে (১১।২০।৮)

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্ ।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ।।
উত্তমো মধ্যমশ্চ স্যাৎ কনিষ্ঠশ্চেতি স ত্রিধা ।।”

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৪-১৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন অনির্দেশ্য সৌভাগ্যনিবন্ধন শ্রীহরিসেবায় জাতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, বিষয়ে অত্যাসক্তও নহেন কিম্বা অতি বিরক্তও নহেন, তিনিই ভক্তিযোগের অধিকারী । ইহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২০।৮) শ্লোকের মর্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

যিনি কথঞ্চিৎ সৌভাগ্যক্রমে (কোনও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও তৎকৃপাফলে) মদীয় চরিতের শ্রবণ-কীর্তন ও মদারাধনাদি ব্যাপারে জাতশ্রদ্ধ, বিষয়ে অতি বৈরাগ্যযুক্ত বা অতি আসক্তও নহেন, তাঁহারই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয় ।

ভক্তির অধিকারী উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে ত্রিবিধ ।

উত্তম অধিকারী—যিনি ভগবদ্‌বিষয়ক শাস্ত্র ও শাস্ত্রসম্মত যুক্তিসমূহে সুনিপুণ, সর্বতোভাবে (অর্থাৎ উপাস্য, সাধন ও পুরুষার্থ-বিচারে) দৃঢ়নিষ্ঠ এবং পরিপক্ক শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি ভক্তিবিষয়ে উত্তম অধিকারী ।

মধ্যম অধিকারী—যিনি শাস্ত্রযুক্তি প্রভৃতিতে অনিপুণ অর্থাৎ প্রতিপক্ষের বলবান্ বাধার সমাধানে অসমর্থ অথচ শ্রদ্ধাবান্ (মনে দৃঢ়নিশ্চয়) হইয়াছেন, তিনি মধ্যম অধিকারী ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কনিষ্ঠ অধিকারী—যিনি শাস্ত্রযুক্তি প্রভৃতিতে যৎকিঞ্চিৎ নিপুণ, কোমলশ্রদ্ধাশীল অর্থাৎ ভক্তিমার্গে বিশ্বাসবান্ হইলেও প্রতিকূল শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা অন্য মার্গে প্রবেশ করিতেও পারেন, তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী।

উপরোক্ত ত্রিবিধ অধিকারী হইতে কনিষ্ঠ অধিকারীর শ্রদ্ধা কোমলা ও মধ্যম অধিকারীর শ্রদ্ধা কিঞ্চিৎ হইয়া থাকিলেও ইঁহাদের যে ভক্তির অনুষ্ঠান তাহা শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধামূলে নহে। পূর্ব কর্মসংস্কারজাত লৌকিকী শ্রদ্ধাই ইঁহাদের ভক্তিসাধনের প্রেরক। কেবল উত্তম অধিকারীর শ্রদ্ধাই শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে জাত। ইহাতে লৌকিকী শ্রদ্ধার কোন প্রভাব নাই। মহৎকৃপাজনিত এই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা নির্গুণা ও ইহা নির্গুণা বা শুদ্ধা ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ।

"অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৪৭)

এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"অর্চায়াং প্রতিমায়ামেব, ন তদ্ভক্তেষু, অন্যেষু চ সুতরাং ন, ভগবৎপ্রেমাভাবাদ্ভক্তমাহাত্ম্যজ্ঞানাভাবাৎ সর্বাদরলক্ষণ-ভক্তগুণানুদয়াচ্চ। স প্রাকৃতঃ প্রকৃতিপ্রারম্ভঃ—অধুনৈব প্রারব্ধ-ভক্তিরিত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা (ভা: ১০।৮৪।১৩) যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু' ইত্যাদি-শাস্ত্রাজ্ঞানাৎ। তস্মাল্লোকপরম্পরাপ্রাপ্তৈবেতি পূর্ববৎ। অতশ্চাজাতপ্রেমা শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্তঃ সাধকস্তু মুখ্যঃ কনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ।" (শ্রীভ: স: ১৯০ অনু:)

অর্থাৎ যিনি কেবলমাত্র প্রতিমাতে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীহরির পূজা করেন, পরন্তু তদীয় ভক্তগণ বা অন্যের মধ্যে তাঁহার পূজা করেন না অর্থাৎ তাঁহাদের আদর করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত। তাদৃশ ব্যক্তির ভগবৎপ্রেমের অভাব, ভক্তের মাহাত্ম্য বিষয়ে অজ্ঞতা এবং সকলের প্রতি সমাদররূপ ভক্তগুণের অনুদয় অর্থাৎ অভাবই ইহার কারণ। তাহার ভক্তিসাধনে প্রবৃত্তির আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এইরূপ ভক্তের প্রতিমাপূজায় যে শ্রদ্ধা, তাহা শাস্ত্রার্থের অনুভবজনিত শ্রদ্ধা নহে। কারণ 'যাহার কফ-বাত-পিত্ত—এই ত্রিধাতুময় শবতুল্য দেহে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রীপ্রভৃতিতে আত্মীয়তাবুদ্ধি, মৃণ্ময়বিগ্রহাদিতে পূজ্যবুদ্ধি এবং গঙ্গাদি জলাশয়ে তীর্থবুদ্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে, পরন্তু ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের প্রতি তাদৃশ বুদ্ধি নাই, সেই ব্যক্তিই গো-গর্দ্দভ'—ইত্যাদি শাস্ত্রজ্ঞান তাহার নাই। অতএব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহার শ্রদ্ধাকে লোকপরম্পরায় শিক্ষিত বলিয়াই জানিতে হইবে। অতএব যাহার প্রেম জন্মে নাই, অথচ যিনি শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত, তাহাকে কনিষ্ঠ ভক্তগণের মধ্যে মুখ্য বলিয়াই জানিতে হইবে।

অতএব মহৎকৃপাবরণের তারতম্যানুসারে শ্রদ্ধার তারতম্য হইয়া থাকে এবং এই শ্রদ্ধানুসারেই ভক্ত্যধিকার নির্ণীত হয়।

লৌকিকী শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির পাপ দেখা যাইতে পারে, কিন্তু উহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। এসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

(শ্রীগীতা: ৯।৩০-৩১)

আমার অনন্যভজনকারী ভক্ত সুদুরাচার হইলেও অর্থাৎ সে অতিপাতক বা মহাপাতকাদি দোষদুষ্ট হইলেও তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে। কারণ তাহার পাপপ্রবৃত্তি থাকিলেও আমার অনন্যভজন হেতু পাপকার্যে তাহার শ্রদ্ধা থাকে না। কিন্তু পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃ পাপে প্রবৃত্ত হইলেও তজ্জন্য পরমুহূর্তে সে অনুতাপ করে। এইরূপ করিতে করিতে অনন্যা ভক্তির প্রভাবে তাহার পাপপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়। লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির সম্পর্কে এই কথা বলা হইল। অতএব যাহার লৌকিকশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে তাহাকেও মহাভাগ্যবান্ বলিয়া জানিতে হইবে। নিরপরাধ হইয়া ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে মহৎকৃপায় তাহার শ্রদ্ধা ক্রমশঃ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়া যাইবে। সদাচার পালনকারী স্মার্তগণের অপেক্ষা এই লৌকিকশ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। কারণ বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য—এই জ্ঞান তাহার উদয় হইয়াছে। স্মার্তাদির ন্যায় নিজের সুখের উদ্দেশ্যে নানা দেবতার ভজনে তাহার মতি নাই। ইহাকেই অনন্যভজনকারী বলা যায়।

শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির সাধারণতঃ পাপ দেখা যায় না। যদি দৈবাৎ কোন পাপপবৃত্তির উদয় হয়, তখন সে চিন্তা করে,—"পাপ করিলে ত শ্রীবিষ্ণু অসন্তুষ্ট হইবেন; ফলে আমার অপরাধ হইবে; ভজনোন্নতি হইবে না। অতএব আমার এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত।" শ্রীভগবানই অন্তর্যামিরূপে তাহার হৃদয়ে এইপ্রকার চিন্তার উদয় করাইয়া তাহাকে শুদ্ধ করান। তখন তাহার আর পাপকার্যে রুচি থাকে না। ভগবচ্চিন্তাই তাঁহার পাপকে বিতাড়িত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করে। যিনি শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধালুর হৃদয়ের এই ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বাহ্য পাপাচরণ দেখিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিবেন, তাহার অপরাধ হইবে। লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির পাপাচরণেও তাহার দোষ দেখা উচিত নহে। বন্ধুভাবে তাহাকে সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে নির্মৎসর হইয়া উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির দোষদর্শন না করিলেও সে সঙ্গযোগ্য নহে।

মিথ্যাচারী হইতে লৌকিকশ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। মিথ্যাচারীর সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন—

"কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥" (শ্রীগীতা ৩।৬)

মিথ্যাচারী অকুটিল নহে। সে অন্যাভিলাষী। কেবল লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সে বাহিরে সদাচার পালনের অভিনয় করিলেও অন্তরে তাহার পাপপ্রবৃত্তি প্রবল থাকে। তজ্জন্য সে ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত হয়। লৌকিকশ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি পাপাচরণ করিলেও শ্রীবিষ্ণু অসন্তুষ্ট হইবেন জানিয়া তাহার সেই পাপপ্রবৃত্তি চালাইতে ইচ্ছা থাকে না। অতএব সে পাপপ্রবৃত্তিদমনের জন্য শ্রীবিষ্ণুর নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা জানায়। সে সরল ও দৈন্যযুক্ত হওয়ায় ভগবৎকৃপা আকর্ষণ করিতে পারে।

শ্রদ্ধা ও শরণাগতি

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। শাস্ত্র মুখ্যতঃ শ্রীভগবানে অশরণাগতের ভয় ও শরণাগতের অভয়ের কথাই বলিয়াছেন। তজ্জন্য এই শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস হইলে ভগবানের প্রতি শরণাগতির ভাব স্বতঃ উদিত হইয়া থাকে। তখন কোন সাংসারিক দুঃখ আসিলে শ্রদ্ধালু ব্যক্তি "ইহা আমার কর্মফল অনুসারে আমার প্রতি শ্রীবিষ্ণুরই বিধান এবং ইহা সহ্য করিলে শ্রীবিষ্ণু সন্তুষ্ট হইবেন"—এই বিচারে তাহা হইতে উদ্ধারলাভের জন্য ব্যাকুল না হইয়া অবিচলিত চিত্তে তাহা সহ্য করে। শ্রদ্ধালুর দৃঢ় ধারণা এই যে, সে তাহার দুঃখ দূর করিয়া সুখলাভের জন্য শতচেষ্টা করিলেও শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছা ব্যতীত তাহা কখনও ফলবতী হইবে না। অতএব সমস্ত সমস্যার সমাধানের একমাত্র পন্থা শরণাগতি—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সে নিজের চেষ্টায় দুঃখনিবৃত্তি বা সুখলাভের জন্য ব্যাকুল না হইয়া সর্বাবস্থায় অবিচলিত চিত্তে শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হয়। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি তাহার অনন্যভক্তিবলে চিত্তকে বিষয়ের আকর্ষণ হইতে দূরে রাখিয়া তাহার সমস্ত কার্যে ইষ্টদেবের সুখ হইতেছে কি না সেই কথা সর্বদা চিন্তা করে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লৌকিকী শ্রদ্ধার লক্ষণ

লৌকিকশ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির কিছু কিছু পাপাচরণ দেখা যায়। অবশ্য তৎপ্রতি তাহার রুচি না থাকায় সে তজ্জন্য অনুতাপ করে, ফলে তাহার পাপপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া অনন্যা ভক্তির প্রভাবে শ্রদ্ধা ক্রমশঃ দৃঢ় হয়। অতএব লৌকিকশ্রদ্ধালুর এই পাপাচরণ তাহার সাধুত্বের ব্যাঘাতক নহে। লৌকিকশ্রদ্ধাবানের স্বসুখার্থ অন্য দেবতার ভজনে প্রবৃত্তি থাকে না। বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য এই জ্ঞান তাহার প্রবল থাকে। তজ্জন্য লৌকিকশ্রদ্ধা ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের উদয় করায়।

লৌকিকশ্রদ্ধালুর মনে ভক্ত্যঙ্গের মাহাত্ম্য সত্য কি মিথ্যা,—এই বিচার উপস্থিত হয়। শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণামৃত বা শ্রীমহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া প্রথমে তাহার মনে বিচার হয়—এসকলের মাহাত্ম্য কি সত্য? তখন সে মনে মনে বিচার করে, "প্রাকৃত ঔষধ, মণি ও মন্ত্রাদির যদি অচিন্ত্য ক্ষমতা থাকিতে পারে, তবে অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধী বস্তু শ্রীচরণামৃত ও শ্রীমহাপ্রসাদের যে অবিচিন্ত্য শক্তি থাকিতে পারে, ইহাতে আশ্চর্য কি? মহতের অনুসরণে ভক্তির সাধন করিতে করিতে এইরূপ চিন্তার দ্বারা ক্রমশঃ তাহার অবিশ্বাসের অংশ দূর হইয়া বিশ্বাস দৃঢ় হয়। তখন মহন্মুখনিঃসৃত শাস্ত্রবাণীতে তাহার বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ায় শ্রদ্ধা পূর্ণতা লাভ করে এবং সে মহৎকৃপায় ক্রমশঃ শুদ্ধভক্তির আশ্রয় করিয়া প্রেমলাভে সমর্থ হয়।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার লক্ষণ

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার প্রধান লক্ষণ শ্রীবিষ্ণুতে শরণাগতি। ইহার ফলে শ্রদ্ধালু ব্যক্তি জাগতিক সুখদুঃখে বিহ্বল হয় না। কারণ তাহার দেহস্মৃতি থাকে না। সে কিরূপে ইষ্টদেবের সুখবিধান করিবে, সেই চিন্তায় সর্বক্ষণ মগ্ন থাকে। যাহার এইরূপ অবস্থা হয় নাই তাহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হয় নাই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয়॥ (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৩৭)

ভক্তিতে শ্রীভগবানের সুখচিন্তা অবশ্যই থাকিবে। "শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে সবকিছু হইয়া যাইবে, আর স্বতন্ত্রভাবে কর্মকাণ্ড করিবার আবশ্যকতা নাই"—এই চিন্তা হৃদয়ে দৃঢ় হইলে সে অবস্থায় শ্রীভগবানের সুখচিন্তা মুহূর্তের জন্যও শ্রদ্ধালুর হৃদয় হইতে দূর হয় না এবং শ্রীভগবানই নিজের সর্বস্ব বলিয়া সর্বদা তাঁহার অনুভূতি হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রদ্ধা ও অনন্যা ভক্তি

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা ব্যতীত ভক্তি করিলে বিলম্বে ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে; কিন্তু প্রেমলাভেচ্ছুর পক্ষে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অপরিহার্য। অবশ্য শ্রদ্ধা অনন্যা ভক্তির অঙ্গ নহে। ইহা ভক্তির বিশেষণমাত্র। ইহা মানসিক গুণবিশেষ। শ্রদ্ধা না থাকিলেও যাহারা মূর্খ ও অকুটিল তাহারা ভক্তির আকারমাত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন। অবশ্য শ্রদ্ধায় ও হেলায় সমান ফল হয় জানিয়া যে স্বেচ্ছায় হেলাপূর্বক ভক্তি করে তাহার মহাদৌরাত্ম্যই হইয়া যাইবে ও সে অপরাধী হইয়া অধঃপতিত হইবে। অজ্ঞাতভাবে হেলাপূর্বক ভক্তি করিলেও যদি অপরাধ না থাকে তবে মুক্তিফল পাওয়া যাইবে। অজামিল তাহার প্রমাণ। অজামিলের অপরাধ ছিল না; কেবল পাপ ছিল।

অপরাধ ও পাপের পার্থক্য

অপরাধ ও পাপের পার্থক্য কি সে বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। সাধারণ জীবের প্রতি অনাদর বা অবজ্ঞা হেতু তাহার যে অনিষ্টাদি করা যায় তাহাকে পাপ বলা হয়। শ্রীভগবান্ বা তজ্জাতীয় বস্তুর প্রতি অনাদর বা অবজ্ঞাকে অপরাধ বলা হয়। তজ্জাতীয় বস্তু বলিতে শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ভক্ত, শ্রীতুলসী, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীগঙ্গা, শ্রীগ্রন্থভাগবত ও শ্রীমহাপ্রসাদ ইত্যাদি জানিতে হইবে। এইসব বস্তুর প্রতি অনাদরহেতু অবজ্ঞা জাত হয় এবং অবজ্ঞা হইতে অপরাধ হয়। এই অপরাধ না থাকিয়া যদি কেবল পাপ থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ভক্তি বাধিত হয় না। অজামিলের সাক্ষাৎ ভক্তি হয় নাই। অর্থাৎ তিনি শ্রীনারায়ণকে ডাকিবেন এই উদ্দেশ্যে 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। 'নারায়ণ'-নামক তাঁহার কনিষ্ঠপুত্রকে ডাকিবার উদ্দেশ্যেই তিনি 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন মাত্র। তথাপিও 'নারায়ণ' শ্রীবিষ্ণুর অন্যতম নাম হওয়ায় তাঁহার নামাভাস হইয়াছিল এবং তাহার ফলে তিনি মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন।

সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ প্রীতিযুক্ত হইয়া ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তন করিলে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয় হয়। শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভজন করিলে ক্রমশঃ প্রেমলাভ হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শরণাগতি

পৃথিবীর সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ে শরণাগতিরই প্রাধান্য দেখা যায়

পৃথিবীতে যতগুলি ধর্মসম্প্রদায় আছে, প্রত্যেকটিতেই উপাস্যদেবের নিকট শরণাগতির কথা রহিয়াছে। কি কর্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি ভক্ত—সকলেই তাঁহাদের নিজ নিজ সাধনে সিদ্ধির জন্য উপাস্যদেবের শরণাগত হইয়া থাকেন। কারণ শরণাগতির দ্বারা উপাস্যদেবের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়। যাহাদের মহৎকৃপাজনিত পূর্ব সংস্কার আছে, তাহারা ভক্তিসাধনদ্বারা কিরূপে শ্রীভগবানের সন্তোষবিধান করিবে, এই বাসনা তাহাদের বলবত্তর হয় এবং ভক্তিযাজনে নিজের অযোগ্যতা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়া তাহারা শ্রীভগবানে শরণাগত হয়। শরণাগতির দ্বারা সাধারণতঃ মুক্তি পাওয়া গেলেও ভক্তিসাধনের যোগ্যতালাভ-নিমিত্ত যে শরণাগতি, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বিধিমার্গের যে একাদশ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের (শরণাগতি, গুর্বাদিসৎসেবা ও শ্রবণকীর্তনাদি নববিধা ভক্তি) কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও শরণাগতি একতম।

নিজ-শক্তির তুচ্ছতার অনুভূতিই মনুষ্যকে শরণাগত করায়

কামক্রোধাদি রিপুদ্বারা তাড়িত হইয়া মনুষ্য যখন নিজেকে অসহায় মনে করে, তখন সে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

> "ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
> সুত-দুহিতৃ-কলত্র-ত্রাণভারার্দিতানাম্‌।
> বিষমবিষয়তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং
> ভবতু শরণমেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্‌ ॥"

(মু: মা: স্তোত্র-১১)

শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মরূপ নৌকা সংসারসমুদ্রে পতিত সুখদুঃখাদিরূপ বাত্যার দ্বারা পীড়িত স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদির ভরণপোষণরূপ ভারদ্বারা ক্লিষ্ট, দুস্তর বিষয়জলে নিমজ্জিত তরণীহীন মানবগণের একমাত্র আশ্রয় হউক। ইহাই সংসারদুঃখ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা। যাহারা ভক্তিকামী তাহারাও ষড়রিপুর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বারা বাধিত হইবার অভিমান করিয়া শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এসম্পর্কে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে! সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥"

(ভ: র: সি: ৩।২।২৫)

শ্রীযযাতি মহারাজের নির্বেদলাভের পর তিনি বলিতেছেন—হে যদুপতে! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য—এই ষড়রিপুর কত দুষ্ট আদেশ আমি কত ভাবে না পালন করিলাম! তবুও তাহাদের আমার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও দয়া হইল না কিম্বা আমারও লজ্জা বা বৈরাগ্য জাত হইল না। হে যদুপতে! এখন আমি সেই কামাদি রিপুকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্বুদ্ধি লাভ করিয়াছি। তোমার অভয় চরণে আমি শরণাগত হইলাম। আমাকে তোমার নিজ-দাস্যে নিযুক্ত কর।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মক ভক্ত হইয়াও দৈন্য-সহকারে গাহিয়াছেন—

"কামে মোর হত চিত্ত, নাহি জানে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্বাসনা।
মোরে নাথ! অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্বজনা ॥"

শরণাগতের অনন্যগতিত্ব

অনন্যগতিত্ব দুইপ্রকার যথা—(১) শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কোনও গতি নাই, এই অনুভূতি; (২) না বুঝিয়া অন্য আশ্রয় করিয়া থাকিলে উহা পরিত্যাগ।

(১) 'শ্রীহরি ব্যতীত অন্য কোন গতি নাই'—ইহা শ্রীদেবকী দেবী নিম্নলিখিত শ্লোকে জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥" (ভা: ১০।৩।২৭)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizaqtion by eGangotri

হে দেব! মরণধর্মা জীব মৃত্যুরূপ সর্প হইতে ভীত হইয়া নিখিলভুবনের চতুর্দিকে ধাবিত হইয়াও কোথায়ও নির্ভয় প্রাপ্ত হইতেছে না; কারণ আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই কালকবলিত। কেবল মহতের সঙ্গ বা কৃপালব্ধ ভক্তির প্রভাবে জীব তোমার শ্রীচরণারবিন্দে আশ্রয় লাভ করিয়া সুস্থভাবে শয়ন করিতে পারে; সেসময়ে মৃত্যু তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে।

শ্রীযামুনাচার্যপাদ স্তোত্ররত্নে লিখিয়াছেন—

"ন ধর্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী, ন ভক্তিমাংস্ত্বচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চনোঽনন্যগতিঃ শরণ্য, ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপদ্যে॥"

হে শরণ্য প্রভো! আমি ধর্মে নিষ্ঠাযুক্ত নহি, আত্মতত্ত্বজ্ঞও নহি, তোমার শ্রীচরণকমলে ভক্তিও আমার নাই; পরন্তু সর্বস্বরহিত ও অন্যগতিহীন হইয়া আমি তোমার পাদমূলকে আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতেছি।

(২) অজ্ঞতাবশতঃ শ্রীহরির পাদপদ্ম ব্যতীত অন্য দেবদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিলে, তাহা পরিত্যাগপূর্বক শ্রীভগবৎপদাশ্রয়ের কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া জীবজগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥"

(শ্রীভা: ১১।১২।১৪-১৫)

হে উদ্ধব! তুমি বিধি-নিষেধ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, শ্রবণযোগ্য ও পূর্বশ্রুত সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত দেহিগণের আত্মা বা প্রিয়তম একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। তাহা হইলে আমার দ্বারা সর্বত্র অভয়ত্ব লাভ করিবে। এস্থলে দেবতান্তর-ভজন নিষিদ্ধ হইয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণ-গ্রহণের কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" (গী: ১৮।৬৬)

হে অর্জুন! নিত্যধর্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি ও নৈমিত্তিক ধর্ম প্রায়শ্চিত্তাদি স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তির বিঘ্নজনক বর্ণাশ্রমধর্ম সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। আমার ভজনের নিমিত্ত বর্ণাশ্রমধর্ম পরিত্যাগ করিলে তোমাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না। আমিই তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ষড়ঙ্গা শরণাগতি

শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে শরণাগতির ষড়বিধ লক্ষণসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্য বিবর্জনম্ ।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥"

শ্রীহরির সুখানুসন্ধানে যাহা অনুকূল বা সহায়ক, তাহা গ্রহণ করিতে সংকল্প, যাহা প্রতিকূল বা বাধক তাহা বিশেষরূপে বর্জন, 'শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই রক্ষা করিবেন', এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহাকে গোপ্তা অর্থাৎ পালকরূপে বরণ, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মাহুতি ও দৈন্য—এই ছয়প্রকার শরণাগতি ।

উপরোক্ত ষড়্‌বিধা শরণাগতির মধ্যে গোপ্তৃত্বে বরণ হইল অঙ্গী; অন্য সব অঙ্গ । অঙ্গী থাকিলেই অঙ্গের সার্থকতা । সেইরূপ প্রথমে শ্রীহরিকে রক্ষকরূপে বরণ করিয়া তাহার পর অবশিষ্ট পাঁচটি অঙ্গ পালন করিলে উহা যথার্থ শরণাগতি-পদবাচ্য হইবে । শ্রীহরিকে রক্ষকরূপে বরণ না করিয়া কেবল অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জনাদি অঙ্গ পালন করা কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নহে । গোপ্তৃত্বে বরণের সহিত শরণাগতির একার্থতা আছে; তজ্জন্য ইহাকে অঙ্গী বলা হইয়াছে । সুতরাং শরণাগতি বলিতে মুখ্যতঃ শ্রীহরিকে রক্ষকরূপে বরণকেই বুঝায় ।

এই গোপ্তৃত্বে বরণের উদাহরণস্বরূপ জনৈক প্রাচীন বৈষ্ণবের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ একটি স্তবের কয়েকটি অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"হে গোপালক! হে কৃপাজলনিধে! হে সিন্ধুকন্যাপতে!
হে কংসান্তক! হে গজেন্দ্রকরুণাপারীণ! হে মাধব!
হে রামানুজ! হে জগত্ত্রয়গুরো! হে পুণ্ডরীকাক্ষ! মাং
হে গোপীজননাথ! পালয় পরং জানামি ন ত্বাং বিনা ॥"

(পদ্যাবলী-৩৬)

শ্রীযামুনাচার্য 'শ্রীস্তোত্ররত্নে' গোপ্তৃত্বে বরণ সম্পর্কে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

"পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িততনয়স্ত্বং প্রিয়সুহৃৎ
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরপি গতিশ্চাসি জগতাম্ ।
ত্বদীয়স্ত্বদ্‌ভৃত্যস্তব পরিজনস্ত্বদ্গতিরহং
প্রপন্নশ্চৈবাস্মি ত্বহমপি তবৈবাস্মি হি ভরঃ ॥" (স্তোত্ররত্ন-৫৭)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে ভগবন্! এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বর্তী জীবগণের তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি প্রিয়পুত্র, তুমি প্রিয়বন্ধু, তুমি মিত্র, তুমি গুরু ও তুমিই গতি। আমিও তোমার সম্বন্ধযুক্ত, তোমার ভৃত্য, তোমার পরিজন, তুমি আমার গতি, আমি তোমার শরণাগত। আমি যে তোমার পাল্য, ইহা সুনিশ্চিত।

"শ্রীহরিই আমাকে রক্ষা করিবেন", এই বিশ্বাসটি জয়বিজয়ের প্রতি শাপবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মার উক্তি হইতে জানা যায়—

"বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুরাদ্যো
যোগেশ্বরৈরপি দুরত্যয়যোগমায়ঃ।
ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ-
স্তত্রাস্মদীয়বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ॥" (শ্রীভা: ৩।১৬।৩৭)

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ আদিপুরুষ, যাঁহার শক্তি যোগমায়াকে যোগেশ্বরগণও অতিক্রম করিতে পারেন না, সেই ত্রিগুণের অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি আমাদিগের মঙ্গলবিধান করিবেন। এবিষয়ে আমাদের চিন্তার কোনও প্রয়োজন নাই।

আত্মনিক্ষেপ

'আমি পরিচালিত, পরিচালক নহি; আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী; তিনি আমার নিয়ামক ও আমার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া আমাকে যেরূপ চালাইতেছেন, আমি সেইরূপই চলিতেছি'—এইরূপ অকপট অনুভূতির সহিত সর্বতোভাবে স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগই আত্মনিক্ষেপ। শ্রীপদ্মপুরাণের অষ্টাক্ষরমন্ত্রের 'নমঃ' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ।
তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রিস্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে॥
ভগবৎপরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ।
তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্বমশেষতঃ॥
ঈশ্বরস্য তু সামর্থ্যান্নালভ্যং তস্য বিদ্যতে।
তস্মিন্ন্যস্তভরঃ শেতে তৎকর্মৈব সমাচরেৎ॥"

(শ্রীভ: স: ২৩৬ অনুচ্ছেদধৃত শ্রীপদ্মপুরাণবাক্য)

'নমস্' শব্দের 'ম'কার অহঙ্কারবাচক এবং 'ন'কার তাহার নিষেধক। সুতরাং 'নমস্'শব্দের দ্বারা জীবের স্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। জীব সর্বতোভাবে শ্রীভগবানের অধীন। তাহার নিজ-জীবন শ্রীভগবানের আয়ত্ত। সুতরাং সর্বতোভাবে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বকীয় সামর্থ্য প্রতি আস্থা ত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বরের সামর্থ্য হইতে জীবের কিছুই অলভ্য থাকে না। শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলিবে এবং তাঁহারই সুখকর কর্ম করিবে।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"অহঙ্কারনিবৃত্তানাং কেশবো ন হি দূরগঃ।
অহঙ্কারযুতানাং হি মধ্যে পর্বতরাশয়ঃ ॥" (শ্রীভ: স: ২৩৬ অনু:)

শ্রীকেশব অহঙ্কারহীন লোকের নিকট হইতে দূরে থাকেন না। কিন্তু শ্রীকেশব ও অহঙ্কারী ব্যক্তির মধ্যে পর্বতরাশির ব্যবধান। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মার স্তবে স্বতন্ত্রভিমানী জীবের সংসারের কথা শুনা যায়। স্বতন্ত্রতাই সংসার আর শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যই ভক্তি। এই স্বতন্ত্রতা-পরিত্যাগের নামান্তর 'আত্মনিক্ষেপ'। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারায়ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

"যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত
ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ॥" (শ্রীভা: ৩।৯।৯)

হে পরমেশ্বর! মানব যেপর্যন্ত নিজ দেহাদির ধর্মকে শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক্ বলিয়া অভিমান করে, অর্থাৎ নিজচেষ্টায় তাহার ইন্দ্রিয়াদির চালনা হয় বলিয়া মনে করে, সেপর্যন্ত তাহার এই দুঃখপ্রদ সংসার অবাস্তব হইলেও নিবৃত্ত হয় না। সে সংসার-নিবৃত্তির জন্য যাহা কিছু করে, তদ্দ্বারা সংসারনিবৃত্তির পরিবর্তে দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে।

কার্পণ্য

'কার্পণ্য' শব্দের অর্থ দীনতা বা নিজ অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি হইতে জাত আত্মদৈন্য। আপনাকে অযোগ্যতম, শোচ্যতম, সর্বদোষাকর ও অত্যন্ত অপরাধী বলিয়া অন্তরে অনুভব করিয়া সকাতরে অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে অভীষ্টদেবের নিকট যে অযোগ্যতা জ্ঞাপন, তাহাকে **'কার্পণ্য'** বলা হয়। অযোগ্যতার অনুভূতি যাহার যত তীব্র হয়, প্রণতকরুণ, শরণাগতবৎসল অভীষ্টদেবকে তিনি ততই আকৃষ্ট করিতে পারেন। উত্তমোত্তম মহাভাগবতগণ অতিমর্ত্য দৈন্যের মূর্তি। এসম্পর্কে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও কয়েকজন ভক্তের অনুভূতি নিম্নে বর্ণিত হইল।

কিভাবে শ্রীহরিনাম কীর্তন করিলে উহা প্রেমলাভের কারণ হইবে, তৎসম্পর্কে নিজকৃত শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥" ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দ রায়কে বলিয়াছেন—

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে 'তৃণাধম'।"

(শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ২০।১৭)

অর্থাৎ ভক্তিসাধক সর্বোত্তমগুণসম্পন্ন হইয়াও আপনাকে তৃণ হইতে অধম বা নীচ জ্ঞান করিবে। ইহাই ভক্তিসাধকের দৈন্য বা কার্পণ্যের উদাহরণ।

এসম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাইয়াছন—

"যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর ॥"

শ্রীযামুনাচার্য তাঁহার 'স্তোত্ররত্নে' বলিয়াছেন—

"পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে! ময়ি পামরে যদুচিতং যদুনাথ তদাচর ॥"

(পদ্যাবলী-৬৬)

হে হরে! তোমার ন্যায় পরমকরুণাময় কেহ নাই এবং আমার ন্যায় পরমশোচ্যতমও কেহ নাই। এই চিন্তা করিয়া এ পামরের প্রতি যেরূপ উচিত সেইরূপ ব্যবস্থা কর।

শরণাগতের এই যে দৈন্য, ইহা কৃত্রিম নহে—তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। ভূতাদরযুক্ত কর্মার্পণদ্বারা চিত্ত হইতে রজস্তমোগুণ দূর হইলেই স্বদোষদর্শন ও দৈন্য যুগপৎ উদিত হয়। চিত্ত রজস্তমোগুণমুক্ত না হইলে স্বদোষদর্শন হইবে না। সুতরাং হৃদয়ে দৈন্যের উদ্রেকও অসম্ভব। স্বদোষদর্শন ও দৈন্য ভক্তিসাধকের অপরিহার্য গুণ। হৃদয়ে এই গুণ যখন স্বভাবসিদ্ধ হইবে, তখন কর্মাধিকার লোপ হইয়াছে জানিতে হইবে। ইহার পরে মহৎকৃপা হইলে শুদ্ধভক্তি-সাধনের অধিকার লাভ হইবে।

গোপ্তৃত্বে বরণ

'গোপ্তৃত্বে বরণ' অর্থ শ্রীবিষ্ণুকেই গোপ্তা বা পালকরূপে বরণ। বহির্মুখ ব্যক্তিগণ নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও ধন, জন, যৌবন প্রভৃতিকে পালক বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তাহারা বিশ্বম্ভর শ্রীবিষ্ণুকে পালক বলিয়া জ্ঞান না করিয়া গচ্ছিত অর্থ, জীবনবীমা, স্বর্ণ, ভূমি ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনকে পালকরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বরণ করে। কিন্তু এইসব নশ্বর ও প্রকৃতিজাত বস্তু কখনই মায়াধীশ সর্বপালক শ্রীবিষ্ণুর সহিত সমান হইতে পারে না। দেবদেব শ্রীজনার্দনই একমাত্র নিত্য পালক। শ্রীনৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দনম্।
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্॥"

"হে দেবদেব শ্রীজনার্দন! আপনার নিকট আমি শরণাগত হইলাম।"— এইরূপভাবে যিনি আমার শরণাগত হন, আমি তাঁহাকে সমস্ত ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

এই গোপ্তৃত্বে বরণ বা শরণাগতি দৈহিক, মানসিক ও বাচিক ভেদে ত্রিবিধ। শ্রীব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"কর্মণা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ।
ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ॥"

যাঁহারা কর্ম, মন ও বাক্যদ্বারা শ্রীঅচ্যুতের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, যম তাঁহাদিগের শাসনে সমর্থ হন না এবং তাঁহারা অনায়াসে মুক্তিফলভাগী হইয়া থাকেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে—

"তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
ত্বৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥"

(শ্রীহ: ভ: বি: ১১।৬৭৭ ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রবাক্য)

শরণাগত পুরুষ বাক্যের দ্বারা 'হে ভগবন্! আমি তোমার' ঐরূপ বলিয়া, মনের দ্বারাও তদ্রূপ জানিয়া এবং শরীরের দ্বারা তোমার লীলাস্থানাদি আশ্রয় করিয়া আনন্দিত হন।

গোপ্তৃত্বে বরণের আভাসেই মুক্তি অর্থাৎ মায়াবন্ধনমোচন হইয়া থাকে।

"কৃষ্ণ, তোমার হঙ যদি বলে একবার
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।২২)

"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥"

(রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড ১৮।৩৩)

যে ব্যক্তি আমার শরণাগত হইয়া 'হে প্রভো! আমি তোমার', একবার মাত্র এইরূপ বলে, আমি তাহাকে সর্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকি—ইহাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমার ব্রত। বিভীষণ যখন শ্রীরামচন্দ্রের শরণ গ্রহণনিমিত্ত তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্রের অনুগতগণ শত্রুপক্ষীয় লোককে শরণ দেওয়ার জন্য বারণ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে শ্রীরামচন্দ্র উপরোক্ত মতেই বলিয়াছিলেন।

শরণাগতি ও আত্মনিবেদন

'শরণাগতি' ও 'আত্মনিবেদন' শুনিতে একই প্রকার মনে হইলেও ষড়ঙ্গা শরণাগতির অন্যতম অঙ্গ 'আত্মনিক্ষেপ' হইতে নবধা ভক্তির অন্যতম অঙ্গ আত্মনিবেদনের বৈশিষ্ট্য আছে। আবার, 'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ' (শ্রীভা: ৭।৫।২৩) শ্লোকে 'ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা' বাক্যে 'পুংসার্পিতা' নবধা ভক্তি অর্থাৎ পুরুষ বা সাধক-কর্তৃক সর্বাগ্রে শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিতা বা তৎসুখার্থ ভাবিতা হইয়া যে নবলক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠান, তাহার সহিতও আত্মনিবেদন ও আত্মনিক্ষেপের বৈশিষ্ট্য আছে। শরণাগতির দ্বারা মুক্তি বা প্রেম পর্যন্ত লাভ হইতে পারে সত্য, কিন্তু প্রেমের মধ্যে আবার স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব বা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি সম্বন্ধযুক্ত অভিমানরূপ যে পরিমাণগত ও স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য বা মাধুর্যানুভব আছে, তাহা কেবল শরণাগতির দ্বারা লাভ হইতে পারে না। সেইজন্য আত্মনিবেদনের আবশ্যকতা আছে।

আত্মনিবেদনের প্রকারভেদ

এই আত্মনিবেদন আবার দুইপ্রকার; যথা—(১) ভাবরহিত আত্মনিবেদন ও (২) ভাবসহিত আত্মনিবেদন।

(১) **ভাবরহিত আত্মনিবেদন**—ভাব বা অভিমানশূন্য আত্মনিবেদন সুখৈশ্বর্যোত্তরা মুক্তি প্রদান করিতে পারে। তাহাতে প্রেমলাভ হইবে না। ইহার একটি বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। তাহা এই যে, শ্রীভগবান্ বাঞ্ছাকল্পতরু; তিনি সাধকের বাঞ্ছানুরূপ ফলই প্রদান করিয়া থাকেন। যে আত্মনিবেদনে ভাব অর্থাৎ কোন বাঞ্ছা নাই, তথায় ভগবান্ মুক্তি ব্যতীত আর কী দিতে পারিবেন ? যেখানে বাঞ্ছা আছে, অর্থাৎ প্রেম বা অভিমানের সহিত শ্রীভগবানের কোনও সেবা করিবার বাসনা আছে, সেখানে শ্রীভগবান্ তাহা পূর্ণ করিয়া সাধককে প্রেম বা অভিমানযুক্ত করাইয়া থাকেন।

ভাবরহিত আত্মনিবেদনের দ্বারা সার্ষ্টিমুক্তি পর্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। যথা—

"মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"

(শ্রীভা: ১১।২৯।৩৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মরণধর্মা মনুষ্য যখন সমস্ত ফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন তাহার জন্য বিশেষ কিছু করিবার ইচ্ছা আমার হয়। তৎফলে সেই ভক্ত আমার পার্ষদ-দেহ লাভ করিয়া সার্ষ্টি-প্রভৃতি মুক্তিলাভের যোগ্য হয়। সার্ষ্টি বলিতে সমান ঐশ্বর্যকে বুঝায়। শ্রীবিষ্ণুর সমান ঐশ্বর্য বলিতে জীবের পক্ষে আংশিক ঐশ্বর্যপ্রাপ্তিই বুঝায়। কারণ শ্রীবিষ্ণুর সমান ঐশ্বর্যলাভ কোনও বিভিন্নাংশ জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। বেদান্তের 'জগদ্‌ব্যাপারবর্জং' প্রকরণ (ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৭) অনুযায়ী নিখিল চিদচিৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও নিয়মনরূপ জগদ্‌ব্যাপার বা ষড়ৈশ্বর্য একমাত্র শ্রীভগবানেই সম্ভব; মুক্তজীবের কথা এখানে উল্লিখিত হয় নাই।

আত্মনিবেদন কার্যটি পূর্বেই অর্পিত অর্থাৎ শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানাবেশের সহিত কৃত না হইলে উহা সাক্ষাদ্ভক্তি না হইয়া কর্মার্পণ মাত্র হইবে। শ্রীবামনদেবে শ্রীবলি মহারাজের যে অর্পণ তাহা প্রথমে ভাবরহিত হওয়ায় কর্মার্পণ মাত্র হইয়াছিল। পরে শ্রীবামনদেবের পাদস্পর্শে তাহা সাক্ষাদ্ভক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। "তদানীং সাক্ষাদ্ভক্তেরজাতত্বাৎ শ্রীত্রিবিক্রম-পাদস্পর্শানন্তরমেব চ জাতত্বাৎ ন বিরোধঃ ॥ (শ্রীপ্রী: স: ১৮২ অনুচ্ছেদ)

(২) ভাবসহিত আত্মনিবেদন—রাগানুগ সাধকের রতি ভূমিকার পরে সাধ্যাবস্থায় যে আত্মনিবেদন তাহা ভাবসহিত আত্মনিবেদন। শ্রীরুক্মিণীদেবীর উক্তি যথা—

"তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্-
গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ ॥" (ভা: ১০।৫২।৩৯)

হে বিভো! হে কমললোচন! আমি তোমাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছি ও তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। তুমি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। শৃগালের সিংহ-আহার্য গ্রহণের ন্যায় তোমার ভোগ্যা আমাকে যেন শিশুপাল আসিয়া স্পর্শ করিতে না পারে।

এখানে শ্রীরুক্মিণীদেবীর শ্রীকৃষ্ণেতে যে আত্মনিবেদন ইহা আবেশময় ও সম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ আত্মনিবেদনের পূর্ব হইতেই শ্রীরুক্মিণীদেবীতে শ্রীকৃষ্ণের পত্নীরূপ অভিমানের উদয় হইয়াছিল। সেই আবেশেই তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছেন। ইহা রতির পরবর্তী আত্মনিবেদন এবং ইহার ফল ভগবন্মাধুর্যানুভবরূপ প্রেমলাভ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আত্মনিবেদনটি আদৌ অর্পিত অর্থাৎ 'তদর্থমেবেদমিতি ভাবিত' অর্থাৎ ইহা অভীষ্টদেবের সুখের জন্য উদ্দিষ্ট—এইরূপ চিন্তা বা ধ্যান এবং সম্বন্ধ বা ভাববিশেষের সহিত কৃত হইলেই তদ্দ্বারা প্রেমের স্বরূপগত ও পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যানুভব হইয়া থাকে। কেবল বৈধী শরণাগতির দ্বারা ইহা লাভ হইতে পারে না। কারণ বৈধী শরণাগতি ভাব বা অভিমানশূন্য।

মহতের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার সুখানুসন্ধানযুক্ত যে আত্মনিবেদন, তাহাতে সুখানুসন্ধানাবেশ ও সম্বন্ধাভিমানের সহিত মহতের প্রসঙ্গরূপা ও পরিচর্যারূপা সেবার ফলে ভগবন্মাধুর্যানুভবরূপ প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

'আদৌ অর্পিতা' বাক্যাংশদ্বারা নবধা ভক্তির অনুষ্ঠানের পূর্বে ভক্তহৃদয়স্থ শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিই সূচিত হয়। কিন্তু যেস্থানে কেবল ভক্তির আকার মাত্র আছে অথচ ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানাবেশ নাই, তাহা ভাবশূন্য হওয়ায় কর্মকাণ্ডে পর্যবসিত হয়। আর যেস্থানে শাস্ত্রোক্ত আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, সেস্থানে ইহা ভক্তি না হইয়া ভক্ত্যাভাস বা কর্মার্পণমাত্র হইয়া থাকে।

শরণাগতিটি মানসিক চিন্তা ও আত্মনিবেদনটি ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া দেহী (সিদ্ধদেহ) পর্যন্ত শ্রীভগবানে নিবেদন। আত্মনিক্ষেপ বৈধী শরণাগতির অঙ্গবিশেষ। ইহার দ্বারা স্বতন্ত্রতাপরিত্যাগ অর্থাৎ 'আমি অধীন, আমি পরিচালিত, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব আমার প্রভু বা নিয়ামক', এইরূপ মানসিক ভাবের উদয় হয়। এই আত্মনিক্ষেপ বা স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগের দ্বারা মাধুর্যানুভব হয় না, কেবল চিত্তশুদ্ধি বা সংসারমুক্তি পর্যন্ত হইতে পারে। এখানে সাধক কেবল শাস্ত্রবিধিচালিত হইয়া শ্রীভগবানকে তাহার প্রভু বা নিয়ামকরূপে চিন্তা করে; এইরূপে চিন্তা না করিলে প্রত্যবায় হইবে—এই বিচারে শরণাগত হইলেও শ্রীভগবানের সঙ্গে কোন প্রীতিযুক্ত সম্বন্ধের ভাবনা তাহার হৃদয়ে থাকে না। সুতরাং প্রীতি হেতু যে মাধুর্যানুভব তাহা তাহার লাভ হইবে কিরূপে? বাঞ্ছা থাকিলেই ফললাভের বেলায় তাহা ফলবতী হইবে; যথায় সাধনকালে প্রেমলাভের বাঞ্ছা নাই, তথায় ফলকালে উহা লাভের আশা করা বৃথা। সাধকের প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ কর্মাধিকারে সে শাস্ত্রবিধিচালিত হইয়া কর্মার্পণ করিতে বাধ্য। এতদ্ব্যতীত সে অন্য কিছুই করিতে পারে না। এই কর্মার্পণ বা আরোপসিদ্ধা ভক্তিদ্বারা তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার পর মহৎকৃপায় ইষ্টদেবের সুখবাঞ্ছা তাহার হৃদয়ে জাগ্রত হইলে সে ধ্রুবানুস্মৃতিময়ী স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির অঙ্গভূত আত্মনিবেদন করিয়া প্রেম ও প্রেমবৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগীতায় পরমতত্ত্বে শরণাগতির চরম উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে সাধু ও গুরুসেবার বৈশিষ্ট্য ও অনন্যা ভক্তির মাহাত্ম্য স্পষ্টভাবে কীর্তিত হয় নাই। কেবল শ্রীমদ্ভাগবতেই মহতের প্রসঙ্গ ও পরিচর্যারূপা সেবার মাহাত্ম্য বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছে। ভক্তভাগবত বা মহতের সেবা ব্যতীত ভগবন্মাধুর্যানুভব অসম্ভব। তাই সাধু ও শ্রীগুরুদেবের সুখানুসন্ধানস্মৃতিময় আত্মনিবেদনরূপ সঙ্গের মাহাত্ম্য সর্বাপেক্ষা অধিক।

সাধনের উন্নতিতে বিলম্বের কারণ

যেসব সাধক বহু সাধন করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছে না তাহাদের অসফলতার কারণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—"পূর্ণভাবে ষড়ঙ্গ-শরণাগতির উদয় হইলে অবিলম্বে সিদ্ধি অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ হয়। আমাদের শরণাগতি পূর্ণরূপে হইতেছে না বলিয়াই প্রেমলাভে বিলম্ব ঘটিতেছে।" আমরা সর্বদা নানা অনর্থের দ্বারা অভিভূত। **শ্রীগুরুকৃপায় যাহার কায়মনোবাক্যে ষড়ঙ্গশরণাগতির পূর্ণতা লাভ হইয়াছে, তাহার সিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।** যেখানে শরণাগতিতে ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়, সেখানে ফল অবশ্য বাধিত হইবে। যে যত শরণাগত হইবে, সে তত ফললাভ করিতে পারিবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—"ষড়ঙ্গ-শরণাগতি হইবে যাঁহার। তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥" শরণাগতি হইলেই আমাদের প্রার্থনা শ্রীকৃষ্ণের নিকট পৌঁছাইবে।

শরণাগতিলাভের উপায়

শাস্ত্রে শরণাগতির অশেষ মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

"তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ॥"

(ভা: ১১।১৯।৯)

শ্রীউদ্ধব শরণাগতির অশেষ মাহাত্ম্যের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন—"হে ঈশ! ঘোর সংসারমার্গে ত্রিতাপাভিভূত ও সন্তাপগ্রস্ত মাদৃশ জীব অমৃতবর্ষী ভবদীয় পাদপদ্ম-ছত্র ব্যতীত অন্য কোনও আশ্রয় দেখিতে পাইতেছে না।'

বস্তুতঃ শরণাগতি ব্যতীত বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া ইহার এত মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জিতাঃ ।
তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্বৈষ্ণবং পদম্ ॥"
(শ্রীভ: স: ২৩৭ অনু:ধৃত গারুড়বচন)

যাঁহারা সেই শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরমাত্মোপাসনারূপ ধ্যানযোগ বর্জিত হইয়াও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণবপদ বৈকুণ্ঠে গমন করেন ।

শাস্ত্রে শরণাগতির এইরূপ মাহাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিয়া বা শাস্ত্রবাণী মুখস্থ করিয়া কেহ কেবল মস্তিষ্কের বিচারদ্বারা শরণাগত হইতে পারে না কিম্বা 'আমার অত টাকা গচ্ছিত আছে, অত টাকার জীবনবীমা আছে, গ্রাসাচ্ছাদনের এতপ্রকার সুব্যবস্থা আছে বা এসব কিছুই নাই; আমার শরীর অত্যন্ত পটু বা অপটু, অতএব আমি শরণাগত হইতে পারিব বা পারিব না—মস্তিষ্কের দ্বারা এরূপ বিচার করিয়া কেহ কখনও শরণাগত হয় নাই বা হইতে পারে না । যাহার দুইকুলে কেহ নাই, যাহার জাগতিক কোন অভাব-অসুবিধা নাই—এইরূপ ব্যক্তিও মস্তিষ্কের দ্বারা বিচার করিয়া শরণাগত হইতে পারে না । অথচ যাহার জাগতিক অশেষ প্রতিবন্ধক আছে, সেরূপ ব্যক্তিও হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণে স্বরূপশক্তির কিম্বা স্বরূপশক্তির দূত মহৎ বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া অনায়াসে শরণাগত হইয়াছেন ।

শরণাগতি বৈধী ভক্তির অঙ্গবিশেষ হইলেও মস্তিষ্কদ্বারা বিচার করিয়া নিজ চেষ্টায় কেহ ইহা লাভ করিতে পারে না । **শাস্ত্র অশরণাগতের ভয় ও শরণাগতের অভয়ের কথা বলিয়া বিমুখ জীবকে শরণাগত হইতে প্ররোচিত করেন সত্য; কিন্তু স্বরূপশক্তির কৃপাবিশেষের দ্বারা হৃদয় আকৃষ্ট না হইলে কেহ কখনও শরণাগত হইতে পারে না ।**

পৃথিবীর বহির্মুখ ব্যক্তিগণ কামাদি রিপুর তাড়নায় তাড়িত ও ত্রিতাপ-জ্বালায় জর্জরিত হইয়াও সেই রিপুবর্গেরই আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু একমাত্র শরণ্য শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহে না । পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে জ্বলন্তভাবে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইতেছে । আবার স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গত্যাগ, ভোগত্যাগ, কামিনীকাঞ্চনত্যাগের অভিনয় করিয়াও কেহ শরণাগত হইয়াছেন বলিয়া বলা যায় না । কারণ দুরত্যয়া মায়াকে জয় করিবার একমাত্র উপায় শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির কৃপা । শ্রীভগবানের দ্বারা নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি যখন সাধনদ্বারা শুদ্ধচিত্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখনই সে শরণাগতি লাভ করিয়া ধন্য হয় । অবশ্য ইহাতে একটি রহস্য আছে । তাহা হইতেছে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্বাঙ্গরূপ* সাধনকালীন মহৎকৃপাপুষ্ট 'ভক্তিবাসনা'। এই ভক্তিবাসনাদ্বারা প্রেরিত হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত না হইলে স্বরূপশক্তি কাহাকেও শরণাগত করাইতে পারিবেন না। কারণ ফল সর্বদা বাসনানুরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং মহৎকৃপা বা শ্রীগুরুকৃপাই শরণাগতিলাভের একমাত্র কারণ। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্তন করিয়াছেন—

"রূপসনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুহুঁ পদ ধরি'॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে—আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম॥"

এখানে শরণাগতি-লাভের উদ্দেশ্যে ভক্তিসাধককে ব্যাকুল হইয়া মহৎ-পাদপদ্মে সক্রন্দন প্রার্থনা জানাইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ মহৎকৃপা ব্যতীত শরণাগতি লাভ অসম্ভব।

---

* পূর্বাঙ্গরূপ সাধন— শাস্ত্র-আজ্ঞা পালনপূর্বক সংসার-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে যে ভক্তি করা যায়, তাহা শরণাগতিলাভের পূর্বে 'কর্মার্পণ'পদবাচ্য। অনর্থগ্রস্ত অবস্থা হইতেই যাহারা কোন ভক্তমহতের বিশেষ কৃপাহেতু তাহাদের দেহযাত্রা-নির্বাহ হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্ত্যঙ্গযাজন পর্যন্ত যাবতীয় কার্য একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে, তাহাদের ঐ সাধনকে 'পূর্বাঙ্গরূপা ভক্তি' বলা যায়। উক্ত সাধক শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিলেও মায়াবদ্ধতা হেতু তাহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হয় না। সে কেবল মনে মনে শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ হ্লাদিনীশক্তির দূত বলিয়া কল্পনা করে মাত্র। নিষ্কপট হইয়া অর্থাৎ অন্য সমস্তপ্রকার বাঞ্ছা পরিত্যাগপূর্বক কেবল ইষ্টদেবকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে সাধন করিলে শ্রীগুরুকৃপায় যতটুকু শরণাগতির উদয় হইবে, ততটুকুই তাঁহার পাদপদ্মে অপ্রাকৃত বুদ্ধি জাগ্রত হইবে। এইরূপে সম্পূর্ণ শরণাগতের শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রত্যঙ্কুর-লাভের পর যে ভজন, তাহাকে 'পরাঙ্গরূপা ভক্তি' বলা যায়। এইখানেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়। এই ভূমিকাকে সাধনভক্তি-ভূমিকাও বলা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্মকাণ্ড ও কর্মযোগ

কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম

শাস্ত্রবিহিত আচরণকে 'কর্ম' বলা হয় – 'কর্ম খলু শাস্ত্রবিহিতাচরণম্'; শাস্ত্রবিহিত কর্মের অকরণকে **'অকর্ম'** বলা হয়—'অকর্ম শাস্ত্রবিহিতানাচরণম্' আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মের আচরণকে **'বিকর্ম'** বলা হয়—'বিকর্ম তু শাস্ত্রনিষিদ্ধাচরণম্ ।'

কর্ম সাধারণতঃ তিনপ্রকার; যথা—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য । বেদবিহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাত্যহিক কর্তব্যকে **'নিত্যকর্ম'** পিতৃমাতৃবিয়োগাদিজনিত শ্রাদ্ধাদি কর্মকে বা পাপ হেতু প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্তব্যকে **'নৈমিত্তিককর্ম'** এবং পুত্রকামনা, স্বর্গকামনা প্রভৃতি কামনাপূরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্মকে **'কাম্যকর্ম'** বলা হয় ।

কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য কী ?

জীব যখন এইসব কর্মের ফল নিজে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহা 'কর্মকাণ্ড'পদবাচ্য । বেদবিহিত সৎকর্মও তখন বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে । বেদে 'পুত্রকামো যজেত', 'স্বর্গকামো যজেত', অর্থাৎ 'পুত্রাভিলাষী যজ্ঞ করিবে', 'স্বর্গাভিলাষী যজ্ঞ করিবে'—এইসব সূত্রে যে কাম্যকর্মের উপদেশ রহিয়াছে, তাহা কেবল অকর্ম ও বিকর্মপরায়ণ লোককে তাহা হইতে নিবৃত্ত করাইয়া শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত করিবার প্ররোচনামাত্র ।

"লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা ।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥"

(শ্রীভা: ১১।৫।১১)

জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ ও মদ্যপান প্রাণিমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলিয়া এবিষয়ে শাস্ত্রবিধানের আবশ্যকতা নাই । ইহা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে বহির্মুখ কামী জীব অসমর্থ জানিয়া দয়াময় বেদশাস্ত্র বিবাহ-বিধিতে বদ্ধ হইয়া স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষভক্ষণ এবং সৌত্রামণী নামক যজ্ঞের দ্বারা মদ্যপানের বিধান করিয়াছেন । সুতরাং ঐ সকল বিষয় হইতে সর্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য-উদ্দেশ্য ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেদে কর্মকাণ্ডের নিন্দা

জীবকে কেবল কামভোগে প্রবৃত্ত করানো যদি বেদের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে বেদ সর্বত্র কর্মকাণ্ডের প্রশংসাই করিতেন এবং তদনুযায়ী শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থও তাহাই করিতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা নয়। বহির্মুখ জীব অতিমাত্রায় বিষয়ভোগলোলুপ। তাহাকে হঠাৎ বিষয়ত্যাগের উপদেশ দেওয়া হইলে সে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না, বরং বেদকে অবজ্ঞা করিবে। এই উদ্দেশ্যে বেদ বিষয়ত্যাগের উপদেশ না দিয়া তৎপ্রদত্ত বিধি পালনপূর্বক বিষয়ভোগেরই ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই বিধিবাধ্য হইয়া বিষয়ভোগ করিলে ক্রমশঃ ভোগপ্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে এবং জীব নিবৃত্তিমার্গে আসিতে পারিবে। এজন্য বেদের শিরোভাগ উপনিষদে কর্মকাণ্ডের নিন্দাই করা হইয়াছে।

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি ॥"

(মুণ্ডক ১।২।৭)

যজ্ঞরূপ নৌকা ভবসমুদ্র উত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে। কারণ এইসকল যজ্ঞের মধ্যে অষ্টাদশ-পুরুষোক্ত কর্ম ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া ইহা অপকৃষ্ট। যেসকল অবিবেকী ব্যক্তি ইহাকেই চরম কল্যাণলাভের উপায় মনে করিয়া ইহাতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসার ভোগ করে।

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥"

(মুণ্ডক ১।২।৮)

যাহারা অবিদ্যার মধ্যে বর্তমান থাকিয়া আপনাদিগকে বিবেকী ও পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেইসকল বিপথগামী অজ্ঞ ব্যক্তি অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অপর অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হন।

"অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ
যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥"

(মুণ্ডক ১।২।৯)

অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুপ্রকার অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি'— এইরূপ অভিমান করে; যেহেতু তাহারা কর্মী ও কর্মে অনুরাগবশতঃ প্রকৃত তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। এইজন্যই তাহারা সুখলাভ নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া কর্মানুষ্ঠানপূর্বক তৎফলস্বরূপ যে স্বর্গাদিলোক লাভ করে, পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে সেই স্থান হইতে চ্যুত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেবল কর্মের নিষ্ফলতা

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—"মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং" (শ্রীভা: ৮।২৩।১৬) ইত্যাদিন্যায়েন, "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ (শ্রীভা: ১১।৫।২) ইত্যাদ্যুক্তনিত্যত্বেন চ সর্বথা তদ্বহির্মুখানাং তু তত্তদলাভ এব স্যাদিত্যর্থঃ; যথা স্কান্দে—"বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ। কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণী-ব্যভিচারবৎ ॥" (শ্রীভ: স: ৯৭ অনু:)

অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানে মন্ত্রগত ও সাধনগত বহু ত্রুটি উপস্থিত হয় বলিয়া এবং 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ'—এই শ্লোকে শ্রীভগবদ্ভজনের নিত্যত্ব বিধান করা হইয়াছে বলিয়া, ভগবদ্‌বিমুখ জনগণ কখনও স্বর্গাদিসুখ বা কোনপ্রকার পুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, বেশ্যাগণের ব্যভিচার যেমন কায়িক ক্লেশেই পর্যবসিত হয়, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুতে ভক্তিহীন জনগণ যেসমস্ত বেদোক্ত বা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদয় কেবল কায়িক ক্লেশেই পর্যবসিত হয়। কারণ ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কোন কর্মই স্বতঃ ফল দিতে পারে না, কেবল কর্মানুষ্ঠানের পরিশ্রমই সার হইয়া থাকে।

কর্মকাণ্ডে ফলের অনিশ্চয়তা, বৈগুণ্যবাহুল্য ও ক্লেশের কথা শাস্ত্রে সর্বত্র বর্ণিত হইয়াছে। নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ শ্রীসূতগোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

"কর্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং মধু ॥" (শ্রীভা: ১।১৮।১২)

"অস্মিন্ কর্মণি সত্রেঽনাশ্বাসেঽবিশ্বসনীয়ে, বৈগুণ্যবাহুল্যেন কৃষিবৎ ফলনিশ্চয়াভাবাৎ ॥" (শ্রীভ: স: ৯৯ অনু:)

অর্থাৎ হে মুনিবর! অনিশ্চয়ফলপ্রদ এই যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ কর্মকাণ্ডের ধূমরাশিতে আমাদের দেহ ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই যজ্ঞরূপ কর্ম অবিশ্বাস্য; ইহাতে বহু বিঘ্ন আছে। ভূমিতে বীজ বপন করিলেই যে অবশ্য ফললাভ হইবে, ইহা বলা যাইতে পারে না; কারণ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্রাণিগণের উপদ্রব ও নানাপ্রকার দৈবদুর্বিপাক সর্বক্ষণই ফললাভ হইতে কৃষককে বঞ্চিত করিতে পারে; তদ্রূপ, যজ্ঞ করিলেই যে যজ্ঞের ফল লাভ হইবে, সেবিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা নাই।

কর্মকাণ্ডী যাজ্ঞিক বিপ্রগণ তাহাদের পত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতি দর্শন করিয়া নিজদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ধিগ্‌জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্‌ ।
ধিক্‌ কুলং ধিক্‌ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥"

(শ্রীভা: ১০।২৩।৩৯)

যাহারা শ্রীবিষ্ণুতে বিমুখ, তাহাদের শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষজন্ম, ব্রহ্মচর্য, বহুদর্শিতা, কুল ও কর্মদক্ষতাকে ধিক্‌ ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কর্মত্যাগ, কর্মনিন্দা সর্বশাস্ত্রে কহে ।
কর্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ৯।২৪২)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় বর্ণনা করিয়াছেন—

কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায় ।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থার তাৎপর্য

কর্মকাণ্ডের ফলে যখন বিশ্বাস নাই বা তাহাতে নিশ্চয়তা নাই, ধর্মশাস্ত্রকার মহাজনগণ কেন ঐপ্রকার বিপুল কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা দিলেন ? অকর্ম ও বিকর্ম হইতে লোককে টানিয় আনিয়া পুণ্যকর্মে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই বেদে বিপুল কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে এবং উহার ফলশ্রুতিও বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু যে তথাকথিত মহাজনগণ এই কর্মকাণ্ডকে শ্রেয় মনে করিয়া তাহাকেই আশ্রয় করিতে উপদেশ দিলেন, তাঁহারা দৈবীমায়ার দ্বারা বিমোহিত বলিয়া ধর্মাচার্য শ্রীযম বলিয়াছেন—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্‌ ॥
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মাণি যুজ্যমানঃ ॥" (শ্রীভা: ৬।৩।২৫)

মনুপ্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের মতি শ্রীবিষ্ণুর মায়ায় নিশ্চিতরূপেই মোহিত; সেজন্য তাঁহারা অতি গুহ্য ভাগবতধর্ম জানিতে পারেন নাই । যেসকল বৈদ্য মৃতসঞ্জীবনীরূপ মহৌষধির কথা জানেন না, তাঁহারাই রোগ-নিবারণের জন্য ত্রিকটু-নিম্বাদির কথা চিন্তা করিয়া থাকেন । তদ্রূপ স্বয়ম্ভূ-শম্ভু-প্রমুখ দ্বাদশ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভাগবতধর্মবেত্তা মহাজন ও তাঁহাদের অনুগৃহীত সম্প্রদায়ান্তর্গত শ্রৌতপথের অনুসরণকারী ব্যক্তি ব্যতীত ভাগবীয় মনু প্রভৃতি মহাজনগণ অতি গুহ্য এই ভাগবতধর্ম জানিতে না পারায় দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাদি* প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন।

ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে বর্ণিত কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে তাঁহারা বিমোহিত হইয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা অগ্নিষ্টোমাদি আড়ম্বরপূর্ণ কর্মকাণ্ডেই শ্রদ্ধার সহিত প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীহরিনামকীর্তনাদি ভাগবতধর্মকে আড়ম্বরহীন অতি সামান্য কার্য মনে করিয়া তৎপ্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই। এই জগতেও দেখা যায় যে, আড়ম্বরপূর্ণ কার্যেই লোকের শ্রদ্ধা বেশি, নিরাড়ম্বর সূক্ষ্মকার্যে ঐরূপ শ্রদ্ধা থাকে না। সেজন্য শ্রীনামকীর্তনাদি ভাগবতধর্মের গ্রাহক এই জগতে খুবই দুর্লভ। এই কারণেই মন্বাদি শাস্ত্রকর্তৃগণ শ্রীভাগবতধর্মের কথা বলেন নাই। যাহার গ্রাহক বেশী, সেই কর্মকাণ্ডের কথাই তাহারা বিপুলভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে বেদে কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থার তাৎপর্য অতি বৈজ্ঞানিক। সংসারী জীবমাত্রেই প্রবৃত্তিমার্গী অর্থাৎ কর্মফলভোগে আসক্ত। ঐরূপ অবস্থায় যদি বেদ কর্মফলভোগ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য সোজাসুজি উপদেশ দিতেন তবে বেদবাক্যের প্রতি কেহ কর্ণপাত করিত না। সেজন্য বেদ চতুরতার সহিত প্রথমে কর্মফলের প্রতি লোভ প্রদর্শনপূর্বক পরে উক্ত কর্মফলকে আত্মসাৎ না করিয়া ঈশ্বরকে অর্পণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই কর্মফল অর্পণের পূর্বে বিকর্ম হইতে আকর্ষণ করিয়া কর্মের প্রতি জীবের রুচি জাত করাইবার উদ্দেশ্যেই বেদ নানা ফলশ্রুতির বর্ণনা করিয়াছেন; যেমন "স্বর্গকামো যজেত", "পুত্রকামো যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে, পুত্রকামী যজ্ঞ করিবে ইত্যাদি। আপাতসুখভোগ-উদ্দেশ্যে বেদ যে কর্মকাণ্ডের বিধান করিয়াছেন, তাহাতে পরোক্ষভাবে উক্ত কর্মকে শ্রীবিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া বিষ্ণুস্মৃতিলাভের বহুল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

---

* দ্বাদশবার্ষিকব্রতম্—ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্তবিশেষ; যথা—'ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ। ভৈক্ষাণ্যাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্। ভিক্ষাশী বিচরেদ্গ্রামং বনৈর্যদি ন জীবতি।' (মনু)

অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাকারী বারবর্ষ পর্যন্ত বনে কুটীর করিয়া বাস করিবে। আত্মশুদ্ধি নিমিত্ত শবের শিরকে একটি যষ্টির অগ্রভাগে পতাকার ন্যায় ধরিয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবে। বনবাস সম্ভব না হইলে গ্রামে ভিক্ষা করিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্তুতঃ এই কর্মার্পণের দ্বারাই জীবের কর্মাসক্তি দূর হয়। যে নিষ্কপট, সে কর্মকাণ্ড যাজন করিবার সময় শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি বিনা কর্মকাণ্ড যে নিষ্ফল, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তখন কর্মফল ভোগের প্রতি ক্রমশঃ তাহার স্পৃহা কমে। এই সময়ে দৈবক্রমে সংসারে বিচরণশীল ভগবৎপ্রেরিত মহতের সংসর্গ ঘটিলে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীভগবৎকথা শ্রবণের ফলে তাহার ভক্তিসাধনে শ্রদ্ধা জাত হয়। তখন সে কর্মাসক্তি ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে অবস্থানপূর্বক শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠানে স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে কর্মার্পণ করিয়াই কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার পর জীব ভগবদ্ভজনের ফলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হয়। বেদে কর্মকাণ্ডবিধানের ইহাই মহনীয় ফল।

পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ বেদের এই গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কামনাপূরণরূপ বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ কর্মকাণ্ডেই চিরকল আবদ্ধ থাকেন এবং পুনঃ পুনঃ সংসারক্লেশ ভোগ করেন।

কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগ

শ্রীভগবান্ মানবগণের মঙ্গলকামনার উদ্দেশ্যে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই ত্রিবিধ যোগের কথা বলিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে কে কোন্ যোগের অধিকারী তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন।

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২০।৬)

যোগা উপায়াঃ, ময়া শাস্ত্রযোনিনা, শ্রেয়াংসি মুক্তি-ত্রিবর্গ-প্রেমাণি। অনেন ভক্তেঃ কর্মত্বঞ্চ ব্যাবৃত্তম্ ॥ (শ্রীভা: ১১।২০।৭)—

"নির্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্নচিত্তানাং কর্মযোগশ্চ কামিনাম্।"

(শ্রীভ: স: ১৭০-৭১ অনু:)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—শাস্ত্রযোনি(শাস্ত্রের উৎস)স্বরূপ আমার দ্বারা মনুষ্যগণের মঙ্গল অর্থাৎ মুক্তিরূপ মঙ্গল, ধর্মার্থকাম—এই ত্রিবর্গরূপ মঙ্গল ও ভগবৎ-প্রীতিরূপ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যথাক্রমে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ—এই ত্রিবিধ যোগ কথিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই। ভক্তি ক্রিয়ারূপা হইলেও কর্মের পৃথগ্‌রূপে উল্লেখ থাকায় ভক্তির কর্মত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

‘যোগ’ শব্দের তাৎপর্য

কেবল জ্ঞান, কেবল কর্ম বা কেবল ভক্তি না বলিয়া এগুলির সহিত ‘যোগ’ শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে। ‘যোগ’শব্দের তাৎপর্য শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন—

“এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা॥”

(শ্রীভা: ১১।১৩।১৪)

সমস্ত বিষয় হইতে মন আকর্ষণপূর্বক অদ্বয় পরতত্ত্বরূপী আমাতে যথাযথভাবে সাক্ষাদ্রূপে যে আবেশ (স্মৃতি), তাহাকেই সনকাদি আমার শিষ্যগণ ‘যোগ’ আখ্যা দিয়াছেন। বস্তুতঃ অন্তরে, বাহিরে, সর্বত্র ও সর্বদা পরতত্ত্বের স্মৃতিই যোগ।

কেবল কর্মকাণ্ড বা ক্রিয়ার দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত যোগ হয় না, বরং নানা ফলকামনাহেতু চিত্ত অধিকতর বিক্ষিপ্ত হয়। তাহাতে পরতত্ত্বের কামনা পূরণের অনুসন্ধান বা স্মৃতি নাই; ইহা কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কল্পিত। এই হেতু ইহা চিত্তকে বহুমুখী করিয়া থাকে। কারণ, জগতের বিষয় বহু, কিন্তু পরতত্ত্ব—অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক। এইজন্য কর্মকাণ্ডকে সমস্ত শাস্ত্র সমস্বরে নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু কর্মযোগ বা ক্রিয়াযোগ হইতে ভগবৎ-প্রীত্যাভাসের অনুসন্ধান আরম্ভ হয় বলিয়া তথা হইতে ভাগবতধর্মের আরম্ভ হইয়াছে। এই কর্মযোগ সাক্ষাৎ সাম্মুখ্য—জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারস্বরূপ। নির্বিশেষ সাক্ষাৎ সাম্মুখ্য—জ্ঞান আর সবিশেষ সাক্ষাৎ সাম্মুখ্য ‘ধ্যানযোগ’ ও ‘ভক্তিযোগ’ নামে কথিত। অতএব কর্মযোগদ্বারা গৌণভাবে বা পরম্পরাক্রমে শ্রীভগবানের সহিত যোগ হয়। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

“যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥”

(শ্রীগীতা: ২।৪৮)

উপরোক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—

“যোগঃ— পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্র স্থিতঃ কর্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু, তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবংভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সদ্ভিশ্চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ।”

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যোগের অর্থ পরমেশ্বরৈকপরতা। তাহাতে অবস্থিত হইয়া কর্মসমূহ অনুষ্ঠান কর। কিরূপে? কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগপূর্বক অর্থাৎ কেবল পরমেশ্বরের আশ্রয়যুক্ত হইয়াই কর্ম কর। কর্ম ও জ্ঞানের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হৃদয়ে সমানভাব পোষণ করিয়া কেবল ঈশ্বরার্পণপূর্বক কর্ম কর। সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে চিত্তের এই সমভাবকে সাধুগণ 'যোগ' বলিয়া থাকেন। কারণ ইহার দ্বারা চিত্তসমাধান হইয়া থাকে।

"তত্র পরতত্ত্বস্য বৈমুখ্য পরিহারায় যথাকথঞ্চিৎ সাম্মুখ্যমাত্রং কর্তব্যত্বেন লভ্যতে। তচ্চ ত্রিধা; (১) নির্বিশেষরূপস্য তদীয়ব্রহ্মাখ্যাবির্ভাবস্য জ্ঞানরূপম্, (২) সবিশেষরূপস্য চ তদীয় ভগবদাদ্যাখ্যাবির্ভাবস্য ভক্তিরূপমিতি দ্বয়ম্, (৩) তৃতীয়ঞ্চ তস্য দ্বয়স্যৈব দ্বারং কর্মার্পণরূপমিতি।" (শ্রীভ: স: ১৭০ অনু:)

অর্থাৎ তন্মধ্যে পরতত্ত্বের প্রতি বিমুখতা পরিহারের জন্য যে কোন-রূপ সাম্মুখ্য মাত্রই কর্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সাম্মুখ্য তিনপ্রকার—যথা—(১) ব্রহ্মসংজ্ঞক পরতত্ত্বের নির্বিশেষ আবির্ভাবের জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান, (২) ভগবৎসংজ্ঞক পরতত্ত্বের সবিশেষ আবির্ভাবের প্রতি ভক্তি অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি ও (৩) জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারস্বরূপ কর্মার্পণ।

কর্মার্পণ বা কর্মযোগ সাক্ষাৎ সাম্মুখ্য নহে; উহা পরতত্ত্বের দিকে মুখ-ফিরান মাত্র।

কর্মযোগের অধিকারী

কর্মযোগের অধিকারী নির্ণয় করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"তেষ্বনির্বিণ্নচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্।" (শ্রীভা: ১১।২০।৭)।

যাহারা কামী অর্থাৎ গৃহাশ্রমের কর্মসমূহ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ এবং দেহ, গৃহ, স্ত্রী ও পুত্রাদিতে অতিশয় আসক্ত, সেইরূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্মযোগ বা কর্মার্পণই সিদ্ধিপ্রদ।

এইরূপ কর্মফলকামী অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে কর্মত্যাগের উপদেশ দেওয়া উচিত নহে, বরং তাহারা যেরূপ বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফল শ্রীভগবানকে সমর্পণপূর্বক কর্মযোগী হইতে পারে সেইরূপ উপদেশ দেওয়া কর্তব্য।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥" (শ্রীগী: ৩।২৬)

অজ্ঞ অর্থাৎ কর্মাসক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধিচাঞ্চল্য অর্থাৎ কর্মত্যাগের প্রবৃত্তি উদয় করাইবে না, বরং নিজে নিষ্ঠার সহিত আচরণ করিয়া তাহাদিগকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কর্মে নিযুক্ত করিবে। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিকে বিচলিত করিলে কর্ম হইতে ত' তাহাদের শ্রদ্ধা হ্রাস পাইবেই আবার জ্ঞানেরও উৎপত্তি হইবে না। অতএব উভয়তঃ তাহারা ভ্রষ্ট হইবে।

শ্রীআবির্হোত্র শ্রীনিমি মহারাজকে বলিতেছেন—

"কর্মাকর্মবিকর্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ ॥
পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥
নাচরেদ্‌যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্মণা হ্যধর্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ॥
বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।৩।৪৩-৪৬)

কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম—এই তিনটি বিষয় বেদ হইতে জানা যায়। ইহা লোকের মতবাদ বা মনীষাদ্বারা বুঝা যায় না। বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া পণ্ডিতগণও বেদের উদ্দিষ্ট বিষয় নিজের বুদ্ধিবলে বুঝিতে গিয়া মোহগ্রস্ত হন এবং বেদের উদ্দিষ্ট অর্থকে কদর্থ করিয়া অধিকতর মায়ায় প্রবিষ্ট হন। এরূপ কর্মাসক্তি অর্থাৎ ফলভোগ প্রতি প্রবল আসক্তি থাকাকালে কর্মাসক্তিত্যাগের কথা উপদেশ দিলে উহা কাহারও গ্রহণযোগ্য হইবে না, বরং বেদবাক্যের প্রতি অনাদর করিয়া সকলে অধঃপতিত হইবে। এজন্য দয়াময় বেদশাস্ত্র তাহাদের কর্মাসক্তি ত্যাগরূপ তাঁহার উদ্দিষ্ট বিষয় গোপন রাখিয়া কর্ম করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাকেই 'পরোক্ষবাদ' বলা যায়। কোন এক উদ্দেশ্যে কার্য করা হইলেও উক্ত উদ্দেশ্যটিকে গোপন রাখিয়া যাহা বলা যায় তাহাকে পরোক্ষবাদ বলে। বেদের এই পরোক্ষবাদ একটি বৈজ্ঞানিক পন্থা। বস্তুতঃ কর্মাসক্তি ত্যাগ করাইবার উদ্দেশ্যেই বেদ কর্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

সন্দেহ হইতে পারে যে, বেদ স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বিপুল কর্ম করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন; কর্মাসক্তি ত্যাগের জন্য ত' কোথায়ও বলেন নাই। এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য শ্রীআবির্হোত্র বলিতেছেন—"পিতা অনেক সময়ে বালককে রোগ হইতে আরোগ্য করাইবার উদ্দেশ্যে তিক্ত ও কড়া ঔষধ দেওয়ার সময়ে মিছরি ও লাড্ডু ইত্যাদির প্রলোভন দেখাইয়া থাকেন; কিন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকৃতপক্ষে বালককে মিছরি বা লাড্ডু ইত্যাদি খাওয়ানো পিতার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, রোগমুক্ত করানোই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। সেইরূপ কর্মের ফলশ্রুতির কথা বলিয়া মুখ্যতঃ কর্মাসক্তি ত্যাগ করাইবার উদ্দেশ্যেই বেদ কর্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন।" ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কর্মাসক্তি ত্যাগ যদি বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা হইলে বেদ পরিষ্কারভাবে ইহা করিবার উপদেশ না দিয়া পরোক্ষভাবে কর্ম করিবার উপদেশ দিলেন কেন? ইহার উত্তরে শ্রীআবির্হোত্র বলিতেছেন—"জীব যতদিন পর্যন্ত 'অজ্ঞ' থাকে অর্থাৎ শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্তনাদিতে তাহার 'জ্ঞা' অর্থাৎ 'শ্রদ্ধা' বা দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, ততদিন পর্যন্ত তাহাকে কর্ম করিতে হইবে। যাহার 'জ্ঞা' অর্থাৎ শ্রীহরিকথায় দৃঢ় বিশ্বাস নাই, সে ব্যক্তিই 'অজ্ঞ'। সেইরূপ যে-ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ যে-ব্যক্তি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া ব্রহ্মার(পরমেষ্ঠীর)সুখ-পর্যন্ত ভোগে বিরক্ত নহে, তাহাকেও অবশ্যই কর্ম করিতে হইবে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিলেন—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (শ্রীভা: ১১।২০।৯)

হে উদ্ধব! যে-কাল পর্যন্ত জ্ঞানীর পারমেষ্ঠ্য সুখে (ব্রহ্মার সুখাদিতে) নির্বেদ অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর-বুদ্ধির উদয় না হয়, সে-কাল পর্যন্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে কর্ম করিতে হইবে, আর আমার কথার প্রতি যে-কাল পর্যন্ত আকস্মিক মহৎকৃপাজনিত শ্রদ্ধার উদয় না হইয়াছে অর্থাৎ 'ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তনাদির দ্বারাই সর্বার্থসিদ্ধি হইবে'—এই দৃঢ় বিশ্বাস যে-কাল পর্যন্ত না হইয়াছে, সে-কাল পর্যন্ত ভক্তিকামীকেও কর্ম করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই বেদ কর্মাসক্ত অজ্ঞ জীবকে কর্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রদ্ধা ও বিরক্তি

শ্রদ্ধা ও বিরক্তি পরস্পর নিরপেক্ষ। শ্রদ্ধা বিরক্তির অপেক্ষা করে না কিম্বা বিরক্তিও শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে না। ঐহিক ও পারলৌকিক সমস্ত সুখে বিরক্তির উদয় না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানাভিলাষী অজিতেন্দ্রিয়কে কর্ম করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; আবার শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্তনাদিতে দৃঢ়বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত অজ্ঞকেও কর্ম করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পৃথিবীর বহির্মুখ মানবমাত্রে হয় ত' অজিতেন্দ্রিয় নচেৎ অজ্ঞ—এই দুইশ্রেণীর মধ্যে পড়িবেই। তাহারা যদি জ্ঞান ও ভক্তির অধিকার প্রাপ্ত না হইয়া কর্মত্যাগ করে, অর্থাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানী যদি ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগ হইতে বিরক্তিপূর্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসু না হইয়া কর্ম ত্যাগ করে এবং কেহ যদি ভক্ত্যধিকারের অভিনয়মাত্র করিয়া শ্রীহরিকথায় দৃঢ়শ্রদ্ধা পোষণ না করিয়া কর্মত্যাগ করে, তবে বেদবিহিত কর্মের অকরণ হেতু উভয়েই পুনঃ পুনঃ মৃত্যু এবং যাতনা প্রাপ্ত হইবে। **অতএব উপযুক্ত অধিকারলাভের পূর্বে বেদবিহিত কর্ম পরিত্যাগ করিলে কোন প্রকারেই নিস্তার নাই।** যে কর্মের প্রয়োজক কর্ত্তা (প্রবর্তক) ঈশ্বর, সেই কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করিলে যথার্থ অনুষ্ঠান করা হইবে। অতএব শ্রীআবির্হোত্র বলিলেন,—"বেদোক্ত কর্মই করিবে, কখনও বেদনিষিদ্ধ কর্ম করিবে না এবং সেই বেদবিহিত কর্মের ফল শ্রীভগবানকে অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করিলে ঐহিক ও পারত্রিক ভোগে বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য জন্মিবে।"

কর্মবন্ধন হইতে রক্ষা পাইবার বৈজ্ঞানিক উপায়

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে জানা যায় যে অনধিকারীকে (ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে বিরক্তির উদয় না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞানাভিলাষী অজিতেন্দ্রিয়কে আর শ্রীহরিকথা শ্রবণ-কীর্তনে দৃঢ় শ্রদ্ধা না হওয়া পর্যন্ত অজ্ঞ ভক্তিকামীকে) বেদবিহিত কর্ম করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে একটি প্রশ্ন উঠিতেছে যে, জ্ঞানসাধক বা ভক্তিসাধককে উপরোক্ত অধিকারে না পৌঁছান পর্যন্ত যদি কর্ম করিতেই হয় তবে তাহাদের সেই সেই কর্মের ফলভোগ ত' অবশ্য করিতেই হইবে এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হইবে। তাহা হইলে বিমুখ জীবকে এইপ্রকার কর্মবন্ধনে বদ্ধ করানো কি বেদাদি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ? ইহার উত্তরে শ্রীআবির্হোত্র বলিয়াছেন—

"বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।৩।৪৬)

নিঃসঙ্গভাবে ঈশ্বরে ফলার্পণপূর্বক বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত, তাহা হইলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ হয় অর্থাৎ কর্মবন্ধন মোচন হয়। **স্বর্গাদি যেসব ফললাভের কথা বেদে বলা হইয়াছে, লোককে কেবল অকর্ম-বিকর্ম হইতে টানিয়া আনিয়া বেদোক্ত কর্মে রুচিসম্পন্ন করানোই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য।**

অনাদিকাল হইতে ভগবদ্‌বিমুখ জীবকে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য বেদের এই যে বৈজ্ঞানিক পন্থা, ইহা বাস্তবিক প্রশংসনীয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপর্যুক্ত শ্লোকে যে 'নিঃসঙ্গ' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার অর্থ কী ? 'নিঃসঙ্গ' অর্থ অভিনিবেশশূন্য। অর্থাৎ জীব যে কর্ম করিবে তাহার ফললাভের জন্য তাহার কোনপ্রকার আকাঙ্ক্ষা বা অভিনিবেশ থাকিবে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে এইরূপ অবস্থায় সে বৃথা কেন বেদোক্ত কর্ম করিবে ? বেদাদি শাস্ত্রে ঐরূপ নিরর্থক কথা কেনই বা বলা হইল ? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, এই কর্মের ফল কর্তা নিজে আত্মসাৎ না করিয়া ঈশ্বরকে অর্পণ করা আবশ্যক। যতদিন পর্যন্ত জীব নিজ কৃতকর্মের ফল আত্মসাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সেই কর্মের ফল ভোগ করিতে তাহাকে সংসারে আসিতেই হইবে। ইহাই জীবের কর্মবন্ধন। জীব যদি কর্মের ফল নিজে ভোগ করিবার অভিলাষ না রাখিয়া কেবল ঈশ্বরে তাহা অর্পণ করে, তাহা হইলে তাহাকে আর কর্মফলভোগী হইতে হইবে না। যখন ভোগ নিমিত্ত কর্মফল থাকে না তখন জীবের সংসারগতাগতও বন্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার মুক্তিলাভ হয়। **কর্মফলের সঙ্গ না হওয়ায় এইরূপ কর্মীকে নিঃসঙ্গ কর্মী বলা হয় এবং এই নিঃসঙ্গ কর্মীর কর্মই সংসারমুক্তির কারণ।**

অতএব কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হইয়া কেবল ঈশ্বরে অর্পণপূর্বক যে নিঃসঙ্গ কর্ম করিবার আদেশ বেদ দিলেন, ইহা বিমুখ জীবকে উন্মুখ করিবার একটি বৈজ্ঞানিক কৌশল। ইহাই সংসারভোগের প্রতি অত্যাসক্ত ও শ্রীহরিকথায় শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির পক্ষে সাধনের ক্রমপন্থা। এই ক্রম উল্লঙ্ঘন করিলে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই সার হইবে।

'ঈশ্বরার্পণ' শব্দের তাৎপর্য

ঈশ্বরার্পণ বলিতে কি বুঝায়, সেবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। শ্রীবিষ্ণু তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবলে আব্রহ্মস্তম্ব প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং তাহার পাপপুণ্যাদি প্রত্যেকটি কার্যকে সাক্ষিরূপে দেখিতেছেন। তদনুযায়ী তাহার পাপপুণ্য নিরূপিত হইয়া ভবিষ্যতে তাহার ফলভোগের নিমিত্ত গচ্ছিত রহিতেছে। যদি কেহ মনে করে যে, সে ত' গোপনে পাপ করিতেছে, সেইজন্য দণ্ডই বা তাহাকে দিবে কে ? এইরূপ চিন্তা করা চরম নির্বোধতা। জীবের ভালমন্দ প্রত্যেকটি কার্য অন্তর্যামী তৎক্ষণাৎই অবগত হন। সৎ কার্য করিলে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং অসৎ কার্য করিলে অসন্তুষ্ট হন। বিষ্ণু আমাদের নিত্য প্রভু, নিত্য উপাস্য হওয়ায় সেবক হিসাবে তাঁহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রীতিবিধানই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। সুতরাং কিরূপে তাঁহার প্রীতিবিধান করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

এখানে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহা এই যে, শ্রীবিষ্ণু অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত ও জীব প্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত। এরূপ অবস্থায় জীব কিরূপে তাঁহার প্রীতিবিধান করিতে পারিবে ? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, জীবের কোন কার্য অপেক্ষা সেই কার্যগত উদ্দেশ্যেরই (তাহার হৃদ্গত ভাবেরই) প্রাধান্য। যেমন একজন ব্যক্তি রাস্তায় যাইতেছে। তাহাকে যদি একজন অপরিচিত ব্যক্তি 'চোর' বলিয়া গালি দেয়, তবে নিশ্চিতরূপে তাহার ক্রোধের উদ্রেক হইবে; কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর একজন বন্ধু যদি তাহাকে 'চোর' বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলে—"কি হে চোর ! তোমার ত' দেখাই নাই ?" তখন সে ক্রুদ্ধ না হইয়া আনন্দিতই হইবে। এখানে 'চোর' শব্দের প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রে হইলেও প্রথম ব্যক্তির উক্তির দ্বারা তাহার ক্রোধের উদ্রেক হইল কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির বা বন্ধুর সেই উক্তির দ্বারা তাহার প্রীতির উদ্রেক হইল। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, 'চোর' শব্দের উচ্চারণ উভয়ের সমান হইলেও উচ্চারণকারীর উদ্দেশ্য অনুরূপ প্রতিক্রিয়াই অন্যের হৃদয়ে সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কোন কার্য করিতে গেলে তথায় কর্তার উদ্দেশ্য বা ভাবই শ্রীবিষ্ণুর হৃদয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে। এজন্য শ্রীবিষ্ণুকে 'ভাবগ্রাহী' বলা হয়। তৎসম্বন্ধে মহাজন বাক্যও আছে—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং 'ভাবগ্রাহী' জনার্দনঃ ॥"

অতএব শ্রীবিষ্ণু কেবল ভাবই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কোন কার্য করিবার পূর্বে কর্তার ভাব বা উদ্দেশ্য নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। অনাদিকাল হইতে জীব ভগবদ্বিমুখ হইয়া তাঁহার সেবা ভুলিয়াছে এবং স্বসুখচিন্তায় ব্রতী হইয়া সংসারদুঃখ ভোগ করিতেছে। জীবের এই সংসারদুঃখ মোচন নিমিত্ত দয়াময় বেদশাস্ত্র শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির দ্বারাই তাঁহার বিস্মৃতি দূর করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে জীবের ভবরোগের নিদানচিকিৎসা। অতিরিক্ত খাদ্য খাইয়া অজীর্ণ হইলে যেরূপ সম্পূর্ণ উপবাসের দ্বারা আরোগ্য লাভ হয়, তদ্রূপ শ্রীবিষ্ণুবিস্মৃতিরূপ রোগ দূরীকরণ নিমিত্ত শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির ব্যবস্থা অতি বৈজ্ঞানিক। এই বিষ্ণুস্মৃতির উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রে অর্পণের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। বৃক্ষে একটি ফুল ফুটিলে বা ফল ফলিলে তাহা শ্রীবিষ্ণুকে প্রদানরূপ বিধানের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মূলেও সেই একই উদ্দেশ্য। ফুল বা ফলটিকে নিজের ভোগে না লাগাইয়া শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অর্পণ করিতে যাওয়া মাত্রই শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি আসিয়া যায়। সংসার মোচন-নিমিত্ত এই শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিই জীবের কাম্য।

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে জানা যায় যে, কোন কর্ম করিয়া তাহার ফল নিজে আত্মসাৎ করিবার পরিবর্তে সেই ফলরূপ স্বার্থকে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ত্যাগ করাই 'অর্পণ'পদবাচ্য। উদ্দেশ্য বা ভাবভেদে সেই অর্পণের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। **এই যে অর্পণের ব্যবস্থা শাস্ত্র দিয়াছেন, ইহার একটি উদ্দেশ্য হইল শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিলাভ ও অপর একটি উদ্দেশ্য হইল শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগ।** স্বার্থত্যাগ এবং বিষ্ণুস্মৃতি এই দুইটি যুগপৎ সম্পাদিত হইয়া থাকে। গাছে ফুলটি ফুটিল বা ফলটি ফলিল। উহা আমি নিজে ভোগ করিতে পারি, কিন্তু তাহা না করিয়া উহার ভোগরূপ স্বার্থ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উহাকে ত্যাগ করিবার উপদেশ শাস্ত্র দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বার্থত্যাগদ্বারাই অপরের প্রতি প্রীতি নিরূপিত হইয়া থাকে। যেমন যে অর্থ ও শারীরিক শ্রম বন্ধুর জন্য ব্যয়িত হয় উহা নিজের সুখেও বিনিয়োগ করা যাইতে পারে। নিজের সুখে বা স্বার্থে বিনিয়োগ না করিয়া তাহা বন্ধুর উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করিলে বন্ধুর প্রতি প্রীতি বা নিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি কেহ প্রকৃতপক্ষে বন্ধুর উদ্দেশ্যে সময়, অর্থ বা শ্রমরূপ স্বার্থ ত্যাগ না করিয়া কেবল ভাষায় বন্ধুত্ব দেখাইবার চেষ্টা করে, তবে সে বন্ধু নহে, বন্ধুব্রুব। সেইরূপ মাতার সন্তানের প্রতি প্রীতি এবং স্ত্রীর স্বামীর প্রতি প্রীতি বা নিষ্ঠা প্রমাণিত হয় তাহাদের স্বার্থত্যাগের পরিমাণ হইতে। **অতএব শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগই অর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য।** এই স্বার্থত্যাগ বা কর্মফলের অর্পণদ্বারা সংসারমুক্তি অনিবার্য হইয়া পড়ে। নিজ স্বার্থের জন্য যে কর্ম করা যায়, উহা জীবের বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এই স্বার্থ ত্যাগ করিলে সেই কর্মের ফল শ্রীবিষ্ণুর নিকট পৌঁছায়। তজ্জন্য তাহার ফল জীবকে ভোগ করিতে হয় না। এইরূপে যাবতীয় কর্মের ফল যদি শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়, তবে সংসারমুক্তি যে অনায়াসে হইয়া যাইবে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কী ? অতএব প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ হইতে রাত্রে শয্যায় যাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি কার্য যেরূপ শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়, তজ্জন্য যত্নবান্ হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার অন্য কোনই উপায় নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এই স্বার্থত্যাগ বা অর্পণের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। অর্থ সাধারণতঃ সকলের প্রিয়বস্তু। অর্থের বিনিময়েই লোকে নিজের ভোগসম্ভার বৃদ্ধি করিয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকে। এই অর্থসংগ্রহের জন্য লোক এরূপ অন্ধ হইয়া যায় যে এই উদ্দেশ্যে যে কোনও অসৎ বা পাপকার্যের আশ্রয় গ্রহণের জন্যও পশ্চাৎপদ হয় না। এই অন্যায়োপার্জিত বিত্ত বা অশুক্ল বিত্তের দ্বারা লোক যখন নিজের কল্পিত সুখলাভের জন্য ব্যাকুল হইতে থাকে, তখন তাহার কুপরিণামের কথা সে চিন্তা করিতে পারে না। চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যহ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিয়াও না দেখার ন্যায় আচরণ করে। যে অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জন করে, সে তাহা ভোগ করিবার পূর্বেই হয় ত' উহা দস্যুগণ হরণ করিয়া নেয় বা সে নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপ অবস্থায় **সেই অর্থ তাহার সুখে না লাগিলেও যে পাপকর্মের দ্বারা উহা অর্জিত হইয়া থাকে, সেই পাপের ফল অবশ্য তাহাকে ভোগ করিতেই হয়।** অতএব এইরূপ করা মহা মূর্খতা এবং অবিবেকিতা নহে কী? ইহাই মায়াগ্রস্ত জীবের মোহ। যে বুদ্ধিমান্, সে এরূপ মোহগ্রস্ত না হইয়া কোন কার্য করিবার পূর্বে তদ্দ্বারা কিভাবে শ্রীবিষ্ণু সন্তুষ্ট হইবেন, এইরূপ চিন্তা করা উচিত। সে যখন জানিতে পারিবে যে, অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জন করিলে শ্রীবিষ্ণু সন্তুষ্ট হইবেন না, তখন সে আর উহা করিবে না। এতদ্ব্যতীত আমিষভক্ষণ, পরদারগমন, চৌর্য ও মিথ্যা-ভাষণাদি বিকর্ম। ইহা করিলে শ্রীবিষ্ণু অসন্তুষ্ট হইবেন। অতএব শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ-নিমিত্ত উপরোক্ত বিকর্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। এইরূপে বিকর্ম বা পাপও শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করা যাইতে পারে।

কর্ম বা সৎকর্ম কিরূপে অর্পণ করা যাইবে, উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। জীবননির্বাহের জন্য অর্থের একান্ত প্রয়োজন। অর্থ উপার্জনের পূর্বে চিন্তা করা উচিত যে, কর্মফলানুযায়ী যাহার যে পরিমাণ প্রাপ্য তাহার ব্যবস্থা চাকরির দ্বারা হইক, ব্যবসায়ের বা কৃষি আদি অন্য কোন বৃত্তির দ্বারাই হউক, শ্রীবিষ্ণু সকলের জন্যই করিয়াছেন। জীবনধারণ-নিমিত্ত যথেষ্ট হউক বা নাই হউক উহা শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছা জানিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা যথার্থ অর্পণ। ইহা না করিয়া যদি তদতিরিক্ত অর্থ অন্যায়ভাবে উপার্জনে কেহ আগ্রহী হয়, তবে সে বিপথগামী হয়। এতদ্ব্যতীত যে অর্থ সদুপায়ে উপার্জন করা যায়, উহা কিরূপে ব্যয়িত হইবে, সেবিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক। মুখ্যতঃ সংসারী জীব তাহার উপার্জিত অর্থ তাহার নিজের উদ্দেশ্যে অথবা তাহার স্ত্রী, পুত্র,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কন্যা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির এইভাবে অর্থ ব্যয় করিবার পূর্বে চিন্তা করা আবশ্যক যে, শ্রীবিষ্ণু তাহার উপর তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদির আকারে কয়েকটি প্রাণীর দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছেন। সে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষাদানাদির ব্যয় বহন করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যেরূপে শ্রীবিষ্ণুসেবাপরায়ণ হয়, তৎপ্রতিও দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। তাহারা শ্রীবিষ্ণুসেবাপরায়ণ হইতে পারিলেই তাহাদের উদ্দেশ্যে ও গৃহস্বামীর নিজের উদ্দেশ্যে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহার ফল শ্রীবিষ্ণুই পান। এতদ্ব্যতীত কোন ঘাতক হত্যা করিতে আসিলে ভয়বিহ্বল না হইয়া নির্ভয়ে বুক পাতিয়া দিতে হইবে। কারণ শ্রীবিষ্ণুই অন্তর্যামিসূত্রে প্রত্যেক জীবের ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির চালক। তাহার দ্বারা যদি আমার মৃত্যু নির্বন্ধিত নহে, তবে আমার হত্যার নিমিত্ত অন্তর্যামী তাহাকে কদাপি প্রেরণা দিবেন না। ফলে আমাকে হত্যা করিতে তাহার প্রবৃত্তিও হইবে না। আর যদি তাহার হাতে আমার মৃত্যু নির্বন্ধিত, তবে সে অন্তর্যামীর প্রেরণায় যেকোনমতে হত্যা করিবেই। এরূপ অবস্থায় ভয়বিহ্বল না হইয়া শ্রীবিষ্ণুস্মরণপূর্বক নির্ভয়ে বুক পাতিয়া দিতে হইবে। শ্রীবিষ্ণুস্মরণপূর্বক দেহত্যাগের দ্বারা সংসারমুক্তি হইবে, আর ভয়ভীত হইয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত তৎপর হইলে আত্মরক্ষা ত' হইবে না, বরং দেহচিন্তায় ব্যাকুল হইয়া মৃত্যু বরণ করিলে সংসারবন্ধনই সার হইবে। এইরূপে দেহের প্রতি মমতাকে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ত্যাগই অর্পণ-পদবাচ্য। সেইরূপ কোন দুরারোগ্য ব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহাতে বিচলিত না হইয়া আমার কর্মফলানুযায়ী ইহা শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা আমার প্রতি বিহিত এবং আমাকে তাঁহার প্রতি উন্মুখ করাইতে ইহা তাঁহার কৃপাবিশেষ বলিয়া উপলব্ধি করিয়া উক্ত ব্যাধিজনিত দুঃখ নিবৃত্তির জন্য প্রার্থনা না করিয়া দুঃখ-সহনের শক্তিলাভ-নিমিত্ত সক্রন্দন প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে হইবে। এইরূপ প্রার্থনার স্বরূপ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিম্নমতে জানাইয়াছেন—

"ক্লেশভোগ ভাগ্যে যত ভোগ মোর হউ তত
কিন্তু এক মম নিবেদন।
যে যে দশা ভোগি আমি আমাকে না ছাড় স্বামি
ভক্তিবিনোদের প্রাণধন ॥"

শ্রীকুন্তীদেবীও অনুরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন—

"বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥" (শ্রীভা: ১।৮।২৫)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ হে জগদ্গুরো শ্রীকৃষ্ণ! যেসব বিপদ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে সংসারনাশক তোমার সুদুর্লভ দর্শনলাভ হয়, সেইসব বিপদ আমাদের সর্বক্ষণ হউক।

কথায় আছে—"রাখে হরি মারে কে ? মারে হরি রাখে কে ?" হরি যাহাকে রক্ষা করিবেন, তাহাকে কেহ মারিতে পারিবে না বা হরি যাহাকে মারিতে চাহিবেন তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব ভোজ্যবস্ত্রাদি পাওয়া না গেলে, কম পাওয়া গেলে বা পাইবার পর নষ্ট হইয়া গেলে, তাহাতে অস্থির না হইয়া অবিচলিত চিত্তে শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হইবে।

এসম্পর্কে শ্রীল রূপপাদ নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—

"অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ধৃত শ্রীপদ্মপুরাণ বচন — ১।২।১১৪)

ভোজ্যদ্রব্য বা বস্ত্রাদির অপ্রাপ্তি ও বিনাশে কাতরচিত্ত না হইয়া চিত্তে শ্রীহরিরই স্মরণ করিবে।

যে সদ্গৃহস্থ সে তাহার উপার্জিত সমস্ত অর্থ, সময় ও স্ত্রীপুত্রাদি সবকিছু নিজের সুখে না লাগাইয়া যেরূপে সর্বতোভাবে শ্রীবিষ্ণুর সেবায় লাগাইতে পারে, তৎপ্রতি যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। তাহার স্নান, ভোজন, শয়নাদি যাবতীয় ক্রিয়া নিজ সুখের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সুখের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ তাহার জীবন-রক্ষার জন্য যেপরিমাণ স্নান, ভোজন ও শয়নাদির আবশ্যক, সে সেই পরিমাণ মাত্র ভোজন-শয়নাদি করিয়া সর্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইবে।

ভোজন শয়নাদি কর্ম দুইটি উদ্দেশ্যে করা যায়। একটি হইল জীবনধারণ ও অন্যটি হইল ইন্দ্রিয়তোষণ। সদ্গৃহস্থের এইসকল কার্য ইন্দ্রিয়তোষণ-নিমিত্ত না হইয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর সেবাযোগ্য শরীর পোষণের উদ্দেশ্যে হওয়াই যথার্থ। কি গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী, সকলে নিজ নিজ দেহযাত্রানির্বাহের পূর্বে চিন্তা করা উচিত যে, এ দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় যাবতীয় বস্তু শ্রীবিষ্ণুরই সেবার উপকরণ। সুতরাং যেরূপ ভাবে আচরণ করিলে শ্রীবিষ্ণুর সেবা হইতে পারে, তৎপ্রতি সর্বাদৌ দৃষ্টি দেওয়া বিধেয়। যেমন অতিভোজনে আলস্য আসিয়া শ্রীবিষ্ণুর সেবায় বাধা সৃষ্টি করিবে আর সিনেমা, টেলিভিশনাদি দেখিবার দ্বারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষ্ণুস্মৃতি হইতে বিচ্যুতি ঘটিবে এবং অতিরিক্ত নিদ্রাদ্বারা বৃথা সময় নষ্ট হইবে। অতএব ভক্তিসাধক এই সকলের প্রতি সতর্ক থাকিয়া অতিভোজন ও সিনেমা বা টেলিভিশনাদি দেখা হইতে বিরত হওয়া উচিত। ইহা শ্রীবিষ্ণুসেবার প্রতিকূল জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এই যে স্বার্থত্যাগ, ইহাই যথার্থ অর্পণপদবাচ্য এবং এই অর্পণের দ্বারাই কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপ সংসারবন্ধন হইতে জীব মুক্ত হইতে পারিবে।

অন্তর্যামিদর্শনদ্বারা ভূতাদর

ভক্তিসাধক গৃহস্থ কিপ্রকার জীবন যাপন করিলে তাহার সংসারাসক্তি দূর হইবে ও সে ভগবদুন্মুখ হইতে পারিবে, সেসম্পর্কে শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীনারদ গৃহিগণের উদ্দেশ্যে যেসব উপদেশ দিয়াছেন, উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"গৃহেষ্ববস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্বন্ যথোচিতাঃ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্ ॥
শৃণ্বন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতারকথামৃতম্।
শ্রদ্দধানো যথাকালমুপশান্তজনাবৃতঃ ॥
সৎসঙ্গাচ্ছনকৈঃ সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু।
বিমুঞ্চেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ ॥
যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥
মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখুসরীসৃপ্খগমক্ষিকাঃ।
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈরেষামন্তরং কিয়ৎ ॥
আশ্বাঘান্তেঽবসায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজেদ্যথা।
অপ্যেকামাত্মনো দারাং নৃণাং স্বত্বগ্রহো যতঃ ॥
জহ্যাদ্যদর্থে স্বান্ প্রাণান্ হন্যাদ্বা পিতরং গুরুম্।
তস্যাং স্বত্বং স্ত্রিয়াং জহ্যাদ্যস্তেন হ্যজিতো জিতঃ ॥
তস্মাদ্ব্রাহ্মণদেবেষু মর্ত্যাদিষু যথার্হতঃ।
তৈস্তৈঃ কামৈর্যজস্বৈনং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রাহ্মণাননু ॥"

(শ্রীভা: ৭।১৪।২-৪, ৮-৯, ১১-১২, ১৮)

অর্থাৎ হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! গৃহস্থ গৃহে থাকিয়া গৃহোচিত যাবতীয় কার্য ফলসংকল্পরহিত হইয়া শ্রীবাসুদেবার্পণপূর্বক অনুষ্ঠান করিবে এবং মহাভাগবতগণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেবা করিবে। অপরাহ্লাদি-কালে অন্যাভিলাষহীন ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সৎসঙ্গ হইতে অমৃতস্বরূপ শ্রীভগবদবতার-কথা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করিতে করিতে জাগরিত পুরুষ যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ত্যাগ করে সেইরূপ দেহ, স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গ ধীরে ধীরে ত্যাগ করিবে। মাত্র যেপরিমাণ অর্থাদির দ্বারা উদর ভরণ হয়, কেবল মাত্র তাহাতেই প্রাণিগণের অধিকার। যে ব্যক্তি ইহা অপেক্ষা অধিক আশা করে সে চোর, অতএব দণ্ডযোগ্য। মৃগ, উষ্ট্র, গর্দভ, মর্কট, মূষিক, সর্প, পক্ষী ও মক্ষিকা প্রভৃতিকে নিজের পুত্রতুল্য দর্শন করিবে অর্থাৎ নিজের পুত্রগণকে যেরূপ ভোজ্যবস্তু ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ ইহাদিগকে যথোচিত বস্তু ভাগ করিয়া দিবে। কারণ পুত্রাদি হইতে এই প্রাণিগণের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। কুকুর, পতিত ব্যক্তি ও চণ্ডালাদিকেও যথাযোগ্য ভোগ্যবস্তু বিভাগ করিয়া দিবে। মমতাস্পদ একমাত্র ভার্যাকে নিজের সেবায় না লাগাইয়া অতিথিসেবায় নিযুক্ত করিবে। যাহার জন্য পুরুষ নিজের প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করে এবং পিতা ও গুরুকেও হত্যা করে, যে ঐ স্ত্রীতে স্বত্ব পরিত্যাগ করে, অজিত ঈশ্বরও তাহার দ্বারা বিজিত হইয়া যান। অতএব ব্রাহ্মণ ও দেবতাকে এবং ব্রাহ্মণগণের পরে মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি প্রাণীকে যথাশক্তি দ্রব্যাদি দিয়া সর্বান্তর্যামীর অর্চন করিবে।

প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন, এই বিচারে প্রত্যেক জীবকে আদর ও সম্মানদান নিমিত্ত শাস্ত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই ভূতাদরই ভাগবতধর্মে প্রবেশের প্রথম সোপান। এই প্রথম সোপানস্বরূপ 'ভূতাদর'কে বাদ দিয়া কেহ কখনও ভাগবতধর্মে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ভূতাদররহিত ভক্তিযাজনের অভিনয় ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থক। তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলিলেন—

"অভ্যর্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং দূষ্যন্ জনে সর্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ্য পাদৌ হি দ্বিজস্য মূর্ধ্নি দ্রুহ্যন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রয়াতি ॥

(শ্রীনারদীয় পুরাণ)

বৈষ্ণব হিংসার কথা সে থাকুক দূরে।
সহজ জীবেরে যে অধম পীড়া করে ॥
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার দ্রোহ করে।
পূজাও নিষ্ফল হয়, আরো দুঃখে মরে ॥
সর্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এক হস্তে যেন বিপ্র চরণ পাখালে ।
আর হস্তে ঢিলা মারে মাথায় কপালে ॥
এসব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে ।
হইয়াছে, হইবেক ? বুঝ ভাবি মনে ॥

*   *   *

তথা হি (শ্রীভা: ১১।২।৪৭)—
অর্চায়ামের হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে ।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥"

(শ্রীচৈ: ভা: মধ্য ৪।১৪০-১৪৫, ১৫০)

অর্থাৎ কোন মূঢ়ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পাদপূজা করিয়া তাঁহার মস্তকে প্রহার করিলে যেরূপ নরকগামী হয়, সেইরূপ যে শ্রীবিষ্ণুকে কেবল প্রতিমায় পূজা করিয়া প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে (অন্তর্যামিরূপে) অবস্থিত তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, সে নরকগামী হয় । বৈষ্ণবের প্রতি হিংসা ত' দূরের কথা, শ্রীবিষ্ণু সর্বত্র অবস্থান করিতেছেন, এই বিচারে যে প্রত্যেক জীবকে সম্মান না দিয়া পীড়া দেয়, তাহার তথাকথিত শ্রীবিষ্ণুপূজা নিষ্ফল হয় ও সে ঘোর দুঃখ ভোগ করে । এইরূপ ব্যক্তি যে শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহের পূজা করে, সেই শ্রীবিষ্ণুই যে অন্তর্যামিরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এই বিচার তাহার না থাকায় সে প্রাকৃত ভক্ত বলিয়া নবযোগীন্দ্রের অন্যতম শ্রীহবি শ্রীনিমি মহারাজকে বলিয়াছেন । প্রাকৃত অর্থাৎ যাহার ভক্তিপ্রকৃতি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র ।

এইজন্য যে ভাগ্যবান্ সে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের পূজা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রীবিগ্রহরূপী শ্রীবিষ্ণুই সর্বভূতে অবস্থান করিতেছেন, এই বিচারে প্রত্যেক জীবকে সম্মান করিবে । তাহা হইলেই অতিশীঘ্র তাহার সংসার ধ্বংস হইবে এবং সে মহৎকৃপায় শুদ্ধভক্তিযাজনের অধিকারী হইতে পারিবে । এই ভূতাদর ভক্তিযাজীর পক্ষে অপরিহার্য ।

'আমি ও আমার' বুদ্ধি দূর করিবার প্রশস্ততম পথ অন্তর্যামিদর্শনে ভূতাদর । "প্রত্যেক জীবের স্রষ্টা বিষ্ণু এবং তাহার ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির পরিচালকও বিষ্ণু । এই জীব শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা চালিত হইয়া আমার নিকট আসিয়াছে । যথাযোগ্য মান ও দানের দ্বারা তাহার সন্তোষবিধান করিলে শ্রীবিষ্ণু সন্তুষ্ট হইবেন"—এই বিচারে ভূতাদর করা আবশ্যক এবং ইহার শেষ ফল সংসার-মুক্তি ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্য দেবতার উপাসনা

এসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—"কর্মবিশেষরূপং দেবতান্তরভজনমপি ন কর্তব্যমিত্যাহ সপ্তভিঃ। তত্রান্যেষাং কা বার্তা, সত্যপি শ্রীভগবত এব গুণাবতারত্বে শ্রীবিষ্ণুবৎ সাক্ষাৎপরমব্রহ্মত্বাভাবাৎ সত্ত্বমাত্রোপকারকত্বাভাবাচ্চ, প্রত্যুত রজস্তমোবৃংহণত্বাচ্চ, ব্রহ্মশিবাবপি শ্রেয়োঽর্থিভির্নোপাস্যাবিত্যত্র দ্বৌ শ্লোকৌ পরমাত্মসন্দর্ভে এবোদাহৃতৌ। (শ্রীভা: ১।২।২৩-২৪)—

'সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥
পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥'

সত্ত্বতনোঃ সত্ত্বশক্তেঃ। ত্রয়ীময়স্ত্রয্যুক্তকর্মপ্রচুরঃ; দারুস্থানীয়ং তমঃ, ধূমস্থানীয়ং রজঃ, অগ্নিস্থানীয়ং সত্ত্বম্; ত্রয্যুক্ত-কর্মস্থানীয়ং ব্রহ্ম। ** ত্রয্যুক্তকর্ম যথাগ্নাবেব সাক্ষাৎ প্রবর্ততে, নান্যয়োস্তদ্বৎ পরব্রহ্মভূতো ভগবানপি সত্ত্ব এবেত্যর্থঃ। দেবতান্তরপরিত্যাগেনাপি ভগবদ্ভক্তৌ সদাচারং প্রমাণয়তি (শ্রীভা: ১।২।২৫)—

'ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ॥'

অথ অতো হেতোঃ; অগ্রে পুরা, সত্ত্বং বিশুদ্ধং বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকমূর্তিং ভগবন্তং, প্রাকৃতসত্ত্বাতীতত্বঞ্চ তস্য বিবৃতং 'ভগবৎসন্দর্ভে'। অতো যে তাননুবর্তন্তে, তে ইহ সংসারে ক্ষেমায় কল্পন্তে।" (শ্রীভ: স: ১৮ অনু:)।

অর্থাৎ কর্মকাণ্ডীয় দেবতান্তর-ভজন যে কর্তব্য নহে, ইহা শ্রীসূতগোস্বামী সাতটি শ্লোকে বলিয়াছেন। সেই দেবতান্তর উপাসনার মধ্যে ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনার কথা দূরে থাকুক, শ্রীভগবানের গুণাবতার শিব-ব্রহ্মার উপাসনাও মঙ্গলকামিগণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ তাঁহারা স্বয়ং শ্রীভগবানের গুণাবতার হইলেও তাঁহাদের শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় সাক্ষাৎ পরব্রহ্মত্বের অভাব আছে এবং তাঁহারা রজস্তমোগুণের দ্বারা আবৃত থাকায় তাঁহাদের সান্নিধ্যমাত্রে সত্ত্বগুণোচিত ফল লাভ হইতে পারে না। এইজন্য তাঁহাদের উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়ে শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে দুইটি শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ' এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। একই পরমপুরুষ সেই তিনটি গুণযুক্ত হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য রজোগুণে বিরিঞ্চি, সত্ত্বগুণে 'হরি', ও তমোগুণে 'হর' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে সত্ত্বমূর্তি শ্রীবিষ্ণু হইতে মানবগণের পরমকল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। যেমন পৃথিবীর বিকারস্বরূপ কাষ্ঠ হইতে ধূম ও তাহা হইতে অগ্নি উত্থিত হয় এবং সেই অগ্নিতেই যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে, তেমনই কাষ্ঠস্থানীয়রূপে তমোগুণ, ধূমস্থানীয়রূপে রজোগুণ, অগ্নিস্থানীয়রূপে সত্ত্বগুণ ও বেদোক্ত কর্মস্থানীয়-রূপে ব্রহ্ম উপমিত। কাষ্ঠ-অবস্থায় বা ধূম-অবস্থায় যেমন যজ্ঞকার্য হইতে পারে না, কেবল প্রকাশবহুল অগ্নিতেই সাক্ষাৎ যজ্ঞকার্য সম্পন্ন হয়, তেমনই কাষ্ঠস্থানীয় তমোগুণে আবৃত হর হইতে এবং ধূমস্থানীয় রজোগুণে আবৃত ব্রহ্মা হইতে মানবের পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না; শ্রীবিষ্ণু হইতেই তাহা হইয়া থাকে। এইহেতু পূর্ব মুনিগণ বিশুদ্ধমূর্তি অধোক্ষজ শ্রীবিষ্ণুকে ভজন করিয়াছেন। যাঁহারা সেই মুনিগণের অনুগত হইয়া অন্য দেবতাগণের উপাসনা পরিত্যাগপূর্বক শ্রীভগবানে ভক্তি করেন, তাঁহারা পরমকল্যাণ অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ মঙ্গললাভের অধিকারী হন।

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥" (শ্রীগী: ৯।২৩)

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যেসকল লোক যজ্ঞে ইন্দ্রাদি অপর দেবতাগণের যজন করেন, তাহারা যে আমাকেই যজন করেন, ইহা সত্য; কিন্তু যেহেতু অবিধিপূর্বক অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক বিধি পরিত্যাগপূর্বক ইহা করিয়া থাকেন সেহেতু তাহারা পুনর্বার সংসারে আগমন করে। অতএব স্বতন্ত্র-ঈশ্বরজ্ঞানে দেবতান্তরের পূজা কর্মকাণ্ড; ইহা কর্মযোগপদবাচ্য নহে। সুতরাং তাহাতে সংসারমুক্তি হয় না।

কর্মকাণ্ডে স্বতন্ত্রভাবে দেবতাগণকে যে বলি বা উপহাররূপ উৎকোচ প্রদান করা হয়, তাহা তাঁহারা আত্মসাৎ করিয়া অধিক উৎকোচ আশায় যজমানের সংসারবৃদ্ধিই করেন। কিন্তু রাজার রাজস্ব তাঁহাকে দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীর হস্তে দেওয়া হইলে তাহারা যেরূপ উহা আত্মসাৎ না করিয়া রাজার তহবিলে জমা দেয়, সেইরূপ সর্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর কার্যসচিব হিসাবে শ্রীবিষ্ণুর প্রীত্যর্থে দেবতাগণকে উপাসনা করিলে বা তাহাদিগকে উপহার দিলে কোন ক্ষতি নাই। কারণ উহা তাঁহারা আত্মসাৎ না করিয়া শ্রীবিষ্ণুর নিকটে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পৌঁছাইয়া দেন। তাহা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেবতাগণকে উপাসনা করিলে বা উপহাররূপ উৎকোচ দিলে সংসারবৃদ্ধিই ঘটিয়া থাকে। ইহাই কর্মকাণ্ডীয় দেবতান্তর উপাসনার ফল।

কর্মকাণ্ডীয় বর্ণাশ্রম হইতে ধর্ম, অর্থ ও কামই লাভ হইয়া থাকে; আর বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুকে ফলার্পণ করিলে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষের উদ্দেশ্যে ফলকামনা ত্যাগ করিলে পরিণামে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কর্মার্পণে কামনাত্যাগ ও পাপত্যাগ আছে। কর্মার্পণে শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ উৎপাদনের যে চেষ্টা হয়, তদ্দ্বারা সত্ত্বগুণের উদয় হয়। সত্ত্বগুণ ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান।

শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগকে 'কর্মার্পণ' বলা হয়। ইহার ফল মুক্তি। কিন্তু কর্মের ফল আত্মসাৎ করিলে কর্মের অবশ্যম্ভাবী বিষজ্বালায় জীবকে জর্জরিত হইতে হয়। কর্মকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদের শেষ কথা নৈষ্কর্ম্য বা কর্মসন্ন্যাস।

কর্মমিশ্র অর্চন

সমস্ত বর্ণাশ্রমী স্ত্রীপুরুষের পক্ষে ধর্মার্থকামমোক্ষকামনামূলক শ্রীবিষ্ণুর কর্মমিশ্র অর্চনের বিধি আছে। ইহার শেষফল মুক্তি। বর্ণাশ্রমধর্মত্যাগী ও শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে শ্রীবিষ্ণুর শুদ্ধ অর্চনের ব্যবস্থা। এই শুদ্ধ অর্চন অহৈতুক-ভক্তিমূলক। ইহার ফল বিমুক্তি বা প্রীতি।

সর্বভূতে সম্মানযুক্ত ও আদরযুক্ত হইয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে এই কর্মমিশ্র অর্চন করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহার শেষফল নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি বা সংসারমুক্তি। **"শ্রীবিষ্ণুই প্রত্যেক জীবের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির পরিচালক হইয়া তাহার অন্তরে অন্তর্যামিরূপে বাস করিতেছেন"—এই বিচারে সকল প্রাণীকে যথাযথ আদর করা অর্চনকারীর সর্বাদৌ কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি বা সংসারমুক্তি অসম্ভব।**

"আমি ও আমার" বুদ্ধি যতদিন পর্যন্ত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত উক্ত কর্মমিশ্র অর্চন করিতেই হইবে। "সকলে বিষ্ণুর জীব এবং তাঁহার দ্বারা চালিত হইয়া আমার নিকট আসিয়াছে। তাহাদিগকে যথাযথ দান ও মান দিলে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইবেন"—এই বিচারটি অর্চনকারীর প্রাণ। প্রাণিগণের মধ্যে মনুষ্য ব্রাহ্মণ, জ্ঞানী, ভক্ত বা পরমহংস যথাক্রমে মান ও দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র। ব্রহ্মানুভবী আদ্য পরমহংস আর ভগবদনুভবী অন্ত্য পরমহংস। সৌভাগ্যক্রমে ইহাঁকে পাইলে সর্বস্ব দিয়া ইহাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই অধিকারে কেহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা করিলেও তাহার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণেরই পূজা হইয়া যাইবে। "আমি শ্রীনারায়ণ ও তাঁহার ধামবাসীর দাস"—এই বুদ্ধিতে শ্রীনারায়ণের অর্চন বিধেয়। এই অর্চন শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষবিধানমূলক হইলে ইহাকে **ক্রিয়াযোগ** বলা যায়। শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিকামনাই এখানে জীবের মঙ্গলোদয়ের কারণ। কামনা-বাসনা কেবল শ্রীবিষ্ণুরই থাকিবে, যেহেতু তিনি ইচ্ছাময়। তাঁহার ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছা না মিশাইয়া জীব স্বতন্ত্র ভাবে কামনা বা বাসনা করিলে তাহার অমঙ্গল অনিবার্য। তজ্জন্য প্রথমেই নিজ বাসনা ত্যাগ করিয়া কামদেব শ্রীভগবানের সুখকামনার চিন্তা বা অনুসন্ধান আবশ্যক। এই কর্মফলত্যাগই সন্ন্যাস। ইহাকেই কর্মার্পণ, কর্মযোগ বা সাত্ত্বিকী ভক্তি বলা হয়। কর্মফল-ত্যাগের দ্বারা আসক্তিত্যাগ বা চিত্তশুদ্ধি হয়।

কর্মার্পণ ও তাহার ফল

পঞ্চরাত্রমাত্রে কর্মার্পণের কথা আছে। ইহাতে অকিঞ্চনা ভক্তির কথা খুব কমই আছে। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্ন শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

"তৃতীয়ং ঋষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্যং কর্মণাং যতঃ॥

ঋষিসর্গমুপেত্য তত্রাপি দেবর্ষিত্বং শ্রীনারদত্বমুপেত্য; সাত্বতং বৈষ্ণবং তন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমম্; কর্মণাং কর্মাকারেণাপি সতাং শ্রীভগবদ্ধর্মাণাং যতস্তন্ত্রান্নৈষ্কর্ম্যং কর্মবন্ধমোচকত্বেন কর্মভ্যো নির্গতত্বং তেভ্যো ভিন্নত্বং প্রতীয়ত ইতি শেষঃ।" (শ্রীকৃ: স: ৮ অনু:)।

সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু তৃতীয় অবতারে ঋষিগণের মধ্যে শ্রীনারদরূপে আবির্ভূত হইয়া কর্মসমূহের নৈষ্কর্ম্যবিধান-উদ্দেশ্যে সাত্বততন্ত্র কীর্তন করিয়াছিলেন। সাত্বত বৈষ্ণবতন্ত্র পঞ্চরাত্ররূপ আগম। কর্ম হইতে জীবের সংসার-বন্ধন হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীভগবদ্ধর্মের কর্মের ন্যায় আকার থাকিলেও উহা কর্মবন্ধনমোচক বলিয়া কর্ম হইতে স্বতন্ত্র; শ্রীনারদ সাত্বততন্ত্রে ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সকাম কর্ম দূরে থাকুক, নিষ্কাম কর্মও ভগবদর্পিত না হইলে জীবের সংসার ধ্বংস করিতে পারে না। এইজন্য শাস্ত্রে সকাম ও নিষ্কাম উভয় কর্মের নিন্দা করা হইয়াছে। এসম্পর্কে শ্রীভক্তিসন্দর্ভে উক্ত হইয়াছে—

"সকামনিষ্কামযোর্দ্বয়োরপি কর্মণোঃ নিন্দা, ভগবদ্বৈমুখ্যবিশেষাৎ"—(শ্রীভ: স: ২১৭ অনু:)। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইলে ত্যাগও ভোগের ন্যায়ই বিমুখতাবিশেষ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্ ॥"
(শ্রীভা: ১।৫।১২)

শ্রীধরটীকা চ—"নিষ্কর্ম ব্রহ্ম তদেকাকারত্বান্নিষ্কর্মতারূপং নৈষ্কর্ম্যম্। অজ্যতে অনেনেত্যঞ্জনমুপাধিস্তন্নিবর্তকং নিরঞ্জনম্; এবম্ভূতমপি জ্ঞানমচ্যুতে ভাবো ভক্তিস্তদ্বর্জিতং চেদলমত্যর্থং ন শোভতে, সম্যগপরোক্ষায় ন কল্পত ইত্যর্থঃ। তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালে চ অভদ্রং দুঃখরূপং যৎ কাম্যং কর্ম, যদপ্যকারণমকাম্যং তচ্চেতি চকারস্যান্বয়ঃ, তদপি কর্ম ঈশ্বরে নার্পিতঞ্চেৎ, কুতঃ পুনঃ শোভতে? —বহির্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকত্বাভাবাৎ।" (শ্রীভ: স: ২৩ অনু:)।

নিরঞ্জন জ্ঞান নিষ্কর্মতারূপ হইলেও যদি শ্রীঅচ্যুতে ভক্তি(দাস্যাদি অভিমান)শূন্য হয়, তবে তাহা অতিশয় শোভা পায় না অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে মোক্ষের কারণ হয় না। সুতরাং সাধনকালে এবং ফলকালে সব অবস্থায়ই যে কর্ম দুঃখময়, তাহা সকামই হউক, আর নিষ্কামই হউক, যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তবে তাহা যে মুক্তির কারণ হইবে না, ইহাতে আর সন্দেহ কী?

নিষ্কর্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মের সহিত একাকারতা প্রাপ্ত বলিয়া নিষ্কর্মতারূপ যে জ্ঞান, তাহা নৈষ্কর্ম্য জ্ঞান। 'অঞ্জন' শব্দের অর্থ উপাধি। সেই উপাধিশূন্য জ্ঞানই 'নিরঞ্জন'। ব্রহ্মের সহিত একাকারতাপ্রাপ্ত উপাধিরহিত জ্ঞানও যদি শ্রীঅচ্যুতে ভক্তিশূন্য হয়, তবে তাহা সম্যক্ অপরোক্ষ অনুভবের অর্থাৎ ব্রহ্মানুভবের যোগ্য হয় না। ভক্তিহীন নিরুপাধিক জ্ঞানেরই যখন এইরূপ দুরবস্থা, তখন সাধন ও ফল—উভয় অবস্থায় দুঃখরূপ যে কাম্যকর্ম, এমন-কি নিষ্কাম কর্মও যদি ঈশ্বরার্পিত না হয়, তাহা হইলে তাহা কিরূপে শোভা পাইবে? অর্থাৎ বহির্মুখতা হেতু উহা সত্ত্বশুদ্ধি করিতে পারিবে না। কাম্য ও নিষ্কাম উভয়বিধ কর্মই যদি পরমেশ্বরে অর্পিত না হয়, তবে তাহা বহির্মুখতাদোষদুষ্ট বলিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণা জাত করাইতে পারে না। অতএব সেইরূপ অনর্পিত (অর্থাৎ অর্পণপ্রভাবে শ্রীবিষ্ণুর সহিত যোগরহিত) সকাম বা নিষ্কাম কর্মকেও কর্মযোগ বা ভাগবতধর্ম বলা যাইবে না।

অপরপক্ষে বেদবিহিত কর্তব্যকর্ম দূরে থাকুক দৈহিক ও ব্যাবহারিক কার্যসকলও শ্রীভগবানে অর্পিত (অর্পণের দ্বারা শ্রীভগবৎপাদপদ্মে যুক্ত) হইলে উহা যে কর্মযোগ বা ভাগবতধর্ম আখ্যা প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥"
(শ্রীভা: ১১।২।৩৬)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকবি বলিতেছেন—"হে রাজন্! জীব পূর্বজন্মার্জিত স্বভাবানুসারে কায়, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্তের দ্বারা দৈহিক ও ব্যাবহারিক যেসকল কর্ম করে, তৎসমস্তই পরমেশ্বর নারায়ণের সেবার উদ্দেশ্যে অর্পণ করিবে।"

বিষয়িগণ প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মলমূত্রত্যাগ, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন, স্নান, দর্শন, শ্রবণ, কথনাদি যাবতীয় কার্য বিষয়-সুখভোগ-উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন এবং কর্মিগণ এইসব কার্য দেবপিত্রাদি পূজার উদ্দেশ্যে করেন; সেইরূপ সেইসকল দৈহিক ও ব্যবহারিক কার্য ভগবৎসেবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে, তাহা ভক্তির অঙ্গরূপে গণ্য হয়। অতএব কেবল যে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী কৃতকর্ম শ্রীনারায়ণে সমর্পণ করিতে হইবে, তাহা নহে; স্বভাব-অনুসারে কৃত লৌকিক কর্মও শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে তাহা কর্মার্পণ, কর্মযোগ বা নিম্নস্তরের ভাগবতধর্ম বলিয়া গণ্য হইবে।

"লৌকিকস্যাপি কর্মণো ভগবদর্পণাদ্ভাগবতধর্মত্বং সিধ্যতি।"

(শ্রীভ: স: ৬০ অনু:)

এ ত' হইল কর্ম-অর্পণের কথা। বিকর্মও শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করা যাইতে পারে এবং তাহাও ভাগবতধর্মরূপে গণ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ কেহ আমিষভক্ষণ, মদ্যপান, তাম্রকূটসেবনাদি বিকর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হইলে শ্রীবিষ্ণু অসন্তুষ্ট হইবেন জানিয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে যদি উক্ত বিকর্ম ত্যাগ করে, তবে ইহা অর্পণপদবাচ্য হইবে এবং ইহাকেও প্রাথমিক স্তরের ভাগবতধর্ম বলা যাইবে। এসম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনকে বলিতেছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" (শ্রীগী: ৯।২৭)

স্বভাব-অনুসারে বা শাস্ত্রবিধানমতে যে-কিছু কর্ম সম্পাদন কর, যাহা ভোজন কর, যে হোম কর, যে দান কর, যে তপস্যা বা ব্রতাদি কর, সেসমস্তই যাহাতে আমাতে অর্পিত হয়, সেই ভাবেই আচরণ কর।

এইরূপে লৌকিক ও ব্যবহারিক কর্ম শ্রীভগবানে অর্পণের দ্বারা যে ফল লাভ হয় তাহা শ্রীভগবান্ নিজে শ্রীঅর্জুনকে বলিতেছেন—

"শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥" (শ্রীগী: ৯।২৮)

এইরূপ আচরণ করিলে তুমি কর্মনিমিত্ত ইষ্ট বা অনিষ্ট হইতে মুক্ত হইবে। আমাতে কর্ম সমর্পণ করায় ইহার ফলের সহিত তোমার সম্পর্ক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

থাকিবে না। অতএব সেই কর্মফল হইতে মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা অর্থাৎ আমাতে কর্মফলের অর্পণরূপ যোগে যুক্তমনা বা যুক্তচিত্ত হওয়ায় আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

"ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতঃ" (শ্রীভ: স: ২১৭ অনু:) ইত্যাদি মন্ত্রেও শ্রীভগবানকে লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ কর্ম অর্পণ করিবার বিধি দেখা যায়।

বেদবিহিত কর্ম শ্রীভগবানে অর্পণ করিবার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে দেবতাগণ শ্রীভগবানকে স্তবকালে বৈদিক কর্মার্পণের প্রশংসা করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন—

"ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি কর্মাণি বিফলানি বা।
দেহিনাং বিষয়ার্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি ॥" (শ্রীভা: ৮।৫।৪৭)

এসম্পর্কে শ্রীল জীব প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২১৮ অনু:) উল্লেখ করিয়াছেন— "বিষয়ার্তানাং কর্মাণি ক্বচিৎ ক্লেশো ভূরি যেষু তথাপ্যল্পং ফলং যেষু তথাভূতানি ভবন্তি, ক্বচিৎ কৃষ্যাদিবৎ বিফলানি বা ভবন্তি। ত্বয্যর্পিতং কর্ম তু ন তথা; কিন্তু ক্লেশং বিনা যথাকথঞ্চিৎ কৃতস্য কামনয়াপ্যর্পণে তৎকামস্যাবশ্যকপ্রাপ্তিঃ। সা চ সর্বত উৎকৃষ্টা ভবতি। তথা তন্মাত্রফলেন চ পর্যাপ্তির্ন ভবতি, সংসারবিধ্বংসাদি-ফলত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তম্—

'যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥' (শ্রীভা: ১১।২।৩৫)

ইতি, 'সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্' (শ্রীভা: ৫।১৯।২৬) ইত্যাদি চ,—যথৈব নাভিঃ শ্রীঋষভদেবরূপং ভগবন্তং পুত্রত্বেনাপি লেভে।

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥" (শ্রীগী: ২।৪০)

অর্থাৎ বিষয়াবিষ্ট দেহাসক্ত জীবগণের কৃতকর্ম বহুক্লেশসাধ্য অথচ অতিঅল্প-ফলপ্রদ, আবার কখনও কখনও ইহা কৃষিকার্যের ন্যায় সম্পূর্ণ বিফলও হইয়া থাকে; কিন্তু হে নাথ! তোমাতে অর্পিত কর্ম সেইরূপ কষ্টসাধ্য বা বিফল হয় না, বরং অনায়াসে যে-কোনরূপে অনুষ্ঠিত সেই কর্ম কামনা-সহকারে অর্পিত হইলেও কামনানুযায়ী ফল অবশ্যই দান করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়; এই ফলপ্রাপ্তি সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ কেবল কামনানুযায়ী ফলপ্রাপ্তিতে সেই কর্মের পর্যবসান হয় না; সংসারবিধ্বংসাদিরূপ ফলও উক্ত কর্ম হইতে লাভ হয়। এইজন্য শ্রীকবি বলিলেন—"হে রাজন্!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাগবতধর্ম আশ্রয় করিলে মনুষ্য কখনও বিপন্ন হয় না। ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া এবং শ্রুতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানরূপ দুইটি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধাবিত হইলেও তাহার স্খলন বা পতন হয় না।

মনুষ্য কোন বস্তু কামনা করিয়া শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, শ্রীবিষ্ণু তাহার প্রার্থিত বস্তু ত' অবশ্য দান করেনই, তৎ সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূঢ়তাহেতু অপ্রাকৃত রসময় শ্রীভগবৎপাদপদ্মের আস্বাদন না পাওয়ায় তজ্জন্য প্রার্থনা না করিয়া ইতর বস্তু প্রার্থনা করিলেও সর্বকামনাশান্তিকারক নিজ শ্রীপাদপদ্ম তাহাকে দান করিয়া থাকেন। অন্য দেবতাগণের আরাধনা অপেক্ষা ইহাই শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার উৎকর্ষ।

"সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥"

(শ্রীভা: ৫।১৯।২৬)

সকাম ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর নিকট কিছু প্রার্থনা করিয়া তাঁহার ভজন করিলে শ্রীবিষ্ণু তাহাকে প্রার্থিত বস্তু দান করেন সত্য, কিন্তু তৎ সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ব্যক্তি না চাহিলেও তিনি সর্বকামনাশান্তিকারী নিজের পদপল্লব তাহাকে প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীনাভি মহারাজ এইরূপেই ভগবান্ শ্রীঋষভদেবকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। (শ্রীভা: ৫।৩।২০ দ্রষ্টব্য)। শ্রীগীতায়ও উক্ত হইয়াছে— "পরমেশ্বরে অর্পিত এই নিষ্কাম কর্মযোগের প্রারম্ভেরও নিষ্ফলত্ব নাই। ঈশ্বরের প্রতি উদ্দিষ্ট বলিয়া বিঘ্ন ও বৈগুণ্যাদির সম্ভাবনা না থাকায় ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। আবার ঈশ্বর-আরাধনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্মযোগের অল্প বা আরম্ভমাত্রও সংসাররূপ মহাভয় হইতে উদ্ধার করে। কাম্য কর্মের ন্যায় কোন অঙ্গহানির দ্বারা ইহা নিষ্ফল হয় না।

তপস্বী ইত্যাদি কেহ নিজ স্বত্বাভিমান পরিত্যাগপূর্বক শ্রীবিষ্ণুতে কর্মার্পণ না করিলে মঙ্গললাভ করিতে পারিবে না।

"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥"

(শ্রীভা: ২।৪।১৭)

তপস্বী, দানী, প্রতিষ্ঠাবান্ কর্মী, মনস্বী, বেদজ্ঞ অথবা সদাচারসম্পন্ন পুরুষ সকল তাঁহাদের কর্মের স্বত্বাভিমান-পরিত্যাগপূর্বক যে শ্রীবিষ্ণুতে তত্তৎ কর্ম অর্পণ ব্যতীত মঙ্গললাভ করিতে পারেন না, সেই সুমঙ্গলকীর্তিমান্ শ্রীভগবানকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুনঃ পুনঃ নমস্কার। এস্থানে মঙ্গললাভ বলিতে কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভকেই বুঝাইতেছে।

এই কর্মার্পণের সম্পর্কে দেবর্ষি নারদের উক্তি উদ্ধার করিয়া শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন—

"এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥ (শ্রীভা: ১।৫।৩২)

ব্রহ্মন্ হে বেদব্যাস! এতৎ তাপত্রয়স্য চিকিৎসিতং চিকিৎসা তৈশ্চাতুর্মাস্যবাসিভিঃ পরমহংসৈঃ সূচিতম্। কিন্তৎ? ভগবতি কর্ম যৎ সমর্পিতং ভবতি। তত্র কর্মসমর্পণমেবেত্যর্থঃ। কথম্ভূতে? স্বয়ং ভগবতি পূর্ণস্বরূপৈশ্বর্য্যাদিমত্তয়া সর্বাংশিন্যেব, কেনচিদংশেন জীবাদিনিয়ন্তৃতয়া ঈশ্বরে পরমাত্মশব্দবাচ্যে; স্বরূপভূত-বিশেষেণ বিনা কেবলচিন্মাত্রতয়া প্রতিপাদ্যত্বেন ব্রহ্মণি তচ্ছব্দবাচ্যে। ননু উৎপত্ত্যেব তত্তৎসঙ্কল্পেন বিহিতত্বাৎ সংসারহেতোঃ কর্মণঃ কথং তাপত্রয়নিবর্তকত্বম্? উচ্যতে—সামগ্রীভেদেন ঘটত ইতি; যথা (শ্রীভা: ১।৫।৩৩)।

'আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥'

য আময়ো রোগো যেন ঘৃতাদিনা জায়তে, তদেব কেবলমাময়কারণং দ্রব্যং তমাময়ং ন নিবর্তয়তি, কিন্তু চিকিৎসিতং দ্রব্যান্তরৈর্ভাবিতং সৎ নিবর্তয়ত্যেব। (শ্রীভা: ১।৫।৩৪)—

'এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥'

পরে ভগবতি কল্পিতাঃ কামনয়াপ্যর্পিতাঃ সন্তঃ সংসারধ্বংসপর্যন্তফলত্বাৎ আত্মবিনাশায় ধর্মনিবৃত্তয়ে কল্পন্তে। শ্রীনারদো শ্রীবেদব্যাসম্॥" (শ্রীভ: স: ২১৯-২২১)

অর্থাৎ হে ব্রহ্মজ্ঞ বেদব্যাস! আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয়ের চিকিৎসারূপে সেই চাতুর্মাস্যবাসী পরমহংসগণ এইরূপ বলিয়াছেন—সেই চিকিৎসাটি কী? শ্রীভগবানে যে কর্ম সমর্পিত হয়, সেই কর্মসমর্পণই ভবরোগের চিকিৎসা। সেই ভগবান্ কি-প্রকার? যিনি স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ ঐশ্বর্যাদিযুক্ত বলিয়া সকলের অংশী; অংশবিশেষের দ্বারা জীব ও প্রকৃতির নিয়ন্তা বলিয়া 'ঈশ্বর' অর্থাৎ 'পরমাত্মা'শব্দবাচ্য এবং কোন স্বরূপভূত বিশেষের অভিব্যক্তি না থাকায় যিনি কেবল চিন্মাত্ররূপে প্রতিপাদিত হন বলিয়া 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য। এই ত্রিবিধপ্রতীতিযুক্ত পরতত্ত্বে (ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্) কর্ম-সমর্পণই ত্রিতাপের চিকিৎসা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এখানে সংশয় এই যে, সংকল্প বা জড়দেহসুখ-কামনা ব্যতীত কর্মপ্রবৃত্তির উদয় হয় না। সংসারের কারণস্বরূপ এইসকল কর্ম হইতে কিরূপে ত্রিতাপের নিবৃত্তি হইবে ? ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে যে, সামগ্রীবিশেষের গুণে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। ঘৃতাদি বস্তু ভোজন করিলে যেসব রোগের উৎপত্তি হয়, সেই রোগ জাত হওয়ার কারণস্বরূপ সেই ঘৃতাদি দ্রব্য কখনও উক্ত রোগ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু সেই ঘৃতাদিদ্রব্য কোনও দ্রব্যান্তর দ্বারা ভাবিত বা শোধিত হইলেই ঐ রোগ নিবারণে সমর্থ হইয়া থাকে। সেইরূপ মানবগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম সংসারবন্ধনের কারণ-স্বরূপ; কিন্তু সেইসকল কর্ম যখন কামনামূলেও শ্রীভগবানে অর্পিত হয়, তখন উহা ভগবৎস্মৃতির দ্বারা জারিত হওয়ায় কর্মনিবৃত্তিরই কারণ হইয়া থাকে।

কর্মের ফল বস্তুতঃ ভগবদাশ্রিত। কর্মফলে জীবের কোনও অধিকার নাই। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন –

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥" (শ্রীগী: ২।৪৭)

হে অর্জুন ! তত্ত্বজ্ঞানার্থী তোমার কর্মেই অধিকার থাকুক; কিন্তু বন্ধনের কারণস্বরূপ সেইসব কর্মের ফলে কামনা যেন না থাকে।

দুর্বুদ্ধি মানব কর্মফল আত্মসাৎ করিয়া নিজে ভোগ করিতে চেষ্টা করে বলিয়া তাহার তুচ্ছফল-প্রাপ্তি ও সংসারদুঃখ লাভ হইয়া থাকে। সুধী ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া কর্ম করেন বলিয়া তাঁহারা কর্মের ফল ও সংসারমুক্তি উভয়ই লাভ করিয়া থাকেন। অতএব নিজে ফল আত্মসাৎ না করিয়া পরমেশ্বরে কর্মার্পণকেই কর্মযোগ বা সংসারমুক্তির কারণ বলা হইয়াছে।

কর্মার্পণহীন বর্ণাশ্রমধর্ম-পালন বৃথা

শাস্ত্রে বর্ণ ও আশ্রমের যে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য বিমুখ জীবকে ভগবদুন্মুখ করানো। উন্মুখ হওয়ার একমাত্র উপায় শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি। শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি যতই অধিক জাগ্রত হইবে, ততই উন্মুখতা বৃদ্ধি পাইবে। সংসারভোগে প্রবল আসক্তি থাকা অবস্থায় জীব সাধারণতঃ কাম্য কর্মের প্রতি আসক্ত থাকে। সেই ভূমিকা হইতে জীবকে ক্রমশঃ কর্মাসক্তি ছাড়াইয়া শ্রীবিষ্ণূন্মুখী করানো বর্ণাশ্রমধর্ম-ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীউদ্ধব ব্রজদেবীগণকে বলিয়াছেন—

"দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥"

(ভা: ১০।৪৭।২৪)

হে ব্রজদেবীগণ! দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, স্বাধ্যায়, ইন্দ্রিয়-সংযম ও অন্য যাবতীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের **মুখ্য ফল শ্রীকৃষ্ণভক্তিলাভ**।

উক্ত শ্লোকে যে দানাদি সাধনের কথা উল্লেখ করা হইল, সেসব শ্রীকৃষ্ণার্পিত হওয়া আবশ্যক। কারণ শ্রীকৃষ্ণার্পিত না হইলে উক্ত সাধনসমূহদ্বারা ভক্তিলাভ অসম্ভব। এই অভিপ্রায়ে শ্রীনারদ প্রচেতাগণকে বলিয়াছিলেন—

"তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥" (শ্রীভা: ৪।৩১।৯)

অর্থাৎ যে জন্ম, কর্ম, জীবন, মন ও বাক্যদ্বারা বিশ্বাত্মা শ্রীহরি সেবিত হন, মানবমাত্রের সেই জন্মই জন্ম, সেসকল কর্মই প্রকৃত কর্ম, সেই জীবনই প্রকৃত জীবন, সেই মন ও বাক্যই প্রকৃত ধন্য। ইহা হইতে জানা যায় যে, পূর্বোক্ত দানাদি সাধনসমূহ শ্রীকৃষ্ণার্পিতরূপেই করণীয়।

যে-স্থানে ফলত্যাগ, সে-স্থান হইতেই শ্রীভগবানের কৃপার আভাস আরম্ভ হয়। এই জন্য কর্মার্পণ হইতেই ভাগবতধর্মের আরম্ভ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৩।৮।৮) শ্রীপরাশর বলিতেছেন—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্ ॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্যাসী—এই চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের আচার-পালনপর পুরুষের দ্বারা পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণু আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমধর্মবিরোধী অন্য কোন পথই সেই শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির কারণ হয় না।

বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার কথা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাভাস বা প্রীতির আভাস; মুখ্য বা সাক্ষাৎ আরাধনা বা প্রীতি নহে। এই স্থান হইতেই শ্রীভাগবতধর্ম আরম্ভ হইল। এইজন্য শ্রীশ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে ইহাকেই সাধনের সর্বপ্রথম স্তর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই বর্ণাশ্রমধর্ম, কর্মার্পণ, কর্মমিশ্র বিষ্ণ্বর্চন বা কর্মমিশ্রা ভক্তি হইতেই সেশ্বর সভ্য জীবনের আরম্ভ। সুতরাং কর্মার্পণের মাধ্যমে শ্রীবিষ্ণুর সম্পর্ক যে বর্ণাশ্রমধর্মে নাই, এইরূপ বর্ণাশ্রমধর্মপালন বৃথা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বর্ণাশ্রমধর্মবিধানের এই গূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই কেবল বর্ণ বা আশ্রমের অভিমানে মত্ত হইয়া সর্বদা নিজ সুখ-নিমিত্ত নানা কাম্যকর্মে লিপ্ত থাকে। এরূপ বর্ণাশ্রমধর্মপালনদ্বারা সংসারবন্ধনই সার হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। বর্ণাশ্রমধর্ম শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

অধিকারিপক্ষে কর্মত্যাগ বিধিসম্মত

পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, যতদিন পর্যন্ত শ্রীহরিকথা-শ্রবণকীর্তনাদিতে শ্রদ্ধা উদিত না হইয়াছে, ততদিন পর্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম করিতেই হইবে। অর্থাৎ শ্রীহরিকথায় শ্রদ্ধার উদয় হইলে নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে। এখানে শ্রদ্ধাকে কর্মত্যাগের হেতুরূপে বলা হইল। "সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যম্" (শ্রীভা: ১১।৫।৪১) শ্লোকে একান্তভাবে শ্রীহরির চরণে শরণাগতের পক্ষে কর্মত্যাগের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। অতএব শ্রদ্ধা ও শরণাগতির তাৎপর্য এক বলিয়া বুঝিতে হইবে। অবশ্য ইহা যুক্তিসঙ্গত। কারণ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। শাস্ত্রও শ্রীভগবানে শরণাগতের অভয় ও অশরণাগতের ভয়ের কথা কীর্তন করিয়াছেন। সুতরাং শরণাগতির দ্বারা শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। শরণাগত-ভূমিকায় কর্মত্যাগ বিধেয়।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, কর্মত্যাগের পরে যদি কোনো অনিবার্য কারণবশতঃ ভক্তি স্তব্ধ হয়, তবে একপক্ষে কর্মত্যাগ করা হইয়াছে ও অপরপক্ষে ভক্তিও স্তব্ধ হইল; ফলে কর্মত্যাগ দোষাবহ হইবে না কী? ইহার উত্তর শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে দিয়াছেন—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্মতঃ ॥"

(১।৫।১৭)

অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম-পালন পরিত্যাগপূর্বক শ্রীহরিপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে অপক্কাবস্থায়ও যদি কেহ ভজন হইতে কোনপ্রকারে ভ্রষ্ট হয় অথবা তাহার মৃত্যু হইয়া যায়, তবে তাহার অমঙ্গল হয় না; কারণ ভগবৎ-সেবাবাঞ্ছা থাকায় তাহার সাময়িক পতন হইলেও সে ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হয় না। অপর পক্ষে স্বধর্ম পালন করিয়াও শ্রীভগবৎভজনহীন ব্যক্তিগণের কোন্ প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয়? অতএব কর্মত্যাগের পরে সাময়িক পতন হইলেও ভক্তিসাধকের কোন ক্ষতি হয় না। সুতরাং কর্মত্যাগের জন্য অনুতাপ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকরভাজন শ্রীনিমি মহারাজকে বলিতেছেন—

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্॥
স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥"

(শ্রীভা: ১১।৫।৪১-৪২)

অর্থাৎ হে রাজন্! যিনি কৃত্যাকৃত্য কর্ম (অথবা ভেদ) পরিত্যাগ করিয়া সর্বতোভাবে পরমশরণ্য শ্রীহরির শরণাগত হন, তিনি দেবতা, ঋষি, ভূত বা প্রাণী, পোষ্য কুটুম্বাদি ও পিতৃপুরুষগণের কিঙ্কর বা ঋণী হন না। যিনি অনন্যভাবে শ্রীভগবানের পদকমলের আরাধনা করেন, সেরূপ প্রিয় ভক্তের হৃদয়ে কোনওরূপ বিকর্মের উদয় হইলে তদীয় হৃদয়স্থিত পরমেশ্বর শ্রীহরি তৎক্ষণাৎই উহা বিনাশ করেন। পাপের জন্য তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।

শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" (১৮।৬৬)

হে অর্জুন! তুমি বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম আদি যাবতীয় ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব।

উপর্যুক্ত শাস্ত্রবচন হইতে শরণাগতের জন্য যে শ্রীভগবান্ সমস্ত প্রকার রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা প্রমাণিত হইল। সুতরাং শরণাগতের দৈবাৎ পাপপ্রবৃত্তি দেখা গেলেও উহা অধিক দিন থাকে না; শীঘ্র শোধিত হইয়া যায়।

আরও বলা হইয়াছে—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

(শ্রীগী: ৯।৩০-৩১)

অর্থাৎ আমার অনন্যভজনকারী ব্যক্তি সুদুরাচার হইলেও তাহাকে 'সাধু' বলিয়া জানিবে; যেহেতু তাহার উদ্যম সর্বপ্রকারে সমীচীন। সেই দুরাচারী খুব শীঘ্রই ধার্মিক হয় এবং চির শান্তি পায়। হে কৌন্তেয়! তুমি চতুর্দিকে উচ্চৈঃস্বরে প্রতিজ্ঞা করিয়া বল যে, আমার অনন্যভক্ত কখনও নষ্ট হইবে না বা ভ্রষ্ট হইবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এখানে 'অনন্যভজনকারী' বলিতে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষার্থে তাঁহার ভজনপরায়ণ ব্যক্তিকেই বুঝিতে হইবে। এইরূপ ব্যক্তির শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপকর্মে সাধারণতঃ প্রবৃত্তির উদয় হয় না। কারণ সে শ্রীভগবানের প্রতি রুচিযুক্ত হওয়ায় মুক্তিসুখে পর্যন্ত তাহার বাঞ্ছা থাকে না আর পরমঘৃণ্য বিকর্মানন্দে বা আনন্দ আসিবে কোথা হইতে ? তাই তাহার স্বতঃই বিকর্মে প্রবৃত্তি হয় না। যদি অনবধানতাবশতঃ দৈবাৎ তাহার পাপকর্মে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎই সে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়। কারণ সে জানে যে, শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপ করিলে শ্রীবিষ্ণু সন্তুষ্ট হইবেন না। 'তৎসন্তোষৈকজীবনত্বাৎ প্রীতিজাতেঃ।' অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষই শ্রীবিষ্ণুপ্রীতির জীবন। (শ্রীভ: স: ৩১২ অনু:)। অনন্যভজনকারীর সম্পর্কে ইহাই শ্রীজীবপাদের উক্তি।

শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রেও উল্লেখ আছে—

"ন জপো নার্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ।
কেবলং সততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজসেবিনাম্ ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমলের চিন্তা করেন, তাঁহাদের পক্ষে জপ, অর্চন, ধ্যান ও বিধির কোন আবশ্যকতা নাই।

শ্রীপদ্মপুরাণেও বর্ণিত আছে—

"সর্বধর্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্বেঽপি ধার্মিকাঃ ॥"

সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ কর্মত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সুখে যে গতি লাভ করেন, ধার্মিক(কর্মপরায়ণ ব্যক্তি)গণও সে গতি লাভ করিতে পারেন না।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরণ্ ॥" (শ্রীগী: ৩।২৬)

বিদ্বান্ ব্যক্তি অজ্ঞ কর্মাসক্তগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। 'অজ্ঞ' অর্থ শ্রীহরিনামে শ্রদ্ধাহীন ও কাম্যকর্মে আসক্ত। এইরূপ ব্যক্তিকে তিনি কর্মত্যাগের উপদেশ না দিয়া বরং নিজে আচরণ করিয়া তাহাদের কর্মপ্রবৃত্তি জন্মাইবেন। এই বাক্যে শ্রীভগবান্ যে কর্ম করিবার আদেশ দিলেন তাহা কেবল ভক্তিতে শ্রদ্ধাহীন ও কর্মত্যাগে অনধিকারী ব্যক্তিগণের জন্য। তাহাদিগকে কর্মত্যাগের উপদেশ দিলে ভক্তিতে শ্রদ্ধা না থাকায় তাহারা ভক্তি করিবে না; এ দিকে কর্মও করিল না। সুতরাং তাহাদের কর্মত্যাগহেতু দোষ হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৫।১৫) শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রতি এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—"হে মুনিবর! শ্রীহরির গুণবর্ণন ব্যতীত মহাভারতাদিতে তুমি যে ধর্মাদি বিষয় বর্ণনা করিয়াছ তাহাতে মনুষ্যের কোন ফলই লাভ হইবে না। সুতরাং যে কাম্যকর্মে মনুষ্যের স্বাভাবিক রুচি, সেই কাম্যকর্মের কথা উপদেশ দেওয়া তোমার পক্ষে ঘোর অন্যায়ই হইয়াছে। কারণ কেহ কাম্যকর্মের দোষ দেখাইয়া দিলেও লোকে তোমার উপদেশ অনুসারে এই কাম্যকর্মকেই মুখ্য ধর্ম মনে করিয়া তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিবে না।

শ্রীঅজিতদেব (শ্রীভা: ৬।৯।৪৯) যে উপদেশ দিয়াছেন, উহা কর্মত্যাগের অধিকারীর প্রতিই উদ্দিষ্ট—"বিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে কর্মাসক্তিই জীবের অনর্থের মূল কারণ এবং কর্মাসক্তিত্যাগই শান্তির নিদান। ইহা জানিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অজ্ঞ ব্যক্তিকে কখনও কর্মানুষ্ঠানের উপদেশ দেন না; যেরূপ উত্তম বৈদ্য কখনও রোগীর ইচ্ছানুযায়ী পথ্যের ব্যবস্থা করেন না।"

শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত সমস্বরে ভক্তিতে দৃঢ় শ্রদ্ধা না হওয়া পর্যন্ত কর্ম করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু "বিজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম করিতে উপদেশ দিবেন না।" ভগবান্ শ্রীঅজিতদেবের এই বাক্য পূর্বোক্ত গীতা (৩।২৬) বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার সমাধান এইরূপ—

শ্রীঅজিতদেবের বাক্যে যে 'অজ্ঞ' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য আছে। কোন ব্যক্তি ভক্তির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইলেও তাহার পূর্বজন্মের সংস্কার অনুমান করিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকে কর্মত্যাগের উপদেশ দিয়া থাকেন। এইভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্যের সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে। তাহা না হইলে অশ্রদ্ধালুকে অনন্যা ভক্তির উপদেশ দিলে নামাপরাধের ভাগী হইতে হইবে। (শ্রীভ: স: ১৭৩ অনু:)

অতএব যে ভাগ্যবান্ ও সরল সে মহৎকৃপায় কর্মকাণ্ডের অসারতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীঅজিতদেবের উপদেশ অনুযায়ী কর্মত্যাগপূর্বক ভক্তির আশ্রয় করিবে।

শ্রীভরত ও শ্রীঅম্বরীষাদি শুদ্ধভক্তগণের কর্মাচরণ

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায় যে, ভগবৎকথায় দৃঢ়শ্রদ্ধ শুদ্ধভক্ত্যধিকারী শ্রীভরত ও শ্রীঅম্বরীষাদি মহাভাগবতগণও বেদবিহিত কর্মই করিয়াছিলেন। ইঁহারা শুদ্ধভক্ত হইয়াও কেন কর্মের আশ্রয় লইলেন বলিয়া প্রশ্ন হইতে পারে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহার উত্তরে বলা যাইবে যে, তাঁহারা অজ্ঞলোকের উদ্দেশ্যে পিতৃপিতামহগণের দ্বারা আচরিত উক্ত যজ্ঞাদি কর্ম প্রতিনিধির দ্বারা সম্পন্ন করাইতেন। কারণ উহাতে তাঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রীগীতার (১৭।২৮) শ্লোকানুসারে শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করা যায় তাহা অসৎ। সেই সব ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল কোন কালেই উপকার করে না। সুতরাং শ্রীঅম্বরীষাদির উক্ত কর্মাচরণের ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে না।

যাজ্ঞিক পুরোহিতগণ আহুতি প্রদানের জন্য হবিঃ (অর্থাৎ যজ্ঞদ্রব্য) গ্রহণ করিলে যজমান শ্রীভরত যজ্ঞভাগভাজন ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের চক্ষু, বাহু প্রভৃতি অবয়বরূপে ধ্যান করিতেন; অর্থাৎ 'ইন্দ্রায় 'স্বাহা'—এই মন্ত্রে আমি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বাহুর পূজা করিতেছি; 'সূর্যায় স্বাহা'—এই মন্ত্রে আমি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর চক্ষুর পূজা করিতেছি—এইরূপ চিন্তা করিতেন।

মহারাজ শ্রীভরতের যেসকল যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রীবাসুদেবই সেইসকল যজ্ঞফলভোক্তা, এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি তাহা করিতেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে তিনি শ্রীভগবানের বাহু, চক্ষু ইত্যাদিরূপে চিন্তা করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি কামনা করিয়াই যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিতেন। এই চিন্তারূপ আত্মকৌশলদ্বারা তাঁহার রাগাদি কষায় ক্ষীণ হইয়াছিল।

সুতরাং শ্রীঅম্বরীষ ও শ্রীভরতাদির দ্বারা লোকশিক্ষার্থ আচরিত কর্মে তাহাদের কর্তৃত্বাদি অভিমানশূন্যতা ও ফলের প্রতি অনাসক্তি হেতু উহা কর্মের অকরণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শ্রীভরত মহারাজ ও শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ সর্বক্ষণ শ্রীভগবৎসেবাচিন্তায় বিভোর থাকায় তুচ্ছ কর্মফলের প্রতি তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং এইরূপ আসক্তিহীন কর্ম তাঁহাদের পক্ষে দূষণীয় নহে। ইহাকে কর্মের অকরণই বুঝিতে হইবে।

কর্মার্পণের প্রকারভেদ

কর্মার্পণের প্রকারভেদ সম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন—তদেতৎ কর্মার্পণং দ্বিবিধম্—ভগবৎপ্রীণনরূপং তস্মিংস্তত্ত্যাগরূপঞ্চেতি; যথোক্তং কৌর্মে—

"প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্॥
যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্॥ ইতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অত্র নিমিত্তানি চ ত্রীণি—কামনা, নৈষ্কর্ম্যং, ভক্তিমাত্রঞ্চেতি। নিষ্কামত্বন্তু কেবলং ন সম্ভবতি,—'যদ্ যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্' ইত্যুক্তেঃ। অত্র চ কামনানৈষ্কর্ম্যয়োঃ প্রায়ঃ কর্মত্যাগঃ, প্রীণনস্তু তদাভাস এব, স্বার্থপরত্বাৎ। ভক্তৌ পুনঃ প্রীণনমেব, ভক্তেস্তদেকজীবনত্বাৎ। কামনাপ্রাপ্তির্যথা (শ্রীভা: ৮।৫।৪৭) 'ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি' ইত্যাদি। যথা চাঙ্গস্য রাজ্ঞঃ পুরুষার্থকে যজ্ঞে; নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্তিশ্চ (শ্রীভা: ১১।৩।৪৬) 'বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে নৈষ্কর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং' ইত্যত্র। অথ ভক্তিপ্রাপ্তিশ্চ 'এবং কর্মবিশুদ্ধ্যা' ইত্যাদি-গদ্যে দর্শিতৈব; (শ্রীভা: ১।৫।৩৫)—

'যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্ ॥'

ইত্যত্র চ। ভক্তিযোগসহচরত্বাৎ জ্ঞানমত্র ভগবজ্‌জ্ঞানম্। পরমভক্তাস্তু ভগবৎপরিতোষণং প্রীণনমেব প্রার্থয়ন্তে। (শ্রীভা: ৪।৩০।৩৯-৪০)

'যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।
আর্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ সর্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব ॥
যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু।
সর্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো বৃণীমহে তে পরিতোষণায় ॥'

অদভ্রং বহুকালং তে তব পরিতোষণায় ভবত্বিতি বৃণীমহে। প্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্।" (শ্রীভ: স: ২২৪ অনু:)

সেই পূর্বোক্ত কর্মার্পণ দুইপ্রকার। (১) ভগবৎপ্রীণন (প্রীতি উৎপাদন)রূপ, (২) ভগবানে ত্যাগরূপ। শ্রীকূর্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'পরমেশ্বর ভগবান্ এই কর্মের দ্বারা প্রীতি লাভ করুন'—এই বুদ্ধিতে যে কর্ম করা যায়, তাহা শ্রেষ্ঠ কর্মার্পণ। পরমেশ্বরে সমস্ত কর্মের ফল সমর্পণই শ্রেষ্ঠ কর্মার্পণ।

সেই কর্মার্পণের তিনটি উদ্দেশ্য আছে; (১) কামনাপূরণ, (২) নৈষ্কর্ম্য অর্থাৎ কর্মফলত্যাগ বা সন্ন্যাস, (৩) ভক্তিমাত্র। "জীব যে যে কর্ম করে সেসমস্ত তাহার কামনাপূরণের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।"—এই ন্যায়ানুসারে কোন কর্মে নিষ্কামত্ব সম্ভবপর নহে। কামনাপূরণ ও নৈষ্কর্ম্য এই উভয়সম্বন্ধযুক্ত কর্মার্পণে স্বার্থপরতা থাকে বলিয়া এস্থানে ত্যাগেরই প্রাধান্য; সুতরাং ভগবৎপ্রীণন বা শ্রীভগবানের সন্তোষচিন্তা এখানে আভাসরূপেই থাকে। কিন্তু ভক্তিমূলক কর্মার্পণে ভগবৎ-প্রীণনেরই প্রাধান্য। কারণ শ্রীভগবানের সন্তোষই ভক্তির একমাত্র জীবন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(১) কামনাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যে অর্পণ, তাহাতে বহু কষ্ট অথচ ফল কম; কোন কোন স্থানে ক্লেশই সার হয়, ফললাভ হয় না। কর্মকাণ্ডী অঙ্গ মহারাজ পুত্রকামনায় যজ্ঞ করিয়া অসৎপুত্র বেণকে লাভ করিয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ তাঁহার সুখের পরিবর্তে উদ্বেগলাভই সার হইয়াছিল। এইরূপ সকাম কর্মে অনেক সময় বিপরীত ফল লাভ হইয়া থাকে।

(২) যিনি নিঃসঙ্গভাবে ঈশ্বরকে ফলার্পণপূর্বক বেদোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন।

(৩) ভগবৎসন্তোষার্থ কর্মার্পণ করিলে ভক্তিযোগের অন্তর্গত ভগবজ্-জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এস্থানে 'জ্ঞান' শব্দে ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানকেই বুঝাইতেছে। ভক্তগণ সর্বদা শ্রীভগবানের প্রীতিকামনাই করিয়া থাকেন। প্রচেতোগণ অষ্টভুজ শ্রীভগবানকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে প্রভো! আমরা যে উত্তমরূপে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, শুদ্ধ আনুগত্যের দ্বারা গুরু, বিপ্র, বৃদ্ধগণকে প্রসন্ন করিয়াছি, মান্যব্যক্তি, সুহৃৎ ও ভ্রাতৃগণকে নমস্কার করিয়াছি, কোন প্রাণীকে হিংসা করি নাই, বহুকালপর্যন্ত জলের মধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছি, সেইসব কর্ম আপনার সন্তোষবিধান নিমিত্তই হউক। হে প্রভো! আপনি পরমপুরুষ। আপনার সন্তোষই আমাদের কাম্য।"

উপরোক্ত ত্রিবিধ কর্মার্পণের মধ্যে ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণই শ্রেষ্ঠ। ইহা ভক্তির দ্বার পর্যন্ত লইয়া যাইবে। তাহার পর ভক্তমহতের কৃপায় ভক্তিমন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ হইবে।

কর্মার্পণ হইতেই মঙ্গল আরম্ভ

কেবল নিষ্কামভাবে কর্ম করিলেও মঙ্গল লাভ হইবে না। অর্পণ না হওয়া পর্যন্ত মঙ্গলের আরম্ভই হইবে না। যদি কেহ নিঃস্বার্থভাবে অর্থাৎ কোনপ্রকার প্রতিষ্ঠাদি কামনা না করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, অতিথিসেবা, দুঃস্থগণের উপকার ও বহু দানাদি করে, তথাপি তদ্দ্বারা তাহার সংসারমুক্তিরূপ মঙ্গল লাভ না হইয়া সংসারবন্ধনই হইয়া থাকে। এইসব কার্য শ্রীবিষ্ণুর আদেশজ্ঞানে কর্তব্যবুদ্ধিতে তাঁহাকে অর্পণ না করা পর্যন্ত কখনও সংসারবন্ধনমোচন হইবে না। বিষ্ণুর সহিত সম্পর্ক রাখিলে দেবতাগণ নানাপ্রকার কামনার দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া জীবকে বন্ধনে ফেলিতে পারেন না। এই অর্পণের মাধ্যমে শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে যুক্ত হইবার যে চেষ্টা, তাহাই 'যোগ'। এই কর্মযোগের দ্বারা কর্মের অবশ্যম্ভাবী বিষদোষরূপী সংসারবন্ধন নষ্ট হয়। ইহার পরে মহৎসঙ্গ লাভ হইলে মহৎকৃপায় ভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

"পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনস্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥"
(শ্রীভা: ১০।১৪।৫)

হে ভূমন্! তুমি স্বরূপে ও গুণে পরিপূর্ণ ভগবৎস্বরূপ। ব্রহ্মস্বরূপে পূর্ণ হইলেও তুমি গুণরহিত। এই পৃথিবীতে পূর্বে বহু যোগী রাশি রাশি যোগসাধনে জ্ঞানলাভ করিতে না পারিয়া পরে নিজ নিজ কর্মসমূহ তোমাতে অর্পণের ফলে মহৎকৃপায় তোমার কথায় রুচিরূপা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আবার কথোপনীতা ভক্তির দ্বারা অর্থাৎ তোমার কথার প্রভাবে তোমাতে রুচিময়ী বা আবেশময়ী ভক্তির দ্বারা আত্মতত্ত্ব হইতে শ্রীভগবত্তত্ত্ব পর্যন্ত উপলব্ধি করিয়া তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীভগবদর্পণসিদ্ধ তদানুগত্যময় লৌকিক কর্মও পরধর্মরূপে পরিগণিত হয়, ইহা শ্রীজীবপাদ শ্রীউদ্ধবগীতা হইতে রাগানুগা সাধনভক্তির একটি দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন—"ভগবদর্পণসিদ্ধতদনুগতিকস্য লৌকিককর্মণোঽপি পরধর্মত্বমুদা-হরিষ্যতে (শ্রীভা: ১১।২৯।২১)—

"যো যো ময়ি পরে ধর্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ।
তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্‌ভয়াদেরিব সত্তম ॥"

হে সাধুশ্রেষ্ঠ উদ্ধব! ভয় ও শোকাদি হেতু পলায়ন ও ক্রন্দনাদিবৎ যেসব লৌকিক বৃথা চেষ্টা করা যায় তাহাও পরব্রহ্মস্বরূপ আমাতে নিষ্কামভাবে অর্পিত হইলে ধর্মরূপে পরিগণিত হইবে। ইত্যাদি উক্তিতে ভগবদর্পণসিদ্ধ তদানুগত্যধর্মযুক্ত লৌকিক-কর্মেরও পরধর্মত্ব কথিত হইয়াছে।

কর্মার্পণকালীন মহৎসঙ্গই পরধর্ম

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতগোস্বামীর নিকট 'সর্বশাস্ত্রের সার কী এবং ঐকান্তিক মঙ্গললাভের উপায় কী?' এইরূপ দুইটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে শ্রীসূতগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছিলেন—যে ধর্ম হইতে অধোক্ষজ পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি অর্থাৎ তাঁহার কথা শ্রবণকীর্তনাদিতে রুচির উদয় হয়, তাহা জীবমাত্রেরই সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম হইতে যদি শ্রীহরিকথায় রুচি উৎপাদিত না হইল, তবে তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র—এইরূপ নিষেধমুখে এবং সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত ধর্মের মুখ্যফল শ্রীহরিতোষণ—এইরূপ বিধিমুখে শ্রীভগবানের সন্তোষের জন্য অনুষ্ঠিত ধর্মই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া তাহাকে 'পরধর্ম' বলা হইয়াছে। যে ধর্মে নিবৃত্তি বা ত্যাগই একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা কখনও শ্রেষ্ঠধর্ম হইতে পারে না। যাহা শ্রীভগবানের সন্তোষার্থ নহে, তাহাতে নিবৃত্তি বা ত্যাগরূপ লক্ষণ থাকিলেও তাহা প্রবৃত্তি-ধর্ম বা ভোগরূপ ভগবদ্‌বিমুখতার সঙ্গে সমান।

অতএব শ্রীভগবানের সন্তোষার্থ (সন্তোষাভাস) তাঁহাতে সমর্পিত কর্ম বা শ্রীকৃষ্ণে কর্মার্পণরূপ প্রাথমিক ভাগবতধর্মে শুদ্ধভক্তির পূর্বাঙ্গরূপ যে সাধুসঙ্গ, তাহাকেই পরধর্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রীভগবানের কথা শ্রবণাদিতে রুচিলক্ষণা ভক্তির উদয়ারম্ভ হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানে লৌকিক ও বৈদিক কর্ম অর্পণ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। এই কর্মার্পণকারীর সৌভাগ্যক্রমে যদি ভক্তভাগবতের কোনপ্রকার সঙ্গ হয়, তবে ভজনের পূর্বাঙ্গরূপ সেই ভাগবতসঙ্গফলে বিশ্বাসাত্মিকা পরাঙ্গরূপা একাদশবিধা স্বরূপসিদ্ধা বৈধী ভক্তির উদয় হয়। (একাদশ প্রকার ভক্তি, যথা—গুর্বাদিসৎসেবা, শরণাগতি ও শ্রবণকীর্তনাদি নববিধা ভক্তি)।

শ্রীবিষ্ণুর আদেশপালনের উদ্দেশ্যে কর্মার্পণকারী ব্যক্তি কিম্বা পুণ্যকামী ব্যক্তি অনেক সময়ে তীর্থাদিতে গমন করিয়া থাকে। তীর্থে সাধারণতঃ সাধুগণ বাস করেন। দৈবক্রমে এই তীর্থপর্যটনকারীর সাধুসঙ্গ লাভ হইলে তাঁহার দর্শন, প্রণাম, সম্ভাষণ ও সন্তোষণাদিলক্ষণ সেবার আভাস বা ভক্ত্যাভাসের উদয় হইয়া থাকে। ইহার ফলে মহতের চরণে কোমলা শ্রদ্ধা জাত হয়। এই শ্রদ্ধা জাত হইলে সাধুগণ পরস্পর যে ভগবৎকথা আলোচনা করেন, তাহা শ্রবণের প্রবৃত্তি জাগে। সাধুর মুখে পুনঃ পুনঃ শ্রদ্ধার সহিত ভগবৎকথা শ্রবণের ফলে হৃদয়ে ভক্তিবাসনা(শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধিৎসা)র উদয় হয়। এই ভক্তিবাসনা লইয়া শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যনুষ্ঠান করিলে চিত্তে দৈন্যের উদ্রেক হয়। এই দৈন্যই হ্লাদিনীশক্তির কৃপাকর্ষণে সহায়ক হয়। তখন ভগবৎপ্রেরিতা হ্লাদিনীশক্তি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সাধকের ইন্দ্রিয়কে স্বীয় তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করান এবং তাহাতে প্রেমরূপে অবস্থান করেন। ভক্তিশাস্ত্রে ইহাকে 'জাতরতি-ভূমিকা' বলা হয়। ইহার পরে মহতের আনুগত্যে ভক্ত্যনুষ্ঠানের দ্বারা প্রেম লাভ হয়। এইরূপে কর্মার্পণকারী ব্যক্তি ভক্তমহতের সঙ্গপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পর্যন্ত লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। সেইজন্য কর্মার্পণকালীন মহৎসঙ্গকেই পরধর্ম বলা হইয়াছে। যতই সাধন করা যাউক না কেন মহৎসঙ্গ ব্যতীত তাহা কদাপি ভক্তিলাভের সহায়ক হইবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেদে কর্মকাণ্ডবিধানের গূঢ়রহস্য

পরমকরুণাময় শ্রীভগবানের শব্দ-অবতার বেদ শাসক বা শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া পরতত্ত্ববিমুখ জীবকে নিষিদ্ধ কর্ম হইতে নিবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম স্থাপন করিয়া নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাই বেদোক্ত 'কর্মকাণ্ড'। বর্ণাশ্রমপ্রতিপাদক কর্মকাণ্ডের ফল ধর্মার্থকাম-লাভ। বেদের এই কর্মকাণ্ডবিধানের মধ্যে পরোক্ষভাবে কর্মাসক্তিনাশের রহস্য নিহিত আছে। প্রবৃত্তিমার্গ হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্তিমার্গে আনয়ন করাই বেদের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য বেদ কর্মার্পণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বেদোক্ত কর্ম শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহাতে ফলার্পণপূর্বক কৃত হইলে সংসারমুক্তি হয়।

কর্মকাণ্ডে পরোপকার উদ্দেশ্যে যে অতিথিসেবা করা যায় তদ্দ্বারা বাসনা জাত হইয়া সংসারবন্ধন হয়। কিন্তু কর্মার্পণে অতিথি শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা চালিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার সেবা করিলে শ্রীবিষ্ণু সন্তুষ্ট হইবেন,—এই বুদ্ধিতে অতিথির হৃদয়ে অন্তর্যামী দর্শন করিয়া তাঁহার যে সেবা করা যায়, তাহার ফল সংসারমুক্তি। ইহাতে কর্মের অবশ্যম্ভাবী বিষদোষরূপ বন্ধন নষ্ট হয়। অবশ্য এই কর্মার্পণ ভক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে। **কর্মার্পণকালীন আকস্মিক মহৎসঙ্গই ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ**। এই প্রাথমিক মহৎসঙ্গের ফলে প্রথমে তাঁহার প্রতি কোমলা শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। এই কোমলশ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির পরবর্তী মহৎসঙ্গকে ভক্তির পূর্বাঙ্গ বলা হয়। নিরপরাধ হইয়া এই পূর্বাঙ্গরূপ মহৎসঙ্গ করিবার ফলে ক্রমশঃ বিশ্বাসপূর্বক মহৎসঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। ইহাই ভক্তির পরাঙ্গ। ইহা হইতে সাধক জাতরতি হইয়া অন্তরঙ্গা ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়। এই অন্তরঙ্গা ভক্তিযাজনের ফলে সে প্রেম লাভ করে।

ভগবদ্বিমুখ জীবমাত্রেই কর্মাধিকারী। সে সর্বদা কর্মের দ্বারা স্বসুখসাধনে তৎপর। ভক্তি সর্বসাধনশ্রেষ্ঠ হইলেও তজ্জন্য মহৎকৃপাজনিত শ্রদ্ধারূপ অধিকার আবশ্যক। এইরূপ অধিকারী এই জগতে বিরল। তজ্জন্য ভগবদ্বিমুখ জীবকে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীবিষ্ণুর প্রতি তাহার উন্মুখতাসম্পাদন বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও এবং সাম্মুখ্য(উপাসনা)হিসাবে ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেও অনধিকারীকে কর্মত্যাগপূর্বক ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ না দিয়া বেদ প্রথমে **কর্মকাণ্ডেরই** বিধান করিলেন। শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া স্বসুখসাধনই ইহার উদ্দেশ্য। অবশ্য ইহাতে সংসারবন্ধনের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

কর্মকাণ্ডে ফলের অনিশ্চয়তা, বৈগুণ্যবাহুল্য ও ক্লেশের কথা উপলব্ধি করিয়া জীব ক্রমশঃ তৎপ্রতি বিতৃষ্ণ হয়। এইরূপ অধিকারীর জন্য ব্রহ্মসূত্রের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৬-১১) শ্রীকৃষ্ণ কর্মার্পণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কর্মাধিকারী বিমুখ জীবের কর্মের মধ্য দিয়া শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিলাভই কর্মার্পণের উদ্দেশ্য। বিষ্ণুস্মৃতিলাভই অনাদিভগবদ্‌বিস্মৃত জীবের ভববন্ধনমোচনের একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থা।

ভগবদ্‌বিমুখ জীবমাত্রেই কর্মাধিকারী। এইরূপ জীবকে ভক্তির উপদেশ দিলে সে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ সংসারভোগের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি কর্মযোগ, সংসার প্রতি বিরক্তগণের প্রতি জ্ঞানযোগ ও যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাহেতু ভগবৎকথায় শ্রদ্ধাবান্‌গণের প্রতি ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেন। আবার কর্মাধিকারী ব্যক্তি কিরূপে ক্রমশঃ জ্ঞানাধিকারে বা ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইবে সে সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছেন—যেপর্যন্ত বিষয়ভোগ প্রতি বিরক্তি জাত হয় নাই সেপর্যন্ত জ্ঞানাভিলাষীকে কর্ম করিতে হইবে এবং যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাজনিত ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা জাত না হওয়া পর্যন্ত ভক্তিকামীকেও কর্ম করিতে হইবে। এই বেদোক্ত কর্ম প্রথমে নিষ্কামভাবে অর্থাৎ শ্রীভগবানের আদেশজ্ঞানে কর্তব্যবুদ্ধিতে করিতে হইবে। এইরূপ কর্মীর স্বর্গকামনা না থাকায় সে স্বর্গে যায় না এবং অকর্ম-বিকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল বেদবিহিত কর্ম করায় নরকেও যায় না। নিষ্কাম কর্মের প্রভাবে সে নিষ্পাপ ও ভোগস্পৃহারহিত হইয়া এই সংসারেই অবস্থান করে। এই অবস্থায় জ্ঞানিমহতের সঙ্গ লাভ হইলে সে জ্ঞানসাধনের দ্বারা মুক্তি লাভ করে ও যদৃচ্ছাক্রমে ভক্তমহতের সঙ্গ লাভ হইলে তাঁহার কৃপায় শ্রীভগবানের সুখবিধানবাসনা বা ভক্তিবাসনা তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। ভগবৎসুখবিধানবাসনা লইয়া কর্মার্পণ করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার হৃদয় হইতে রজস্তমোগুণ দূর হইয়া ভগবৎপাদপদ্মে রতি জাত হয়। এইরূপে সে কর্মাধিকার অতিক্রম করিয়া শুদ্ধভক্তিভূমিকায় উন্নীত হয়। এই ভূমিকায়ই প্রীতিযুক্ত ভক্তিসাধনদ্বারা সে প্রেমলাভের যোগ্য হয়।

সুতরাং কর্মাধিকারী বিমুখ জীবকে কর্মার্পণদ্বারা ক্রমশঃ কর্মাসক্তি ত্যাগ করাইয়া জ্ঞান বা ভক্তিপথে উন্নীত করানোই বেদে কর্মকাণ্ড-বিধানের গূঢ় উদ্দেশ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধুসঙ্গ

সাধুর লক্ষণ

শ্রীভগবানের শ্রীহ্লাদিনীশক্তির দূত (agent) হইলেন সাধু বা মহৎ। সেই মহৎকে শ্রীহ্লাদিনীশক্তি এই জগতে প্রেরণ করেন অনাদিবহির্মুখ জীবকে শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ করাইবার জন্য। নিজের আচরণ ও বাণীর দ্বারা তাদৃশ মায়াগ্রস্ত জীবের হৃদয়ে শ্রীভগবানের স্মৃতি জাগ্রত করানোই মহতের একমাত্র কার্য। এতদ্ব্যতীত গোষ্ঠীবৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠার্জন বা সম্পত্তিবৃদ্ধিরূপ কোনপ্রকার অন্যাভিলাষের লেশমাত্রও তাঁহাতে নাই। তিনি লোকের নিকট ভগবৎকথা কীর্তন করিবার সময় তাঁহার কথার দ্বারা ইষ্টদেবের কতদূর সন্তোষ হইতেছে, তৎপ্রতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য থাকে। তাঁহার কথার দ্বারা শ্রোতাগণের মনে কিরূপ ভাব আসিতেছে, ইহা সর্বসাধারণে আদৃত হইতেছে কি না, লোকে তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছেন কি না—এইসব চিন্তা তাঁহার মনকে স্পর্শ করে না। শ্রোতা বেশী হইলে তাঁহার উল্লাস থাকে না কিম্বা শ্রোতা কম হইলে তিনি নিরুৎসাহিতও হন না। "আমার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা শুনিয়া লোকে কত চমৎকৃত হইতে থাকিবেন"—এইপ্রকার আত্মম্ভরিতা ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা হইতে তিনি বহু দূরে অবস্থান করেন। যাঁহার হৃদয়ে ঈদৃশ ভাবের উদয় হয়, তাঁহাকেই সরাগ বক্তা বলা যায়।

"বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্তিতঃ।
সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃন্ন সংস্পৃশেৎ ॥
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ।
অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ভবেৎ ॥"

(শ্রীভ: স: ২০৩ অনু: ধৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণবচন)

অর্থাৎ সরাগ ও নীরাগ ভেদে বক্তা দুইপ্রকার বলিয়া বলা হইয়াছে। সরাগবক্তা লোলুপ ও কামী বলিয়া তাহার উক্তি শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে না। যে কেবল উপদেশই করে, কিন্তু নিজে তাহা পরীক্ষা করে না, তাহার সেই পরীক্ষাবিহীন উপদেশ কেবল লোকের নাশেরই কারণ হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইসকল উক্তি হইতে জানা যায় যে, সকল বক্তার কথা শ্রোতাগণের হৃদয়স্পর্শী হয় না। যে সরাগবক্তা সে তাহার বক্তৃতার পরিবর্তে লাভপূজাপ্রতিষ্ঠা ও গোষ্ঠীবৃদ্ধি ইত্যাদি কামনা করিয়া তাহার বক্তৃতার ফল নিজে আত্মসাৎ করিতে সর্বদা ব্যাকুল থাকে। সে শ্রোতাকে যাহা বলে তাহা নিজের আচরণে পরীক্ষা করিয়া দেখে না। তাহার উপদেশরূপ অস্ত্র নিজের আচরণরূপ ঘর্ষণে শাণিত না হওয়ায় তাহা শ্রোতার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে পারে না। তজ্জন্য তাহার উপদেশ জগন্নাশকারীই হইয়া থাকে। জোনাকির আলো অগ্নির ন্যায় দেখা গেলেও তাহাতে কোন জিনিষ দগ্ধ হয় না। অথচ একটি অতি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা সমস্তকিছু দগ্ধ হইতে পারে। সেইরূপ সরাগবক্তার শত শত বক্তৃতা, প্রচার, ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্তন বাহিরে ভক্তির ন্যায় দেখা গেলেও উহা জীবের অপরাধকঠিন হৃদয়ে অপ্রাকৃত দৈন্যের উদ্রেক করিতে পারে না।

সরাগবক্তা সাধুবেশধারী মাত্র। তাহার প্রচার কেবল লোকরঞ্জনের জন্য। লোকরঞ্জন কার্য ঠিকভাবে হইলেই তাহার ধন, জন ও প্রতিষ্ঠা প্রচুর পরিমাণে লাভ হয়। সে তাহাতেই নিজে বঞ্চিত হইয়া জগৎকেও বঞ্চনা করিয়া থাকে। তাহার হরিকথা কীর্তন বা প্রচারের অভিনয়ের অন্তরালে ইষ্টদেবের সুখকামনা পরিবর্তে নিজের সুখকামনাই প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে। সুতরাং সেইরূপ কীর্তন বা প্রচার ভক্তি না হইয়া 'পুণ্যকর্মে' পরিণত হইয়া যায় এবং সেই পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করিতে তাহাকে আবার সংসারে আসিতে হয়।

অনেকে মনে করেন যে শ্রীভগবানের নাম-গন্ধ যেস্থানে নাই, সেস্থানে সরাগবক্তার দ্বারা ভক্তির কিছু একটা আড়ম্বর করা হইলে ক্ষতি কী ? লোকে কিছুটা উপকৃত হইবেন ত' ? এইরূপ বিচার যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ এখানে সরাগবক্তা রাজসী তামসীরূপ সকামা ভক্তিকে শুদ্ধভক্তি বলিয়া নিজে ভাবিতেছে এবং লোকের মধ্যে সেই ভ্রমধারণাই সৃষ্টি করিতেছে। ইহার ফলে লোকে শুদ্ধভক্তির সম্পর্কে একটি বিকৃত ধারণা পোষণ করিয়া তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। শাস্ত্রে ভক্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কেবল ভগবদ্‌বিমুখকে উন্মুখ করিবার উদ্দেশ্যে। সরাগবক্তার ধারণানুরূপ ভক্তি করিলে কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশারূপ অন্যাভিলাষ শ্রোতাকে ভগবদুন্মুখ করিবার পরিবর্তে অধিকতর বিমুখই করিবে। সুতরাং তাহা জীবের পক্ষে মঙ্গলকর না হইয়া অমঙ্গলেরই কারণ হইবে। সেই কারণে সরাগবক্তার ভক্তিকথা প্রচারের দ্বারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জগতের মঙ্গল না হইয়া জগজ্জঞ্জালই বৃদ্ধি পায় বলিয়া মহাজনগণ বলিয়াছেন। শুদ্ধভক্তি-প্রচারের নামে যদি ভগবদ্‌বিমুখতারূপ সংসারবন্ধন দৃঢ় করা হয়, তবে তাহা মঙ্গলকর কি অমঙ্গলকর, সুধী পাঠকমাত্রে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এসম্পর্কে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৪৭তম অনুচ্ছেদে শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

"বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণী-দিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ॥"

অর্থাৎ বিষয়াবিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুর সুখানুসন্ধানাবেশ সুদূরপরাহত। কারণ যে ব্যক্তি পূর্বদিকে যাইতেছে, তাহার পক্ষে পশ্চিমদিকে অবস্থিত বস্তুর প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

সুতরাং কেবল সাধুর বেশ ধারণ করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশায় ভক্তির প্রচারক সাজিলে কাহাকেও সাধু বলা যাইবে না কিম্বা এইরূপ ব্যক্তির তথাকথিত নামকীর্তন ও প্রচারের দ্বারা জগতের কোনওরূপ মঙ্গল হইবে না; বরং এইরূপ প্রচারের দ্বারা ভক্তির অভিনয় করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত আগ্রহী কতকগুলি অন্যাভিলাষীর একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হইবে মাত্র। ইহারা ভগবদুন্মুখ হইবার পরিবর্তে নিজের দেহসুখের প্রতি অধিকতর আসক্ত হইয়া বিষয়ী বলিয়াই গণ্য হইবে। ভক্তির সম্বন্ধে ইহাদের হৃদয়ে ক্রমশঃ এইরূপ বিকৃত ধারণার সৃষ্টি হইবার ফলে ইহারা ভক্তির প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা হারাইয়া ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে। শ্রীবিষ্ণুর সুখানুসন্ধানাবেশের অভাবেই ইহাদের এই দুর্গতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহারা সঙ্গযোগ্য নহে। সুতরাং যাঁহার সঙ্গফলে শ্রীবিষ্ণুর সুখানুসন্ধানাবেশ হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে জাগ্রত হয়, তিনিই প্রকৃত মহৎ-পদবাচ্য।

"কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিযাদবান্।
শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুঃ ॥"

(শ্রীভ: স: ২০৩ অনু:)

অর্থাৎ যাঁহার কথা শ্রবণমাত্রে কামক্রোধাদিযুক্ত, কৃপণ ও বিষাদবান্ শ্রোতার হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুর সেবাস্মৃতি জাগিয়া উঠে, সেই ব্যক্তিই নীরাগবক্তা-পদবাচ্য এবং তিনিই বাস্তবিক গুরু হইবার যোগ্য। এইরূপ ব্যক্তির হৃদয় সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর সুখানুসন্ধানাবেশে ভরপুর। তাঁহার প্রত্যেকটি আচরণ, প্রত্যেকটি কথা শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিজনক। বাহিরে গৃহস্থবেশে থাকিলেও এইপ্রকার ব্যক্তিই বাস্তবিক সাধুশিরোমণি। পক্ষান্তরে যিনি সাধুবেশ ধারণ করিয়া সর্বদা স্বসুখ-চিন্তারূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিষয়ে আবিষ্ট, তাহাকে ধর্মধ্বজী মহাবিষয়ী বলিতে হইবে। সেইরূপ ব্যক্তি কস্মিন্‌কালে জগতের মঙ্গল করিতে পারিবে না। যে নিজের মঙ্গল করিতে অক্ষম, সে আবার জগতের মঙ্গল করিবে কিরূপে? সে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় জগদ্বাসীকে বিপথগামীই করিবে। লোক তৃণাচ্ছাদিত কূপকে স্থলভাগ মনে করিয়া তাহার উপর চলিয়া গেলে তাহার মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া মরিবে। তদ্রূপ উপরোক্ত সাধুবেশধারী বিষয়ীর সঙ্গ করিলে সংসারকূপেই পড়িতে হইবে। এইজন্য মহাজন বলিয়াছেন—

"পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥"

তাই সাধু সাবধান! যাহারা বাস্তবিক নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তাহারা এইরূপ ধর্মধ্বজিগণের দ্বারা প্রতারিত না হইয়া উপযুক্ত সাধুর সঙ্গ করিবে।

সাধু চিনিবার উপায়

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতেছে যে, জীব ত নিজে মায়াগ্রস্ত; এরূপ অবস্থায় সে মায়াযুক্ত সাধুকে চিনিবে কিরূপে? অবশ্য সাধুকে চেনা একটি দুরূহ ব্যাপার। এসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"অধমজনেরো যে-আচার, যে-ধর্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম॥"

(শ্রীচৈ: ভা: অন্ত্য ১০।৩৮৯)

অর্থাৎ নিতান্ত অধম লোকের যেরূপ আচরণ, একজন সাধুরও বাহিরে সেইরূপ আচরণ দেখা যাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় সাধুকে চিনিবে কিরূপে? নিজের প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা সাধুকে চিনিতে গেলে অপরাধ অনিবার্য। তজ্জন্য শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণকৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে।
এসব সঙ্কটে কেহো মরে, কেহো তরে॥
সবে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার।
সভারে করিব স্তুতি-বিনয়-ব্যবহার॥
অজ্ঞ হঞা লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্তবচন॥
তবে কৃষ্ণ তা'রে দেন হেন দিব্যমতি।
সর্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি॥"

(শ্রীচৈ: ভা: অন্ত্য ১০।৩৯০-৩৯৩)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইরূপ সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে নিজে সাধুকে চিনিবার চেষ্টা না করিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে এবং সেবোন্মুখ চিত্তে সাধুগণের বাণী শ্রবণ করিতে হইবে। তাহা হইলে শ্রীভগবান্ এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন এবং জীব প্রকৃত সাধুকে চিনিয়া ধন্যাতিধন্য হইবে। ভৃগু শ্রীবিষ্ণুকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে পদাঘাত করিলেন। ইহা কত বড় গর্হিত কার্য! স্বয়ং শ্রীভগবানকে পদাঘাত করা হইল! ভৃগুর এইরূপ আচরণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করিলে মহা অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইবে। বাস্তবিক ভৃগু এই যে কার্যটি করিলেন, ইহা তিনি সজ্ঞানে করেন নাই। শ্রীভগবান্ স্বীয় মাহাত্ম্য-প্রচারের উদ্দেশ্যেই ভৃগুর দ্বারা এইরূপ গর্হিত কার্যটি করাইলেন। ইহাতে ভৃগুর কোনও দোষ নাই। যাঁহারা শরণাগত ভক্ত শ্রীভগবান্ তাঁহাদের দ্বারাই সকল কার্য করাইয়া থাকেন; কিন্তু স্থূলবুদ্ধি মনুষ্য ভৃগুর এইরূপ আচরণ দেখিয়া তাঁহার চরণে অপরাধী হয়। সে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে না। সেইরূপ যাঁহার লক্ষ লক্ষ শিষ্য থাকে, যিনি শূন্য হইতে মুক্তার হার আনিতে পারেন, স্পর্শ করামাত্রে রোগ নিরাময় করিতে পারেন, লোকে তাঁহাকেই উপযুক্ত সাধু বলিয়া বিচার করে এবং তাঁহারই আনুগত্য করিয়া থাকে। কারণ তাহারা চাহে উপাসনার মাধ্যমে নিজসুখ। তাহারা যে শ্রীভগবানের উপাসনা করে, তাঁহার সুখ তাহাদের কাম্য নহে। এইরূপ গুরুকরণ বা সাধুসঙ্গ কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা সংসারমোচনের কারণ না হইয়া সংসারবন্ধনেরই কারণ হইয়া থাকে।

জীব যখন মায়াগ্রস্ত, তখন নিজের সুখচিন্তা তাহার হৃদয়ে সর্বদা বলবত্তর থাকাই স্বাভাবিক। তাই সে সাধুসঙ্গ বা গুরুকরণ যাহা কিছু করুক না কেন, সকল কার্যে নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এইরূপ অবস্থায় যে বাস্তবিক মঙ্গলকামী সে নিজের প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা চালিত না হইয়া অনুক্ষণ নিজেকে মূর্খ জ্ঞান করিয়া উপযুক্ত সাধুসঙ্গলাভের জন্য শ্রীভগবানের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা করিবে। তাহা হইলে শ্রীভগবান্ অবশ্যই তাহাকে সেই সুযোগ দিবেন।

সাধুসঙ্গলাভের জন্য প্রার্থনা

উপরে সাধুসঙ্গলাভের জন্য যে প্রার্থনার কথা বলা হইল, তাহা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। যাহারা পূর্বজন্মে মহতের আকস্মিক সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াছেন, কেবল তাহাদের হৃদয়ে সাধুসঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুলতা জাগিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহার উপর্যুক্ত ভাগ্য হয় নাই সে এই জন্মে যেখানে কোন মহতের আনুগত্যে শ্রীভগবানের প্রীতিউৎপাদিকা কথার আলোচনা হইতেছে, তথায় দৈবক্রমে যোগ দিয়া শ্রবণ করিলে তাহার সুকৃতি বা ভাগ্য উদিত হইবে। এই ভাগ্যোদয়ের ফলে উপযুক্ত সাধুসঙ্গলাভের জন্য তাহার প্রার্থনা জাগিবে এবং যেরূপ সাধুর সঙ্গ করিলে শ্রীভগবানের প্রতি তাহার প্রীতি জাত হইবে, কেবল সেইরূপ সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন সাধুসঙ্গের প্রতি তাহার স্বতঃ আগ্রহ হইবে না। ইহা হইতে জানা যায় যে, সাধুসঙ্গের প্রভাবেই সাধুসঙ্গলাভের জন্য প্রার্থনা জাগিবে। দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ লাভের কারণ প্রথম সাধুসঙ্গ। প্রথম সাধুসঙ্গের কোন কারণ নাই, ইহা আকস্মিক।

শ্রীবিষ্ণু অবশ্যই কৃপা করিবেন, এরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া কোনও কামনাপূরণের উদ্দেশ্যে ব্যাকুলভাবে তাঁহার উপাসনা করিলে তিনি উপাসকের সেই কামনা পূরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আর যাহাতে তাহার হৃদয়ে স্বসুখকামনা না জাগিয়া ভক্তি জাগে, সেই উদ্দেশ্যে তাহাকে উপযুক্ত সাধুসঙ্গের সুযোগ দেন। ইহাই অন্য দেবদেবীর উপাসনা হইতে শ্রীবিষ্ণুর উপাসনার মহনীয়ত্ব।

শ্রীধ্রুব পিতৃসিংহাসনলাভের উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুকে প্রার্থনা করিয়া শ্রীনারদের কৃপায় ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিমাতার বাক্যবাণে জর্জরিত হইয়া শ্রীধ্রুব কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকট সমস্ত কথা বলিলেন এবং মায়ের উপদেশানুসারে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরিকে ব্যাকুলভাবে ডাকিতে লাগিলেন।

তাঁহার ব্যাকুল প্রার্থনায় শ্রীভগবানের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল এবং তিনি শ্রীনারদকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। অবশ্য ধ্রুব সাধুসঙ্গের জন্য প্রার্থনা করেন নাই। তাঁহার প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃত পিতৃসিংহাসন লাভ। কিন্তু নিতান্ত শিশু বলিয়া যে শ্রীবিষ্ণুকে তিনি আরাধনা করিতেছিলেন, পিতৃসিংহাসনলাভ হইতে তাঁহার নিত্যসেবালাভ যে অশেষ গুণে শ্রেয়স্কর, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই; অথচ এইরূপ শিশু অবস্থায়ও তাঁহার উপাসনায় অচলা নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া শ্রীভগবান্ বিস্মিত হইয়া নিজের কৃপামূর্তি শ্রীনারদকে তাঁহার নিকট যাইতে প্রেরণা দিলেন। শ্রীনারদের দর্শনান্তে ও তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি শ্রীবিষ্ণুর দর্শন লাভ করেন। তখন শ্রীবিষ্ণু তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত বর মাগিতে বলেন। কিন্তু শ্রীনারদের কৃপায় ধ্রুবের হৃদয় হইতে পিতৃসিংহাসনলাভের আশা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি তাঁহার পূর্ব অভিলষিত বর না মাগিয়া বলিলেন—"প্রভো !

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাচ খুঁজিতে আসিয়া আমি দিব্যরত্ন লাভ করিয়াছি; অর্থাৎ বিষয়সুখের উদ্দেশ্যে তোমার ভজন করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়াছি। আমার আর বিষয়সুখের প্রয়োজন নাই। তুমি আমাকে এই বর দাও যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার দৃঢ়ভক্তি থাকে।" শ্রীনারদের কৃপায়ই শ্রীধ্রুবের হৃদয় বিষয়বাসনামুক্ত হইয়া নির্মল হইয়াছিল। কেবল বিষয়সুখের আশায় শ্রীবিষ্ণুর নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা করিয়া শ্রীধ্রুব যদি উপযুক্ত সাধুসঙ্গ পাইতে পারিলেন, তবে যে কেবল সাধুসঙ্গলাভ-নিমিত্ত তাঁহার নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইবে, সে যে নিশ্চিতরূপে তাহা পাইতে পারিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কী ?

সাধুসঙ্গের ফল

সাধুসঙ্গের ফল সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে নিম্নমতে বলিয়াছেন—

"ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা ॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥" (শ্রীভা: ১১।১২।১-২)

অর্থাৎ হে উদ্ধব ! সর্বসঙ্গনাশক সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি ধর্ম, বেদাদি শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টকর্ম, পূর্ত, দক্ষিণা, ব্রত, যজ্ঞ, ছন্দ অর্থাৎ রহস্যসহ মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম ও যম—এইসকল সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না।

ভগবৎ-বশীকরণ বিষয়ে সাধুসঙ্গই যে একমাত্র কারণ, উপরোক্ত শ্লোক হইতে উহা জানা যায়। এইরূপে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতের বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

"যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ ॥" (শ্রীভা: ৩।৭।১৯)

শ্রীবিদুর শ্রীমৈত্রেয়কে বলিতেছেন—যাহাঁদের অর্থাৎ আপনাদের মত মহদ্‌গণের সেবা (পরিচর্যা) হেতু কূটস্থ অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের পদযুগলে তীব্র রতিরাস অর্থাৎ ঐকান্তিক প্রেমোৎসব উৎপন্ন হয় এবং আনুষঙ্গিক ফলরূপে সংসারবন্ধনও নাশ হইয়া যায়।

সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্যসূচক শ্রীধ্রুবের নিম্ন উক্তিও এস্থানে উল্লেখযোগ্য।

"ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং নেষ্যে ভবদ্‌গুণকথামৃতপানমত্তঃ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্যং যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ ।
যে ত্বব্জনাভ ভবদীয় পদারবিন্দ-সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥"

(শ্রীভা: ৪।৯।১১-১২)

হে অনন্ত ! যেসকল শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ নিরন্তর আপনাকে ভক্তি করেন, সেই সাধুমহাত্মাগণের সহিত আমার প্রকৃষ্ট সঙ্গ হউক। এইরূপ মহৎসঙ্গের প্রভাবে আমি তোমার গুণকথামৃতপানে উন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ সংসারসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। হে ঈশ ! হে পদ্মনাভ ! যাহারা আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সৌগন্ধে লুব্ধচিত্ত সাধুগণের উপযুক্ত সঙ্গ লাভ করেন, তাহারা অতিশয় প্রিয় এই দেহের এবং দেহসম্পর্কীয় পুত্র, বন্ধু, গৃহ, বিত্ত, স্ত্রী—এসকলের চিন্তা করেন না।

শ্রীধ্রুবের এই স্তবে সাধুসঙ্গ হইতে জীবের কি লাভ হইয়া থাকে সেবিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সাধু কীদৃশ বলিতেছেন—তিনি অমলাশয়—শুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট। যাঁহার হৃদয়ে কোন মল নাই। 'মল' অর্থ বিষয়বাসনা। 'অমলাশয়' অর্থ যাঁহাদের হৃদয়ে কোনপ্রকার বিষয় বাসনা নাই। তবে তাঁহাদের হৃদয়ে কী আছে ? তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীভগবানের পাদপদ্মসৌরভের প্রতি লোভ আছে। সুগন্ধি দ্রব্যের প্রতি নাসিকার যেরূপ স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, সাধুগণের হৃদয় সেইরূপ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদের এই আকর্ষণের পশ্চাতে আছে প্রবল লোভ। যেখানে লোভ সেইখানেই প্রীতি থাকে। সুতরাং জানা যায় যে সাধুগণ শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত। যাহারা এইরূপ সাধুর সঙ্গ করেন, তাহারা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীভগবানের গুণকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। সাধুগণ শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া নিরন্তর তাঁহার সুখানুসন্ধানে আবিষ্ট থাকেন। তাঁহাদের কৃপায় জীবও সেই আবেশ লাভ করে এবং আনুষঙ্গিক ভাবে অতিপ্রিয় এই দেহ বা দেহসম্বন্ধী স্ত্রী, পুত্র, বান্ধব, গৃহ ও বিত্ত—এইসকলের চিন্তা পরিত্যাগ করে। অতএব সাধুগণের হৃদয়ে ইষ্টদেবের যে সুখানুসন্ধানাবেশ আছে, তাহা লাভ করাই সাধুসঙ্গের মুখ্য ফল এবং দেহ ও তৎসম্পর্কীয় বস্তুর প্রতি বিরক্তি তাহার গৌণ ফল।

সাধুসঙ্গ করিয়াও মঙ্গল হয় না কেন ?

মহতের দর্শন, সঙ্গ ও সেবার ফলে জীবের ভগবদুন্মুখতালাভ সুনিশ্চিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মহতের সঙ্গ লাভ করিয়াও জন্মজন্মান্তরের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দুরন্ত অপরাধ হেতু জীবের শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখতার পরিবর্তে মহতের প্রতি অশ্রদ্ধাই জাত হইয়া থাকে। ফলে মহৎকে কর্মফলবাধ্য জীবসামান্য বলিয়া জ্ঞান হয় এবং জীব তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিবার পরিবর্তে তাঁহার দোষদর্শন করিয়া অধিক অপরাধীই হয়। এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহৎকৃপা যখন ভগবদুন্মুখতার একমাত্র কারণ, তখন অপরাধী ব্যক্তি মহৎকৃপা লাভ করিতে পারে না—এরূপ বলা কিরূপে সঙ্গত হইবে ? এ প্রসঙ্গে শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৫৯তম অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন যে, অপরাধ থাকিলেও অপরাধ বিষয়ে যাহার কিঞ্চিন্মাত্রও ধারণা নাই, সেইপ্রকার (বিষ্ণুমন্দিরে প্রদত্ত প্রদীপের তৈলপানকারী মূষিকের ন্যায়) মূঢ় অথচ অসমর্থ ব্যক্তির অল্পেতেই সিদ্ধি হয়। তাহার প্রতি দীনদয়ালু শ্রীভগবানের কৃপা অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু শতধনু রাজার ন্যায় বিবেকসামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া যে অপরাধ করে, তাহা মহাদৌরাত্ম্যহেতুই হইয়া থাকে। তজ্জন্য সে কৃপালাভ হইতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং অপরাধ থাকিলেও অজ্ঞ ও অসমর্থ ব্যক্তি মহৎকৃপা লাভ করিয়া ভগবদুন্মুখ হইয়া থাকে। অতএব মহৎসঙ্গ ও তৎকৃপাই যে সংসারমোচনের ও ভগবদুন্মুখতার একমাত্র কারণ, ইহা নিঃসন্দেহ।

মহতের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই তাঁহার কৃপার কারণ

অনাদিবহির্মুখ জীবের বিমুখতা দূর হইয়া শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখতা জাত হইবার একমাত্র কারণ মহৎকৃপা। বর্তমান প্রশ্ন হইতেছে যে, এই মহৎকৃপালাভের কারণ কী ? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, মহতের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই তাঁহার কৃপার কারণ। উদাহরণস্বরূপ শ্রীনলকূবর ও মণিগ্রীব নামক কুবেরপুত্রদ্বয়। ইঁহারা রুদ্রের অনুচর। কৈলাস পর্বতের সুরম্য উপবনে বারুণী নাম্নী মদিরা-পানে মত্ত হইয়া ইঁহারা মদাঘূর্ণিত লোচনে মন্দাকিনীতে বিবস্ত্রা নারীগণের সঙ্গে বিবস্ত্র হইয়া বিহার করিতেছিলেন। সেই সময় দৈবাৎ পরমপূজ্য দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিবস্ত্রা নারীগণ লজ্জায় ও অভিশাপের ভয়ে সত্বর বস্ত্র পরিধান করিলেন; কিন্তু নগ্ন কুবেরপুত্রদ্বয় ঔদ্ধত্যবশতঃ বস্ত্র পরিধান না করিয়া লজ্জাহীনভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে ঐশ্বর্যমদে ও মদিরায় মত্ত দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার মানসে শাপ দিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন—"ঐশ্বর্যমদহেতু এ দুইজন লোকপাল কুবেরের পুত্র হইয়াও মদিরামত্ত ও অতিশয় গর্বিত হইয়া নিজের শরীর নগ্ন বলিয়া জানিতে পারিতেছে না। স্থাবরের মত ইহাদের নিজ শরীরের নগ্নতা বিষয়ে অনভিজ্ঞতা হেতু স্থাবরত্বলাভই ইহাদের প্রতি উপযুক্ত শাস্তি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই স্থাবরত্বপ্রাপ্তির পরেও যেন পুনর্বার এইপ্রকার অপরাধ না ঘটে, তজ্জন্য আমার অনুগ্রহে স্থাবরদেহেও ইহাদের পূর্বস্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং দৈব শতবর্ষ পরে ইহারা শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ লাভ করিয়া ভক্তিপরায়ণ হইবে।” এইরূপে শ্রীনারদের অভিশাপে ইঁহারা যমল অর্জুন বৃক্ষ হইয়া রহিলেন।

দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীবৃন্দাবনে বাল্যলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি শ্রীনারদের বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের উদ্ধার কামনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কামনাপূরণের উদ্দেশ্যে স্বরূপশক্তি মা যশোদাকে নিমিত্ত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যরস আস্বাদনের জন্য বালচাপল্য প্রকট করিয়া যশোদামাতার সেবায় বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তজ্জন্য দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যে যশোদা মা একটি উদূখলে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়া উক্ত দুই অর্জুন বৃক্ষের মধ্যস্থলে পৌঁছিলেন। উদূখলটি লম্বভাবে দুই বৃক্ষের দেহে লাগিয়া রহিল। শ্রীকৃষ্ণ খুব জোরে টান দেওয়ায় উদূখলের চাপে বৃক্ষদুইটি মড়্ মড়্ শব্দ করিয়া ভূপতিত হইল এবং কুবেরপুত্রদ্বয় তাহা হইতে নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নানাভাবে স্তুতি করিয়া তাঁহার কৃপায় বৈকুণ্ঠে গমন করিল। এইরূপে তাঁহারা মহা উদ্ধত ও মদিরামত্ত হইয়াও শ্রীনারদের আকস্মিক কৃপায় শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভের যোগ্য হইল।

শ্রীনারদের কুবেরপুত্রদ্বয়ের প্রতি যে কৃপা, তাহাদের মদমত্ততা কি তাহার কারণ? না, তাহা হইতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তবে সংসারে যত মদমত্ত ব্যক্তি আছে, সকলেই মহৎকৃপা পাইবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন। এ বিচার যুক্তিসঙ্গত নহে। অতএব সিদ্ধান্তিত হইল যে, মহতের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই তাঁহার কৃপার কারণ। ইহা অন্য কোনও কারণ বা যোগ্যতার অপেক্ষা না করিয়া যে কোন জীবের উপরে বর্ষিত হইয়া তাহাকে ভক্তিলাভের যোগ্য করিতে পারে।

“নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগশ্চ কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥”

(শ্রীভা: ১১।২০।৭-৮)

এই শ্লোকের ‘যদৃচ্ছয়া’ শব্দের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিলেন—“যদৃচ্ছয়া কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন। যদুক্তম্ (শ্রীভা: ১।২।১৬) ‘শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য’ ইত্যাদি।” (শ্রীভ: স: ১৭১ অনু:)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের কৃপা হেতু যে সৌভাগ্যের উদয় হয়, তদ্দ্বারা শ্রীভগবানের লীলাকথায় শ্রদ্ধা জাত হয়। বর্ণাশ্রমে যে পুণ্যকর্মের বিধান আছে, কেবল ভক্তসঙ্গ ও তাঁহার কৃপালাভই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য (শ্রীভা: ১।২।১৬) 'শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য' শ্লোকে বলিলেন যে, পবিত্র তীর্থের সেবার ফলে তথায় উপস্থিত ভক্তের আকস্মিক সঙ্গ ও কৃপা লাভ হইয়া থাকে। সেই কৃপাই শ্রীভগবৎকথায় রুচির উদয়ের কারণ হয়।

ইহা হইতে জানা গেল যে, মহৎকৃপাই অনাদি ভগবদ্বিমুখ জীবহৃদয়ে ভক্তিবৃত্তি সঞ্চার করিয়া থাকে। ইহা মহতের স্বতন্ত্র ইচ্ছার প্রভাবেই সঙ্ঘটিত হয়।

সাধুসঙ্গের প্রণালী

শ্রীভগবানে প্রীতিলাভের বাসনা লইয়া যে সাধুসঙ্গ করা যায়, উহাই প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গ। সাধু শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তির দূত। তাই তিনি শ্রীভগবানের ন্যায় বাঞ্ছাকল্পতরু। সাধক তাহার হৃদয়ে যেরূপ বাঞ্ছা পোষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গ করিবে, তিনি তাহার সেই বাঞ্ছা পূরণ করিবেন। যে বুদ্ধিমান্ সে অন্য কোন কামনা না করিয়া কেবল ভক্তিকামনা করিয়াই সাধুসঙ্গ করিবে। সাধুর হৃদয় ভক্তিবাসনায় পূর্ণ। সাধক যখন সেইরূপ ভক্তিকাম হইবে, তখন সাধুর চিত্ত ও তাহার চিত্ত সমজাতীয় হওয়ার ফলে সে সত্ত্বর সাধুর কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া নিজের অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিবে। তাই পার্থিব সুখলাভের উদ্দেশ্যে যে সাধুসঙ্গ করা যায়, তাহা প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গ নহে। তদ্দ্বারা জীব তাহার অভীষ্ট পার্থিব সুখ লাভ করিয়া অধিকতর সংসারক্লেশই বরণ করিয়া থাকে। অপর দিকে যে সরল ও নিষ্কপট তাহার সাধনে অজ্ঞতাবশতঃ কোন ত্রুটি থাকিলেও শ্রীভগবান্ উহা সংশোধন করিয়া ভক্তিলাভের উদ্দেশ্যে তাহাকে উপযুক্ত সাধুসঙ্গের সুযোগ দিয়া থাকেন।

ভক্তিযাজীর পক্ষে সাধুসঙ্গের উপাদেয়তা

সাধুসঙ্গের উপাদেয়তা সম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৩৩)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরোক্ত উক্তিতে 'সর্বসিদ্ধি'র অর্থ সাধুসঙ্গ হইতে সাধকের বাঞ্ছানুরূপ ফলপ্রাপ্তি। ভক্তিসাধকের পক্ষে সাধুসঙ্গ কিরূপ উপাদেয়, সেবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা আবশ্যক। জীব সাধন আরম্ভ করে তাহার প্রাকৃত ভূমিকা হইতে। সে মায়াবদ্ধ থাকিয়াও মায়ামুক্ত হইয়া ভক্তিলাভ করিতে কামনা করে। তাই বদ্ধ বা প্রাকৃত ভূমিকা হইতেই তাহার সাধন আরম্ভ হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত ভূমিকায় অবস্থিত এবং ভক্তি তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি হওয়ায় তাহাও অপ্রাকৃত। তবে প্রাকৃত ভূমিকায় থাকিয়া অপ্রাকৃত ভূমিকার সাধন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, জীব শ্রীভগবানকে ভুলিয়া গেলেও শ্রীভগবান্ জীবকে ভুলেন না। তিনি পরমকরুণ হওয়ায় কোনমতে জীবকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করাইয়া তাহাকে পরমানন্দ দেওয়ার জন্য সর্বদা ব্যাকুল। তজ্জন্য তিনি তাঁহার হ্লাদিনীশক্তিকে নিত্যকাল জীবহৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু জীবহৃদয় রজস্তমোগুণাবৃত থাকায় হ্লাদিনীশক্তি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। শ্রীভগবানের এই উপায় ব্যর্থ হওয়ায় তিনি তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির দূতরূপী সাধুদিগকে জীবোদ্ধার নিমিত্ত এ জগতে পাঠাইতেছেন। তাঁহারা জীবের নিকট আসিয়া তাহার নিকট শ্রীভগবানের গুণ কীর্তন করিয়া তাহাকে তাঁহার সঙ্গে যোগযুক্ত করাইতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছেন। আকস্মিকভাবে জীব সাধুর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, কিছু দ্রব্য দিলে ও তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিলে তাহার সুকৃতি হইয়া থাকে। এই সুকৃতির ফলে একটি সংস্কারের সৃষ্টি হয়। ইহাকে ভক্ত্যুন্মুখ সংস্কার বলা হয়। এই সংস্কারের ফলে পুনর্বার সাধুসঙ্গ করিতে তাহার স্বতঃ প্রবৃত্তি জাত হয়। সাধু হ্লাদিনীশক্তির দূত হওয়ায় তাঁহার হৃদয় সর্বদা শ্রীভগবানের সন্তোষবিধানের জন্য ব্যাকুল। তজ্জন্য তিনি সর্বদা শ্রীভগবানের নাম-গুণ-লীলা কথা শ্রবণ-কীর্তনে রত থাকেন। পূর্ব সাধুকৃপাজনিত ভাগ্যের ফলে জীব পুনর্বার এই সাধুসংসর্গে আসিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীভগবৎকথা-শ্রবণের ফলে ভক্তি-অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীভগবানকে সুখী করিবার বাসনা তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। জীবহৃদয়ে **এই ভগবৎসুখচিন্তার সৃষ্টিই তাহার প্রতি সাধুর বিশেষ দান। কারণ এই ভগবৎসুখচিন্তার নামই 'ভক্তিলতাবীজ'।** অবশ্য ভক্তি অনেকে করেন। কিন্তু তাহাতে ভোগমোক্ষবাঞ্ছারূপ কৈতব থাকায় তাহা সকৈতবা হইয়া যায়। কেবল শ্রীভগবানকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে যে ভক্তি করা যায়, তাহাতে কৈতব না থাকায় তাহাই অকৈতবা হয়। এই অকৈতবা ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। এই ভূমিকায় জীবের ভক্তি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধিত হওয়ায় এবং তাহার ভগবৎ-সুখচিন্তা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃত মন হইতে উদ্ভূত হওয়ায় এই ভক্তিকে **'ভক্ত্যাভাস'** এবং এই ভগবৎসন্তোষচিন্তাকে **'সন্তোষাভাস বা প্রীণনাভাস'** বলিয়া শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভক্ত্যাভাসের ফলে জীবের চিত্তমল ক্রমশঃ শোধিত হয়। তাহার চিত্তমল যতই শোধিত হইতে থাকে, অযোগ্যতার অনুভূতি ততই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে। সেই অবস্থায় সে শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্যতালাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করে। ঠিক এই সময়ে অনাদিকাল হইতে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ-নিমিত্ত প্রতীক্ষমাণা হ্লাদিনীশক্তি তাহাতে প্রবেশ করেন। ফলে তাহার ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া যায়। তখন জীব যে ভক্তি করে স্বয়ং হ্লাদিনী শক্তিই তাহার প্রেরক হইয়া যান। সেই ভূমিকাকে **'সাধনভক্তি ভূমিকা'** বলা হয়।

ইহা হইতে দেখা যায় যে জীবের ভক্তিলাভের আদিতে আছে সাধুকৃপা বা মহৎকৃপা। সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন—

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৩২)

অর্থাৎ মহৎকৃপা ব্যতীত কস্মিন্‌কালে জীবের পক্ষে ভক্তিলাভ সম্ভব নহে। ভক্তিলাভ ত দূরের কথা, মুক্তিলাভও সম্ভব নহে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজবোধ্য হইতে পারিবে। যথা—একজন কামার তাহার হাপরে কয়লা ভরিয়া তাহাতে একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা রাখিয়া জাঁতার সাহায্যে বাতাস করে। কিছু সময় পরে কালো কয়লা জ্বলন্ত কয়লা হইতে উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করে। এইখানে জীবের বিষয়বাসনার দ্বারা মলিন চিত্ত কয়লার সঙ্গে; জাঁতার দ্বারা যে বাতাস দেওয়া হইতেছে, উহা সাধনক্রিয়ার সঙ্গে এবং অগ্নি 'মহৎকৃপা'র সঙ্গেই তুলনীয়। অগ্নি না থাকিলে যত বাতাস দিলেও কয়লা কখনই অগ্নিতে পরিণত হইবে না। সেইরূপ মহৎকৃপা না হইলে যতই সাধন করা যাউক না কেন তাহাতে জীবের ভক্তিলাভ হইবে না। দাহিকা শক্তি কয়লার নিজস্ব নহে। ইহা অগ্নিরই নিজস্ব। কয়লা যখন অগ্নির সংযোগে আসিয়া অগ্নির তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন অগ্নির দাহিকা শক্তি তাহাতে সঞ্চারিত হয়। সেইরূপ সাধক জীব যখন মহৎকৃপায় অনুভব করিতে পারে যে, তাহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত ভক্তি কখনও সাধিত হইতে পারিবে না, তখন সে ভক্তিসাধন বিষয়ে নিজের অযোগ্যতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুভব করিয়া মহৎকৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন করে। তাহার সেই ক্রন্দনই মহতের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেই মহৎকৃপাবলে হ্লাদিনীশক্তি তাহার হৃদয়ে প্রবেশপূর্বক তাহার ইন্দ্রিয়কে স্বীয় তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইয়া সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভক্তি করান। সেই জন্য শাস্ত্র ও মহাজনগণ সমস্বরে বলিয়াছেন যে মহৎকৃপা বিনা জীবের শত-চেষ্টায়ও ভক্তি লাভ হইবে না। যেমন, শিশুকে ক্ষুধা লাগিলে সে কাঁদে। কিন্তু কাঁদিলে ত তাহার ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে না। তাহার ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে মাতার স্তন্যপান করিলে। শিশুর ক্রন্দন স্নেহময়ী সন্তানবৎসলা মাতার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে মাত্র। তাহার ক্রন্দনের ফল এইখানেই শেষ হইয়া গেল। তার পর স্তন্যদান করিয়া শিশুর ক্ষুধানিবৃত্তি করা মাতার কার্য। শিশুর ক্রন্দনের সঙ্গে ক্ষুধানিবৃত্তির কোন সম্পর্ক না থাকিলেও উহা মাতার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। **তদ্রূপ ভক্তিসাধক সাধনকালে তাহার নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া ক্রন্দন করিলে মহৎকৃপায় ভক্তি করিবার যোগ্যতা লাভ করে।** কিন্তু অধিকাংশ সাধক নিজের জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ভক্তি যাজন করিয়া প্রেম লাভ করিবে বলিয়া আশা পোষণ করিয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক এবং অজ্ঞতাপ্রসূত। এইপ্রকার চিন্তাযুক্ত হইয়া সাধন করিলে সাধকের প্রেমলাভ না হইয়া ক্রমশঃ ভক্তি হইতেছে বলিয়া দম্ভবৃদ্ধিই সার হয় এবং এই দম্ভ ভক্তিলাভের পরিপন্থী। এজন্য যিনি নিষ্কপট সাধক, তাঁহার পক্ষে সাধনকালে সর্বদা নিজের অযোগ্যতা অনুভব করিয়া মহৎকৃপার জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করাই ভজনে অধিকারপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এতদ্‌ব্যতীত অন্য কেন পন্থা নাই। **অতএব মহৎকৃপাই ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ, সাধনচেষ্টা নহে।** নিজেকে মহৎকৃপালাভের যোগ্য করিতেই সাধনচেষ্টার আবশ্যকতা। অবশ্য মহৎ সর্বদা জীবকে কৃপা করিতে উন্মুখ। কিন্তু দুরন্ত প্রাক্তন অপরাধের ফলে জীবের হৃদয় স্বসুখচিন্তারূপ মলের দ্বারা দূষিত হওয়ায় সে মহতের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া থাকে। তজ্জন্য তাঁহার কৃপা বরণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। স্বসুখবাসনাশূন্য হইয়া কেবল ইষ্টদেবের প্রীতিবিধান-বাসনা হৃদয়ে পোষণপূর্বক ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলে ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধচিত্তে মহতের কৃপাবরণযোগ্যতা লাভ হয়। অবশ্য এই ইষ্টপ্রীতিবাঞ্ছাও প্রাথমিক মহৎকৃপা হইতেই লাভ হইতে পারিবে। এই বাঞ্ছাকে যত্নের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভক্তি করিলে পূর্ণ মহৎকৃপা লাভ হইবে। অতএব ভক্তিকামীর যাবতীয় সাধনচেষ্টা মহৎকৃপালাভের উদ্দেশ্যেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। একমাত্র মহৎই জীবহৃদয়ে ভক্তিবাসনার উদ্রেক করাইয়া তাহাকে ভক্তিলাভের যোগ্যতা দেন। সেই জন্য মহৎসঙ্গই ভক্তিযাজীর পক্ষে পরম উপাদেয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধুসঙ্গই ভক্তির মূল

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেহোঁ পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৪৮)

অর্থাৎ সাধুসঙ্গই হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণভক্তি জাত করাইবার মূল কারণ। ভক্তিসাধনের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হওয়ার পরও সাধুসঙ্গই মুখ্য সাধনাঙ্গ হইয়া থাকে।

ভক্তিকামীর পক্ষে সাধুসঙ্গের এই প্রাধান্য সম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—

"ততঃ সৎসঙ্গস্যৈব তত্র নিদানত্বং সিদ্ধম্; তচ্চ যুক্তম্। অনাদিসিদ্ধ-তদজ্ঞানময়-তদ্বৈমুখ্যবতামন্যথা হি তদসম্ভবঃ। তদুক্তম্ (মহাভারত বনপর্ব ৩১২।১১৭)—

'তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥'

তথৈব শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যম্ (শ্রীভা: ৭।৫।৩০, ৩২)—'মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্' ইত্যুপক্রম্য—

'নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥' ইতি—

তথা তদ্বিমুখ-কর্মাদিভিস্তৎসাম্মুখ্য-প্রতিপত্তেশ্চাত্যন্তাযোগঃ (কঠোপনিষদ্ ১।২।১৪) 'অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ' ইতি শ্রুত্যাদেঃ, (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২) 'তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন।' ইতি শ্রুত্যাদিকস্তু তৎসাম্মুখ্যেনৈব প্রযুক্তানি কর্মাণ্যভিদধাতি। তর্হি তদেব সাম্মুখ্যং কথং স্যাদিতি পুনরপি হেতুরেব প্রষ্টব্যঃ স্যাৎ। অথ ভগবৎকৃপৈব তৎসাম্মুখ্যে প্রাথমিকং কারণমিতি চ গৌণম্। সা হি সংসারদুরন্তানন্ত-সন্তাপসন্তপ্তেষ্বপি তদ্বিমুখেষু স্বতন্ত্রা ন প্রবর্ততে, তদসম্ভবাৎ। কৃপারূপশ্চেতোবিকারো হি পরদুঃখস্য স্বচেতসি স্পর্শে সত্যেব জায়তে। তস্যা তু সদা পরমানন্দৈকরসত্বেনাপহত-কল্মষত্বেন চ শ্রুতৌ জীববিলক্ষণত্বসাধনাৎ তেজোমালিনস্তিমিরাযোগবত্তচ্চেতস্যপি তমোময়দুঃখস্পর্শনাসম্ভবেন তত্র তস্যা জন্মাসম্ভবঃ। অতএব সর্বদা বিরাজমানেঽপি কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থে তস্মিংস্তদ্-বিমুখানাং ন সংসার-সন্তাপশান্তিঃ। অতঃ সৎকৃপৈবাবশিষ্যতে। সন্তোঽপি তদানীং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যদ্যপি সংসারদুঃখৈর্ন স্পৃশ্যন্ত এব, তথাপি লব্ধজাগরাঃ স্বপ্নদুঃখবত্তে কদাচিৎ স্মরেয়ুরপীত্যতস্তেষাং সাংসারিকেঽপি কৃপা ভবতি। যথা শ্রীনারদস্য নলকূবরমণি-গ্রীবয়োঃ। তস্মাৎ প্রস্তুতেঽপি সাংসারিকদুঃখস্য তদ্ধেতুত্বাভাবাৎ; পরমেশ্বরকৃপা তু স এবাত্র মম শরণমিত্যাদিদৈন্যাত্মকভক্তিসম্বন্ধেনৈব জায়তে, যথা গজেন্দ্রাদৌ, ব্যতিরেকে নারক্যাদৌ, ভক্তির্হি ভক্তকোটিপ্রবিষ্টতদাহ্লাদিনীবয়িতৃ-তচ্ছক্তিবিশেষঃ। দৈন্যসম্বন্ধেন চ সাধিকমুচ্ছলিতা ভবতীতি তত্র তদাধিক্যম্। তস্মাদ্যা কৃপা তস্য সৎসু বর্ততে, সা সৎসঙ্গবাহনৈব বা সৎকৃপাবাহনৈব বা সতী জীবান্তরে সংক্রমতে, ন স্বতন্ত্রেতি স্থিতম্। তথৈব চাহুঃ (ভা: ১০।২।৩১)—

'স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥'

হে দ্যুমন্! স্বপ্রকাশ! ভবৎপদাম্ভোরুহলক্ষণা যা নৌর্ভবার্ণবতরণোপায়স্তামত্র ভবার্ণবপারে নিধায় উত্তরোত্তরজনেষু প্রকাশ্যেত্যর্থঃ। ননু কথং তাং ন স্বয়ং প্রকাশয়ামি, কথমিব তেষামপেক্ষা? তত্রাহ,—সদ্ভিরেব দ্বারভূতৈরন্যাননুগৃহ্ণাতি যঃ স সদনুগ্রহো ভবান্ ইতি; যদ্বা, সন্ত এবানুগ্রহো যস্য সঃ। তবানুগ্রহো যঃ প্রাপঞ্চিকে চরতি স তদাকারতয়া এব চরতি, নান্যরূপতয়েত্যর্থঃ।" (১৮০ অনু:)

অতএব সৎসঙ্গই ভগবদ্ভক্তিবিষয়ক রতির মূল কারণরূপে স্থিরীকৃত হইল। আর, তাহা যুক্তিযুক্তই হয়। যেহেতু, অনাদিকাল হইতে জীবগণের ভগবদ্‌বিষয়ক অজ্ঞানতাময় বৈমুখ্য সিদ্ধ থাকায় একমাত্র সৎসঙ্গ ব্যতীত তাহাদের ভক্তির উদয় সম্ভবপর হয় না। অতএব উক্ত হইয়াছে (মহাভারত বনপর্ব ৩১২।১১৭)—তর্কের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নির্দিষ্ট স্থিতি নাই, শ্রুতিসমূহ পরস্পর ভিন্ন, এরূপ কোন ঋষি নাই যাহার অভিমত অপর ঋষির মত হইতে ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত থাকে অর্থাৎ নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত। অতএব মহাজন(সাধুপুরুষ)গণ যে পথ অশ্রয় করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র পথ। সেইরূপ শ্রীপ্রহ্লাদের বাক্য (শ্রীভা: ৭।৫।৩০, ৩২)—যাহারা গৃহব্রত, তাহাদের নিজ হইতে, অপর হইতে বা পরস্পর আলোচনা হইতে শ্রীকৃষ্ণে মতি জাত হয় না। সংসাররূপ অনর্থের নিবৃত্তিই যে-মতির প্রয়োজন, গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণের সেই মতি যেপর্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহত্তমগণের পাদরজে অভিষিক্ত না হইয়াছে, সেপর্যন্ত উহা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তির কার্যকলাপ সহ তাঁহার সাম্মুখ্যপ্রাপ্তির যোগাযোগ একান্ত অসম্ভব। কঠোপনিষদে (১।২।১৪) উক্ত হইয়াছে যে, তিনি (ভগবান্) ধর্ম হইতে দূরে, অধর্ম হইতে দূরে, কর্ম-অকর্ম হইতে দূরে এবং ভূত-ভবিষ্যত হইতেও দূরে অবস্থান করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।২২)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণগণ সেই আত্মাকে বেদবাক্য, যজ্ঞ, দান এবং অনাশক (আহাররহিত) তপস্যাদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। এইসব শ্রুতিবাক্য ভগবৎসাম্মুখ্যকারক কর্মসকলকে অনুমোদন করিতেছে। অতএব সেই ভগবৎসাম্মুখ্য কিরূপে লাভ হইবে, এই প্রশ্ন উঠিতেছে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ভগবৎকৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্যের প্রাথমিক কারণ হইলেও গৌণ। কারণ এই ভগবৎকৃপা সংসারের অনন্ত দুরন্ত সন্তাপে সন্তপ্ত বহির্মুখ ব্যক্তিগণের প্রতি স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত হয় না, যেহেতু তাহা অসম্ভব। অপরের দুঃখ নিজচিত্তকে স্পর্শ করিলেই কৃপারূপ চিত্তবিকার জাত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ কিন্তু সর্বদা পরমানন্দরসস্বরূপ ও সমস্ত পাপের ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং শ্রুতি তাঁহাকে জীবগণ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং সূর্যের সঙ্গে অন্ধকারের সংযোগ যেরূপ অসম্ভব, তাঁহার চিত্তে তমোগুণময় দুঃখের স্পর্শও সেইরূপ অসম্ভব। এই জন্য জীবগণের প্রতি তাঁহার কৃপা জাত হওয়াও অসম্ভব। অতএব তিনি যে কোন কার্যের করণ, অকরণ ও অন্যথা করণে সমর্থ হইয়া সর্বদা বিরাজমান থাকিলেও তদ্‌বিমুখ জীবগণের সংসারসন্তাপের শান্তি তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় না। অতএব অবশেষে সাধুজনগণের কৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্যের মুখ্য কারণরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। সাধুগণও সেসময়ে দুঃখ-সংস্পর্শ অনুভব করেন না। তথাপি জাগ্রত ব্যক্তি যেরূপ অপর নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নজনিত দুঃখ নিজে অনুভব না করিলেও তাহার দুঃখ অনুমান করিয়া তাহাকে জাগাইয়া দেয়, সেইরূপ সাধুগণ সংসারদুঃখে ভুক্তভোগী না হইলেও এবং অপরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয়ে তমোবিকার উপস্থিত না হইলেও জীবের ক্লেশের বিষয় অনুমান করিয়াই সাংসারিক ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহাদের কৃপা হইয়া থাকে, যেরূপ শ্রীনলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি শ্রীনারদের কৃপা হইয়াছিল। অতএব প্রস্তাবিত স্থলেও জীবের সাংসারিক দুঃখ পরমেশ্বরের কৃপার কারণ হয় না; কিন্তু 'তিনিই এই দুঃখময় সংসারে আমার একমাত্র গতি'—এইরূপ উপলব্ধি হইলে তখন দৈন্য উপস্থিত হয়। সেই দৈন্যাত্মিকা ভক্তির সম্বন্ধবশতই পরমেশ্বরের কৃপা হইয়া থাকে; যেরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজরাজের প্রতি হইয়াছিল। পরন্তু তাদৃশ ভক্তির অভাবহেতু নারকিপ্রভৃতির প্রতি তাঁহার দয়া লক্ষিত হয় নাই। শ্রীভগবানের যে শক্তিবিশেষ ভক্তগণের চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া সেই ভক্তগণের দৈন্যহেতু কৃপাভাবদ্বারা শ্রীভগবানের চিত্তকেও বিগলিত করে তাহাকেই 'ভক্তি' বলে। দৈন্যসম্বন্ধবশতঃ সেই কৃপা সমধিক উচ্ছলিত হয় বলিয়া দৈন্যযুক্ত ভক্তের প্রতিই কৃপার আধিক্য জানিতে হইবে। অতএব শ্রীভগবানের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে কৃপা সাধুগণের মধ্যে বিদ্যমান, তাহা সাধুসঙ্গকে বা সাধুকৃপাকে বাহন করিয়াই অন্য জীবে সংক্রমিত হয়; কদাপি স্বতন্ত্রভাবে হয় না; ইহাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং উক্ত হইয়াছে—

হে স্বপ্রকাশ! সর্বভূতে পরমপ্রীতিযুক্ত ভক্তগণ নিজে ভয়ঙ্কর সুদুস্তর ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আপনার পাদপদ্মরূপী নৌকাটি এখানে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আপনি সদনুগ্রহ, যেহেতু আপনি সেই ভক্তগণের দ্বারা অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

হে দ্যুমন্ অর্থাৎ হে স্বপ্রকাশ! আপনার পাদপদ্মরূপী যে নৌকা ভবসাগর পার হইবার উপায়স্বরূপ, সাধুগণ তাহাকে এখানে অর্থাৎ ভবসাগরের তীরে স্থাপন করিয়া অর্থাৎ পরবর্তী জনসমূহের জন্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "আমি নিজে কেন উহা প্রকাশ করিলাম না, কেনই বা সাধুগণের অপেক্ষা করিলাম?" ইহার উত্তরে দেবতাগণ বলিতেছেন—"আপনি 'সদনুগ্রহ', অর্থাৎ সাধুদিগকে দ্বার করিয়াই আপনি অন্যসকলকে অনুগ্রহ করেন কিম্বা সাধুগণ আপনারই অনুগ্রহস্বরূপ অথবা আপনার অনুগ্রহ সাধুগণের আকারেই সংসারিগণের মধ্যে বিচরণ করে, অন্য আকারে নহে।"

শ্রীল জীবপাদের উপরোক্ত উক্তির মর্ম এইপ্রকার। জীব অনাদিকাল হইতে ভগবদ্‌বিমুখ হওয়ায় শ্রীভগবানে ভক্তি করিবার ভাবনা তাহার হৃদয়ে নাই কিম্বা কখনও ইহা স্বতঃ উদিত হইবার সম্ভাবনাও নাই। ভগবদ্‌বিমুখ জীব যে কার্য করে, তাহা ভগবৎসাম্মুখ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী হওয়ায় উক্ত কার্যের দ্বারা শ্রীভগবানের সঙ্গে তার যোগাযোগ অসম্ভব। তবে সেই ভগবৎসাম্মুখ্য কিরূপে লাভ হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে, ভগবৎকৃপাই তাহার প্রাথমিক কারণ হইলেও তাহা গৌণ। কারণ সূর্যের সঙ্গে অন্ধকারের যোগ যেরূপ অসম্ভব, পরমানন্দরসস্বরূপ শ্রীভগবানের নিকট জীবের তমোময় দুঃখজনিত ডাক পৌঁছানোও সেইরূপ অসম্ভব। জীবের দুঃখপূর্ণ ডাক শ্রীভগবানের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া তাঁহার চিত্তবিকার সৃষ্টি করিলেই তাহার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা হওয়া সম্ভব, নচেৎ নহে। জীবের এই দুঃখপূর্ণ ডাক যখন শ্রীভগবানের নিকট পৌঁছাইতে পারে না, তখন তাহার দুঃখের অনুভূতি শ্রীভগবানের পক্ষে সম্ভব নহে এবং দুঃখানুভূতি না হইলে দয়া করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হওয়াও সম্ভব নহে।

এখানে প্রশ্ন হইতেছে—যদি জীবের ডাক শ্রীভগবানের নিকট পৌঁছায় না তবে তাঁহার সাম্মুখ্যলাভের উপায় কী? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—সাধুকৃপাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবৎসাম্মুখ্যলাভের একমাত্র উপায়। তবে সাধুগণের কী জীবের দুঃখবিষয়ে অনুভূতি আছে ? না, তাঁহাদেরও নাই। তাহা হইলে তাঁহাদের কৃপা সংসারী জীবের প্রতি হইবেই বা কিরূপে ? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, জাগ্রত ব্যক্তি যেরূপ অপর নিদ্রিত ব্যক্তির 'গোঁ গোঁ' শব্দের শ্রবণে তাহার স্বপ্নজনিত দুঃখের সম্বন্ধে তাহার যথার্থ অনুভূতি না থাকিলেও কেবল তাহার দুঃখ অনুমান করিয়াই স্বপ্নভঙ্গের উদ্দেশ্যে তাহাকে জাগাইয়া দেয়, সেইরূপ সাধুগণ সংসারদুঃখে ভুক্তভোগী না হইলেও এবং অপরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয়ে তমোবিকার উপস্থিত না হইলেও জীবের সাংসারিক ক্লেশের বিষয় অনুমান করিয়াই তাঁহাদিগকে দয়া করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে জাগ্রত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোন স্থানে কয়েকজন লোক নিদ্রিত আছে। তাহাদের মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখিয়া চিৎকার করিতেছে। এই চিৎকার শুনিয়া কোন জাগ্রত ব্যক্তি উক্ত লোক স্বপ্ন দেখিয়া কষ্ট পাইতেছে, এই অনুমান করিয়াই তাহাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দেয়। অবশ্য নিদ্রিত ব্যক্তি কি জাতীয় স্বপ্ন দেখিতেছে, জাগ্রত ব্যক্তি তাহা জানিতে পারে না; কিন্তু স্বপ্নের বিষয় সে অনুমান করিতেছে মাত্র। সাধুগণের সংসারী জীবের প্রতি দয়া ঠিক সেইরূপ। অর্থাৎ জীব দুঃখ পাইতেছে, এই অনুমান করিয়াই জীবের প্রতি তাঁহাদের কৃপার উদ্রেক হয়।

উপরে যে সাধুগণের কথা বলা হইল, তাঁহারা অন্য কেহ নহেন, শ্রীভগবানের কৃপারই মূর্তি। তাঁহারা জীবোদ্ধারের উদ্দেশ্যে ভগবদিচ্ছাক্রমে এই সংসারে বিচরণ করেন। দৈবক্রমে জীবের তাঁহাদের সঙ্গে যোগাযোগ হইয়া গেলে তাঁহাদের কৃপায় জীবহৃদয়ে দৈন্যরূপা ভক্তির উদয় হয়। এই ভক্তি শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তি। সাধুগণ হ্লাদিনী শক্তির দূত। সুতরাং এই ভক্তিবৃত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে পরিপূর্ণরূপে আছে এবং তাঁহাদের কৃপায়ই জীবহৃদয়ে ইহা সঞ্চারিত হয়। তখন "শ্রীভগবান্ আমাকে অবশ্যই এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন" এইরূপ অনুভূতি জীবের হৃদয়ে সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অযোগ্যতমতা উপলব্ধি করিয়া তাহার হৃদয় দৈন্যপরিপ্লুত হয় এবং সে সেই দৈন্যপরিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকে এবং এই দৈন্যসম্বন্ধবশতঃই তাহার প্রতি শ্রীভগবানের দয়ার উদ্রেক হয়। গজেন্দ্রের প্রতি শ্রীভগবানের দয়াই ইহার দৃষ্টান্ত।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে জানা যায় যে জীবের সাংসারিক দুঃখ শ্রীভগবানের কৃপার কারণ নহে; দৈন্যাত্মিকা ভক্তিই তাঁহার কৃপালাভের একমাত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কারণ। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জীবের চেষ্টায় এই দৈন্যাত্মিকা ভক্তি তাহার হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া সম্ভব নহে। মহৎকৃপাই এই ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ। শ্রীভগবানও জীবকে সাক্ষাদ্ভাবে কৃপা না করিয়া সাধুর দ্বারাই তাহা করেন। গজেন্দ্রের পূর্বজন্মে সাধুসঙ্গ হওয়ায় তাহার হৃদয়ে দৈন্যরূপা ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল।

অতএব জীবের দুঃখপূর্ণ ডাক সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীভগবানের নিকট পৌঁছায় না বলিয়া হতাশ না হইয়া সাধুসঙ্গলাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করা উচিত। তাহা হইলে শ্রীভগবান্ জীবকে সাধুর নিকটে পৌঁছাইয়া দেন এবং সেই সাধুর সঙ্গ ও তাঁহার কৃপায়ই জীব দৈন্যাত্মিকা ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হয়। সেই জন্য সাধুসঙ্গকে কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল বলিয়া স্বয়ং শ্রীভগবান্ ও সমস্ত শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

এসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদের নিম্ন উক্তিও প্রণিধানযোগ্য। "সৎসঙ্গস্যৈব পরমসংস্কারহেতুত্বাত্তদর্থং ন পুরুষস্য সংস্কার-হেত্বন্তরমপেক্ষ্যঞ্চ।" (শ্রীভ: স: ১৮৪ অনু:) অর্থাৎ সৎসঙ্গই জীবের পরম সংস্কারের হেতু। অতএব জীবের পক্ষে সেই সৎসঙ্গলাভের জন্য অন্য কোন সংস্কারের অপেক্ষা করিতে হয় না।

সাধু স্পর্শমণিসদৃশ

স্পর্শমণির সংস্পর্শে আসিলে যেরূপ লৌহ স্বর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ মহতের সংস্পর্শে আসিলে ব্যাধের ন্যায় কঠিনচিত্ত ব্যক্তিরও ভক্তিলাভ হইয়া থাকে। এ সম্পর্কে 'ধর্মব্যাধের' বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য।

একসময় শ্রীনারদ ত্রিবেণীস্নান করিতে যাইতেছিলেন। রাস্তায় বন পড়িল। সেই বন অতিক্রম করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, একটি হরিণ শরবিদ্ধ হইয়া ভূমিতে পড়িয়া ছটফট করিতেছে। আর কিছুদূর যাওয়ার পর একটি শূকর এবং তাহার পর একটি শশকও অনুরূপভাবে শরবিদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া যন্ত্রণা পাইতেছে দেখিলেন। এতগুলি জীব যন্ত্রণা পাইতেছে দেখিয়া শ্রীনারদ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। এই সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি ব্যাধ একটি গাছের ডালে লুক্কায়িত ভাবে বসিয়া পশুগুলিকে লক্ষ্য করিয়া তীর মারিতে উদ্যত হইতেছে। সে দেখিতে ঘন কৃষ্ণবর্ণ ও তার চক্ষুদুইটি রক্তবর্ণ, হাতে ধনুর্বাণও ধরা আছে। শ্রীনারদ তাহাকে দেখিয়া নিজের গন্তব্যপথে না গিয়া ঐ বনের মধ্য দিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্যাধটি আর যেসকল পশু মারিতে প্রস্তুত হইতেছিল, নারদকে দেখিয়া সেসব বনের মধ্যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহাতে ব্যাধ খুব ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে গালি দিতে ইচ্ছা করিল.। কিন্তু নারদের প্রভাবে তাহার মুখে গালি বাহির হইল না। তখন সে বলিল, "গোসাঁই! তুমি পথ ছাড়িয়া অপথে আসিলে কেন? আমি যে পশুগুলিকে মারিতে যাইতেছিলাম, সেগুলি তোমাকে দেখিয়া পলাইয়া গেল।" নারদ ব্যাধকে বলিলেন, "আমার মনে একটি সন্দেহ হওয়ায় আমি পথ ছাড়িয়া তোমাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে এদিকে আসিয়াছি। আচ্ছা, আমার আসিবার রাস্তায় যে কয়েকটি পশুকে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় যন্ত্রণা ভোগ করিতে দেখিলাম, ঐগুলিকে কি তুমি তীর মারিয়াছ?" ব্যাধ বলিল, "হাঁ।" তাহার কথা শুনিয়া নারদ বলিলেন, "তুমি ঐগুলিকে সম্পূর্ণ না মারিয়া আধমরা করিয়া ছটফট করাইতেছ কেন?" ব্যাধ বলিল, "আমার নাম মৃগারি। আমি পিতার নিকট শিখিয়া এরূপ করিতেছি। পশুগুলি আধমরা অবস্থায় ছটফট করিলে আমার খুব আনন্দ হয়।" ব্যাধের কথা শুনিয়া শ্রীনারদ বলিলেন, "আমি একটি জিনিষ চাহিব, আমাকে দিতে পারিবে?" ব্যাধ বলিল, "আমি যে পশুগুলিকে মারিয়াছি, তাহা হইতে একটা চাহিলে দিতে পারি। নচেৎ মৃগের ছাল বা ব্যাঘ্রের ছাল যদি চাহ, তবে আমার সঙ্গে আমার ঘরে গেলে তাহা দিব।" শ্রীনারদ বলিলেন, "আমি ঐসব কিছুই চাই না। আমি এই চাই যে, আগামী কাল হইতে তুমি যেসব পশু মারিবে, সেগুলিকে আধমরা না করিয়া সম্পূর্ণরূপে মারিয়া দিবে।" ব্যাধ হাসিয়া বলিল, "এটা আবার একটা কী ভিক্ষা! আধমরা করিলে কী ক্ষতিটা হইবে যে তুমি সে জন্য এতটা ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছ?" শ্রীনারদ বলিলেন, "তুমি যে পশুগুলিকে মারিতেছ, তাহাতে তোমার কম পাপ হইতেছে। কিন্তু এই যে আধমরা অবস্থায় ছটফট করাইতেছ, তাহাতে তোমার পাপের মাত্রা অনেক বেশি হইতেছে। অন্য কোন জন্মে তাহারাও তোমাকে এইভাবে কষ্ট দিয়া মারিবে।" শ্রীনারদের সঙ্গের প্রভাবে ব্যাধের মন নির্মল হইয়াছিল। তাই তাঁহার কথা শ্রবণমাত্রই তাহার মনে ভয় জাত হইল। সে ভয়বিহ্বল চিত্তে বলিল, "গোসাঁই! আমি ত বাল্যকাল হইতেই এইরূপ করিয়া আসিতেছি। কত পশুকে যে যন্ত্রণা দিয়া মারিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি কিরূপে ঐ পাপ হইতে উদ্ধার পাইব? তোমার পায়ে পড়িতেছি, তুমি ইহা হইতে উদ্ধারের রাস্তা দেখাইয়া দাও।" ব্যাধের কথা শুনিয়া শ্রীনারদ বলিলেন, "তুমি যদি আমার কথা স্বীকার করিবে, তবে আমি তোমার উদ্ধারের রাস্তা বলিয়া দিব।" ব্যাধ বলিল, "তুমি যাহা বলিবে আমি অবশ্যই তাহা করিব।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীনারদ বলিলেন, "আগে তোমার ধনুক ভাঙ্গ, তার পর বলিব।" ব্যাধ বলিল, "ধনুক ভাঙ্গিলে আমি বাঁচিব কিরূপে ?" শ্রীনারদ বলিলেন, "তোমার ভরণপোষণের দায়িত্ব আমার।" তারপর ব্যাধ তাহার ধনুক ভাঙ্গিয়া নারদের পদতলে পতিত হইল। তাহাকে উঠাইয়া নারদ বলিলেন, "তুমি ঘরে যাও। ব্যাধবৃত্তি করিয়া যত ধন অর্জন করিয়াছ, সেসকল ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দাও এবং তুমি ও তোমার স্ত্রী একখানি করিয়া কাপড় পরিয়া ঘর হইতে চলিয়া আইস। নদীর তীরে নির্জন স্থানে একটি কুটীর করিয়া তাহার সামনে একটি তুলসীমঞ্চ নির্মাণ কর। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে তুলসীসেবা ও তুলসী-পরিক্রমা কর এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন কর। আমি প্রত্যেক দিন তোমার জন্য যথেষ্ট খাদ্য পাঠাইয়া দিব; কিন্তু তোমাদের দুইজনের যতটুকু আবশ্যক তোমরা ততটুকুই গ্রহণ করিবে, অধিক লইবে না।" ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ দিয়া শ্রীনারদ ঐ যন্ত্রণাকাতর পশুগুলিকে সুস্থ করিয়া দিলেন এবং ঐগুলি আনন্দে দৌড়িয়া পালাইল। এই ঘটনা দেখিয়া ব্যাধও আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পর সে গুরুকে প্রণাম করিয়া বাড়ী আসিল এবং শ্রীনারদ যেরূপ ভাবে করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন সেইভাবে করিতে লাগিল। ব্যাধ বৈষ্ণব হইয়াছে বলিয়া চতুর্দিকে প্রচার হইয়া গেল। সকলে তাহার জন্য প্রচুর খাদ্যসামগ্রী লইয়া তাহাকে দেখিতে গেল। এইরূপে তাহার নিকট অনেক খাদ্যসামগ্রী আসিতে লাগিল। কিন্তু তাহার যতটুকু প্রয়োজন সে ততটুকুমাত্র গ্রহণ করিয়া উদ্বৃত্ত সকল বস্তুই ফিরাইয়া দিত।

একদিন শ্রীপর্বত মুনির সহিত শ্রীনারদ তাঁহার শিষ্যকে দেখিতে আসিলেন। গুরুদেবকে দর্শন করিয়া ব্যাধ তাঁহাকে প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে দৌড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু রাস্তায় অনেক পিঁপড়া চলিতেছে দেখিয়া সে শীঘ্র যাইতে না পারিয়া খালি স্থান দেখিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে চলিল। গুরুকে প্রণাম করিবার সময়েও নিজের চাদরে ভূমি ঝাড়িয়া পিঁপড়াগুলিকে দূরে সরাইয়া দিল।

ব্যাধের এই প্রকার 'জীবে দয়া' প্রবৃত্তি দেখিয়া নারদ বলিলেন—

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ! তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥"

স্কন্দপুরাণবচন (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৬২)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে ব্যাধ ! তোমার এই অহিংসাদি গুণ কিছু আশ্চর্য নহে। কারণ যাহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হন তাহারা কখনও অপরকে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করেন না।

তার পর সেই ব্যাধ শ্রীনারদ ও পর্বতমুনিকে শ্রদ্ধাসহকারে কুটীরে লইয়া কুশাসন বিছাইয়া বসিতে বলিল; তাহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া সেই জল সে ও তাহার স্ত্রী পান ও মস্তকে ধারণ করিল। শ্রীগুরুদেবের দর্শনে ব্যাধ পুলকিত দেহে শ্রীহরিনাম-কীর্তনপূর্বক নৃত্য করিতে লাগিল।

ব্যাধের এইরূপ প্রেম দেখিয়া পর্বতমুনি বলিলেন, "নারদ ! আপনি স্পর্শমণি। কারণ আপনার কৃপায় অতি নীচ ব্যাধেরও দেহ পুলকিত হইতেছে এবং সে শ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ করিয়াছে।"

শ্রীনারদ ব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার খাদ্যসামগ্রী ঠিকভাবে আসিতেছে ত।" ব্যাধ বলিল, "প্রভো ! প্রচুর আসিতেছে। এত প্রয়োজন নাই। দু'জনের মত আসিলেই যথেষ্ট।" শ্রীনারদ বলিলেন, "হে ব্যাধ ! তুমি বাস্তবিকই ধন্য। কারণ ব্যাধ হইয়াও তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ ভক্তি করিতে পারিলে।" ইহা বলিয়া শ্রীনারদ ও শ্রীপর্বত ঋষি তথা হইতে বিদায় লইলেন।

উক্ত উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, ব্যাধের ন্যায় অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব ব্যক্তিও সাধুসঙ্গের প্রভাবে ভক্তি লাভ করিতে পারিল। অতএব সাধু স্পর্শমণিসদৃশ। সাধুর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইলে নিতান্ত অধমও ভক্তিযাজনের অধিকারী হইতে পারে। ব্যাধই ইহার প্রমাণ।

মহৎসেবা হইতেই শ্রবণযোগ্যতালাভ

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ 'ভাবার্থদীপিকা' (শ্রীভা: ৯ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়) টীকার স্বকৃত্ ৪র্থ শ্লোকে লিখিয়াছেন—"সদ্ধর্মশুদ্ধসত্ত্বানামন্তরঙ্গেশসৎকথা" অর্থাৎ সদ্ধর্মাচরণের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের কথা অন্তরে প্রবেশ করে। 'সদ্ধর্মাচরণ' অর্থ শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ-কামনায় বর্ণাশ্রমধর্ম পালন। এখানে শ্রীস্বামিপাদ শ্রীভগবানের কথা শ্রবণের পূর্বে তাঁহার প্রীত্যর্থে বর্ণাশ্রমধর্মপালন বা কর্মার্পণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। মহতের পূর্বাঙ্গরূপা পরিচর্যা এই কর্মার্পণেরই অন্তর্গত।

এসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদের উক্তি—"তদেবং মহদাদিসেবা দর্শিতা। অস্যাশ্চ শ্রবণাদিতঃ পূর্বত্বম্—(ভা: ৫।৫।২) 'মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্গিসঙ্গম্' ইত্যুক্তেঃ। তেভ্যো মহদ্ভ্যস্ত্বন্যদপি কিমপি পরমমঙ্গলায়নং জায়তে; যথা (শ্রীভা: ১১।২৬।২৮-৩১)—

"তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্॥
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥
ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥
যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥"

(শ্রীভ: স: ২৪৭ অনু:)

এইরূপে মহৎ প্রভৃতির সেবার কথা বলা হইল। শ্রবণাদির পূর্বেই এই মহৎসেবার ব্যবস্থা। কারণ মহৎসেবাই সংসারমুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই মহদ্ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অন্য পরম মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে; যথা—"হে মহাভাগ! সেই মহাভাগগণের মধ্যে সর্বদা আমার কথা আলোচিত হয় এবং সেইসকল কথা-শ্রবণকারী ব্যক্তিদিগের পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা আমার প্রতি আসক্ত ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আগ্রহসহকারে সেইসকল কথা শ্রবণ, কীর্তন ও অনুমোদন করেন, তাঁহারা আমাতে ভক্তি লাভ করেন। আমি অনন্তগুণশালী ও চিৎসুখস্বরূপ পরব্রহ্ম। আমাতে ভক্তি লাভ হইলে সেই সাধুব্যক্তিগণের আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। ভগবান্ অগ্নিদেবকে আশ্রয় করিলে যেরূপ পুরুষের শীত, ভয় ও অন্ধকার দূর হয়, সেইরূপ সাধুগণের সেবা করিলে কর্মজড়তারূপ শৈত্য, সংসারভয় ও সংসারভয়ের মূল কারণ অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়।

"নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥" (শ্রীভা: ১।২।১৮)

সর্বক্ষণ বৈষ্ণবের পরিচর্যা ও ভাগবতশ্রবণকীর্তন করিতে করিতে অমঙ্গল অর্থাৎ বিষয়বাসনা নষ্টপ্রায় হইলে উত্তমশ্লোক (যাঁহার যশ সর্বোত্তম) শ্রীকৃষ্ণে মানবের অচলা ও বিক্ষেপরহিতা ভক্তির উদয় হয়।

শ্রীল জীবপাদ ও শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের উপরোক্ত বচন হইতে জানা যায় যে বর্ণাশ্রমধর্মে ব্যবস্থিত ভাগবতধর্মের প্রথম সোপানরূপ কর্মার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতধর্মের পূর্বাঙ্গরূপা মহৎপরিচর্যার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে মহতের প্রসঙ্গরূপা সেবার অর্থাৎ বাণীশ্রবণের যোগ্যতা লাভ হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামীর নিকট 'জীবগণের সর্বশাস্ত্রসার ঐকান্তিক মঙ্গল কী ?'—এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে শ্রীসূতগোস্বামী প্রভু বলিয়াছিলেন—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥" (শ্রীভা: ১।২।৬)

অর্থাৎ যাহা হইতে অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী (অন্য ফলপ্রাপ্তির অনুসন্ধানরহিতা) ও অপ্রতিহতা (যাহার অন্তরায় করা যায় না) ভক্তির উদয় হয়, তাহাই জীবগণের সর্বোত্তম ধর্ম। এই ভক্তির দ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। এখানে ভক্তি বলিতে শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণাদিতে রুচিকেই বুঝাইতেছে বলিয়া শ্রীভক্তিসন্দর্ভের তৃতীয় অনুচ্ছেদে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন। অতএব শ্রীভগবানের সন্তোষার্থ তাঁহাতে সমর্পিত কর্মে বা কর্মার্পণরূপ প্রাথমিক ভাগবতধর্মে শুদ্ধভক্তির পূর্বাঙ্গরূপ সাধুসঙ্গকেই পরধর্ম বলা হইয়াছে। কারণ সেই সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রীভগবানের কথা শ্রবণাদিতে রুচিলক্ষণা ভক্তির উদয়ারম্ভ হইয়া থাকে।

এখানে ভক্তিলাভবিষয়ে মহৎসঙ্গেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। মহতের পরিচর্যা করিলে শ্রবণযোগ্যতা লাভ হয়। শ্রবণ করিলে কীর্তনযোগ্যতা লাভ হয়। মহৎসেবার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে মহৎমুখনিঃসৃত বাণী হৃদয়ে ধারণ করা সম্ভব হয়। মহদ্‌বাণী হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেই ইহা (উক্ত বাণী) শ্রবণকারীকে ভক্তিযাজনে প্রবৃত্ত করাইবে।

সাধুসঙ্গের প্রভাব

সাধুসঙ্গের প্রভাব বিষয়ে শ্রীব্রহ্মার উক্তি—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥"
(শ্রীভা: ১০।১৪।৩)

হে অজিত! যাঁহারা তোমার স্বরূপ বা ঐশ্বর্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য বিন্দুমাত্রও চেষ্টা না করিয়া কেবল সাধুসঙ্গে অবস্থানপূর্বক সাধুগণের শ্রীমুখোচ্চারিত এবং শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট তোমার রূপগুণাদি কথার কিম্বা তোমার ভক্তগণের চরিত-কথার কায়মনোবাক্যে সৎকারপূর্বক জীবনধারণ করেন, এই ত্রিলোকের মধ্যে তুমি অন্যের দ্বারা অজিত হইলেও তাঁহাদের দ্বারাই জিত হইয়া থাক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এখানে অজিত (ভগবান্) সাধু-মুখনিঃসৃত বাণীর সৎকারকারী ব্যক্তির বশীভূত হইয়া যাওয়ার কথা বলা হইল। সাধু কাহারা ? যাঁহারা ভগবদ্গতপ্রাণ হওয়ায় প্রায়শঃ শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণাদি কথা বা ভক্তগণের কথা সর্বদা কীর্তন করেন, তাঁহারাই সাধু। এইরূপ সাধুগণের সঙ্গে অবস্থান করিলে, চেষ্টা না থাকিলেও তাঁহাদের কীর্তিত অনুভবসিদ্ধ বাণী আপনা হইতেই শ্রুতিগোচর হইবে। সেই বাণী শ্রবণের সময় তাঁহাদের নিকট যুক্তকরে অবস্থান, বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের কীর্তিত বাণীর প্রশংসা বা অনুমোদন এবং মনের দ্বারা তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন ইত্যাদি ক্রিয়াকে **কায়মনোবাক্যে সৎকার** বলা হয়। এইরূপ মহৎকীর্তিত বাণীকে কায়মনোবাক্যে সৎকার করিয়া যাঁহারা জীবন ধারণ করেন অর্থাৎ সারাজীবন এতদ্ব্যতীত আর কিছুই করেন না, তাঁহাদের চিত্তেই ভক্তির উদ্রেক হয়। সেই ভক্তির বশীভূত হইয়া শ্রীভগবান্ শ্রোতার চিত্তে অবস্থান করেন। রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ নিজলাভপূর্ণ, পরিপূর্ণতম স্বরূপ হইয়াও ভক্তকে কৃতার্থ করিবার জন্য ভক্তের প্রীতিরসের কাঙ্গাল। এই প্রীতিরসের লোভে তিনি আপনা হইতেই ভক্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। পরিশেষে সর্বশক্তিমান্ কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থঃ অজিত ভগবান্ নিজেকে অসহায় মনে করিয়া বলেন—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥" (শ্রীভা: ৯।৪।৬৩)

শ্রীভগবান্ দুর্বাসাকে বলিতেছেন—হে দ্বিজ ! আমি ভক্তের অধীন। অতএব সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তের নিকট আমার প্রায় স্বাতন্ত্র্য নাই। মুক্তিপর্যন্ত বাসনারহিত ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছেন। ভক্তের কথা কি বা বলিব, তাঁহার প্রিয়জনগণও আমার প্রিয়।

এখানে শ্রীভগবান্ নিজেকে ভক্তের পরাধীন বলিয়া মনে করিতেছেন এবং ভক্ত তাঁহার হৃদয়কে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া অভিমান করিতেছেন। ধন্য ভক্তবৎসল ভগবান্ ! ভক্তের ভক্তিরস আস্বাদন করিতে গিয়া তুমি নিজেকে কত হীন জ্ঞান না করিতেছ! আশ্রিতকে দয়া করিতে গিয়া নিজেকে তাহার আশ্রিত মনে করিবার দ্বারা তোমার কি মহনীয়তা প্রকাশ না পাইতেছে ! অম্বুধি যেরূপ শুক্তিকার নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া দেয়, তোমার এই দয়াও সেইরূপ। সুতরাং তুমি হীনার্থাধিকসাধক অর্থাৎ যে হীন, তাহার অর্থ(প্রয়োজন) তুমি অধিকরূপে সাধন কর। সাধুর মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিলে তাঁহার কৃপায়ই শ্রীভগবানের এই 'হীনার্থাধিকসাধকত্ব' গুণ উপলব্ধির বিষয় হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহা হইতে জানা যায় যে সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তিলাভের একমাত্র উপায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৪৮)

অর্থাৎ সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তিলাভের মূল এবং কৃষ্ণভক্তিলাভ পরেও সাধুসঙ্গ অপরিহার্য।

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"

(শ্রীভ: স: ২৬৯ অনু: ধৃত পদ্মপুরাণবচন)

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে নারদ ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না কিম্বা যোগিগণের হৃদয়েও থাকি না। আমার ভক্তগণ যেস্থানে আমার গুণ গান করেন, আমি সেই স্থানেই অবস্থান করি।

শ্রীভগবানের উপরোক্ত উক্তি হইতে জানা যায় যে তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে আর কোথায়ও যাওয়ার আবশ্যকতা নাই। ভক্তগণের নিকট গেলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে; কারণ তিনি ভক্তহৃদয়ে বাঁধা হইয়াই থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ-নিবর্তন ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২৩।৫-৮)

ভাগ্যক্রমে অর্থাৎ পূর্বজন্মের সাধুসংসর্গজনিত সংস্কারক্রমে জীবের ভক্তি করিতে শ্রদ্ধা হয় এবং এই শ্রদ্ধার ফলে ভক্তিকথাকীর্তনকারী সাধুর সঙ্গলাভের জন্য তাহার আগ্রহ বাড়ে। সাধু সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবাচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। সুতরাং তাঁহার নিকট যে যায়, তিনি তাহাকে শ্রীভগবানের সেই সেবাকথাই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপদেশ দিয়া থাকেন। সাধুর উপদেশ এবং তাঁহার আচরণ দেখিয়া জীবের ক্রমশঃ ভক্তির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি হয়। এইরূপে জীব নিরন্তর সাধুমুখে শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ এবং তাঁহার কৃপায় শ্রীভগবানের সেবালিপ্সা হৃদয়ে ধারণপূর্বক ভক্তি যাজন করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার ভক্তিপ্রতিকূল অনর্থ দূর হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার রজোগুণ ও তমোগুণ সর্বতোভাবে দূর হইয়া যায়। অনর্থ দূর হইলে সে বিক্ষেপরহিত হইয়া সতত নিষ্ঠার সহিত সাধন করে ও তাহাতে আনন্দ পায়। এইরূপ নিষ্ঠার সহিত ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভক্ত্যঙ্গে রুচি অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্বক অভিলাষ জন্মে। রুচির পরে আসক্তি জন্মে। আসক্তিতে ভজনেতে যে অভিলাষ তাহা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। তখন আর বিচার করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। আসক্তি হইলে শ্রবণ-কীর্তনে এমন আনন্দ পাওয়া যায় যে, তাহা আর ত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আসক্তি গাঢ় হইলে ভাব বা রতিতে পরিণত হয়। তখন তাহার চিত্তের ভাব নিম্নপ্রকারে হয়—

"ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্॥"

(শ্রীভ: র: সি: ২।১।৭-১০)

ভক্ত্যনুষ্ঠানের ফলে যাঁহাদের ভোগমোক্ষবাসনারূপ দোষ বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং চিত্ত প্রসন্ন (শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্য) ও উজ্জ্বল (তজ্জন্য সর্বজ্ঞানসম্পন্ন) হইয়াছে, যাঁহারা ভগবৎসম্বন্ধী বিষয়ে অনুরক্ত, রসজ্ঞ ভক্তগণের প্রতি আসক্তি হেতু যাঁহারা আনন্দিত, শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের ভক্তিরূপ সুখসম্পত্তি যাঁহাদের জীবনসর্বস্ব এবং যাঁহারা প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, সেই ভক্তগণের হৃদয়ে বিরাজমানা তথা প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কারের দ্বারা উজ্জ্বলা, (হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ বলিয়া স্বতঃই) আনন্দরূপা রতি অনুভবমার্গে প্রবিষ্ট কৃষ্ণপ্রমুখ বিভাবাদি সহ আস্বাদ্য হইয়া প্রৌঢ় আনন্দচমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল রূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উপরোক্ত শ্লোকে মহৎকৃপাপুষ্ট সাধনের ফলে জীবের চিত্ত যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্‌বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছেন। অনর্থনিবৃত্তির পর (১) ভগবৎসম্বন্ধী বিষয়ের প্রতি অনুরক্তি—শ্রীভগবানের নামরূপগুণলীলা-শ্রবণকীর্তন ও তাঁহার পরিচর্যার প্রতি গাঢ় আসক্তি; (২) রসিকাসঙ্গরঙ্গিত্ব—ভক্তিরসের আস্বাদককে রসিক বলা হয়। রস মুখ্যতঃ চারিপ্রকার; যথা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ইহা হইতে যে রসের রসিক ভক্তের কৃপা হইয়া থাকে, অনর্থনিবৃত্তির পর সেই রসের রসিক ভক্তের সঙ্গজনিত আনন্দানুভূতি; (৩) শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মের ভক্তিসুখ জীবনসর্বস্ব বলিয়া অনুভূতি; (৪) প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহের প্রতি অনুরক্তি—প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনসম্পর্কে শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে—"তদ্ধি তত্তদ্‌ব্রজক্রীড়াধ্যান-গানপ্রধানয়া। ভক্ত্যা সম্পদ্যতে প্রেষ্ঠ-নাম-সংকীর্তনোজ্জ্বলম্ ॥ (২।৫।২১৮)"—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী স্বয়ং লিখিলেন—"তাসাং তাসাং ব্রজক্রীড়ানাং ভগবদ্‌গোকুললীলানাং ধ্যানং চিন্তনং গানং সংকীর্তনং তে প্রধানে মুখ্যে যস্যাস্তয়া ভক্ত্যা নবপ্রকারয়া প্রেম সম্পদ্যতে সুসিধ্যতি। তত্রৈব বিশেষমেবমাহ—প্রেষ্ঠস্য নিজেষ্টতমদেবস্য, প্রেষ্ঠানাং বা নিজপ্রিয়তমানাং ভগবন্নাম্নাং সংকীর্তনেন উজ্জ্বলং প্রকাশমানং শুদ্ধং বা। গানেত্যুক্ত্যা নামসংকীর্তনে প্রাপ্তেঽপি নিজপ্রিয়তম-নামসংকীর্তনস্য প্রেমান্তরঙ্গতরসাধনত্বেন পুনর্বিশেষেণ নির্দেশঃ।"

উক্ত টীকার মর্ম এই যে, যে ভজনাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার চিন্তা বা সংকীর্তনই মুখ্যভাবে বিদ্যমান, তাহাই প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন। তাহার আবার বিশেষত্ব এই যে, স্বীয় ইষ্টদেবের নামসমূহ হইতে যেসব নাম নিজের অত্যন্ত প্রিয় (বাৎসল্যরস-সাধকের শ্রীনন্দনন্দন, শ্রীনবনীততস্কর ইত্যাদি এবং মধুররস-সাধকের শ্রীরাধারমণ, শ্রীগোপীজনবল্লভ ও শ্রীরাসরসিক ইত্যাদি) সেইসকল নামের কীর্তন প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন।

এইপ্রকার সাধনফলে সাধকের হৃদয়ে রতির আবির্ভাব হয়। রতি ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। প্রেমরসাপ্লুত হৃদয়ে ভক্ত নিত্যকাল শ্রীভগবানের সেবাসুখে নিমগ্ন থাকে। ভ্রমর যেরূপ পদ্মমধু পান করিতে করিতে পদ্ম মুদ্রিত হইয়া গেলেও মধুপানের লোভে তাহা হইতে নির্গমনের চেষ্টা না করিয়া তাহাতেই বন্দী হইয়া যায়, শ্রীভগবানও সেইরূপ ভক্তহৃদয়পদ্মের প্রেমমধু আস্বাদন করিতে করিতে আর তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহাতেই নিত্যকাল বন্দী হইয়া অবস্থান করেন। প্রেমরসে পরিপ্লুত ভক্ত ও প্রেমরসপিপাসু শ্রীভগবানের এইরূপ যে একীভূত অবস্থা, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। এই একীভূত অবস্থালাভই মহৎকৃপার মহনীয় ফল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধুর শ্রেণীবিভাগ

'সৎ' বা 'সাধু' শব্দ একটি সাধারণ ও ব্যাপক পরিভাষা। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত সকলেই তাহাদের স্ব-স্ব ধারণানুযায়ী সাধুর স্বরূপ নিরূপণ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাহারা সকলে সাধারণভাবে 'সাধু'পদবাচ্য হইলেও তাহাদের মধ্যে তারতম্য আছে। আবার 'সৎ' বা 'সাধু' হইতে 'মহৎ' বা 'ভক্তের' বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া সাধুর স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

সাধু কে ?

সাধুসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ১৮৬তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন—"সন্তস্তৎসম্মুখা এবাত্র গৃহ্যন্তে, ন তু বৈদিকাচারমাত্রপরাঃ, অনুপযোগিত্বাৎ।" অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীবাসুদেবের প্রতি উন্মুখ তাঁহারাই 'সৎ' বা 'সাধু'-পদবাচ্য। যে কাম্যকর্ম সংসারবন্ধনের কারণস্বরূপ উক্ত কর্মের অনুষ্ঠাতা ফলকামী বৈদিকাচারপরায়ণ পুরুষগণকে এস্থানে সৎ বা সাধুরূপে গ্রহণ করা হয় নাই। কারণ তাহারা শ্রীবাসুদেবের প্রতি উন্মুখ হইবার অনুপযোগী।

সৎ ও মহৎ

শ্রীল জীবপাদের উক্তি অনুসারে যাঁহারা সাধক তাঁহাদিগকে 'সৎ' ও যাঁহারা সিদ্ধ তাঁহাদিগকে 'মহৎ' বলা হয়। এই সৎ ও মহৎ দুইপ্রকার। যথা—জ্ঞানমার্গের সাধকগণকে 'জ্ঞানিসৎ' ও সিদ্ধকে 'জ্ঞানিমহৎ' বলা হয় আর সেইরূপ ভক্তিমার্গের সাধকগণকে 'ভক্তসৎ' ও সিদ্ধগণকে 'ভক্তমহৎ' বলা হয়।

জ্ঞানিমহৎ ও ভক্তমহৎ—এ উভয়ের মহত্ত্ব স্বীকার করা হইলেও এ উভয়ে সমান নহেন। জ্ঞানমার্গে যিনি ব্রহ্মানুভবী তিনি 'মহৎ' আর ভক্তিমার্গে যিনি ভগবৎপ্রেমী, তিনিও মহৎ। উভয়ে মুক্তপুরুষ সত্য; কিন্তু জ্ঞানিমহৎ বা মহাজ্ঞানী হইতে ভক্তমহৎ বা মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ। এসম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতের (৬।১৪।৫) শ্লোক আলোচ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

অর্থাৎ হে মহামুনে! কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যে শ্রীনারায়ণপরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ। অতএব জ্ঞানিসিদ্ধ হইতে ভক্তসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানিসিদ্ধের নিজের শরীর সম্বন্ধে অনুভূতি নাই। তিনি সর্বদা ব্রহ্মসুখে মগ্ন। ভক্তসিদ্ধেরও একমাত্র শ্রীবাসুদেবের প্রতি প্রেমই পরমপুরুষার্থ। সেইজন্য বিষয়বার্তানিষ্ঠ ব্যক্তিগণের প্রতি এবং স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধুবর্গযুক্ত গৃহের প্রতি তিনি প্রীতিযুক্ত নহেন। কেবলমাত্র শ্রীভগবদ্ভজনের অনুকূল দেহধারণনিমিত্ত যেপরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থই তিনি স্বীকার করেন।

জ্ঞানিসৎ ও জ্ঞানিমহৎ

যাঁহারা শ্রীভগবানের উপাসনা করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মালোকে লীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞানিসৎ বা জ্ঞানিসাধক বলা যায়। তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) এক শ্রেণীর সাধক পরব্রহ্মের সাকার স্বরূপকে স্বীকার করেন এবং সেই সাকার স্বরূপকে সচ্চিদানন্দময় মনে করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তি করেন ও নির্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য কামনা করেন। পরব্রহ্মের স্বরূপশক্তির কৃপায় তাঁহারা তাঁহাদের ঈপ্সিত ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপসংপ্রাপ্ত ও সর্বভূতে সমবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা হইতে দূরে থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তিও লাভ করিয়া থাকেন।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

(শ্রীগী: ১৮।৫৪)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই শ্লোকই তাহার প্রমাণ। এইপ্রকার সাধককে 'জ্ঞানিসৎ' বলা হয়। ইহারা সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া 'জ্ঞানিমহৎ' হন এবং পরিশেষে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন।

(২) আর এক শ্রেণীর সাধক পরব্রহ্মের সাকার স্বরূপকে আদৌ স্বীকার না করিয়া নির্বিশেষ স্বরূপের উপাসনা করেন। ইঁহাদের সাধন বৃথা শ্রম মাত্র। কারণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম নিঃশক্তিক হওয়ায় তাঁহাতে কৃপাশক্তির অভিব্যক্তি নাই। সুতরাং এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে কৃপালাভের আশা বৃথা। সুতরাং এই শ্রেণীর সাধক স্বীয় ঈপ্সিত ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তি পাইতে পারেন না। ইহাঁদিগকে 'মায়াবাদী' বলা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৩) এই শ্রেণীর সাধক পরব্রহ্মের সাকার স্বরূপ স্বীকার করিলেও সেই সাকার স্বরূপকে মায়িক বলিয়া মনে করেন। ভক্তিসাধন ব্যতীত মুক্তিলাভ অসম্ভব—শাস্ত্রাদি হইতে এই কথা জানিয়া ইহাঁরা মুক্তিলাভের আশায় স্বকল্পিত মায়িক সাকার স্বরূপের প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের সাকার স্বরূপের প্রতি যে ভক্তি করা যায় তাহা নির্গুণা। কিন্তু সগুণ স্বরূপের প্রতি যে ভক্তি করা যায়, তাহা নির্গুণা না হইলেও বহুকাল পর্যন্ত উক্ত ভক্তির সাহায্যে তপঃ, শম, দম আদি অনুষ্ঠানের ফলে সাধক রজস্তমোগুণ হইতে মুক্তি লাভ করে। ইহাকে অবিদ্যামুক্তি বলা যায়। ইহা আংশিক মুক্তিমাত্র। এই অবিদ্যামুক্তির দ্বারা মায়ার হাত হইতে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। কারণ ইহার পরেও সত্ত্বগুণ থাকিয়া যায়। এই সত্ত্বগুণের দ্বারা অনেকাংশে অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া প্রাকৃত আনন্দ অনুভূত হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত আনন্দ বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। কারণ শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাসরূপী ভক্তি নির্গুণা। সেই নির্গুণা ভক্তি ব্যতীত সত্ত্বগুণ হইতে মুক্তিলাভ বা বিদ্যামুক্তি লাভ অসম্ভব। এই অবস্থায় সাধক এই সত্ত্বগুণ হইতে যে প্রাকৃত আনন্দ পায়, তাহাকেই ব্রহ্মানন্দ বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা করে এবং নিজেকে জীবন্মুক্ত বলিয়া মনে করে। বাস্তবিক সে জীবন্মুক্ত নহে। সে সগুণা ভক্তির সাহায্যে গুণাতীত হইতে পারে না বলিয়া তাহার এইরূপ জীবন্মুক্তত্বের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। এসম্পর্কে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"জ্ঞানী জীবন্মুক্তিদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।২০)

শ্রীমদ্ভাগবতেও এসম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

(শ্রীভা: ১০।২।৩২)

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া দেবতাগণ বলিতেছেন—হে কমললোচন! যাহারা তোমার প্রতি বিমুখ, তোমাতে ভক্তির অভাববশতঃ তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বিমুক্ত না হইলেও তাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া মনে করে। তাহারা অতি কষ্টে বিষয়সুখ পরিত্যাগপূর্বক কঠোর তপস্যাদিদ্বারা মোক্ষসন্নিহিত সৎকুলাদি প্রাপ্ত হইয়াও তোমার চরণের প্রতি অনাদরবশতঃ সেই সৎকুলাদি হইতে অধঃপতিত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপরোক্ত বিশ্লেষণ হইতে জানা যায় যে উক্ত তিনশ্রেণীর সাধকদের মধ্য হইতে কেবল প্রথমশ্রেণীর সাধকই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া জ্ঞানিসিদ্ধ হইয়া থাকেন। অন্য দুইশ্রেণীর সাধক সাধন হইতে ভ্রষ্ট হয়।

শ্রীচতুঃসন প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জ্ঞানিসিদ্ধ বা জ্ঞানিমহৎ। শ্রীশুকদেব পূর্বে আত্মারাম জ্ঞানী ছিলেন এবং পরে মধুররস পর্যন্ত আস্বাদন করিয়াছিলেন। দুর্বাসা জ্ঞানিভক্ত। জ্ঞানী শান্তরস পর্যন্ত অনুভব করে। জ্ঞানিমহৎকে মহাজ্ঞানীও বলা হয়। জ্ঞানিসিদ্ধের নিজ শরীরের সম্পর্কে অনুভূতি থাকে না। তিনি সর্বদা ব্রহ্মসুখে মগ্ন থাকেন। তিনি সমদর্শী, প্রশান্ত, অক্রোধ ও সকলের সুহৃৎ।

ভক্তসৎ

যে অন্য দেবদেবীর উপাসনা না করিয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করে, তাহাকেই 'সৎ' বলা যায়। এই ভক্তসৎ তিনপ্রকার—(১) সৎ, (২) সত্তর ও (৩) সত্তম। ইঁহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।

সৎ—শ্রীবিষ্ণুকেই একমাত্র ভগবান্ বা পরতত্ত্ব বলিয়া জানেন। ইঁহাতে পাপকার্য দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ইঁহার পাপপ্রবৃত্তি নাই। এজন্য ইনি সঙ্গযোগ্য নহেন।

সত্তর—ইনি শ্রীবিষ্ণুকেই পরতত্ত্ব বলিয়া জানেন এবং বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করেন; বর্ণাশ্রম-নিষিদ্ধ পাপকার্য করেন না। ইনি সঙ্গযোগ্য। "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥" (শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৩।৮।৮)—পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণু বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মের আচারযুক্ত পুরুষ-কর্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন সাধন নাই। এই শ্লোকটি সত্তর সাধকে প্রযোজ্য।

সত্তম—শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্ন শ্লোকে ইঁহার লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥"
(শ্রীভা: ১১।১১।৩২)

যিনি বেদরূপে আমার দ্বারা আদিষ্ট হইলেও সমস্ত স্বধর্ম এবং গুণ ও দোষসমূহ জানিয়াও অর্থাৎ ধর্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি গুণ ও তদকরণে দোষসমূহের কথা অবগত হইয়াও আমার ভক্তিদ্বারাই সর্বার্থসিদ্ধি হইবে, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সমস্ত তাৎকালিক স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক আমার সেবা করেন, তিনিই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সত্তম বা সাধুশ্রেষ্ঠ। ভগবদ্ভক্তিলাভের ব্যাঘাতকারক জানিয়া তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের স্পৃহা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ ***" (১১।১১।২৯-৩১) ইত্যাদি ছাবিশটি গুণ তাঁহাতে দৃষ্ট হয়।

এই সত্তম আবার অবরসত্তম, মধ্যমসত্তম ও পরমসত্তম ভেদে তিনপ্রকার। যাঁহাতে উপর্যুক্ত ২৬টি গুণ ও শ্রীকৃষ্ণৈকশরণতা আছে তিনি অবরসত্তম। যাঁহাতে উক্ত ২৬টি গুণ আছে এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তিদ্বারাই সর্বার্থসিদ্ধি হইবে, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়তানিবন্ধন বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজনের প্রয়াসী, তিনি মধ্যমসত্তম। আর যাঁহার উক্ত ২৬টি লক্ষণ থাকুক আর নাই থাকুক, যিনি শ্রীকৃষ্ণৈকশরণ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানস্পৃহা পরিত্যাগপূর্বক অনন্যভক্তি যাজন করিতেছেন, তিনি পরমসত্তম। অবরসত্তম ও মধ্যমসত্তমের অনন্যভক্তির কিছু ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু পরমসত্তমের অনন্যভক্তির কোন ত্রুটি নাই। ইঁহারা বিধিমার্গের সাধক।

যিনি রাগানুগা ভক্তির সাধক, তিনি ভক্ততম। সত্তম অপেক্ষাও ভক্ততম সাধক শ্রেষ্ঠ। মহিমা জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক, যিনি লোভবশতঃ শ্রীব্রজবাসীর অনুসরণ করেন তিনি সত্তম হইতেও শ্রেষ্ঠ ভক্ততম। শ্রীকৃষ্ণের কিম্বা কোন রাগমার্গীয় মহতের কৃপাই এই লোভের একমাত্র কারণ। ইহার অন্য কোন কারণ নাই।

এসম্পর্কে শ্রীরূপপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—

"কৃষ্ণতদ্ভক্তকারুণ্যমাত্রলাভৈকহেতুকা।
পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।৩০৯)

শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তের করুণামাত্রলাভই রাগমার্গে প্রবৃত্তির একমাত্র কারণ। কেহ কেহ (শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়) এই রাগানুগা মার্গকে পুষ্টিমার্গও বলিয়া থাকেন।

শ্রদ্ধাভিত্তিতে বৈধী ভক্তির অধিকার নির্ণয়

যে অন্য দেবদেবীর উপাসনায় শ্রদ্ধাযুক্ত না হইয়া পূর্বজন্মের আকস্মিক মহৎকৃপাজনিত সংস্কার হইতে কেবল শ্রীবিষ্ণুর উপাসনায় শ্রদ্ধাযুক্ত, সে ভক্তিযাজনের অধিকারী। এইজন্য তাহাকে 'ভাগবত' বলা হয়। 'ভাগবত' শব্দের অর্থ ভক্ত। সে ভক্তিযাজনের সর্বনিম্ন সোপানে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাকে **'কনিষ্ঠ-ভাগবত'** আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৩৮)

শ্রদ্ধার গাঢ়তার তারতম্য অনুসারে এই কনিষ্ঠভাগবতের ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। যথা— (১) কনিষ্ঠ (২) মধ্যম (৩) উত্তম।

কনিষ্ঠাধিকারী বা কনিষ্ঠশ্রেণীর কনিষ্ঠভাগবত

ইঁহার শ্রীবিষ্ণুর উপাসনায় শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার উদয়ের আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। ইঁহার প্রতি মহৎ কৃপাসত্ত্বেও জন্মজন্মান্তরের অপরাধের মাত্রা অধিক থাকায় মহৎকৃপাবরণের যোগ্যতার একান্ত অভাব। তজ্জন্য মহৎকৃপাজনিত শ্রদ্ধা ইঁহার অতি কোমলা। অন্যের প্রতিকূল যুক্তিতে এই শ্রদ্ধা বিচলিত হইয়া যাইতেও পারে।

ইঁহার সম্বন্ধে শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন—যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে।" (শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৯) অর্থাৎ যাহার কোমলশ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠপদবাচ্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"যাহার কোমলশ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৪১)

অর্থাৎ ইঁহার শ্রদ্ধা অতি কোমল। অন্যের প্রতিকূল যুক্তিতে এই শ্রদ্ধা বিচলিত হইয়া যাইতে পারে। ইনি কনিষ্ঠাধিকারী। নিরপরাধ হইয়া মহৎসঙ্গে ভক্তিযাজন করিতে করিতে মহতের কৃপায় ইনি ক্রমশঃ উত্তম অধিকারী হইতে পারিবেন।

ইঁহার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে(১১।২।৪৭) বর্ণিত হইয়াছে—

"অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥"

হৃদয়ে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার প্রভাব বিশেষ না থাকায় ইনি ইঁহার পূর্ব সংস্কারজনিত লৌকিকী শ্রদ্ধাদ্বারা চালিত হইয়াই অর্চার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর অর্চন করেন। কিন্তু ভক্তকে আদর করেন না কিম্বা সেই বিষ্ণু অন্তর্যামিরূপে সর্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এই বিচারে সর্ব জীবকে সন্মানও করেন না। ইনি প্রাকৃত ভক্ত অর্থাৎ ইঁহার ভক্তিপ্রকৃতি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। শ্রদ্ধাকে ভিত্তি করিয়াই ইঁহাকে কনিষ্ঠাধিকারী অর্থাৎ কনিষ্ঠ সোপানাশ্রিত কনিষ্ঠ ভাগবত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইঁহার পাপ দেখা যাইতে পারে কিন্তু পাপপ্রবৃত্তি নাই। ইনি সঙ্গযোগ্য নহেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধ্যমাধিকারী বা মধ্যমশ্রেণীর কনিষ্ঠভাগবত

ইহাঁর শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অল্প পরিমাণে হইয়াছে, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি কিঞ্চিৎ আদরও জন্মিয়াছে। ইনি শ্রীবিষ্ণুর অর্চনে ঈষৎ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত। মহৎকৃপাজনিত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা ইঁহার কিঞ্চিৎ হইলেও হৃদয় অপরাধনির্মুক্ত না হওয়ায় ইনি সম্পূর্ণরূপে মহৎকৃপাবরণের যোগ্য হন নাই। এজন্য মহৎকৃপাজনিত শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা ইঁহার দৃঢ় হয় নাই। ইনি শ্রীবিষ্ণুর যে অর্চনে প্রবৃত্ত হন তাহাতেও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অপেক্ষা লৌকিকী শ্রদ্ধার প্রভাবই অধিক থাকে। নিজেকে মহৎকৃপাবরণের যোগ্য করিবার নিমিত্ত নিষ্কপটভাবে আর্তিযুক্ত হইয়া সাধুসঙ্গে অবস্থানপূর্বক ভক্তির সাধন করিলে মহৎকৃপায় ক্রমশঃ হৃদয় অপরাধমুক্ত হইয়া শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা দৃঢ়া হইবে।

ইঁহার সম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যমাধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৪০)

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ইঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।" (শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৮)

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রাদিতে নিপুণ (দৃঢ়) নহেন, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ যাঁহার ভক্তিবিষয়ে কনিষ্ঠাধিকারী অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনি মধ্যমশ্রেণীর কনিষ্ঠ ভাগবত বা মধ্যমাধিকারী। ভক্তিযাজনে ইহাঁর অধিকার মধ্যম।

উত্তমাধিকারী বা উত্তমশ্রেণীর কনিষ্ঠভাগবত

ইনি শ্রীবিষ্ণুর অর্চনে সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত; নিজের ভরণ-পোষণের প্রতি উদাসীন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে ইঁহার রতির উদয় হয় নাই। ইঁহার শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি আদর জন্মিয়াছে এবং শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে সর্ব জীবহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এই বিচারে সর্ব জীবের প্রতি আদর প্রবৃত্তিও জাত হইয়াছে। ইঁহার সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তরয়ে সংসার॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৩৯)

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ, কোন প্রতিকূল যুক্তিতে বিচলিত না হইয়া যিনি নিজমতে দৃঢ় থাকিতে পারেন এবং শ্রীবিষ্ণুভক্তির প্রতি যাঁহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৃঢ়শ্রদ্ধা জাত হইয়াছে, তিনি ভক্তিযাজনের উত্তম অধিকারী। তিনি সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবার যোগ্য।

ইঁহার সম্পর্কে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন (শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৭)—

"শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥"

যিনি শাস্ত্রে ও যুক্তিতে সর্বভাবে নিপুণ, যাঁহার নিশ্চয় (বিশ্বাস) ও শ্রদ্ধা সুদৃঢ়, তিনি ভক্তিযাজনে উত্তম অধিকারী।

'প্রৌঢ়শ্রদ্ধা'র অর্থ সুদৃঢ়নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস। "'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৩৭) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করিলে, অন্য কোন কর্ম করিবার আবশ্যকতা নাই—এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে তিনি উত্তমশ্রেণীর কনিষ্ঠভাগবত। ইনি ভক্তিযাজনের উত্তম অধিকারী। এই ভূমিকার পর হইতে সাধকভক্তের জীবন আরম্ভ হয়। ইনি বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিয়া শরণাগতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে বদ্ধপরিকর। ঐহিক বা পারলৌকিক সুখ, এমন কি মুক্তিসুখও ইঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নশ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় ইঁহার আচরণে পরিলক্ষিত হয়।

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥"

(শ্রীভা: ৪।৩১।১৪)

অর্থাৎ বৃক্ষমূলে জলসেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি যেরূপ তৃপ্ত হয় ও ভোজন করিলে ইন্দ্রিয়াদি যেরূপ তৃপ্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলে সেইরূপ সকলেরই পূজা হইয়া থাকে।

উপরোক্ত বিশ্বাস ইঁহার দৃঢ় হইয়াছে। অবশ্য কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠ, মধ্যম-কনিষ্ঠ ও মুখ্য-কনিষ্ঠ—এই তিন শ্রেণীর সাধকের শ্রীবিষ্ণু যে একমাত্র উপাস্য, এই বিশ্বাস থাকিলেও মুখ্য-কনিষ্ঠের এই বিশ্বাস সুদৃঢ়।

অনেকে কনিষ্ঠাধিকারী, মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারীকে কনিষ্ঠ-ভাগবত, মধ্যম-ভাগবত ও উত্তম-ভাগবত মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হন। প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে অধিকারভেদ নির্ণীত হইয়াছে এবং রতি ও প্রেমের তারতম্যানুসারে ভাগবতত্ব নির্ণীত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কনিষ্ঠ সোপানাশ্রিত মধ্যম মহাভাগবত

ইনি সম্পূর্ণ শরণাগত। ইঁহার বর্ণাশ্রমাতীত অবস্থা লাভ হইয়াছে ও শ্রীকৃষ্ণে রত্যঙ্কুর জাত হইয়াছে। সর্বভূতে ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞান দৃঢ় হওয়ায় উদরভেদবুদ্ধি নাই। সকলেই আমার প্রভুর সংসারের জীব, এই উপলব্ধিতে ইনি সমস্ত প্রাণীকে আত্মীয় বুদ্ধি করেন। ইনি কেবল শ্রীহরির সেবার অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিয়া শরীরযাত্রা নির্বাহ করেন।

ইঁহার সম্বন্ধে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বর্ণনা করিয়াছেন—

"উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ২।১।২৭৬)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে যাঁহাদের রতি উদয় হইয়াছে পরন্তু সম্পূর্ণরূপে বিঘ্ন দূর হয় নাই; অথচ শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ হইয়াছে, তাঁহারা সাধকরূপে পরিকীর্তিত। বস্তুতঃ ইনিই শুদ্ধভক্তিসাধক-পর্যায়ভুক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে ইঁহাদের লক্ষণ সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"ন যস্য জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহম্ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৫১)

সৎকুল, তপস্যাদি কর্ম, বর্ণ, আশ্রম ও জাতি অভিমানে যাঁহার এই দেহে অহংভাব উদয় হয় না, কিন্তু যিনি প্রেমভক্তি-যাজনের অনুকূল ভজনের উপকরণরূপ দেহের প্রতি বীতশ্রদ্ধও হন না, তিনি শ্রীহরির প্রিয়।

"ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৫২)

যাঁহার বিত্তে স্বকীয় পরকীয় ভেদবুদ্ধি নাই এবং আত্মাতে স্বপরভেদ দর্শন নাই অর্থাৎ যিনি সর্বভূতে সমদর্শী এবং রাগাদিরহিত, তিনি মহাভাগবত। এখানে বিত্ত কেবল ধনসম্পত্তিকে না বুঝাইয়া মমতাস্পদ স্ত্রীপুত্রাদি সকলকেই বুঝাইতেছে এবং আত্মার স্বপরভেদ নিষেধদ্বারা দেহের প্রতি প্রীতি নিষিদ্ধ হইতেছে।

"গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৪৮)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যিনি এই বিশ্বকে শ্রীবিষ্ণুর মায়াকল্পিতরূপে দর্শন করিয়া এবং ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা রূপরসাদি বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াও সেবিষয়ে-দ্বেষযুক্ত বা হর্ষযুক্ত হন না, তিনি মহাভাগবত। ইহা কনিষ্ঠশ্রেণীর মধ্যম মহাভাগবতের কায়িক লক্ষণ; তিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও রাগদ্বেষহীন।

মধ্যম সোপানাশ্রিত মধ্যম মহাভাগবত

মধ্যম সোপানাশ্রিত মধ্যম মহাভাগবতের সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নমতে বর্ণিত হইয়াছে—

"দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৪৯)

শ্রীহরির স্মৃতি হেতু যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির উৎপত্তি, বিনাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা এবং শ্রমবহুল সংসারধর্মে মোহগ্রস্ত হন না, তিনি উত্তম ভাগবতরূপে কথিত হইয়া থাকেন। ইঁহার বাসনারূপ সংস্কার রহিয়াছে। পরন্তু ইনি ভজনপ্রভাবে তাহাতে বিমোহিত হন না। এইহেতু ইনি মূর্ছিতসংস্কার বা মূর্ছিতকষায় সিদ্ধভক্ত। ইঁহার নবীন প্রেমাঙ্কুর উদিত হইয়াছে এবং ইঁহার হৃদয়ে সর্বদা শ্রীহরির স্মৃতি বিরাজিত। ইনি গুরু হইবার যোগ্য।

উত্তম সোপানাশ্রিত মধ্যম মহাভাগবত

উপর্যুক্ত মূর্ছিতকষায় সিদ্ধভক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ অবস্থার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নমতে বর্ণিত হইয়াছে—

"ন কামকর্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৫০)

যাঁহার হৃদয়ে কাম, কর্ম ও বীজ অর্থাৎ বাসনার উদয় হয় না এবং শ্রীবাসুদেবই যাঁহার একমাত্র আশ্রয়, তিনি শ্রীহরির প্রিয়।

"ত্রিভুবনবিভবহেতবেহপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৫৩)

ত্রৈলোক্যরাজ্যলাভ-নিমিত্ত এক মুহূর্তের জন্যও শ্রীভগবানের পদারবিন্দ হইতে যিনি বিচলিত হন না এবং শ্রীহরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণের অন্বেষণীয় দুর্লভ ভগবৎপাদপদ্ম হইতে অন্য কিছুই সার বস্তু নাই—এই ভাবনায় যাঁহার স্মৃতি তাহা হইতে অপগত হয় না, তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৫৪)

চন্দ্র উদিত হইলে যেরূপ সূর্যতাপের প্রভাব থাকে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মহাবিক্রমশালী শ্রীচরণযুগলস্থ অঙ্গুলিনখমণিসমূহের সুশীতল কিরণদ্বারা ভক্তগণের হৃদয় কামসন্তাপশূন্য হইবার পরে তাহাতে আবার উহা উদিত হইবে কিরূপে ?

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৪৬)

যিনি নিজের উপাস্য শ্রীভগবানে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হন, ভগবদ্ভক্তের প্রতি বন্ধুভাব প্রদর্শন করেন, ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞগণের প্রতি কৃপা করেন এবং নিজের প্রতি বিদ্বেষীকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম মহাভাগবত। তিনি নিজ বিদ্বেষীকে দেখিলে কখনই ক্ষুব্ধ হন না। আর শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিলেও তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না। মধ্যম মহাভাগবতের বন্ধুত্ব, কৃপা ও উপেক্ষা হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে উত্তম মহাভাগবতের ন্যায় সর্বত্র শ্রীভগবানের বা ভগবৎপ্রেমের স্ফূর্তি হয় না। এজন্যই মধ্যমত্ব স্বীকার্য।

ইঁহার প্রেমাঙ্কুর সম্পূর্ণরূপে উদ্‌গত হইয়াছে এবং বাসনারূপ সংস্কারও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। এজন্য ইঁহাকে নির্ধূতকষায় সিদ্ধভক্ত বলা হয়।

উত্তম মহাভাগবত

ইঁহারা সকলেই নির্ধূতকষায়। ইঁহাদের হৃদয়ে সর্বদা ধ্রুবানুস্মৃতিময়ী ভক্তি বিরাজমান। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ইঁহাদের ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে। আবেশ ও স্মৃতির তারতম্য অনুসারে এই শ্রেণীবিভাজন হইয়া থাকে।

ইঁহার মানস লক্ষণ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৪৫)

যিনি সমস্ত প্রাণী ও পদার্থের মধ্যে নিজের ভগবদ্ভাব দর্শন করেন অর্থাৎ সমস্ত বস্তুতে নিজ ইষ্টদেবের সত্তা অনুভব করেন এবং শ্রীভগবানে ও নিজের মধ্যে সর্বভূতের সত্তা দর্শন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উত্তম মহাভাগবতের নিজের শক্রতে এমন কি ভক্ত ও ভগবদ্‌বিদ্বেষী উভয়েতেই ইষ্টদেবের স্ফূর্তি হয়। মহাভাগবত শ্রীউদ্ধব মহারাজের পাণ্ডববিদ্বেষী ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনাদিকে বন্দনা ইহার প্রমাণ।

শ্রীব্রজগোপীগণ বনলতা ও বৃক্ষাদিকে তত্তদ্রূপে দর্শন করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতে তাঁহাদের চিত্ত এরূপ তন্ময় ছিল যে, তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণরূপে ও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুরূপেই দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজেদের শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ প্রেম, সেইরূপ প্রেম বনলতা ও তরু প্রভৃতিতেও আছে জানিয়া তাঁহাদিগকে সেইরূপভাবেই সম্ভাষণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের তন্ময়তা যে কিরূপ গাঢ় ইহা হইতে তাহা প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা হইয়া শ্রীকৃষ্ণেতে তাঁহাদের যেরূপ গাঢ় প্রেম সেইরূপ গাঢ় প্রেম বনলতা-তরুতেও আছে, ইহা অনুভব করিয়া বর্ণনা করিতেছেন—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥

(শ্রীভা: ১০।৩৫।৯)

হে সখীগণ! শ্রীকৃষ্ণ যখন গিরিতটে ভ্রমণশীলা গাভীগণকে বেণুরবের দ্বারা পৃথক পৃথক নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকিতেছিলেন, তখন পুষ্পফলযুক্ত বনলতা ও তরুগণ নিজের মধ্যে বিরাজমান শ্রীহরিকে সত্যই যেন প্রকাশিত করিতে করিতে ভারভূত বিটপ অর্থাৎ শাখার দ্বারা প্রণত হইয়া অশ্রুতুল্য মধুধারা বৃষ্টি করিতেছিল। তাহারা শ্রীবিষ্ণুকে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই ফুলফল ধারণ করিয়াছে।

নদ্যস্তদা তদুপধার্য মুকুন্দগীতমাবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারেগৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥

(শ্রীভা: ১০।২১।১৫)

চেতনের কথা দূরে থাকুক, অচেতন নদীসমূহও শ্রীকৃষ্ণের মোহনবেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া রতিপ্রার্থিনী কামিনীর ন্যায় আবর্তপ্রকাশপূর্বক ভগ্নবেগ হইতেছেন অর্থাৎ তাহাদের গতি বন্ধ হইয়া যাইতেছে আবার তরঙ্গমালারূপ শত শত বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণদ্বয়কে নিজ-আলিঙ্গনের দ্বারা স্থগিত করিতেছেন এবং পদ্মফুল উপহার দিয়া ধারণ করিতেছেন।

কি অচিন্ত্য ভাবাবেশ! ইহাকেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের চরমাবস্থা বলা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত্রিবিধ মহৎ

ভক্তিসিদ্ধ মহৎ তিন প্রকার; যথা— (১) মূর্ছিতকষায়—যাঁহার হৃদয়ের কষায় বা বাসনাসমূহ মূর্চ্ছিত বা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে; তিনি মূর্ছিতকষায়। এই অবস্থায় বাসনার লেশমাত্র থাকিতে পারে—কিন্তু ভজনপ্রভাবে অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিতে বিভোর থাকায় তিনি তাহাতে অভিভূত হন না। (২) নির্ধূতকষায়—যাঁহার কষায় বা বাসনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে তিনি নির্ধূতকষায়। তাঁহার হৃদয়ে ধ্রুবানুস্মৃতিময়ী প্রেম সতত বিদ্যমান। (৩) প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহ বা লীলাপ্রবিষ্ট। সাধনে সিদ্ধিলাভান্তে বিধিমার্গাশ্রিত সাধকের বৈকুণ্ঠে পার্ষদত্বপ্রাপ্তি ও রাগমার্গাশ্রিত সাধকের গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের লীলায় প্রবেশ।

মূর্ছিতকষায়—পূর্ব কল্পের শ্রীনারদ মূর্ছিতকষায় মহতের উদাহরণ। তিনি ভগবৎপার্ষদত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বজন্মে কোন দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা চাতুর্মাস্যব্রত উপলক্ষে বহু বেদজ্ঞ মুনি একটি স্থানে একত্রিত হইয়াছিলেন। তখন শ্রীনারদের মাতা তাঁহাদিগের সেবা করিতেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীনারদও যাইতেন এবং তথায় থাকিয়া তাঁহাদের শুশ্রূষার ও উচ্ছিষ্টভোজনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই সাধুগণের শুশ্রূষা এবং তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে প্রত্যহ শ্রীভগবৎকথা শ্রবণের ফলে ক্রমশঃ শ্রীনারদের শ্রীহরির প্রতি প্রীতির উদয় হইয়াছিল। সাধুকৃপায় তিনি গুহ্যতম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহার মাতা সর্পদংশনে মৃত্যুবরণ করেন। মাতা ব্যতীত শ্রীনারদের অন্য কেহ আত্মীয় ছিলেন না। তাই মাতার বিয়োগকে শ্রীভগবানের কৃপা বলিয়া মনে করিয়া তিনি কোন এক নির্জনস্থানে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হন। একবার তিনি হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য শ্রীবিষ্ণুর দর্শন লাভ করেন। শ্রীবিষ্ণু তাঁহাকে দর্শন দিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তখন শ্রীনারদ ব্যথিত হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ তাঁহার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে আর দর্শন না দিয়া বাক্য(আকাশবাণী)দ্বারা জানাইলেন—

"হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্॥
সকৃদ্যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্॥
সৎসেবয়াদীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি॥"

(শ্রীভা: ১।৬।২২-২৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে বৎস! তুমি এই জন্মে আর আমাকে দেখিতে পাইবে না। কারণ যাহাদের কষায় অর্থাৎ বাসনারূপ মল সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই, তাহারা সহজে আমার দর্শন পাইতে পারে না। হে নিষ্পাপ! তথাপি যে আমি তোমাকে একবার দর্শন দিলাম, ইহা কেবল আমার প্রতি তোমার অনুরাগবৃদ্ধির জন্য। কারণ আমার প্রতি অনুরাগযুক্ত হইলে সাধুগণ হৃদয়ের কষায়সমূহ ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে পারেন। অতি অল্প সময়ের জন্য হইলেও তুমি যে সাধুদিগের পরিচর্যা করিয়াছ, তদ্দ্বারাই আমার প্রতি তোমার নিশ্চলা ভক্তির উদয় হইয়াছে। অতএব তুমি এই দাসীগর্ভজাত নিন্দিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই আমার পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীনারদের দাসীগর্ভজাত দেহে একবারমাত্র যে ভগবদ্দর্শন হইল, তাহাই মূর্চ্ছিতকষায়-অবস্থার দৃষ্টান্ত। সেই জন্মে তিনি শ্রীভগবানের উপরোক্ত উপদেশ শুনিবার পর তাঁহার নামসমূহ অনুক্ষণ উচ্চারণ এবং তাঁহার রহস্যময় লীলাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে সমস্ত অভিলাষ পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এসম্পর্কে শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—

“এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামনী যথা॥
প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্মনির্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥”

(শ্রীভা: ১।৬।২৮-২৯)

হে ব্যাস! এইরূপে শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত ও তাঁহাতে অনুরাগী হইয়া আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইল। সময়ক্রমে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় আমার দেহত্যাগের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি শ্রীহরির প্রতিশ্রুত শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবৎপার্ষদোচিত দেহ তাঁহার কৃপায় লাভ করিবার উপযুক্ত সময় হইলে প্রারব্ধ কর্ম ধ্বংস হওয়ায় আমার পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইল।

ভগবদ্‌ব্রতাবলম্বী মহারাজ শ্রীভরতের ভগবদ্দর্শন হইয়াছিল; কিন্তু তিনি ভক্তির মাহাত্ম্য প্রদর্শন ও সাত্ত্বিক কষায় কিরূপ প্রেমলাভের বিঘ্নকারক হয়, ইহা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হরিণশিশুর প্রতি আকৃষ্ট হইবার লীলা করিয়াছিলেন। যাঁহার শ্রীভগবানের পাদপদ্মে রতি জাত হইয়াছে, তাঁহাতে ভূত-পালনেচ্ছারূপ কোনপ্রকার সাত্ত্বিক কষায় থাকিতে পারে না। প্রাকৃত হরিণশিশুর দেহরক্ষণের জন্য যে বাসনা, উহা সাত্ত্বিক কষায়বিশেষ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীঋষভদেবের পুত্র শ্রীভরত পিতার ইচ্ছানুযায়ী ভারতবর্ষের রাজা হইয়াছিলেন। পূর্বে ভারতবর্ষের নাম অজনাভবর্ষ ছিল। ভরত রাজা হওয়ার পর তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম হইল ভারতবর্ষ। ভরত কিছুদিন রাজ্যপালনের পর সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য জাত হইল এবং তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া পুলহাশ্রমে ভগবদ্ভজনে রত হইলেন। তাঁহার নিষ্ঠাযুক্ত ভজনের ফলে তিনি শ্রীভগবানে প্রেম লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দর্শনও লাভ করিয়াছিলেন।

একদা ভরত মহানদীতে স্নানান্তে ঐ নদীকূলে বসিয়া প্রণব জপ করিতেছিলেন। সেই সময়ে একটি হরিণী পিপাসাতুরা হইয়া নদীজল পান করিতে আসিয়াছিল। সে নদীজল-পানের সময় একটি সিংহের গর্জন শুনিয়া ভয়ভীত হইয়া নদী পার হইয়াছিল। সে গর্ভবতী ছিল। সিংহ-গর্জনের ভয়ে নদীগর্ভে তাহার প্রসব হইয়া গেল। সে ভয়ে শিশুর দিকে দৃষ্টি না দিয়া নদী পার হইয়া নিকটে একটি পর্বত গুহায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। হরিণ শিশুটি নদীতে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া ভরত মহারাজের তাহার প্রতি দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি স্বীয় জপ ত্যাগ করিয়া সেই শিশুটিকে নিজ আশ্রমে রাখিয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার সেই হরিণশিশুর প্রতি আসক্তি বাড়িতে লাগিল এবং তাহার ফলে তাঁহার আরাধনায় শিথিলতা প্রকাশ পাইল। ইত্যবসরে তাঁহার দেহাবসানের কাল উপস্থিত হইল। তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সেই হরিণশিশুটি তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার জন্য অশ্রু বিসর্জন করিতেছে। এইরূপে হরিণশিশুর চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার দেহান্ত হইয়া গেল এবং ইহার ফলে তিনি হরিণজন্ম প্রাপ্ত হইলেন। ভগবদারাধনার ফলে তাঁহার পূর্বজন্মের সমস্ত ঘটনা মনে ছিল। হরিণ শিশুর প্রতি অত্যধিক আসক্তি হেতু তাঁহার যে এই দশা হইয়াছে ইহা তিনি অনুভব করিয়া একাকী পুলস্ত্য-পুলহাশ্রমে অবস্থানপূর্বক শুষ্ক লতাপত্রাদি আহার করিয়া মৃগদেহাবসান পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মৃগাসক্তিজনিত কর্মফল শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং তাঁহাকে এই মৃগশরীর ত্যাগ করিতে হইবে, তখন তিনি তথায় তীর্থজলে দণ্ডায়মানপূর্বক ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন রহিয়া সেই মৃগশরীর পরিত্যাগ করিলেন।

অবশ্য ভরত মহারাজের এই কর্মফলভোগ ভগবদ্‌বিমুখ জীবের কর্মফলভোগের সঙ্গে সমান নহে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরের ভাষায় প্রারব্ধ দুই প্রকার; যথা—শোভন ও অশোভন। শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভগবদিচ্ছায়ই যে প্রারব্ধ সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহাকে শোভন প্রারব্ধ বলা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইরূপ প্রারব্ধভোগের দ্বারা ভক্তের শ্রীভগবানের প্রতি বিমুখতা বৃদ্ধি না হইয়া উৎকণ্ঠাই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কর্মফলবাধ্য জীব স্বকৃত যে প্রাকৃত কর্মের ফল ভোগ করে, উহা 'অশোভন প্রারব্ধ'। এই কর্মফলভোগের সময়ে জীবের ভগবদ্বিমুখতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ভরত মহারাজ শ্রীভগবানের জাতরতি ভক্ত। তিনি ভগবদ্ভজনের উদ্দেশ্যে স্ত্রী, পুত্র, স্বজন ও রাজ্য মলবৎ ত্যাগ করিয়াও সামান্য মৃগশিশুর প্রতি যে আসক্তির অভিনয় করিয়াছিলেন উহা শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণরূপে ভগবদিচ্ছায়ই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। মাতা যেরূপ সন্তানের দৃষ্টিশক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত তাহাকে আপাততঃ কিছু দুঃখ দিয়াও তাহার চক্ষুতে অঞ্জনাদি লেপন করিয়া থাকে, ইহা ঠিক সেইরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মৃগদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভরত একজন ভক্ত ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্মে তিনি তাঁহার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়া সঙ্গদোষ হইতে পাছে পতন হয়, সেই ভয়ে কোনও ভগবদ্বিমুখ লোকের সঙ্গ না করিয়া নিজেকে উন্মত্ত ও জড়বৎ দেখাইয়া অন্তরে ভগবচ্চিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার প্রতি অকথনীয় অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তথাপি তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া অনুক্ষণ ভগবৎ-স্মৃতিতে মগ্ন রহিলেন। পরিশেষে তিনি তাঁহার ঈপ্সিত ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন।

ভরত মহারাজের এই উপাখ্যান হইতে মৃগশিশুর প্রতি তাঁহার যে আসক্তির কথা জানা গেল, উহা তাঁহার ভূতপালনেচ্ছারূপ সাত্ত্বিক কষায়। ভরত মহারাজের এই অবস্থাকে **মূর্ছিতকষায় অবস্থা** বলা হয়। এইরূপ মূর্ছিতকষায় ভূমিকায় সাময়িক বাধা প্রকাশ পাইলেও উহা ভক্তকে ভক্তিপথ হইতে চ্যুত করিতে পারে না; বরং এতদ্দ্বারা তাঁহার শ্রীভগবানের প্রতি উৎকণ্ঠাই বৃদ্ধি পায়।

নির্ধূতকষায়—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী নির্ধূতকষায় মহতের উদাহরণ। আবির্ভাবকাল হইতেই ইহাঁর কোনওরূপ কষায় বা বাসনা দৃষ্ট হয় নাই। নির্ধূতকষায় মহতের নৈষ্ঠিকী ভক্তি ও ধ্রুবানুস্মৃতি থাকে; অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি থাকে।

প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহ বা লীলাপ্রবিষ্ট—সাধক ভক্ত সিদ্ধিলাভান্তে শ্রীভগবানের পার্ষদ দেহ কিরূপে পায় সেসম্পর্কে এস্থানে আলোচনা করা হইতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধকের দেহ প্রাকৃত। প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা সম্পাদিত হইতে পারে না। তাই যাঁহারা সাধনে সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা অপ্রাকৃত পার্ষদদেহ লাভ করিয়া নিত্যকাল শ্রীভগবানের সেবায় নিমগ্ন হন। এই পার্ষদদেহই ভক্তের সিদ্ধদেহ। ইহা অপ্রাকৃত, চিন্ময়। পার্ষদদেহ-সম্পর্কে শ্রীব্রহ্মার উক্তি—

"বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥"

(শ্রীভা: ৩।১৫।১৪)

অর্থাৎ সেই বৈকুণ্ঠধামে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীহরির ন্যায় মূর্তিবিশিষ্ট (ভগবৎসারূপ্যবান্), তাঁহারা নিষ্কাম ধর্মের দ্বারা শ্রীহরির সেবা করিয়া তথায় বিরাজমান আছেন। এখানে 'বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ' শব্দের অর্থে শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিলেন—"বৈকুণ্ঠস্য হরেরিব মূর্তির্যেষাং তে"—যাঁহাদের মূর্তি শ্রীহরির মূর্তির ন্যায় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ লিখিলেন—"বৈকুণ্ঠস্য ইব নিত্যানন্দরূপা মূর্তিযেষাং তে।"—যাঁহাদের বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ শ্রীহরির ন্যায় নিত্যানন্দরূপা মূর্তি, তাঁহারা।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, যে সিদ্ধদেহটি দিয়া শ্রীভগবান্ ভক্তকে লীলায় প্রবেশ করান, সেই সিদ্ধদেহটি তিনি কিরূপে বা কোথা হইতে আনেন?

শ্রীমদ্ভাগবতের "বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ। যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥ (শ্রীভা: ৩।১৫।১৪) শ্লোকের ও তদন্তর্গত "বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ" শব্দের অর্থ শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভের টীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠস্যেব নিত্যানন্দরূপা মূর্তির্যেষাং তে যত্র বসন্তি, তথা ন বিদ্যতে নিমিত্তং কারণং যস্য স শ্রীভগবানেব নিমিত্তং ফলং যত্র, তেন ধর্মেণ ভাগবতাখ্যেন যে চ হরিমারাধয়ন্ তে চ যত্র বসন্তীত্যন্বয়ঃ।" কিরূপ ধর্মের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিলে ভক্ত 'বৈকুণ্ঠমূর্তি' হইয়া বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারে, মূল শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে ইহা বলা হইয়াছে। "যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্মেণ হরিং আরাধয়ন্"—যাঁহারা অনিমিত্ত-নিমিত্ত ধর্মের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিলেন। এখানে অনিমিত্তনিমিত্ত ধর্ম কি সেসম্পর্কে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"ন বিদ্যতে নিমিত্তং কারণং যস্য স শ্রীভগবানেব"—যাঁহার কোন নিমিত্ত বা কারণ নাই, তিনি অনিমিত্ত; সেই অনিমিত্ত হইলেন শ্রীভগবান্। যেহেতু তিনি সর্বকারণকারণ, তাঁহার কোন কারণ নাই। সেই অনিমিত্ত শ্রীভগবান্ যে ধর্মের নিমিত্ত অর্থাৎ ফল, তাহা ভাগবতধর্ম। তদ্দ্বারা যাঁহারা শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলেন তাঁহারা বৈকুণ্ঠমূর্তি হইয়া বৈকুণ্ঠে বাস করিতেছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ' শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"ভগবৎসারূপ্যবন্তঃ"—অর্থাৎ ভগবৎ-সারূপ্যপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষগণ।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ১০ম অনুচ্ছেদে উক্ত শ্লোকের নিম্নপ্রকার অর্থ করিয়াছেন—"নিমিত্তং ফলং ন তন্নিমিত্তং প্রবর্তকং যস্মিংস্তেন নিষ্কামেনেত্যর্থঃ; ধর্মেণ ভাগবতাখ্যেন।"—ভগবৎপ্রাপ্তি ব্যতীত অন্য ফল বা ফলানুসন্ধান যে ধর্মানুষ্ঠানের প্রবর্তক নহে অর্থাৎ যাহা নিষ্কাম, সেই ভাগবতধর্মের দ্বারা। এই অংশের টীকার মর্ম শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীচক্রবর্তিপাদের টীকার অনুরূপ। কিন্তু ইহার পর শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ভিন্নরূপে লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো জ্যোতিরংশভূতা বৈকুণ্ঠলোকশোভারূপা যা অনন্তা মূর্তয়স্তত্র বর্তন্তে তাসামেকয়া সহ মুক্তস্যৈকস্য মূর্তির্ভগবতা ক্রিয়ত ইতি বৈকুণ্ঠস্য মূর্তিরিব মূর্তির্যেষামিত্যুক্তম্।"—অর্থাৎ শ্রীভগবানের জ্যোতির অংশভূতা এবং বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপা অনন্তমূর্তি বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত। সেইসব মূর্তি হইতে কোন একটি মূর্তিতে শ্রীভগবান্ মুক্ত পুরুষকে প্রবেশ করান। এই হেতু বৈকুণ্ঠমূর্তির ন্যায় যাঁহাদের মূর্তি বলিয়া বলা হইল।

এই উক্তির অব্যবহিত পরেই শ্রীজীবপাদ "প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্। আরব্ধকর্মনির্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥" (শ্রীপ্রী: স: ১১) প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"যা তনুঃ শ্রীভগবতা দাতুং প্রতিজ্ঞাতা, তাং ভাগবতীং ভগবদংশজ্যোতিরংশরূপাং শুদ্ধাং প্রকৃতিস্পর্শশূন্যাং তনুং প্রতি শ্রীভগবতৈব ময়ি প্রযুজ্যমানে নীয়মানে"—অর্থাৎ স্বপ্রতিশ্রুতা ভাগবতী শুদ্ধা তনু শ্রীভগবান্ শ্রীনারদকে দিলেন। এখানে 'ভাগবতী' অর্থ ভগবদংশজ্যোতিরংশরূপা—শ্রীভগবানের অংশের বা জ্যোতির অংশরূপা। 'শুদ্ধা' শব্দের অর্থ প্রকৃতিস্পর্শশূন্যা।

অতএব জানা গেল যে শ্রীভগবান্ শ্রীনারদকে যে দেহ দিলেন উহা পূর্ব হইতেই ভগবদ্ধামে বিদ্যমান ছিল। এইরূপ অনন্ত শুদ্ধসত্ত্বময় দেহ যে বৈকুণ্ঠে বিদ্যমান, শ্রীল জীবপাদের উপরোক্ত উক্তি হইতে ইহা স্পষ্ট জানা যায়। মুক্ত জীবকে শ্রীভগবান্ এইরূপ কোন একটি দেহে সংযোজিত করিয়া পার্ষদত্ব দান করিয়া থাকেন। শ্রীল জীবপাদ তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে সালোক্যমুক্তি প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

সালোক্যাদি চতুর্বিধমুক্তির স্থান ঐশ্বর্যাত্মক ধাম বৈকুণ্ঠে। সাধকের মরদেহ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার এই পার্ষদদেহপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। শ্রীনারদ শ্রীবৈকুণ্ঠ-পরিকর। তাই তাঁহার এই উক্তি যথার্থ। শ্রীনারদাদি বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেম ঐশ্বর্যভাবাত্মক। এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডও ঐশ্বর্যভাবপূর্ণ। এইহেতু যথাবস্থিত দেহেই বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির জন্য সাধকের সাধন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে এবং সে দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পার্ষদত্ব লাভ করে। অজামিলের সম্বন্ধেও এইরূপ বলা হইয়াছে—"হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু। সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎ-পার্শ্ববর্তিনাম্ ॥ সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ। হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥" (শ্রীভা: ৬।২।৪৩-৪৪)—অর্থাৎ বিষ্ণুপার্ষদগণের দর্শনের পর অজামিল অবিলম্বে সেই হরিদ্বার তীর্থে জড়দেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎপার্শ্ববর্তী সেবকবৃন্দের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেই হরিকিঙ্করগণের সহিত স্বর্ণবিমানে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে শ্রীহরির নিকট গমন করিয়াছিলেন। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই অজামিলের বৈকুণ্ঠপার্ষদত্ব প্রাপ্তির কথা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

যাঁহারা রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহাদের পার্ষদত্বলাভ ভিন্নপ্রকার। উহা নিম্নে বর্ণিত হইল। ভক্তিসাধক সাধনপ্রভাবে প্রথমে চিত্তশুদ্ধি, তারপরে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রতি ও শেষে প্রেম লাভ করিয়া থাকে। যে (যথাবস্থিত) দেহে সাধক সাধন আরম্ভ করে সেই দেহেই সে প্রেম পর্যন্ত লাভ করিতে পারে। দেহ-পতনের পর সে বৈকুণ্ঠ-উপাসকের ন্যায় তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠে গিয়া কোন পার্ষদদেহে প্রবেশ করে না। কারণ ঐশ্বর্যপ্রধান বৈকুণ্ঠে যাইবার বাসনা তাহার থাকে না। আবার এই জগৎ ঐশ্বর্যপ্রধান স্থান হওয়ায় ইহাও শুদ্ধা কেবলা ভক্তির অনুকূল নহে। জাতপ্রেম ভক্তের প্রেম গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়াদি স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ মাধুর্যভাবাত্মক পরিবেশের প্রয়োজন। এজন্য জাতপ্রেম ভক্তের দেহপতনের পরে যে ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার লীলা প্রকট করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডেই যোগমায়া তাঁহাকে তাঁহার ভাবোচিত দেহ* দিয়া গোপীগর্ভে জাত করাইয়া থাকেন। তথায় নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের গুণ শ্রবণের ফলে তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় এবং তিনি ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণের সেবাযোগ্য স্তর পর্যন্ত উন্নীত হন। তখনই মৃত্যু ব্যতিরেকে ধ্রুবাদির ন্যায় তাঁহার সেই দেহ সচ্চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলায়

---

* ভাবোচিত দেহ—সাধক সাধনকালে যে রসের উপাসক হইয়া থাকেন, তাঁহাকে যোগমায়া সেই রসসাধনের অনুকূল দেহ দিয়া থাকেন; অর্থাৎ সখ্যরসের উপাসক হইয়া থাকিলে গোপকুমার দেহ এবং মধুর রসের উপাসক হইয়া থাকিলে গোপকন্যা দেহ দিয়া থাকেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রবেশ করেন। তাঁহার এইরূপ দেহপ্রাপ্তিকেও পার্ষদত্বপ্রাপ্তি বলা হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে, রাগমার্গীয় সাধকের প্রথম জন্মে যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্যন্ত লাভ হইলেও মৃত্যুর পর তিনি পার্ষদদেহ লাভ করেন না। তাঁহাকে জন্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হয়। ইহাই ঐশ্বর্যাত্মক বিধিমার্গীয় ভক্ত ও মাধুর্যাত্মক রাগমার্গীয় ভক্তের পার্ষদত্বপ্রাপ্তির মধ্যে প্রভেদ।

এসম্পর্কে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির শ্রীহরিপ্রিয়া প্রকরণস্থ ৪৯-৫১ শ্লোকের শ্রীমদানন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—"রাগানুগীয়সম্যক্‌সাধননিরতায় উৎপন্নপ্রেম্ণে ভক্তায় চিরসময়বিধৃতসাক্ষাৎ-সেবাভিলাষমহৌৎকণ্ঠ্যায় কৃপয়া ভগবতা সপরিকরস্বদর্শনং তদভিলষণীয়-সেবাপ্রাপ্ত্যনু-ভাবকমলব্ধস্নেহাদিপ্রেমভেদায় অপি সাধকদেহেঽপি স্বপ্নেঽপি সাক্ষাদপি সকৃদ্দীয়তে এব। ততশ্চ শ্রীনারদায় ইব চিদানন্দময়ী গোপিকাকারা তদ্ভাবভাবিতা তনুশ্চ দীয়তে। ততশ্চ বৃন্দাবনীয়প্রকটপ্রকাশে কৃষ্ণপরিকর-প্রাদুর্ভাব-সময়ে সৈব তনুঃ যোগমায়য়া গোপিকাগর্ভাৎ উদ্ভাব্যতে, উক্তন্যায়েন স্নেহাদিপ্রেমভেদসিদ্ধ্যর্থম্।"

অর্থাৎ রাগানুগীয় মার্গে সম্যগ্‌ভাবে সাধনরত জাতপ্রেম ভক্তের চিত্তে বহুকাল পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবালাভের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠা জাগিতে থাকে। তদবধি সেই ভক্তের চিত্তে স্নেহ-মান-প্রণয়াদি প্রেমভেদ উদিত না হইয়া থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহার সেই সাধকদেহেই স্বপ্নেই হউক বা সাক্ষাদ্ভাবেই হউক তাহাকে একবারমাত্র সপরিকর দর্শন দেন। তদনন্তর শ্রীনারদকে শ্রীভগবান্ যেরূপ চিদানন্দময় দেহ দিয়াছিলেন, সেই জাতপ্রেম সাধককেও সেইরূপ চিদানন্দময় তদ্ভাবভাবিত গোপিকাকার দেহ দিয়া থাকেন। বৃন্দাবনের প্রকটপ্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণের আবির্ভাব-সময়ে স্নেহাদি-প্রেমভেদ সিদ্ধির নিমিত্ত সেই দেহই যোগমায়া কর্তৃক গোপিকাগর্ভ হইতে আবির্ভাবিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, সাধক যেজাতীয় মহতের সংস্পর্শে আসে তাহার হৃদয়ে সেই জাতীয় ভাবের উদয় হয় এবং সাধনকালে উক্ত মহতের কৃপায় সে সেই 'ভাবের উপযোগী' দেহে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছে বলিয়া অনুক্ষণ চিন্তা করিতে থাকে। উক্ত ভাবের উপযোগী দেহকে 'অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ' বলা যায়। ভাবগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় যোগমায়া তাহাকে সেই জাতীয় দেহ (অর্থাৎ তাহার ভাবানুরূপ দেহ) দিয়া তাঁহার প্রকটলীলাস্থলে গোপীগর্ভ হইতে জাত করাইয়া থাকেন। সেস্থানে নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ গোপ বা গোপীগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত গুণাবলী শ্রবণের ফলে তাহার প্রেম স্নেহমানাদি স্তরে উন্নীত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখন তাঁহার সেবালাভের জন্য তাহার প্রবল উৎকণ্ঠা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে একবার সপরিকর (অর্থাৎ সখ্যরসের উপাসকের নিকট সখাপরিবৃত হইয়া ও মধুররসের উপাসকের নিকট গোপীপরিবৃত হইয়া) দর্শন দিয়া থাকেন। সেই মুহূর্তেই সে ধ্রুবাদির ন্যায় মৃত্যুব্যতিরেকে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়া নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের সেবারসে নিমজ্জিত হয়।

ইহার দ্বারা সাধকের বাসনারই প্রাধান্য সূচিত হয়। এই বাসনা সাধনলভ্য নহে। ইহা একমাত্র মহৎকৃপালভ্য। এই মহৎকৃপালব্ধ বাসনা পোষণ করিয়া সাধক যে সেবার কথা চিন্তা করিতে থাকে, সিদ্ধাবস্থায় উক্ত বাসনানুরূপ দেহ পাইয়া সেই সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগুরুপাদাশ্রয়

গুরুকরণের আবশ্যকতা

শ্রীল জীবপাদ অনাদিকাল হইতে জীবগণের শ্রীভগবানের প্রতি বৈমুখ্যকে সংসারবন্ধনের মূলকারণরূপে এবং 'শ্রীভগবানের প্রতি সাম্মুখ্য'কে ইহার একমাত্র চিকিৎসারূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। নিত্যোন্মুখ মহতের কৃপা ব্যতীত এই সাম্মুখ্যলাভ জীবের পক্ষে অসম্ভব। একজন বিমুখ অন্য বিমুখকে উন্মুখ করিতে পারে না। যিনি পরতত্ত্বের প্রতি নিত্য উন্মুখ তিনিই মহৎ-পদবাচ্য। এই মহদ্গণ জীবোদ্ধার নিমিত্ত শ্রীভগবানের দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই জগতে বিচরণ করিতে থাকেন। কোন ব্যক্তির আকস্মিকভাবে ইহাঁদের সঙ্গ হইয়া গেলে তাহার ভক্ত্যুন্মুখ সংস্কার জাত হয়। এই সৎসঙ্গলাভ কিরূপে ঘটে তাহা শ্রীমুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥"

(শ্রীভা: ১০।৫১।৫৩)

ইহার টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"যদা ভ্রমতঃ সংসরতো জনস্য ভবাপবর্গো ভবেৎ, সংপ্রাপ্তকালঃ স্যাৎ, তদা সৎসঙ্গমো ভবেৎ। অত্র চ যদা সৎসঙ্গমো ভবেত্তদা ভবাপবর্গো ভবেদিতি বক্তব্যে বৈপরীত্যেন নির্দেশস্তত্র সৎসঙ্গমস্য শীঘ্রতয়াবশ্যকতয়া চ হেতুত্ববিবক্ষয়া। অতত্রবাতিশয়োক্তিনামালঙ্কারস্য চতুর্থো ভেদোহয়মিত্যালঙ্কারিকাঃ; তদুক্তং তদ্বিবৃতৌ—'চতুর্থী সা কারণস্য গদিতুং শীঘ্রকারিতাম্। যা হি কার্যস্য পূর্বোক্তিঃ' ইতি। (শ্রীভ: স: ১৭৯ অনু:)।

হে অচ্যুত! ভ্রমণরত জীবের যখন সংসারনাশের সময় উপস্থিত হয়, তখনই সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকে; আর যখনই সৎসঙ্গ লাভ হয়, তখনই সদ্গতিস্বরূপ ও ব্রহ্মাদিরও অধীশ্বরস্বরূপ আপনার প্রতি মতি জন্মিয়া থাকে।

উক্ত শ্লোকে 'ভ্রমণরত অর্থাৎ সংসারগ্রস্ত জীবের সংসারনাশের সময় উপস্থিত হইলে সৎসঙ্গ ঘটিয়া থাকে' বলা হইয়াছে। এস্থানে 'সৎসঙ্গ হইলে সংসারনাশের সময় উপস্থিত হয়' এরূপ বলা সঙ্গত ছিল, কিন্তু তাহা না

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়া (সংসারনাশের সময় উপস্থিত হইলে সাধুসঙ্গ হয়—এইরূপ) বিপরীত ক্রমে বলিবার কারণ এই যে, সংসারনাশবিষয়ে সৎসঙ্গ সত্বর কার্যকরী এবং আবশ্যক (অপরিহার্য) হেতুস্বরূপ—ইহাই বক্তার অভিপ্রায়। অতএব আলঙ্কারিকগণের মতে ইহা অতিশয়োক্তি নামক অলঙ্কারের চতুর্থ ভেদস্বরূপ। অলঙ্কারশাস্ত্রে অতিশয়োক্তির সেই চতুর্থ ভেদবিষয় বলিতে গিয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"কারণের দ্রুতকারিতা বলিবার উদ্দেশ্যে কারণের পূর্বে কার্যের যে উক্তি, উহাই চতুর্থ প্রকার অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।"

শ্রীল জীবপাদের উপরোক্ত উক্তি হইতে ইহাই স্পষ্ট হইল যে, মহতের দর্শনমাত্রই সংসারক্ষয় হইয়া থাকে অর্থাৎ মহতের সঙ্গ ও কৃপাই জীবের ভগবদুন্মুখতার একমাত্র কারণ। এই মহৎসঙ্গলাভের কোন কারণ নাই। ইহা যদৃচ্ছাক্রমে (accidentally) সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সৎসঙ্গের ফলে জীবের একটি ভক্ত্যুন্মুখ সংস্কারের সৃষ্টি হয়। পরকালে এই সংস্কারহেতু জীবের আরও সাধুসঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি জাগে এবং ভগবদিচ্ছায় তাহার সাধুর সঙ্গেও যোগাযোগ হইয়া যায়। তখন সাধু তাহার পূর্ব সংস্কার অনুমান করিয়া তাহাকে নিষ্কাম (ভক্তিমাত্রকাম) ভক্তিসাধন করিতে উপদেশ দেন। এসম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ১৯।১৩৩)

শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ হইয়া সেবাদ্বারা তাঁহাকে সুখী করিবার বাসনা শ্রীগুরুদেবই জীবহৃদয়ে সঞ্চার করেন।

গুরুর লক্ষণ

প্রত্যেক সাধনেচ্ছুর পক্ষে গুরুকরণ অপরিহার্য। গুরুদেব শ্রীভগবানের প্রিয়তম ভক্ত। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও ভগবদনুভূতিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। তাঁহার ভগবদনুভূতি না থাকিলে তিনি শিষ্যের ভগবদনুভূতি জাত করাইতে পারিবেন না। গুরুকরণ সম্পর্কে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বর্ণিত হইয়াছে—"মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্।" শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"যিনি আমার ভক্তবাৎসল্যাদি মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাকে অনুভব করিয়াছেন, যাঁহার চিত্ত আমাতে সন্নিবিষ্ট এবং যিনি নিষ্কাম বলিয়া শান্তস্বভাব, সেইরূপ গুরুর উপাসনা করিবে।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রুতিও সেই কথাই বলিয়াছেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। (মুণ্ডক ১।১২)। শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ বা শাস্ত্রজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত। বস্তুতঃ, গুরুর লক্ষণের মধ্যে শ্রীভগবন্নিষ্ঠত্ব বা ভগবদনুভূতি হইল প্রধান। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যান্য লক্ষণের কথা না বলিয়া কেবল এই লক্ষণটির কথাই বলিলেন—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ৮।১০০)

এস্থানে 'কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা' অর্থ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অনুভূতি বা উপলব্ধি যাঁহার আছে। শ্রুতি 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'-শব্দে এই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাকেই নির্দেশ করিয়াছেন। যিনি ভগবদনুভূতি-সম্পন্ন, তাঁহাতে ভক্তমহতের লক্ষণ, মহাভাগবতের লক্ষণ ও গুরুর অন্যান্য লক্ষণও থাকে। শ্রীগুরুদেব তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত। যাঁহার চিত্তে ভক্তিরূপা হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি আবির্ভূত হইয়াছে তিনি ভক্তপদবাচ্য। শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানদ্বারা সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তির পরে যাঁহার চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার চিত্ত ব্যতীত অন্য কাহারও চিত্ত ভক্তিরাণীর আসনগ্রহণের উপযুক্ত নহে—অন্য কেহ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না। যাঁহার চিত্তের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে, তিনি প্রেম লাভ করিতে সমর্থ। যিনি প্রেম লাভ করিয়াছেন তাঁহার যে ভগবদুপলব্ধি হইয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ। এজন্য এইরূপ ব্যক্তিই গুরু হইবার উপযুক্ত পাত্র। ইহাঁকে শাস্ত্রে 'নীরাগ বক্তা' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ইনি যে উপদেশ দেন তাহাতে তাঁহার নিজের সুখবাসনার লেশমাত্র থাকে না—থাকে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানবৃত্তি। তাঁহার উপদেশ শুনিয়া কে কতটা ইষ্টদেবের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে—এই দিকেই তাঁহার সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। আবার তিনি যে উপদেশ দেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের আবেশও সঞ্চারিত থাকে। গুরুকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপ জানিয়া শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিলে সেই বাণীর মধ্য দিয়া তাঁহার হৃদয়ের আবেশ শিষ্যহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। শিষ্য এইরূপে পুনঃ পুনঃ শ্রীগুরুদেবের বাণী শ্রবণ করিলে তাহার চিত্তের বিষয়বাসনারূপ মল শোধিত হয় এবং সে প্রেমলাভের যোগ্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবদুক্তি—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥" (শ্রীভা: ১১।২৬।২৬)। অতএব বিবেকী পুরুষ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুগণের সঙ্গ করিবে। কারণ সাধুগণের উপদেশদ্বারাই তাহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংসারাসক্তি বিনষ্ট হয়। শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন—"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তি-রনুক্রমিষ্যতি ॥" (শ্রীভা: ৩।২৫।২৫) সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক সমস্ত কথা আলোচিত হয়। ইহা প্রীতিযুক্ত হইয়া শ্রবণ করিলে শীঘ্র অবিদ্যানিবৃত্তির পথস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপরে রতি ও পরিশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়। 'অপবর্গবর্ত্মা'—যাহার পথে অপবর্গ বর্তমান সে 'অপবর্গবর্ত্মা' অর্থাৎ যাহার দিকে অগ্রসর হইবার সময় ভক্তির প্রভাবে যাত্রাপথে মোক্ষের সহিত মিলন হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে, যাঁহারা শুদ্ধভক্তির আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা মোক্ষ না চাহিলেও ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবানের দিকে যাত্রা করিবার সময়ে পথে মুক্তি তাহাদের সেবা করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য শ্রীভগবানকে 'অপবর্গবর্ত্মা' বলা হইয়াছে।

গুরুলাভের উপায়

উপরোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার কথা শাস্ত্র বলিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে জীব ত' মায়াগ্রস্ত, কে বাস্তবিক ভক্ত এবং কাহার ভগবদনুভূতি আছে সে তাহা জানিবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, জীব শত চেষ্টা করিলেও নিজের বুদ্ধিবলে গুরুকে চিনিতে পারিবে না। কেবলমাত্র যাহার মহৎকৃপাজনিত প্রাক্তন (পূর্বজন্মার্জিত) সংস্কার থাকে শ্রীভগবানের সেবালাভের জন্য তাহারই অনুসন্ধিৎসা জাগে। তৎ সঙ্গে সঙ্গে সেই সেবালাভের উপযুক্ত পথপ্রদর্শক পাইবার জন্যও সে সর্বদা ব্যাকুল হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সক্রন্দন প্রার্থনা জানায়। তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা শুনিয়া শ্রীভগবান্ তাহার নিকট গুরুকে পাঠাইয়া দেন। ধ্রুব ব্যাকুল হইয়া পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীহরি তাঁহার নিকট শ্রীনারদকে পাঠাইলেন এবং শ্রীনারদের উপদেশ পাইয়া ভজন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় হইতে রাজ্যলাভের বাসনা দূর হইয়া গেল। তাহার পর তিনি ভগবদ্দর্শন লাভ করিলেন। শ্রীবিষ্ণু তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি বলিলেন—

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং স্বামিন্! কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥"

(হরিভক্তিসুধোদয় ৭।২৮)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধ্রুব বলিলেন—“হে প্রভো! কাচের অন্বেষণ করিতে করিতে লোক যেমন দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হয়, আমি সেইরূপ পিতৃসিংহাসনপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতে করিতে দেবমুনীন্দ্রগণেরও দুর্লভ তোমার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিয়াছি। আমি এখন কৃতার্থ হইয়াছি। অন্য কোন বরে আমার আর প্রয়োজন নাই।”

ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, শ্রীগুরুকৃপায় ধ্রুবের চিত্ত শোধিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সেবাপ্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছিল। অতএব যাহারা বুদ্ধিমান্ তাহারা কখনও নিজবুদ্ধিবলে গুরুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত না হইয়া সর্বদা শ্রীভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিবেন। তাহা হইলে শ্রীভগবান্ উপযুক্ত গুরুর সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ করাইয়া দিবেন। ইহা না করিয়া যে নিজ চেষ্টায় গুরু পাইতে চেষ্টা করিবে সে অবশ্য তাহার রুচির অনুকূল গুরুর নিকট পৌঁছাইবে। কিন্তু সে (শিষ্য) বিষয়াবিষ্ট হওয়ায় তাহার রুচিও বিষয়াভিমুখীই হইয়া থাকিবে। সুতরাং সে সেইপ্রকার গুরু করিয়া তাঁহার দ্বারা বিষয়বাসনা দূর করাইবার পরিবর্তে অধিকতর বিষয়াবিষ্টই হইবে এবং শেষে ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধাও হারাইয়া ফেলিবে।

স্বসুখার্থ গুরুকরণ বর্জনীয়

অনেকে কায়া পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যে গুরু করিয়া থাকেন। এইরূপ গুরুকরণ-বাঞ্ছার সহিত শ্রীভগবানের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা কেবল মনুষ্যের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই উদ্দিষ্ট। এই উদ্দেশ্যে লোক কোনও একজন গুরুনামধারীর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করে। সে মনে করে যে, এইরূপ মন্ত্র লাভ করিয়া সে কৃতার্থ হইয়াছে। এস্থানে কেবল নিজের সুখ উদ্দেশ্যেই গুরুবরণ করা হইয়াছে। এইরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা কস্মিন্‌কালে কাহারও সংসারবন্ধন মোচন ও শ্রীভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হয় নাই বা হইবেই না। সুতরাং ইহা বৃথাশ্রমেই পরিণত হয়। সে যেই তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই থাকিয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে গুরুকরণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন যে, গুরুপাদাশ্রয় ভক্তিসাধকের সর্বাদৌ কর্তব্য এবং ইহা ভক্তির সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অঙ্গ। এস্থানে প্রশ্ন হইতেছে যে, গুরুপাদাশ্রয় যদি ভক্তির অঙ্গ হইল তবে ইহা কি উদ্দেশ্যে করা হইবে? ইহার উত্তর হইতেছে—ইহা শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যেই করা হইবে—“ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ”। শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে গুরুকরণের অর্থ কি এ বিষয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। সাধক যে পথে গেলে শ্রীভগবানের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেবা পাইতে পারিবে, সেই পথের উপযুক্ত প্রদর্শকের সন্ধান দেওয়ার জন্য সে তাঁহার নিকটে ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিবে। তাহার সেই প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ তাহার নিকট উপযুক্ত পথপ্রদর্শক (গুরু) পাঠাইবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, ভক্তিপথপ্রদর্শক গুরু হইলেন হ্লাদিনীশক্তির দূত। শ্রীভগবানের নির্দেশ ব্যতীত তিনি কখনও কাহারও নিকট যান না; এবং শ্রীভগবানের নির্দেশানুযায়ী তিনি যাহার নিকট যান, তাহাকে যে প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু যে নিজ বুদ্ধিবলে গুরু বরণ করে, সে তাহার বাঞ্ছানুরূপ ফল পাইয়া থাকে সত্য, কিন্তু পরিণামে "আমি অমুক সম্প্রদায়ভুক্ত বা অমুক পরিবারভুক্ত হইয়াছি" বলিয়া বৃথা অভিমান করিয়া চিরদিন ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হয়। কারণ 'সম্প্রদায়ভুক্ত বা পরিবারভুক্ত' হইয়া কেবল প্রতিষ্ঠা অর্জন করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়ী সেবাবাসনা তাহার থাকে না। যদি শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানবাসনা তাহার থাকিত, তবে কিরূপে তাহার সেই বাসনা পূর্ণ হইবে, তজ্জন্য সে সর্বদা সক্রন্দন প্রার্থনা করিত। যাহারা কেবল সম্প্রদায়ভুক্ত বা পরিবারভুক্ত হইবার অভিসন্ধি লইয়া গুরুবরণ করেন, তাহাদের গুরুকরণ কেবল গুরু হইবার উদ্দেশ্যে—শিষ্য হইবার উদ্দেশ্যে নহে। ইঁহারা গুরু সাজিয়া জগতের মঙ্গল করা দূরে রহু, নিজেরই মঙ্গল করিতে পারেন না। বেশগ্রহণকে লোকে শিষ্যত্বগ্রহণ বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা করিয়া বঞ্চিত হয়। বেশগ্রহণের সহিত ভক্তির কোন সম্পর্কই নাই। একটি লোক-প্রচলিত কথা আছে—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। যে যাহা ইচ্ছা করে, বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন। লোকে বাহিরে তিলকাদি বেশ দেখিয়া কে কোন্ পরিবারভুক্ত তাহা অনুমান করে। অবশ্য তিলকাদি ধারণ একটি ভক্তির অঙ্গ; কিন্তু ইহা যদি ইষ্টদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে না হইয়া নিজ সুখের উদ্দেশ্যে হয় তবে ইহা ভক্তিপদবাচ্য হইবে না। সুতরাং এইপ্রকার বেশধারীর সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার কোন সম্পর্কই নাই। যিনি 'বিষ্ণ্বাবেশ' লাভের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুকে ডাকিবেন, শ্রীবিষ্ণু উপযুক্ত গুরু পাঠাইয়া তাহার সেই আবেশই (বিষ্ণ্বাবেশই) উদ্রেক করাইবেন। কিন্তু যে বিষয়বাসনাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ডাকিবে বা নিজের চেষ্টায় গুরু করিবে, সে বিষয়াবিষ্টই হইবে। যে গুরুর বিষ্ণ্বাবেশ নাই, সে শিষ্যকে তাহা দিবে কিরূপে ? যে বাস্তবিক ভাগ্যবান্ সে সর্বদা সদ্গুরুলাভের জন্য শ্রীভগবানের নিকট নিষ্কপট প্রার্থনা জানাইবে। তাহার প্রার্থনার উদ্দেশ্য হইবে—কিরূপে সে ইষ্টদেবের শুদ্ধসেবা পাইবে। সেই শুদ্ধসেবাপ্রাপ্তির উপায় শিক্ষা দেওয়ার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন্যই শ্রীভগবান্ তাহার নিকট তাঁহার প্রিয় ভক্তকে বা শ্রীগুরুদেবকে পাঠাইবেন এবং সেই শ্রীগুরুদেবকে নিজের ঈশ্বর ও আত্মা অর্থাৎ নিত্য উপদেষ্টা ও প্রিয়তম জানিয়া সরল অন্তঃকরণে ভগবৎসেবালাভ-নিমিত্ত তাঁহার নিকট সর্বাত্মসমর্পণ করিবে। ইহা না করিয়া অন্যাভিলাষ লইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট গেলে বঞ্চিত হইতে হইবে।

শ্রীগুরুদেবের অনুসরণ

শ্রীগুরুদেবের আচরণের অনুকরণ না করিয়া অনুসরণ করাই বিধেয়। যদি শ্রীগুরুদেব একজন সুগায়ক, উত্তম মৃদঙ্গবাদক ও শাস্ত্রজ্ঞাননিপুণ ব্যক্তি হন তবে শিষ্য তাঁহার আশ্রিত হইবার অভিনয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সুললিত কীর্তনের স্বর, মৃদঙ্গবাদন ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে যে তাহাকে উপযুক্ত শিষ্য বলা যাইবে বা সে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের উপযুক্ত ফল লাভ করিয়াছে বলা হইবে, তাহা নহে। শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে সুখানুসন্ধানাবেশ সতত বিদ্যমান, তাহা লাভ করাই শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের একমাত্র ফল। ইহাই শিষ্যের যথার্থ লাভ। ইহা লাভ করিতে পারিলেই শিষ্য অন্তরঙ্গ শিষ্যরূপে পরিগণিত হইবে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের অন্তর বুঝিয়া তদনুযায়ী তাঁহার আনুগত্যে তাঁহার হৃদয়দেবতা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানে সর্বাত্মনিয়োগ করাই প্রকৃত শিষ্যত্ব। এইভাবে শ্রীগুরুদেবের অনুসরণ না করিয়া যদি কেহ কেবল তাঁহার সুললিত কীর্তনের স্বর, মৃদঙ্গবাদন ও শাস্ত্রজ্ঞানাদির অনুকরণ করে, তবে তাহার বিনিয়োগ সে কিরূপে করিবে? তাহার যতদিন পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানাবেশ লাভ না হইয়াছে, ততদিন পর্যন্ত তাহার হৃদয়ে স্বসুখানুসন্ধানাবেশ থাকিবেই এবং সে শ্রীগুরুদেবের অনুকরণে যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছে, তাহার বিনিময়ে নিজের প্রতিষ্ঠা বা প্রশংসা অর্জন করিবার জন্যই প্রয়াসী হইবে। এই প্রতিষ্ঠাকামনারূপ অন্যাভিলাষিতা তাহাকে ভক্তিপথ হইতে চ্যুত করিয়া দিবে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উত্তমা ভক্তির সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।১।১১)

অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞানকর্মাদির দ্বারা অনাবৃত শ্রীকৃষ্ণের সুখের অনুকূল অনুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলা হয়। এতদ্দ্বারা শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুদ্ধভক্তিযাজীকে অন্যাভিলাষিতা হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অন্যাভিলাষী ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাতে আত্মনিবেদন করিবার পরিবর্তে তাঁহাকে সাধারণ রক্তমাংসদেহধারী মনুষ্য জ্ঞান করিয়া গুর্ব্বজ্ঞারূপ ঘোর অপরাধে পতিত হয়। পরিণামে শিষ্য হইবার পরিবর্তে তাহার গুরু সাজিবার প্রবল পিপাসা জাগে এবং সে গুরু সাজিয়া তাহার অবিবেকিতা হেতু অন্যাভিলাষিতাকেই ভক্তি বলিয়া প্রচার করে। তাহার এইরূপ কার্যের দ্বারা কতকগুলি নিরীহ লোক বিপথগামী হইয়া পড়ে এবং ভক্তিবাসনালাভের পরিবর্তে তাহারা ভক্তির ছলনায় অধিকতর বিষয়াবিষ্টই হয়।

গুরু কৃষ্ণবৎ পূজ্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীগুর্বষ্টকে লিখিয়াছেন—"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।" শ্রীগুরুদেবকে সমস্ত শাস্ত্র সাক্ষাৎ শ্রীহরির স্বরূপ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। সাধুগণও সেইরূপ অনুভব করেন। কিন্তু যিনি নিজ প্রভুর অতিশয় প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দ আমি বন্দনা করিতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—"আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥" (শ্রীভা: ১১।১৭।২৭) অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে আমার অভিন্ন আশ্রয়বিগ্রহ রূপে জানিবে। কদাপি তাঁহার অবজ্ঞা (মনুষ্যজ্ঞানে দোষদর্শন) করিবে না। কারণ গুরু সর্বদেবময়। অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের পূজা করিলেই সকল দেবতার পূজা হইয়া যায়, যেহেতু তাঁহাতে সকল দেবতা অবস্থিত। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন—"যদ্যপি শরণাপত্ত্যৈব সর্বং সিদ্ধ্যতি তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেত্ততো ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৃণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৃণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্যাৎ। তৎপ্রসাদো হি স্ব-স্ব-নানাপ্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎ-প্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্। পূর্বত্র যথা সপ্তমে শ্রীনারদবাক্যম্। (ভা: ৭।১৫।২২-২৫)

"অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ।
অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ॥
আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।
যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া॥
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।
আত্মজং যোগবীর্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ।
এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥"
(শ্রীভ: স: ২৩৭ অনু:)

অর্থাৎ শরণাপত্তির দ্বারা সর্বসিদ্ধি হইলেও যে মাধুর্যানুভব করিতে চাহে, সে সমর্থ হইলে শ্রীভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টা বা শ্রীভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা নিত্য বিশেষভাবেই করিবে। নানা প্রতিকারসত্ত্বে যেসব অনর্থ দূর হইতে পারে না, সেইসব অনর্থ শ্রীগুরুকৃপায় অনায়াসেই দূর হইয়া যায়। শ্রীগুরুকৃপা শ্রীভগবানের পরমানুগ্রহের মূল কারণ। শ্রীগুরুর কৃপায় কিরূপে অনর্থনিবৃত্তি হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—"সঙ্কল্প পরিত্যাগের দ্বারা কামকে জয় করিবে। কাম পরিত্যাগদ্বারা ক্রোধকে, অর্থে অনর্থদর্শনদ্বারা লোভকে, পরতত্ত্ববিচারদ্বারা ভয়কে, আত্মানাত্ম বিচারদ্বারা শোক ও মোহকে, মহত্তের সেবাদ্বারা দম্ভকে, মৌনদ্বারা যোগের অন্তরায়কে, কামাদি চেষ্টা পরিত্যাগের দ্বারা হিংসাকে, হিতাচরণের দ্বারা ভূতজ দুঃখকে, শ্রীভগবানে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধিদ্বারা দৈবদুঃখকে, যোগবলদ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখকে, সত্ত্বগুণের সেবাদ্বারা নিদ্রাকে, সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণকে এবং উপশম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহদ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। কিন্তু মনুষ্য কেবলমাত্র শ্রীগুরুভক্তির দ্বারাই এসকলকে অনায়াসে জয় করিতে পারিবে। শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহের দ্বারা শ্রীভগবানের পরমানুগ্রহলাভ বিষয়ে শ্রীবামনকল্পে শ্রীব্রহ্মবাক্য—

"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্ ॥"

অন্যত্র—

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥"

অতএব সেবামাত্রস্তু নিত্যমেব। যথা চান্যত্র পরমেশ্বরবাক্যম্—

"প্রথমস্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চনম্।
কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥"

অতএব শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

"বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্বিষ্ণুবদ্গুরুম্।
পূজয়েদ্বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ ॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ ॥"
(শ্রীভ: স: ২৩৭ অনু:)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"যাহা মন্ত্র তাহা সাক্ষাৎ শ্রীগুরুস্বরূপ এবং যিনি শ্রীগুরুদেব, তিনি স্বয়ং শ্রীহরি। সুতরাং শ্রীগুরুদেব যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, স্বয়ং শ্রীহরিও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অন্যত্রও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব সর্বতোভাবে শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিবে।" সুতরাং নিত্যকাল শ্রীগুরুদেবের সেবাই কর্তব্য। অন্যত্র শ্রীভগবানের উক্তি—"প্রথমে শ্রীগুরুদেবের পূজা করিয়া তাহার পর আমার পূজা করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পূজা নিষ্ফল হয়।" অতএব শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—"যিনি জ্ঞানোপদেশক বৈষ্ণবগুরুকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান করিয়া কায়মনোবাক্যে পূজা করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রজ্ঞ ও বৈষ্ণব। যিনি একটি শ্লোকের একচতুর্থাংশও উপদেশ করেন, তিনিই সর্বদা পূজনীয়; সুতরাং যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ বিস্তারপূর্বক বুঝাইয়া দেন, তাঁহার বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে ?"

সুতরাং দেখা গেল যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজনই সর্বোপরি বিদ্যমান। অন্য ভগবদ্ভজন আবশ্যক হইলেও শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সেবা পরিত্যাগ করিতে হইবে না। মহাপুরুষের অর্চন, বৈষ্ণবী দীক্ষা, এমন কি সমাধি অপেক্ষাও শ্রীগুরুসেবা শ্রেষ্ঠ।

"তস্মাদন্যদ্ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে। যথোক্তমাগমে, পুরশ্চরণফল-প্রসঙ্গে—

"যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ ॥"

তদেতদাহ, (শ্রীভা: ১০।৮০।৩৪)

"নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥" (শ্রীভ: স: ২৩৭ অনু:)

অতএব শ্রীগুরুসেবা ব্যতীত অন্য শ্রীভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা অনাবশ্যক। আগমে পুরশ্চরণফল বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"সিদ্ধরস (রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সংস্কৃত পারদ) স্পর্শে তাম্র যেরূপ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুদেবের সান্নিধ্যবশতঃ শিষ্য শ্রীবিষ্ণুময় হইয়া থাকে।" শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"সর্বভূতাত্মা আমি শ্রীগুরুশুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ বা যতিধর্মের দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুরু দুই প্রকার; যথা—শ্রবণগুরু বা বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু এবং মন্ত্রদাতা গুরু বা দীক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু একজন, কিন্তু শ্রবণগুরু, বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু বা শিক্ষাগুরু বহু হইতে পারেন।

গুরুকে নিজের অভীষ্ট দেবতা ও জীবনসর্বস্ব জানিয়া সম্পূর্ণরূপে দম্ভ ত্যাগ করিয়া আনুগত্যস্বীকারপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে শ্রীভাগবতধর্ম শিক্ষা করা উচিত। বলিপ্রমুখ আত্মনিবেদনকারী ভক্তকে যিনি নিজের আত্মা পর্যন্ত দান করিয়াছেন, সেই শ্রীভগবান্ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের দ্বারাই সন্তুষ্ট হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে এরূপ আত্মনিবেদনকারী নিষ্কপট শিষ্য গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার কৃপায় ভগবদ্‌বিষয়ক যে অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে, নিজে শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া তাহা লাভ করিতে পারে না। শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কথিত আছে—

"গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ।
মিলিতোঽপি ন লভ্যেত জীবৈরহমিকাপরৈঃ॥"

(শ্রীভ: স: ২০৯)

গুরুভক্তির দ্বারা তাঁহাকে (শ্রীভগবানকে) পাওয়া যায়—এই স্মৃতিযুক্ত হইয়া পণ্ডিতগণ তাঁহার (শ্রীগুরুদেবের) সেবা করেন। অহঙ্কারী জীব শ্রীভগবান্‌কে সম্মুখে পাইয়াও পায় না।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

(শ্রীভ: স: ২০৯ অনু:)

অর্থাৎ যাঁহার শ্রীহরির প্রতি কেবলা ভক্তি, সেইপ্রকার ভক্তি যদি শ্রীগুরুদেবের প্রতি থাকে, তবে সেই মহাত্মার নিকট এই কথিত তত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হয়। এইসব উদাহরণ হইতে শ্রীগুরুদেব যে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য পূজ্য, ইহা জানা যায়।

শ্রীগুরুসেবার দ্বারাই শ্রবণযোগ্যতা লাভ হয়

শ্রীগুরুদেবের সেবার উপরই সমস্ত শাস্ত্র সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কারণ সেবাই শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের একমাত্র মাধ্যম। এই সেবা দুই প্রকার। যথা—(১) প্রসঙ্গরূপা ও (২) পরিচর্যারূপা।

(১) প্রসঙ্গরূপা সেবা—শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে ভগবৎকথা শ্রবণকে প্রসঙ্গরূপা সেবা বলা হয়। এই প্রসঙ্গরূপা সেবার ফল নিম্নে বর্ণিত হইল।

"তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্‌ভয়শোকমোহাঃ॥" (শ্রীভা: ৪।২৯।৪১)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে নৃপ! সেই স্থানে (সাধুসঙ্গে) শ্রীমধুসূদনের চরিতামৃতসারবাহিনী নদীসমূহ মহৎগণের মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া চতুর্দিগে প্রবাহিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা অতৃপ্ত ও অভিনিবিষ্ট কর্ণপুটে উহা পান করেন, ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক ও মোহ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না।

নিরপরাধ হইয়া নিষ্কপট হৃদয়ে মহতের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করিলে এইরূপ অদ্ভুত ফল লাভ হইয়া থাকে।

(২) **পরিচর্যারূপা সেবা**—শ্রীগুরুদেব যেসব উপদেশ দেন তাহাকে হৃদয়গ্রাহী করিতে হইলে তাঁহার পরিচর্য্যা করা একান্ত আবশ্যক। এসম্পর্কে শ্রীভাবার্থদীপিকায় শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"সদ্ধর্মশুদ্ধসত্ত্বানামন্তরঙ্গেশ সৎকথা।" অর্থাৎ সদ্ধর্মাচরণদ্বারা চিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব হইলে ঈশ-সৎকথা অন্তরে (হৃদয়ের ভিতরে) গমন করে। এস্থানে সদ্ধর্ম বলিতে বেদোক্ত বর্ণাশ্রমধর্মের অন্তর্গত মহৎপরিচর্যাকেই বুঝাইতেছে। নচেৎ কেবল বেদোক্ত ধর্মের আচরণদ্বারা চিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব হইতে পারে না। বেদোক্ত ধর্মের অঙ্গীভূত মহৎপরিচর্যার দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হইয়া শ্রবণযোগ্যতা লাভ হয়।

শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ২৪৭তম অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—"তদেবং মহদাদিসেবা দর্শিতা। অস্যাশ্চ শ্রবণাদিতঃ পূর্বত্বম্,—'(শ্রীভা: ৫।৫।২) মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্' ইত্যুক্তেঃ। তেভ্যো মহদ্ভ্যস্ত্বন্যদপি কিমপি পরমমঙ্গলায়নং জায়তে; যথা: (শ্রীভা: ১১।২৬।২৮-৩১)

"তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্॥
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥
ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥
যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥"

এইরূপে মহৎ প্রভৃতির সেবার কথা বলা হইল। শ্রবণাদির পূর্বেই **এই মহৎসেবার ব্যবস্থা**। কারণ মহৎসেবাই সংসারমুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গ নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই মহদ্গণের নিকট হইতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্য যেসব মঙ্গল লাভ হয়, তাহা বলিতেছেন—"হে মহাভাগ! সেই মহাভাগ ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বদা আমার চরিতকথার আলোচনা হয় এবং সেইসব কথা শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা আমাতে আসক্ত ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আগ্রহসহকারে এইসব কথা শ্রবণ, কীর্তন ও অনুমোদন করেন, তাঁহারা অবশ্যই আমাতে ভক্তি লাভ করেন। আমি অনন্তগুণশালী চিৎসুখস্বরূপ পরব্রহ্ম। আমাতে ভক্তিলাভ হইলে সেই সাধু ব্যক্তিগণের আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে না। ভগবান্ অগ্নিদেবের সেবার ফলে যেরূপ পুরুষের শীত, ভয় ও অন্ধকার দূর হয়, সেইরূপ সাধুগণের সেবা করিলে শীততুল্য কর্মজড়তা, সংসারভয় ও সংসারভয়ের মূল (অন্ধকারস্থানীয়) অজ্ঞান বিনষ্ট হয়।

"নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥"

(শ্রীভা: ১।২।১৮)

সর্বক্ষণ গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতের সেবা অর্থাৎ বৈষ্ণবপরিচর্যা ও ভাগবত শ্রবণ-কীর্তন করিতে করিতে অমঙ্গল অর্থাৎ বিষয়বাসনা নষ্টপ্রায় হইলে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে মানবের অচলা ও বিক্ষেপরহিতা ভক্তির উদয় হয়।

শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের পর শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রীতিবিধান নিমিত্ত কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা তাঁহার পরিচর্যা কর্তব্য। এইরূপ শ্রীগুরুসেবার দ্বারা শ্রীভগবান্ সন্তুষ্ট হন। ইহাই শ্রীগুরুদেবের যথার্থ সঙ্গ। এই সঙ্গের দ্বারা ধ্যান, স্মৃতি, অনুসন্ধান, আবেশ, অভিনিবেশ বা নিরবচ্ছিন্ন মনোগতি আরম্ভ হয়। মহাভাগবতবর শ্রীগুরুদেবের প্রসঙ্গরূপা সেবার ফলে নিরন্তর অবিচ্ছিন্না ইষ্টসুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি ও পরিচর্যারূপা সেবার ফলে ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের শ্রীপাদপদ্মে গাঢ় প্রীতি জাত হয়। এসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ বলিয়াছেন—

"যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ॥"

(শ্রীভা: ৩।৭।১৯)

যেষাং যুষ্মাকং মহাভাগবতানাং সেবয়া পরিচর্যয়া কূটস্থস্য নিত্যস্য ভগবতঃ পাদয়ো রতিরাসঃ প্রেমোৎসবো ভবেৎ। তীব্র ইতি বিশেষণং প্রসঙ্গমাত্রাৎ পরিচর্যায়াং বিশিষ্টং ফলং দ্যোতয়তি। আনুষঙ্গিকং ফলমাহ—ব্যসনার্দন ইতি; ব্যসনং সংসারঃ।" (শ্রীভ: স: ২৪৪ অনু:)

অর্থাৎ যাঁহাদের সেবার ফলে কূটস্থ ভগবান্ শ্রীমধুসূদনের পদযুগলে ব্যসননাশক তীব্র রতিরাস উৎপন্ন হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'যাঁহাদের' অর্থাৎ আপনাদের ন্যায় মহাভাগবতগণের 'সেবা' অর্থাৎ পরিচর্যা হেতু 'কূটস্থ' অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের পাদযুগলে 'রতিরাস' প্রেমোৎসব উৎপন্ন হয়। 'তীব্র' এই বিশেষণ পদের দ্বারা মহাভাগবতগণের কেবল প্রসঙ্গ অপেক্ষা তাঁহাদের পরিচর্যার বিশিষ্ট ফল সূচিত হইতেছে। পরিচর্যার আনুষঙ্গিক ফল বলিতেছেন—'ব্যসনার্দন' ব্যসন অর্থ সংসার। সুতরাং পরিচর্যার বিশিষ্ট ফল প্রেমলাভ ও আনুষঙ্গিক ফল সংসারমুক্তি।

উপর্যুক্ত উদাহরণসকল হইতে জানা যায় যে, মহতের পরিচর্যার দ্বারা তাঁহার বাণী-শ্রবণের যোগ্যতা লাভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক ফলরূপে সংসারমুক্তি ও বিশিষ্ট ফলরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হইয়া থাকে।

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক

শ্রীগুরুদেব দীক্ষা দিয়া শিষ্যের দিব্যজ্ঞান উদ্রেক করান। "দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥" দিব্যজ্ঞান অর্থ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। স্নিগ্ধ শিষ্য শ্রীগুরুপাদাশ্রয়-লাভের পরে শ্রীগুরুকৃপায় বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি লাভ করে অর্থাৎ শিষ্য শাস্ত্রজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উন্মুখ হয়। এই শ্রীকৃষ্ণোন্মুখতাতেই দিব্যজ্ঞানের পূর্ণাপ্তি। অকপট শিষ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে কিরূপ প্রার্থনা করিবে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। গয়ায় শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষালাভের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মে কিরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহা স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছেন—

"সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধার' আমারে।
আমি এই দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস-পান।
আমারে করাহ তুমি এই চাহি দান ॥"

(শ্রীচৈ: ভা: আদি ১৪।৫৪-৫৫)

অর্থাৎ "হে শ্রীগুরুদেব! আমি এই দেহ তোমাকে সমর্পণ করিলাম। তুমি আমাকে সংসারসমুদ্র হৈতে উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান করাও। ইহাই তোমার শ্রীচরণে আমার একমাত্র ভিক্ষা।"

শিষ্য কিরূপে স্বসুখবাঞ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সেবালাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করিবে, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সার মর্ম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিষ্যকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মরূপ রস আস্বাদন করানোই শ্রীগুরুদেবের কার্য। ইহা কোন্ অবস্থায় সম্ভব ? যখন চিত্ত হইতে ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে দূর হয় এবং তাহা শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনায় পরিপূর্ণ হইয়া হ্লাদিনীশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্তির যোগ্য হয়, তখনই ইহা সম্ভব। অবশ্য এই শ্রীকৃষ্ণ-সেবাবাসনা হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইবার একমাত্র কারণ শ্রীগুরুকৃপা। শ্রীগুরুকৃপালব্ধ এই বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সাধনভজন করিলে শ্রীহ্লাদিনীশক্তি শিষ্যের ইন্দ্রিয়কে স্বীয় তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবারস আস্বাদন করান। এই স্থানেই শিষ্যের শিষ্যত্বের চরম সার্থকতা। এই শ্রীকৃষ্ণানুভবের সমাপ্তি বা শেষ নাই। শিষ্য যে-পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণসেবারস আস্বাদন করিতে থাকে, তার শ্রীকৃষ্ণসেবাবাসনা সেই পরিমাণেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার অন্ত নাই—বিরাম নাই। সেই হেতু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

"চক্ষুদান দিলা যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে অবিদ্যা বিনাশ যা'তে
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥"

শ্রীগুরুদেব যে কেবল একটি জন্মেই শিষ্যের প্রভু, তাহা নয়। তিনি জন্মে জন্মেই শিষ্যের প্রভু, নিত্য বান্ধব; প্রিয়তম, হৃদয়েশ্বর। তিনি ব্যতীত শিষ্যের প্রীতির পাত্র আর কেহই নয়। সুতরাং তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া শিষ্যের শিষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা।

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে সর্বদা শ্রীগুরুদেবকে কিভাবে সুখী করিবে, সেই চিন্তায় আবিষ্ট থাকাই শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে তাহার নিত্য সম্বন্ধ-স্থাপনের একমাত্র পন্থা। সুতরাং শ্রীগুরুদেব প্রকট না থাকিলেও তাঁহার আদর্শ অনুসরণের দ্বারা শিষ্যত্ব বরণ করা যাইতে পারে। শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ের সঙ্গে শিষ্যের হৃদয়ের মিলনই শিষ্যত্বপদবাচ্য। অতএব শ্রীগুরুদেব প্রকট থাকুন বা নাই থাকুন, যে তাঁহার সঙ্গে উপরোক্ত মতে সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে, সে অতি সত্বর তাঁহার অমন্দোদয়কৃপা পাইতে পারে। ইহা অনুভবিমাত্রে উপলব্ধি করিতে পারে। মূল কথা নিষ্কপট হওয়া চাই। যে সরল ও নিষ্কপট, তাহার শত দোষ থাকিলেও শ্রীগুরুদেব অনায়াসে সেসব দূর করিয়া তাহাকে শিষ্যত্বলাভের যোগ্য করিয়া দেন। এজন্য অনর্থগ্রস্ত দুর্বল সাধকের নিরুৎসাহিত হইবার কোন কারণ নাই। শিষ্য বিন্দুমাত্র পাইতে আশা করিলেও শ্রীগুরুদেব তাহাকে সিন্ধু দিয়া দেন। এইজন্যই তিনি 'হীনার্থাধিকসাধক'।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত সাধন বৃথা

যে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় করিয়াছে, তাহার সেই গুরুপাদাশ্রয় ঠিক হইয়াছে কি না জানিবার উপায় কী? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে একান্ত শরণাগত হইয়া যে তাঁহার উপদিষ্ট পন্থায় নিষ্ঠা সহকারে ভজন করে, তাহার জন্মজন্মান্তরের অপরাধ দূর হইয়া হৃদয়ে দৈন্যের উদ্রেক হয়। সুতরাং সে যতই ভক্ত্যঙ্গ যাজন করুক না কেন শ্রীগুরুকৃপাজাত স্বাভাবিক দৈন্যবশতঃ তাহার যথার্থ ভজন হইতেছে না বলিয়া ধারণা জন্মে। তাই সে শ্রীগুরুকৃপা লাভ করিয়া সাধনে কিরূপে অগ্রগতি করিতে পারিবে, তজ্জন্য সর্বদা ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, শ্রীগুরুকৃপা হইল না বলিয়া যে অভাববোধ, উহাই ঠিক ঠিক শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের লক্ষণ।

নিম্ন উদাহরণ দুইটি হইতে ভক্তিপথে শ্রীগুরুকৃপালাভের আবশ্যকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জাত হইবে।

(১) ভক্তি শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। সুতরাং ইহা অপ্রাকৃত। কিন্তু সাধকের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত। এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত ভক্তিসাধন অসম্ভব। তজ্জন্য সেই হ্লাদিনীশক্তির দূত মহতের কৃপা আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ কর্মকার তাহার হাপরে অগ্নি সংযোগ না করিয়া কেবল কয়লা দিয়া যতই বাতাস করুক না কেন, সে কয়লা কয়লাই থাকিয়া যায়; কখনও অগ্নির দাহিকা শক্তি লাভ করিতে পারে না। হাপর হইতে যে অগ্নি জাত হইতেছে, অগ্নিই তাহার একমাত্র কারণ,—কয়লা নহে বা বাতাস নহে। অগ্নিসংযোগের পরই বাতাস কয়লাকে অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইয়া অগ্নিতে পরিণত হইতে সাহায্য করে মাত্র।

(২) শিশুর ক্ষুধা হইলে সে কাঁদে। সে বর্ষ বর্ষ ধরিয়া কাঁদিলেও তাহার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না; ক্ষুধানিবৃত্তি হয় কেবল মাতার নিকট হইতে স্তন্যপানের দ্বারা। শিশুর ক্রন্দনের দ্বারা মাতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সে শীঘ্র আসিয়া শিশুকে স্তন্যপান করাইয়া তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি করে।

উপরোক্ত উদাহরণ দুইটি হইতে প্রথমটিতে কয়লাকে জীবের অপরাধমলিন হৃদয়ের সঙ্গে, বাতাসকে সাধনভক্তির সঙ্গে এবং অগ্নিকে মহৎকৃপা বা গুরুকৃপার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। গুরুকৃপারূপ অগ্নির সংযোগ না হইলে কেবল বাতাসরূপ সাধনভক্তির দ্বারা কখনও অপরাধমলিন হৃদয়সদৃশ কয়লা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অগ্নিতে পরিণত হইতে পারে না অর্থাৎ জীবের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির সঞ্চার হইতে পারে না।

সেইরূপ দ্বিতীয় উদাহরণে শিশুর ক্রন্দন জীবের সাধনচেষ্টার সঙ্গে এবং মাতার স্তন্যদান মহৎকৃপার সঙ্গে তুলনীয়। মাতা স্তন্যদান না করা পর্যন্ত যত কাঁদিলেই যেমন শিশুর ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ শ্রীগুরুকৃপা না হইলে যতই সাধন করা যাউক না কেন কিছুতেই প্রেম লাভ হয় না। কারণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি। শ্রীগুরুদেব হ্লাদিনীশক্তির দূত। সুতরাং তাঁহার হৃদয় হ্লাদিনীপ্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ভাণ্ডার। শিষ্য তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইতে পারিলেই তাঁহার কৃপায় শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার প্রবৃত্তি লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারে। এই জন্যই বলা হইল যে, শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত শত সহস্র সাধনচেষ্টাও সাধক-হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা জাত করাইতে পারে না।

শ্রীগুরুকৃপালাভের উপায়

ভাগ্যবান্ সাধকের শ্রীগুরুকৃপার মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া উহা লাভ করিবার জন্য অনুক্ষণ যত্নবান্ হওয়া উচিত। শ্রীগুরুদেবকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট করাই শ্রীগুরুকৃপালাভের একমাত্র উপায়। সুতরাং শ্রীগুরুকৃপাকাঙ্ক্ষী সাধকের নিজের দৈহিক কার্যসম্পাদন হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্ত্যঙ্গযাজন পর্যন্ত যাবতীয় কার্য অনুক্ষণ শ্রীগুরুদেবের সন্তোষবিধান-নিমিত্ত করা উচিত। শ্রীগুরুদেবের সন্তোষচিন্তাই তাহার যাবতীয় চেষ্টার প্রেরক হওয়া উচিত।

ভক্তিসাধক প্রত্যেক কার্যের পূর্বে কিরূপ চিন্তা করিলে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে যোগযুক্ত হইতে পারিবে, উহা নিম্ন আলোচনা হইতে জানা যাইবে। শ্রবণকীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনের পূর্বে সে চিন্তা করিবে—"শ্রীগুরুদেব আমার নিকট উপস্থিত আছেন এবং আমার এই শ্রবণকীর্তনাদি ক্রিয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে করা হইতেছে দেখিয়া তিনি কতই খুসি হইতেছেন!" শ্রবণকীর্তনাদি সাধন করিতে করিতে যদি কোনসময় প্রতিষ্ঠাকামনা বা অমনোযোগিতা আসিয়া যায়, তবে চিন্তা করিবে—"আমার ঐরূপ অযত্নশীল বা প্রতিষ্ঠাকামনাযুক্ত ভক্ত্যঙ্গযাজনের দ্বারা শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ে কতই আঘাত লাগিতেছে! যিনি আমাকে কৃপা করিতে আসিয়াছেন এবং আমার হিতের জন্য তাঁহার সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ আঘাত দেওয়া কি আমার উচিত? শ্রীগুরুদেব আমার কার্যের দ্বারা সন্তুষ্ট হইলেই ত কৃপাপূর্বক আমার বিষয়বাসনা দূর করিয়া আমাকে ভক্তি করিবার অধিকার দিবেন! আর আমার এইসমস্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট না হইলে ইহা আমার পণ্ডশ্রমেই পরিণত হইবে; যেহেতু এসমস্ত ভক্তি না হইয়া পুণ্যকর্মেই পরিগণিত হইবে এবং ইহার ফল ভোগ করিতে আমাকে পুনরায় সংসারে আসিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব সন্তুষ্ট হইলে তাঁহার কৃপার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিবেন।" কোন প্রজল্প (কৃষ্ণেতর কথা বা বিষয়বার্তা আলোচনা) করিবার সময়ে চিন্তা করিবে—"এইরূপ গ্রাম্যকথার (কৃষ্ণেতর কথার) দ্বারা আমার শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি ঘটিয়া বৃথা আয়ুক্ষয় হইয়া যাইতেছে। ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেব কতই দুঃখিত হইতেছেন! অতএব আমি এইসব গ্রাম্যকথা-প্রসঙ্গ হইতে বিরত হইয়া সর্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা করিব।" ভক্ত্যঙ্গযাজন ব্যতীত নিজের দৈহিক কার্য সম্পাদন করিবার সময়েও শ্রীগুরুদেবের সন্তোষচিন্তা করিতে হইবে। আবশ্যকতা হইতে অধিক ভোজনের সময়ে বা অধিক শয়নের সময়ে চিন্তা করা উচিত—"অধিক ভোজনে আলস্য আসিয়া ভজনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে এবং অধিক শয়ন করিলে ভজনের সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা না করিয়া দেহরক্ষার জন্য যতটুকু আবশ্যক আমি ততটুকুই আহার করিয়া ও ততটুকুই নিদ্রা যাইয়া বাকি সময় ভজনে বিনিয়োগ করিলে শ্রীগুরুদেব কতই না খুসি হইবেন!"—এইরূপ সমস্ত কার্যে শ্রীগুরুদেবের সন্তোষচিন্তা করিয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্তিপ্রতিকূল কার্য বর্জন ও ভক্ত্যনুকূল কার্য গ্রহণ করিবার দ্বারা সমস্ত স্বার্থকে তাঁহার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হইবে। এইরূপে তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে কায়মনোবাক্যগত সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিলে তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়া কৃপা করিবেন।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—সমস্ত কর্মের ফল ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিতে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, তাহা না করিয়া শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিবার আবশ্যকতা কী? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিবার সময়ে তাঁহার প্রীতি হইতেছে কি না জানা কঠিন। কারণ তাঁহার সঙ্গে মায়াগ্রস্ত জীবের সাক্ষাৎ কোন সম্পর্ক নাই। এই সম্পর্কস্থাপক হইলেন শ্রীগুরুদেব। সুতরাং তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম করিলেই তাঁহার কৃপার ফলে হৃদয়ে অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি জাত হইবে। এই অনুভূতি যতই অধিক হইতে থাকিবে, ভক্তি হইতেছে না বলিয়া ততই অধিক অভাববোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে কোটিবৃশ্চিকদংশন-ন্যায় জ্বালাবোধও হইবে। সেই অবস্থায় হৃদয় দৈন্যবিগলিত হইয়া চক্ষু হইতে অশ্রুগঙ্গার প্রবাহ ছুটিবে। এই অকপট অশ্রুর এতই প্রভাব যে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়কেও বিগলিত করিয়া দিবে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবং তিনি অচিরে কৃপা করিতে উৎকণ্ঠিত হইবেন। এইভাবে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারিবে।

শ্রীগুরুকৃপালাভের অন্তরায়

শ্রীগুরুসেবা করিয়া যাহার অকপট আন্তরিক দৈন্যময় শ্রীগুরুকৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানাবেশ না আসিয়া ভগবন্নিষ্ঠাবাধক জড়াভিনিবেশ, কুটিলতা, প্রচ্ছন্ন অশ্রদ্ধা এবং যথেষ্ট গুরুসেবা করিয়াছি বলিয়া অভিমান বা দাম্ভিকতা আসে, তাহার নিশ্চিতরূপে শ্রীগুরুপাদাশ্রয় হয় নাই বুঝিতে হইবে। সে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় করিলেও শ্রীগুরুপাদপদ্মে কোন না কোন অপরাধের ফলে তাহার সেই অভিনয় হস্তিস্নানতুল্য বৃথা হইয়া যায়। তাহার তথাকথিত শ্রীগুরুসেবা, শ্রীগুরুদেবের গুণগান ও উৎসাহ সহকারে বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গ যাজনাদি ক্রিয়ার দ্বারা সে লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া দিলেও সে যে ঐসব শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রীতির উদ্দেশ্যে না করিয়া কেবল নিজের প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যেই করে ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ যেখানে আলোক নাই, সেখানে অন্ধকার থাকিবেই। এই ন্যায়ানুসারে যাহার হৃদয়ে শ্রীগুরুকৃষ্ণের সুখচিন্তা নাই, তথায় নিজ সুখচিন্তা থাকিবেই থাকিবে। বাহ্যে শ্রীগুরুদেবের পূজাদির অভিনয় ও শিষ্যত্বের অভিনয় করিয়াও অন্তরে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধালু ব্যক্তির হৃদয় যে বজ্রলেপসদৃশ অপরাধকঠিন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাহার এই তথাকথিত পূজা শ্রীগুরুদেব গ্রহণ করেন না। সে তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার ধৃষ্টতা করিয়া নিজেই বঞ্চিত হয়। সুতরাং নিষ্কপট ভজনেচ্ছু ব্যক্তি এইপ্রকার দুরবস্থায় যেন না পড়ে, তৎপ্রতি তাহার সর্বদা সতর্ক থাকা উচিৎ।

শ্রীগুরুকৃপাই শ্রীকৃষ্ণকৃপা

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতবাণীকে ভিত্তি করিয়াই অনাদিবহির্মুখ জীবের ভবব্যাধির নিদানচিকিৎসা-সম্পর্কে ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহাতে শ্রীগুরুদেবতাত্মা হইয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবই দেবতা ও আত্মা এইরূপ ভাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিবার উপদেশ রহিয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত ভয় দূর হইতে পারে না এবং শ্রীভগবানের স্বরূপস্ফূর্তিও হয় না। এই সম্পর্কে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।১৮)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৩৭)

পরমেশ্বর হইতে বিমুখ জীবের ভয় অর্থাৎ সংসারবন্ধন হয়। ঈশ্বরের মায়ার দ্বারাই এই ভয় বা সংসারবন্ধন সংঘটিত হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবকে 'দেবতা' অর্থাৎ নিয়ামক ও 'আত্মা' অর্থাৎ প্রিয়তম জ্ঞান করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারা মায়াধীশ পরমেশ্বরের ভজনা করিবে। একমাত্র তাঁহার কৃপায় মায়া দূরীভূত হইতে পারে। এজন্য গীতায় (৭।১৪) শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

অর্থাৎ আমার এই মায়া দৈবী, গুণময়ী ও দুরত্যয়া। যাঁহারা কেবল আমার শরণাগত, তাঁহারাই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইবার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণ' স্বরূপশক্তিযুক্ত পরতত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব স্বরূপশক্তির নিজজন। অতএব শ্রীগুরুদেবের প্রতি শরণাগতিও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগতির সঙ্গে সমান। শ্রীগুরুদেব যাহার প্রতি সন্তুষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ যে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট, ইহা নিঃসন্দেহ। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাও শ্রীগুরুদেবকে দ্বার করিয়াই শিষ্যের নিকট পৌঁছায়। শ্রীগুরুদেবের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইলেই অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির উদয় হয় এবং পরিণামে 'অস্মৃতি' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অস্মৃতি ও তজ্জনিত বুদ্ধিবিপর্যয় বা দেহাত্মবোধ অচিরে দূর হয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম অপ্রকটপ্রকাশে অখণ্ড স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তিরূপে বর্তমান। পীঠপূজায় শ্রীভগবানের বামপাশে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদুকাপূজার এইরূপ সঙ্গতি আছে। যে শ্রীভগবান্ এই প্রপঞ্চে ব্যষ্টিভাবে ভক্তাবতাররূপে শ্রীগুরুমূর্তিধারী হইয়া বিরাজ করেন, তিনিই অপ্রকটপ্রকাশে শ্রীযোগপীঠে সমষ্টিরূপে নিজের বামভাগে সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগুরুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। অর্চনের অন্তর্গত পীঠপূজাপ্রকরণে শ্রীল শ্রীজীবপ্রভু উল্লেখ করিয়াছেন—

"পীঠপূজায়াং ভগবদ্বামে শ্রীগুরুপাদুকাপূজনমেবং সংগচ্ছতে; যথা—য এব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ততে, স এব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববামপ্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্ততে।" (শ্রীভ: স: ২৮৬ অনু:)

ভক্তিসাধক অবশ্য শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবান্ জ্ঞান করিবে। এইহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে (ভা: ৭।১৫।২৬)—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥"

(শ্রীভ: স: ২১২ অনু:)

জ্ঞানপ্রদীপপ্রদাতা শ্রীগুরু সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ। যে-ব্যক্তি তাঁহাতে মনুষ্য বুদ্ধি করে, তাহার শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানতুল্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

অতএব ভগবৎকৃপালিপ্সু সাধক শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি না করিয়া কেবল শ্রবণকীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলে কখনও ভগবৎকৃপা লাভ করিতে পারিবে না। কারণ শ্রীভগবানের কৃপা সাধুর দ্বারাই জীবের নিকট পৌঁছায়। এসম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন—

"স্বয়ং সমুত্তীর্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥"

(শ্রীভা: ১০।২।৩১)

হে স্বপ্রকাশ! আপনি সদনুগ্রহ অর্থাৎ সাধুর দ্বারাই সংসারী জীবকে দয়া করিয়া থাকেন। আপনার পাদপদ্মরূপ নৌকাকে আশ্রয় করিয়া সর্বজীবের প্রতি অতিশয় প্রীতিযুক্ত মহাজনগণ নিজে এই ভয়ঙ্কর দুষ্পার ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া জীবকল্যাণ-নিমিত্ত সেই নৌকাকে ইহ সংসারে রাখিয়া যান।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে শ্রীভগবানের সেই পাদপদ্মরূপ নৌকাকে তিনি নিজে এ জগতে প্রকাশ না করিয়া সাধুগণের অপেক্ষা করেন কেন? ইহার উত্তরে দেবগণ বলিলেন যে, শ্রীভগবান্ 'সদনুগ্রহ' অর্থাৎ তিনি সাধুগণের দ্বারাই সংসারী জীবকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; অথবা সাধুগণ শ্রীভগবানের অনুগ্রহেরই মুর্তিস্বরূপ। এই প্রপঞ্চে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ সাধুর আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকে।

গুর্ববজ্ঞা

সাধু বা গুরু জীবের নিকট আসিলেও জীব জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধবশতঃ তাঁহার স্বরূপ জানিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। এই অবজ্ঞার প্রধান কারণ সাধু বা গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি। যে এই গুর্ববজ্ঞা-দোষে দোষী, সে কখনও সাধনে উন্নতি করিতে পারিবে না, বরং অধঃপতিতই হইবে। সেই শ্রীগুরুরূপী মহতের অহৈতুকী কৃপায় সে নিজের ভুল বুঝিয়া যখন অনুতাপ করিবে এবং শ্রীগুরুকৃপাপ্রাপ্তির আশায় অনুক্ষণ শ্রীভগবানের চরণে সক্রন্দন প্রার্থনাপূর্বক শ্রীহরিনাম কীর্তন করিবে, তখন তাহার সমস্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপরাধ দূর হইবে এবং সে শ্রীগুরুকৃপালাভের যোগ্য হইবে। সুতরাং শ্রীগুরুদেবের কোন আচরণে দোষ না দেখিয়া তাঁহাকে নিজের একমাত্র পথপ্রদর্শক ও প্রিয়তমজ্ঞানে তাঁহার আনুগত্যে সাধন-ভজন করিতে হইবে। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কোন আচরণে দোষদর্শন হইয়া যায়, তবে সেই দোষদর্শনরূপ ঘোর অপরাধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। যে নিষ্কপটভাবে এরূপ করিবে, সে এই গুর্ববজ্ঞারূপ অপরাধ হইতে উদ্ধার পাইবে।

পরমার্থবিরোধী গুরু ত্যাজ্য

কিরূপ অবস্থায় গুরুত্যাগের বিধি শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে? 'শিষ্য' অর্থ শাসনযোগ্য। যে শাসনযোগ্য বা লঘু সে কিরূপে শাসক বা গুরুকে চিনিবে যে, তাঁহাকে ত্যাগ করিবে? এসম্পর্কে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ ॥
—ইতি ব্রহ্মবৈবর্তাদৌ তত্ত্যাগনিষেধাৎ।"

(শ্রীভ: স: ২০৭ অনু:)

যে শ্রীগুরুদেবকে পরিত্যাগ করিবার দুর্বুদ্ধি করিয়াছে, তাহার জ্ঞান কলুষিত ও দৌরাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। সে পূর্ব হইতেই শ্রীহরিকে ত্যাগ করিয়াছে। এইসকল শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা শ্রীগুরুত্যাগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীগুরুদেব কখনও পরিত্যাগের পাত্র নহেন। তিনি নিত্যারাধ্যতম।

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ সাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্গুরৌ তথা ॥"

(শ্রীভ: স: ১ অনু: ধৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণবাক্য)

হৃদয় যেপর্যন্ত পাপের (অপরাধের) দ্বারা মলিন থাকে, সেপর্যন্ত শাস্ত্রবাক্যে সত্যবুদ্ধি ও সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না।

যদি অজ্ঞতাবশতঃ অবৈষ্ণব গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবগুরুর চরণাশ্রয় করাই বিধি।

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ ॥"

(শ্রীভ: স: ২০৭ অনু:)

অবৈষ্ণবের দ্বারা উপদিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করিলে নরকগতি হয়। এমতাবস্থায় পুনর্বার যথাযথ বিধানানুসারে বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করা কর্তব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥
অতএব দূরত এবারাধ্যস্তাদৃশো গুরুঃ; বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব—
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

(শ্রীভ: স: ২৩৮ অনু:)

যে ব্যক্তি অন্যায় উপদেশ দেয় এবং যে অন্যায়ভাবে উহা শ্রবণ করে, তাহারা উভয়েই অক্ষয়কালব্যাপী ঘোর নরকে বাস করে। অতএব সেরূপ গুরুকে দূর হইতেই সম্মান করিতে হইবে আর যদি তিনি বৈষ্ণববিদ্বেষী হন, তবে তাঁহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে মহাভাগবতের পূজারূপ কার্য বিষয়ে এবং অপূজারূপ অকার্য বিষয়ে যাঁহার জ্ঞান নাই, যিনি গর্বোন্মত্ত এবং ভক্তিবিরুদ্ধ পথাবলম্বী, সেইরূপ গুরুকে পরিত্যাগ করাই বিধি।

ব্যাবহারিক গুরুগণ যদি পরমার্থ পথের বিঘ্নকারী হন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, সেবিষয়ে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর উক্তি—

"তদেতৎ পরমার্থগুর্বাশ্রয়ো ব্যাবহারিকগুর্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্তব্য ইত্যাশয়েনাহ। (শ্রীভা: ৫।৫।১৮)

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্‌যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

সমুপেতঃ সংপ্রাপ্তো মৃত্যুঃ সংসারো যেন তম্। অত উক্তং শ্রীনারদেন (শ্রীভা: ১।৫।১৫)—'জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।' ইত্যাদি। তস্মাৎ তাবদেব তেষাং গুর্বাদিব্যবহারো যাবন্মৃত্যুমোচকং শ্রীগুরুচরণং নাশ্রয়ত ইত্যর্থঃ।" (শ্রীভ: স: ২১০ অনু:)

সংসারদশারূপমৃত্যুগ্রস্ত মানবকে যে গুরু ভক্তি-উপদেশদ্বারা মুক্ত করিতে পারেন না, তিনি কখনও গুরু হইতে পারেন না; সেইরূপ স্বজন স্বজন নহেন, পিতা পিতা নহেন, জননী জননী নহেন, দেবতা দেবতা নহেন এবং পতিও পতি নহেন। এই কারণে শ্রীবিভীষণ স্বজন রাবণের সহিত সম্পর্ক রাখেন নাই; শ্রীপ্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুর উপদেশ শুনেন নাই; শ্রীভরত জননী কৈকেয়ীর আজ্ঞা পালন করেন নাই ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণ পতিগণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাক্য রক্ষা করেন নাই। কারণ তাঁহারা সকলেই পরমার্থের বিরোধী ছিলেন। সুতরাং লৌকিক গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পারমার্থিক গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিতে তাঁহারা উচিত মনে করিয়াছিলেন। এই অভিপ্রায়ে শ্রীনারদ নিজ শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে বলিয়াছিলেন—"হে মহর্ষে! যাঁহারা স্বভাবতঃ কাম্যকর্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত, তাঁহাদিগকে তুমি পুনরায় যে কাম্যকর্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছ, তাহা তোমার ন্যায় ভগবত্তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে মহান্ ব্যতিক্রমই হইয়াছে।" অতএব পরমার্থবিরোধী গুরু ত্যাজ্য এবং পরমার্থী গুরু গ্রহণীয়।

শ্রীগুরুদেবের বাহ্য আচরণে দোষদর্শন নিষিদ্ধ

শিষ্য যে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভজন করে, তাঁহার বাহ্য আচরণে আপাততঃ কোন অসঙ্গতি দেখা গেলেও তাহার তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত নহে। তিনি যেসব ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছেন, আগ্রহসহকারে সেইসব ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করা উচিত। এসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ বলিয়াছেন—"অতএব ন তত্র স্বানুগম্যমান-রাগাত্মক-সিদ্ধভক্তবিশেষেণ কৃতত্বাকৃতত্বয়োরনুসন্ধানঞ্চাপেক্ষ্যং স্যাৎ, কিন্তু তৎকৃতত্বে সতি বিশেষেণাগ্রহো ভবতীত্যেব বিশেষঃ।" (শ্রীভ: স: ৩১২ অনু:) অর্থাৎ নিজের অনুসৃত রাগাত্মক সিদ্ধভক্ত (অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব) কি কার্য করিতেছেন, কি কার্য করেন না তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করা অনুচিত। তবে তাদৃশ রাগাত্মক সিদ্ধভক্ত যেসব ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাহা অবগত হইলে নিজের তৎপ্রতি বিশেষ আগ্রহই প্রকাশ পায়।

এস্থানে শ্রীগুরুদেবের আচরণে দোষদর্শন না করিতে শ্রীল শ্রীজীবপাদ উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, রাগাত্মক ভক্তগণ অনেক সময়ে হয় ত' আপাততঃ অসঙ্গত কার্য করিতে পারেন। তাঁহাদের হৃদয় অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানে আবিষ্ট থাকায়, তাঁহারা কি করিতেছেন না করিতেছেন তৎপ্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না। এ কথা সত্য যে, তাঁহাদের কোন কর্মফল নাই যদ্দ্বারা তাঁহারা প্রভাবিত হইয়া কোন অসঙ্গত কর্মে লিপ্ত হইয়া যাইবেন। তাঁহারা হ্লাদিনীশক্তির নিজজন হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছায়ই সর্বদা চালিত। সুতরাং বাহিরে অসঙ্গত মনে হইলেও তাঁহাদের কোন আচরণ নিন্দনীয় নহে। যথা—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিবাহ, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর গৃহত্যাগের পর পুনর্বার দার-পরিগ্রহ ও শ্রীরায় রামানন্দের শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে নির্জনে যুবতী দেবদাসীকে নৃত্যশিক্ষা প্রভৃতি। এসকল আচরণ আপাততঃ অসঙ্গত মনে হইলেও ইহা তাঁহাদের পক্ষে কদাপি দোষাবহ হইতে পারে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'শ্রীরসিকমঙ্গল' গ্রন্থের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু তাঁহার প্রথম পত্নী শ্রীগৌরাঙ্গদাসীকে বিবাহ করিবার পর শ্রীরসময়, শ্রীবংশী, শ্রীভীম ও শ্রীকর প্রভৃতি ভক্তগণের প্রার্থনানুসারে বড়বলরামপুরের শ্রীজগন্নাথ দাসের কন্যা শ্রীশ্যামপ্রিয়া দেবীকে দ্বিতীয় পত্নীরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই বিবাহ উপলক্ষে তথায় বিপুল সংকীর্তন মহোৎসবও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে এ বিনীত লেখকের শ্রীমৎবংশীদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথযাত্রা দর্শনানন্তর কটকে আসিয়া উহার দক্ষিণদিকে কাঠযোড়ী নদীর তীরে (গণেশঘাটে) তাঁবু খাটাইয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার আচরণ অতি অলৌকিক ছিল। তিনি সর্বক্ষণ তাঁহার সেবিত বিগ্রহ শ্রীগোপাল ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতেন এবং তাঁহাদের সহিত বহু স্নেহযুক্ত বাক্যালাপ ও পরিহাসাদিও করিতেন। কখনও কখনও বাৎসল্যরসে বিভাবিত হইয়া তাঁহাদিগকে শাসনও করিতেন। কোন দর্শনার্থী আসিলে তিনি কাহারও সহিত কোন কথা বলিতেন না। যাহাকে যাহা বলার কথা সব ঠাকুরকেই বলিতেন। এতদ্ব্যতীত অনেক সময়ে "হে ভক্তবৎসল হরি! হে প্রাণবল্লভ হরি! গোপাল! নন্দলাল!"—এইরূপ খুব বিরহকাতর স্বরে আহ্বানও করিতেন। দর্শনার্থিগণের প্রদত্ত কত যে টাকাপয়সা, ফলমূল, চাউলডাল ইত্যাদি পড়িয়া থাকিত, তিনি এই সকলের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। তাঁহার এতাদৃশ আচরণ ইষ্টদেবের প্রতি গাঢ় আবেশের পরিচায়ক নহে কী?

এইরূপ ব্যক্তিও আবার অনবরত হুঁকো টানিতেছিলেন। তাঁহার গলদেশে তুলসীর মালা বা কপালে তিলক ছিল না। তিনি একাদশীতেও উপবাস করিতেন না। এইরূপে তাঁহার কোনওরূপ বাহ্য বৈষ্ণব চিহ্ন ছিল না। হুঁকো খাওয়া ও একাদশীতে উপবাস না করা—এইরূপ কতকগুলি আপাততঃ অসঙ্গত আচরণ থাকিলেও তিনি যে অনুক্ষণ ইষ্টদেবের আবেশে মগ্ন থাকিতেন, ইহা তাঁহার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। এখানে দুরাচারের ন্যায় প্রতিভাত আচরণসকল তাঁহার আবেশে বিন্দুমাত্রও বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। স্বাভাবিক আবেশ না থাকিলে কৃত্রিমতা করিয়া কাহারও পক্ষে অনুক্ষণ আবিষ্ট হওয়া কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

সুতরাং আপাতদুরাচার-প্রতিম কোন আচরণ দৃষ্ট হইলেও মহতের দোষদর্শন করা মহা অপরাধ। এইরূপ মহদবজ্ঞার ফলে ভক্তি স্তব্ধ হইয়া যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপ্রকট মহৎও অনুসরণীয়

যদি কোন প্রকট মহতের সঙ্গলাভের সুযোগ না পাওয়া যায় তাহা হইলে কি করা যাইবে ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, কোন প্রকট মহতের সাক্ষাৎ সঙ্গলাভের সুযোগ না হইলে নিজ সমরুচিবিশিষ্ট কোন অপ্রকট মহতের অনুসরণ করা যাইতে পারে। এইরূপ করার ফলে সাধনেও অগ্রগতি হইতে পারে। কারণ 'অনুসরণ' অর্থ মহতের আচরণের অনুবর্তন অর্থাৎ মহৎ যেরূপ আচরণ করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ আচরণ করা ও তিনি যেসকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। যিনি নিষ্কপট সাধক, তাঁহার লক্ষ্য হইল শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত রাখিয়া বিস্মৃতি দূর করা। মহৎ অপ্রকট হইলেও তাঁহার শিক্ষা, উপদেশ ও আচরণ যদি ভক্তিপোষক বা শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিলাভের সহায়ক হয়, তবে তাহা অবশ্য গ্রহণীয়। নিষ্কপট সাধক এইরূপে অপ্রকট মহতের অনুসরণ করিলে সাধনে কতদূর অগ্রগতি করিতেছেন, নিজে অনুভব করিতে পারিবেন। এবিষয়ে অন্যের সাহায্য লইবার প্রয়োজন নাই। ভক্তি প্রাকৃত বস্তু নহে। ইহা হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি। হ্লাদিনীশক্তি নিত্য, তাঁহার বৃত্তিও নিত্য এবং তাঁহার দূত যে মহৎ তিনিও নিত্য। ভগবদিচ্ছায় তাঁহার এ মরজগতে আবির্ভাব হইয়া থাকে মাত্র। তাই তাঁহার তিরোভাবের পরে তাঁহার হৃদয়ের নিত্যভাব তিরোহিত না হইয়া এ জগতে রহিয়া যায়। যাঁহারা তাঁহার সেই নিত্য ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা তাঁহার কৃপায় সেই ভাব অঙ্গীকার করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হীনার্থাধিকসাধক

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবে শ্রীকৃষ্ণকে 'হীনার্থাধিকসাধক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'হীন'কে অর্থাৎ অত্যন্ত নীচ, অযোগ্যকেও যিনি তাহার যোগ্যতা হইতে বহু অধিক ফল দিতে পারেন, তিনি 'হীনার্থাধিকসাধক'। শ্রীগুরুদেব হ্লাদিনীশক্তির অন্তরঙ্গতম দূত। 'গুরুদেব'শব্দে 'গুরুত্ব' ও 'দেবত্বে'র অর্থাৎ স্বরূপশক্তিত্ব ও ঈশ্বরত্বের যুগপৎ প্রকাশক। 'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ 'কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থঃ'। তিনি কিরূপ ঈশ্বর ? তিনি স্নিগ্ধ অর্থাৎ হৃদয়বান্ শিষ্যের হৃদয়েশ্বর—মস্তিষ্কের ঈশ্বর নহেন। হৃদয়েশ্বর হওয়ায় তিনি শিষ্যের প্রীতির আস্পদ। যে হ্লাদিনীশক্তি প্রিয়ত্ব ধর্মের উৎস হইয়া তাঁহার প্রীতিরজ্জুতে সর্বাদি সর্বাংশী লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধিতে পারিয়াছেন তাঁহার দূত যে সেই প্রভুকে হৃদয়ে বাঁধিতে পারেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। যিনি সেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হৃদয়দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমফাঁসে নিজের হৃদয়ে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, শিষ্য শত অযোগ্য হইলেও তিনি যে তাহাকে তাঁহার হৃদয়দেবতার প্রতি প্রীতিযোগ দান করিবেন, ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? তাই তিনি শিষ্যের নিকট 'হীনার্থাধিকসাধক'রূপেই পরিচিত।

শ্রীগুরুদেব স্নিগ্ধ শিষ্যের হৃদয়েশ্বর, তার প্রীতির আস্পদ। যে শিষ্যের হৃদয় যত সরল, সে তাঁহাকে ততই অনুভব করিতে পারিবে এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সর্বাত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহার হৃদয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। যে নিজের মস্তিষ্কের দ্বারা বিচারবুদ্ধি খাটাইয়া শ্রীগুরুদেবকে জানিতে চাহে, সে তাঁহাকে মনুষ্যমাত্র জ্ঞান করিয়া অধিকতর মায়াগ্রস্তই হইয়া থাকে। তাই শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায়—তিনি যে হীনার্থাধিকসাধক ইহা স্মরণ করিয়া সর্বদা তাঁহার কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন। কেবল এই ক্রন্দনদ্বারাই তাঁহাকে বশীভূত করা সম্ভব, অন্য কোন যোগ্যতার দ্বারা নহে। স্নিগ্ধ ও অকপট হইয়া তাঁহার করুণার প্রার্থী হইলে তিনি অযোগ্যতমকে যোগ্যতম, কামুককে প্রেমিক ও অজ্ঞানান্ধকে দিব্যচক্ষুষ্মান্ করিয়া দিবেন।

অনাদিভগবদ্‌বিমুখ হইয়া যে ভাগবতধর্মপথহারা হইয়াছে সে যে সর্বদোষাকর, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবুও তাহার হতাশ হইবার কোন কারণ নাই; যেহেতু শ্রীগুরুদেব হীনার্থাধিকসাধক। 'হীনার্থাধিকসাধকে'র নিম্নগা কৃপা-গঙ্গা-ধারার গতি অসমোর্দ্ধ সর্বোত্তমোত্তম ঈশ্বরকেও নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্য-স্বভাব-নিবন্ধন নিন্দ্যকর্ম করাইয়া থাকে। শতসহস্র-দাসী-সেব্যমানা হইয়াও সম্রাজ্ঞী যেরূপ নিজ সন্তানের ক্লেদ অপসারণ করিতে ঘৃণা বোধ করেন না, তদ্রূপ হীনার্থাধিকসাধকের কৃপাও শরণ-গ্রহণকারী জীবের কুৎসিত বৃত্তিকে শোধন করিতে কোন প্রকার কৃপণতা করেন না।

অতএব যে এইরূপ করুণার বারিধি শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইবে, শুক্তিকার ক্ষুদ্রতম আধারে বারিধি যেরূপ আপনাকে পূর্ণভাবে বিলাইয়া দেয়, সেইরূপ করুণাবারিধি শ্রীগুরুদেবও শিষ্যের হৃদয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দেন। হীনার্থাধিকসাধক হওয়ায় শরণাগত শিষ্যের অযোগ্যতা তাহার দৃষ্টিপথে আসে না।

ভগবদনুভূতিসম্পন্ন মহাজনগণ অনাদিভগবদ্‌বিমুখ জীবগণের মঙ্গলের জন্য "শ্রীভাগবতধর্ম"রূপী রাজকীয় পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। যে সরল ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিষ্কপট হইবে, সে এই পথের পথিক হইতে পারিবে। কেবল নিজের অযোগ্যতা অনুভব করিয়া হীনার্থাধিকসাধক শ্রীগুরুদেবকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিলেই সর্বার্থসিদ্ধি হইবে। অযোগ্য যদি নিজেকে অযোগ্য বলিয়া উপলব্ধি না করিল, তবে তা'র আর কৃপালাভের আশা নাই। তথাপি কৃপাবরণে অনিচ্ছুক, অন্ধ, পতিত জীব যেরূপে নিজ অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি লাভ করিতে পারে, সেজন্য শ্রীগুরুদেব সর্বতোমুখী চেষ্টা করিতে সতত ব্যগ্র। সুতরাং মঙ্গলেচ্ছু সাধক যেরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযাচিত অমন্দোদয় কৃপা বরণ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহার ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত শ্রীগুরুকৃপালাভের অন্য পন্থা নাই। বস্তুতঃ হীনার্থাধিকসাধকের কৃপার অকপট আশাবন্ধই শিষ্যত্বের পরিচায়ক।

গুরু সুলভ কিন্তু শিষ্য দুর্লভ

পৃথিবীতে যদি কোন দুর্লভ বস্তু থাকে, তাহা হইল শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানাবেশময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম। কিন্তু তদপেক্ষা দুর্লভতর হইল তাঁহার শিষ্য। ভগবৎপ্রেরিত হইয়া তাঁহার দূত বা মহৎ কোন সময়ে এ জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। কিন্তু পরমাশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপ মহৎ এই জগতে আসিলেও অনেক সময় শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার যে বাণী, তাহা শ্রবণ করিবার লোক বা উপযুক্ত শিষ্য প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য অনেক সময় দেখা যায় যে এইরূপ মহৎ বহু শিষ্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত শিষ্যনামধারী ব্যক্তিগণ শিষ্যপদবাচ্য নহেন। কারণ তাঁহারা নিজ নিজ প্রাকৃত মনের দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাদের ভ্রান্তবিচার অনুযায়ী কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তথাকথিত ভক্তিযাজনের দ্বারা গুরুভক্তি বা গুরুর প্রতি আনুগত্যের অভিনয় করিয়া থাকে মাত্র। কিন্তু সেইরূপে অভিনয় গুরুভক্তিপদবাচ্য নহে। এইরূপ বিষয়াভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানাবেশ লাভ করিবার পরিবর্তে ক্রমশঃ বিষয়ের প্রতি অধিক অভিনিবিষ্টই হইয়া থাকে। এইপ্রকার শিষ্য গুরুর কাম্য নহে। এজন্য "একজনও উপযুক্ত শিষ্য পাইলাম না" বলিয়া খেদোক্তি করিয়া শ্রীগুরুদেব ইহধাম হইতে বিদায় লইয়া যান। তজ্জন্য শ্রুতি বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন—

"আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।"

(কঠোপনিষৎ ১।২।৭)

আত্মার স্বরূপ উপদেষ্টা বক্তা দুর্লভ। কখনও কখনও এইরূপ উপদেষ্টা পাওয়া গেলেও শ্রোতা অর্থাৎ শিষ্য অতিশয় দুর্লভ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রুতি এইরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীগুরুদেব যে শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানাবেশ এই জগতে বিতরণ করিতে আসেন, স্বসুখচিন্তায় অন্ধ জীব তাঁহার শিষ্য অভিমান করিলেও তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত এই বাণী হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। মস্তিষ্কের দ্বারা গুরুর আনুগত্য করা যায় না। গুরুর আনুগত্যের একমাত্র আধার হৃদয়। যে হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ভালবাসে, সে নিশ্চিতরূপে তাঁহার কৃপায় তাঁহার বাণী হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে এবং সেইরূপ শিষ্যই বাস্তবিক শিষ্যপদবাচ্য। কিন্তু সেইরূপ শিষ্য অতি দুর্লভ। বিপরীত চিত্তবৃত্তির দ্বারা বন্ধুতা হইতে পারে না। সুতরাং গুরু ও শিষ্য উভয়ে সমবাসনাবিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন; অর্থাৎ গুরুদেব যে বস্তু দেওয়ার আগ্রহী, শিষ্যও সেই বস্তুর নিষ্কপটপ্রার্থী হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ঠিক হইতে পারে; নচেৎ নহে।

লোকে অনেক সময়ে প্রশ্ন করে, "কোথায় উপযুক্ত গুরু পাওয়া যাইবে ?" কিন্তু এইরূপ প্রশ্ন অমূলক। তার পরিবর্তে বিচার করা দরকার—"কবে আমি শিষ্যপদবাচ্য হইতে পারিব ?" এইরূপ বিচার সর্বদা হৃদয়ে জাগ্রত থাকিলে দৈন্য ও আর্তি আসে এবং অভাববোধ হেতু হৃদয়ে সর্বদা অন্তর্দাহ অনুভূত হয়। সেই অন্তর্দাহই পরোক্ষে অনর্থরাশিকে দগ্ধ করিয়া শিষ্য হইবার যোগ্যতা প্রদান করে। তখন শ্রীভগবান্ তাঁহার দূত শ্রীগুরুদেবকে এইরূপ শিষ্যের নিকট পাঠান এবং শিষ্য তাঁহার পাদাশ্রয় করিয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে আচরণে ব্রতী হয়। সেই ভূমিকাই প্রকৃত শিষ্যের ভূমিকা। সেই ভূমিকায় পৌঁছাইলে সাধকের অন্তরে এইরূপ অকপট অনুভূতি জাগে—"হায়! হায়! শ্রীগুরুদেব এই জগতে আসিয়া আমাদিগকে শ্রীভগবৎসেবায় উদ্‌বুদ্ধ করিতে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া কত অমূল্য উপদেশ দিয়া গেলেন এবং তদনুযায়ী আচরণও করিয়া গেলেন; কিন্তু এ জন্মজন্মান্তরের অপরাধী পাষাণহৃদয় নারকীর তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে একটুকুও প্রীতি জাত হইল না। জীবনটা বৃথা নষ্ট হইয়া গেল! এত বড় অপূর্ব সুযোগ পাইয়াও নিজ ভাগ্যদোষে বঞ্চিত হইলাম।" সুতরাং সাধক সর্বদা সতর্কতাপূর্বক আত্মসমীক্ষা করিয়া দেখিবে—তার হৃদয়ে এইরূপ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে কি না। যদি না হইয়া থাকে, তবে কিরূপে হইবে, সেজন্য ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে হইবে। ইহাই শিষ্যত্বলাভের একমাত্র যোগ্যতা। ইহা না করিয়া কেবল গুরু খুঁজিয়া বেড়াইলে কিছু লাভ হইবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিমার্গ

সাধন হিসাবে ভক্তিমার্গ যে শ্রেষ্ঠ, 'অভিধেয়' প্রকরণে তুলনাত্মক বিচারের দ্বারা উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন সাধনের শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণী শক্তি নাই। ভক্তি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও কেবল সেব্যনিষ্ঠ সাধন হওয়ায় ইহার এইরূপ মাহাত্ম্য। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীবপাদ শ্রীগরুড়পুরাণের উক্তি উদ্ধার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

"বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্বমবাপ্যতে।
যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ ॥"

(শ্রীভ: স: ২১৬ অনু:)

অর্থাৎ যাহার দ্বারা সব লাভ হইয়া থাকে, সেই বিষ্ণুভক্তি বিষয়ে আমি বলিতেছি। ভক্তির দ্বারা শ্রীহরি যেরূপ সন্তুষ্ট হন, অন্য কোন উপায়ে সেরূপ সন্তুষ্ট হন না। অতএব উক্ত হইয়াছে (শ্রীভা: ৭।৭।৫১-৫২)—

"নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্‌বিড়ম্বনম্ ॥"

(শ্রীভ: স: ১৬৮ অনু:)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিতেছেন—"হে অসুরপুত্রগণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার, বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতা কিংবা দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও বিভিন্ন ব্রত ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের প্রীতিবিধানের কারণ হয় না। শ্রীহরি কেবল অমলা ভক্তিদ্বারাই প্রীত হন। অন্য যাবতীয় অনুষ্ঠান বিড়ম্বনা মাত্র।" এস্থানে 'অমলা' অর্থই নিষ্কাম এবং 'বিড়ম্বনা' অর্থ অভিনয়।

অতএব সকাম ভক্তের ভক্তিতে নিজের স্বার্থসাধন একমাত্র উদ্দেশ্য থাকায় ভক্তির অনুকরণমাত্রই করা হইয়া থাকে। রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা ব্যবসায়ের (অর্থলাভের) জন্য যেরূপ ভক্তির অভিনয় করে, ইহা ঠিক সেইরূপ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তির সংজ্ঞা

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের নিম্ন উক্তি হইতে ভক্তির সংজ্ঞা পাওয়া যায়।

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥" (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণা ভগবদ্‌বিষয়িণী সাক্ষাদ্ভক্তি যদি ভগবান্ বিষ্ণুতে কোন ব্যক্তির দ্বারা অর্পিতা হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তবে সেই ব্যক্তির অধ্যয়নকে আমি উত্তম অধ্যয়ন মনে করি।

এখানে শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ শব্দে শ্রীভগবানের নামাদি বিষয়ক শ্রবণাদিই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। পাদসেবনের অর্থ পরিচর্যা, অর্চনের অর্থ বিধিনির্দিষ্ট পূজা, বন্দনের অর্থ নমস্কার, দাস্যের অর্থ 'আমি শ্রীবিষ্ণুর দাস' এইরূপ অভিমান, সখ্যের অর্থ বন্ধুভাবে তাঁহার হিতকামনা এবং আত্মনিবেদনের অর্থ দেহাদির ভরণ-পালনাদির জন্য নিজে কোন চিন্তা না করিয়া গো-অশ্বাদি পশুর ন্যায় নিজের দেহেন্দ্রিয়াদি সবকিছু একমাত্র শ্রীভগবানের ভজনের জন্য তাঁহার নিকট বিক্রয়রূপে সমর্পণ।

উপর্যুক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—"ইতি নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা, ভগবতি তদ্‌বিষয়িকা অদ্ধা সাক্ষাদ্রূপা, ন তু কর্মাদ্যর্পণরূপা পারম্পরিকী ভক্তিরিয়ং, তত্রাপি শ্রীবিষ্ণাবেবার্পিতা—তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা, ন তু ধর্মার্থাদিষু অর্পিতা; এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়তে, তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং তদুত্তমং মন্য ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতিঃ (পূঃ ১৮)—'ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্যম্' ইতি ॥" (শ্রীভঃ সঃ ১৬৯ অনুঃ)

উক্ত টীকার মর্ম এই যে, প্রথমে রুচি অনুযায়ী কর্ম করিয়া পরে (ধর্মার্থাদিপ্রাপ্তিরূপ) স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে উহা শ্রীভগবানকে অর্পণ করার পরিবর্তে "এই নয় প্রকার ভক্তি শ্রীভগবানের সুখকর কার্য এবং ইহার অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি সাক্ষাদ্ভাবে সুখী হইবেন"—প্রথমে এই প্রকার চিন্তা পোষণ করিয়া ইহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরে যে ভক্তি করা যায়, তাহাই শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য। এস্থানে শ্রীভগবানের সুখবিধানবাসনাই ভক্তিসাধনের প্রবর্তক। নিজ সুখবাসনার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লেশমাত্রও এস্থানে নাই। এই নিঃস্বার্থ বা নিষ্কাম ভক্ত্যনুষ্ঠানই 'শ্রবণং কীর্তনং ***' (শ্রীভা: ৭।৫।২৩-২৪) শ্লোকের তাৎপর্য। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"ভক্তি হইতেছে শ্রীভগবানের ভজন। ভক্তীতর ঐহিক বা পারলৌকিক সুখবাসনা হৃদয়ে না রাখিয়া **শ্রীভগবানে মনোনিবেশই ভজন এবং ইহাই** নৈষ্কর্ম্য।"

ইহা হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ভক্তির অনুষ্ঠানের সময় "ইহা শ্রীভগবানের সুখকর কার্য এবং ইহা করিলে তিনি সুখী হইবেন"—প্রথমে এই বাসনা পোষণ করিয়া ইহার দ্বারা চালিত হইয়া যে ভক্তি করা যায়, তাহাই শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য। যেখানে এই ভগবৎ-প্রীতিবাঞ্ছা ভক্তির প্রেরক নহে, সেখানে নিশ্চিতরূপে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভক্তি করা হইতেছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ ইষ্টপ্রীতিবাঞ্ছাহীন ভক্তির আড়ম্বর যে শুদ্ধভক্তি নহে, পুণ্যকর্মবিশেষ,—ইহা স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীল জীবপাদ এখানে 'ন তু **কর্মাদ্যর্পণরূপা পারম্পরিকী ভক্তিরিয়ং'** উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে **'শ্রীবিষ্ণাবেবার্পিতা—তদর্থমেবেদমিতিভাবিতা'** উল্লেখ করিয়া তিনি ভক্তির অনুষ্ঠান অপেক্ষা অনুষ্ঠাতার উদ্দেশ্যের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। শ্রীল রূপপাদের (শ্রীভ: র: সি: ১।১।১১) 'আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা' এবং শ্রীকপিলদেবের (শ্রীভা: ৩।২৯।১১-১৪) 'অবিচ্ছিন্না মনোগতি' ও 'অহৈতুকী' শব্দের উল্লেখদ্বারা শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানই ভক্তিসাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই কথাকে আরও সহজবোধ্য করাইবার নিমিত্ত একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। একজন অতিথি বাড়ীতে পৌঁছাইলে তাঁহার সেবা গৃহস্থের সর্বাদৌ কর্তব্য। সেবা বলিতে তাঁহার অবস্থান, আহার ও শয়নাদির সুব্যবস্থাকেই বুঝায়। এইসব ব্যবস্থা করিবার পূর্বে যেস্থানে অবস্থান, যে খাদ্য ভোজন ও যে শয্যায় শয়ন করিলে তিনি সুখী হইবেন, সেই চিন্তা স্বতঃ গৃহস্থের মনে উদিত হয় এবং সেই চিন্তাদ্বারা চালিত হইয়াই সে উপরোক্ত সেবায় মনোনিবেশ করে। সেবা করিবার সময়েও উক্ত সেবার ফল উপভোগ করিয়া অতিথি কিরূপে সুখী হইবেন, প্রতি মুহূর্তে এই চিন্তাই তাহার হৃদয়ে বলবত্তর থাকে। এস্থানে গৃহস্থ যে সেবা করে, অতিথিই তাহার ফলের ভোক্তা এবং কেবল অতিথির সুখবিধানবাসনাই এই সেবার প্রেরক হওয়ায় ইহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। তদ্রূপ সাধক যে ভক্ত্যনুষ্ঠান করে শ্রীবিষ্ণুই সাক্ষাদ্ভাবে তাহার ফলের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভোক্তা, প্রথমে এইরূপ চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়া এবং এই চিন্তার দ্বারা চালিত হইয়া উহার অনুষ্ঠান করাই শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য। 'ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ' বলিতে ইহাই বুঝায়। এখানে 'অর্পণ' অর্থ শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্তিরূপ অনুষ্ঠান হইতে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ স্বার্থত্যাগ। ভক্ত্যনুষ্ঠান-সময়ে হৃদয়ে অনুক্ষণ শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষচিন্তা থাকায় তাঁহার প্রতি যে অবিচ্ছন্না মনোগতি থাকিবেই ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সংসারী জীবমাত্রেই ভগবদ্‌বিমুখ এবং এই ভগবদ্‌বিমুখতার হেতুই তাহার স্বসুখবাঞ্ছা জাত হইয়াছে। সেই স্বসুখবাঞ্ছা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে সে নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছে এবং কালক্রমে এই চেষ্টার ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া সে ভক্তির আশ্রয়ও লইতেছে। এইপ্রকার ভক্তি বাহ্যে ভক্তির ন্যায় প্রতিভাত হইলেও শ্রীভগবানের সুখবাঞ্ছার পরিবর্তে নিজসুখবাঞ্ছা ইহার প্রবর্তক হওয়ায় ইহা অসার্থক। কারণ ইহাতে সেব্য শ্রীভগবানের দ্বারা সাধক নিজের স্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইতেছে। ইহা কপটতাবিশেষ।

অধিকারিভেদে সাধনব্যবস্থার প্রকারভেদ

শুদ্ধা বা অকিঞ্চনা ভক্তি সমস্ত সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও সকলে যে ইহা করিতে পারিবে, তাহা নহে। কেবল অধিকারিবিশেষের জন্যই এই ব্যবস্থা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। এসম্পর্কে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভের ১৭০তম অনুচ্ছেদে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রথমতঃ পরতত্ত্বের প্রতি বিমুখতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে যে-কোননপ্রকার সাম্মুখ্যই জীবের কর্তব্যরূপে নির্ধারিত হইয়াছে। এই সাম্মুখ্য তিনপ্রকার। যথা—(১) ব্রহ্মসংজ্ঞক পরতত্ত্বের নির্বিশেষ আবির্ভাবের জ্ঞান, (২) ভগবৎসংজ্ঞক পরতত্ত্বের সবিশেষ আবির্ভাবের প্রতি ভক্তি, (৩) জ্ঞান ও ভক্তি—এই উভয়ের দ্বারস্বরূপ কর্মার্পণ। এপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥"

(শ্রীভা: ১১।২০।৬)

অর্থাৎ মনুষ্যগণের মঙ্গলবিধান উদ্দেশ্যে আমার দ্বারা জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি, এই তিনটি যোগ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই। এখানে শ্রেয়ঃ শব্দে মুক্তি, ধর্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ ও প্রেমকে বুঝাইতেছে। তন্মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি; কর্মের দ্বারা ত্রিবর্গ এবং ভক্তির দ্বারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেমরূপ মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। এখানে কর্ম হইতে পৃথগ্‌ভাবে ভক্তির উল্লেখহেতু ভক্তি যে কর্ম নহে, ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কে কোন্ যোগের অধিকারী, উহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

"নির্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্নচিত্তানাং কর্মযোগশ্চ কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

(শ্রীভা: ১১।২০।৭-৮)

অর্থাৎ ইঁহাদের মধ্যে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের প্রতি বিতৃষ্ণা হেতু যাঁহারা ঐ সুখের সাধনরূপ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, সেই মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ জ্ঞানযোগের অধিকারী, যাঁহারা কামী অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং সেইহেতু লৌকিক ও বৈদিক কর্ম ত্যাগ করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের জন্য কর্মযোগ আর যদৃচ্ছাক্রমে যাঁহাদের আমার কথায় শ্রদ্ধা জাত হইয়াছে কিন্তু সংসারভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে নাই কিম্বা তাহাতে অতিরিক্ত আসক্তিও নাই, তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয়।

এই ভক্তি জাতি, কুল, বিদ্যা আদি কোন যোগ্যতার অপেক্ষা রাখে না। শ্রদ্ধাই ভক্তিলাভের একমাত্র হেতু। 'যদৃচ্ছাক্রমে' অর্থাৎ পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের কৃপায় জীবের ভগবৎকথায় শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধাবান্ জনই ভক্তির অধিকারী। অতএব ভগবদ্ভক্তের কৃপাই ভক্তিলাভের একমাত্র যোগ্যতা। জাতি, কুল, বিদ্যা ইত্যাদি অন্য কোন পার্থিব যোগ্যতা এমন কি ভগবদ্ভক্তের কৃপালাভের পূর্বে অনুষ্ঠিত ভক্তিও ভক্তিলাভের কারণ নহে।

উপরে যে শ্রদ্ধার কথা বলা হইল ইহার অর্থ হইল ভক্তির মাহাত্ম্যের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস। ইহা সাধকের মানসিক গুণবিশেষ; কিন্তু ভক্তির অঙ্গ নহে। অনেকস্থলে শ্রদ্ধা না থাকিলেও নিরপরাধ ব্যক্তি ভক্তির আচরণ করিয়া ফল পাইয়াছে, এরূপ প্রমাণ আছে; যথা—অজামিল ও বিষ্ণুমন্দিরে প্রদত্ত প্রদীপের তৈলপানকারী মুষিক ইত্যাদি। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে 'নামাভাস ও ভক্ত্যাভাস' প্রসঙ্গে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তি স্বতন্ত্রা ও কেবলমাত্র মহৎকৃপাসাপেক্ষা হওয়ায় সকলে এই অকিঞ্চনা ভক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। বিভিন্ন অধিকারে অনুষ্ঠিত ভক্তিও অধিকারানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

ভক্তির প্রকারভেদ

ভক্তির প্রকারভেদ সম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—"সা ভক্তিস্ত্রিবিধা—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা, স্বরূপসিদ্ধা চ। তত্রারোপসিদ্ধা—স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি ভগবদর্পণাদিনা ভক্তিত্বং (আভাসত্বং) প্রাপ্তা কর্ম্মাদিরূপা; সঙ্গসিদ্ধা—স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি তৎপরিকরতয়া সংস্থাপনেন (শ্রীভা: ১১।৩।২২) 'তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্গুর্বাত্মদৈবতঃ' ইত্যাদি-প্রকরণেষু (শ্রীভা: ১১।৩।২৩) 'সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গম্' ইত্যাদিনা লব্ধ-তদন্তঃপাতা জ্ঞান-কর্মতদঙ্গরূপা; স্বরূপসিদ্ধা চ—অজ্ঞানাদিনাপি তৎপ্রাদুর্ভাবে ভক্তিত্বাব্যভিচারিণী সাক্ষাত্তদনুগত্যাত্মা তদীয়শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা।" (শ্রীভ: স: ২১৭ অনু:)।

অর্থাৎ পূর্বোক্ত ভক্তি আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে।

আরোপসিদ্ধা ভক্তি

স্বরূপতঃ ভক্তি না হইয়াও যে কর্ম্মাদি শ্রীভগবানে অর্পণাদির দ্বারা ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। কারণ ইহা স্বরূপতঃ কর্ম্মাদিরূপ হইলেও ইহাতে ভক্তিত্ব আরোপিত হওয়ায় ইহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বা ভক্ত্যাভাস বলা হয়। ইহা সকৈতবা ও অকৈতবা ভেদে দুইপ্রকার। সকামা ও নৈষ্কর্ম্যকামা আরোপসিদ্ধা ভক্তি সকৈতবা এবং ভক্তিমাত্রকামা আরোপসিদ্ধা ভক্তি অকৈতবা নামে অভিহিত। সকৈতবা অর্থাৎ কপটতাযুক্তা। সকামা অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখকামনাযুক্তা এবং নৈষ্কর্ম্যকামা অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্য বা সংসারমুক্তিকামনাযুক্তা—এই উভয়বিধা কর্মার্পণরূপা আরোপসিদ্ধা ভক্তিতে সাধকের নিজ-সুখ উদ্দিষ্ট থাকায় ইহা সকৈতবা। ভক্তিমাত্রকামা আরোপসিদ্ধা ভক্তিতে শ্রীভগবানের সন্তোষের নিমিত্ত কর্মার্পণ করা হয়। তাহাতে সাধকের নিজের ভোগ বা মোক্ষরূপ কোন ফলাভিসন্ধি থাকে না, অতএব উহা অকৈতবা। এই ভক্তিমাত্রকামা আরোপসিদ্ধা ভক্তি শুদ্ধা ভক্তির দ্বারস্বরূপ, তাহার সাক্ষাৎ কারণ নহে। অর্থাৎ ইহার দ্বারা রজস্তমোগুণ নিবৃত্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধ হইলে মহৎকৃপাবরণ-যোগ্যতা লাভ হয়। এই মহৎকৃপাই শুদ্ধভক্তিতে অধিকারলাভের একমাত্র কারণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি

স্বরূপতঃ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির পরিকর বা সহকারিরূপে রহিয়া যাহা (যে জ্ঞান, কর্ম ও তাহার অঙ্গসমূহ) ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে **সঙ্গসিদ্ধা** ভক্তি বলা হয়। ইহাও **সকৈতবা** ও **অকৈতবা** ভেদে দুইপ্রকার। যেখানে ভোগ-মোক্ষরূপ নিজের সুখবাঞ্ছা থাকে, সেখানে ইহা সকৈতবা এবং যেখানে ইহা যে ভক্তির সম্বন্ধ হেতু ভক্তিপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়, কেবল সেই ভক্তিরই অপেক্ষা করে, সেখানে ইহা অকৈতবা। জ্ঞান এবং বৈরাগ্যাদি সাধন এই সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির অন্তর্ভুক্ত। ইহা স্বরূপতঃ ভক্তি না হইলেও ভক্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ভক্তি-আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বিষয়ের প্রতি আসক্তি ভক্তিসাধনের প্রতিকূল। সেইহেতু তাহা হইতে আসক্তি ত্যাগের জন্য যে জ্ঞান আবশ্যক তাহা স্বরূপতঃ ভক্তি না হইলেও ভক্তির আনুকূল্য করায় তাহাকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। দেহরক্ষার জন্য যেপরিমাণ বিষয় গ্রহণীয় ততটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া তদতিরিক্ত বিষয় ত্যাগ করা বৈরাগ্যপদবাচ্য। এইরূপে বৈরাগ্যও প্রতিষ্ঠাদি লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হইয়া কেবল ভক্তিলাভের উদ্দেশ্যে ভক্তির পরিকররূপে অনুষ্ঠিত হইলে ইহা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি-পদবাচ্য হয়।

স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি

অজ্ঞানাদি হেতু যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইলেও ভক্তিত্বের ব্যভিচার হয় না, অর্থাৎ যাহাতে ভক্তিত্ব বিদ্যমান থাকে এবং যাহা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীভগবানের আনুগত্যময়ী, সেই শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা ভক্তিই **স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি**। ইহাও সকৈতবা ও অকৈতবা ভেদে দুইপ্রকার। সকামা ও কৈবল্যকামা ভক্তিকে সকৈতবা এবং ভক্তিমাত্রকামা ভক্তিকে অকৈতবা বলা হয়। নিম্নে সকৈতবা ও অকৈতবা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির সম্পর্কে সবিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল।

সকৈতবা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি—ইহা সাধারণতঃ সগুণাই হইয়া থাকে। এই সগুণা ভক্তির সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নমতে বর্ণিত হইয়াছে—

"ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥"

(শ্রীভা: ৩।২৯।৭)

ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন—সাধকের উদ্দেশ্য অনুসারে ভক্তিযোগ বহুপ্রকারে প্রকাশিত হয়। স্বভাবগত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোবৃত্তিভেদে অভিপ্রায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বা উদ্দেশ্য-ভেদ হইয়া থাকে। তদনুযায়ী ফললাভের আশাভেদে ভক্তিভেদ দেখা যায়। এইরূপ ভক্তিকে 'সগুণা ভক্তি' বলা হয়। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর উল্লেখ করিয়াছেন—"দেবানাং গুণলিঙ্গানামিত্যনেন নির্গুণায়া ভক্তেরুক্তত্বাদিহ প্রথমং সগুণাং ভক্তিং লক্ষয়িতুমাহ, ভক্তিযোগঃ এক এব ভাবিনি ভাবোঽভিপ্রায়স্তদ্বতি পুরুষে মার্গৈঃ প্রকারবিশেষৈর্বহুবিধো ভাব্যতে চিন্ত্যতে জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। স চ ভাবঃ স্বভাবভূতা যে গুণাস্তমআদয়স্তেষাং মার্গেণ বৃত্তিভেদেন বিভিদ্যতে নানাবিভেদবান্ ভবতি, ভক্তিঃ স্বরূপতো নির্গুণাপি পুংসাং স্বাভাবিকতমআদিগুণোপরক্তা সতী তামস্যাদিনামভিঃ সগুণা ভবতীতি ভাবঃ।"

'দেবানাং গুণলিঙ্গানাং ***' (শ্রীভা: ৩।২৫।৩২) এই শ্লোকে নির্গুণা ভক্তির কথা উক্ত হওয়ায় এখানে প্রথমে সগুণা ভক্তির লক্ষণনির্ণয় প্রসঙ্গে বলিলেন—ভক্তিযোগ এক হইলেও ভক্তিযাজীর ভাব বা অভিপ্রায়ভেদে বহুবিধ বলিয়া চিন্তা করা যায়। সেই ভাব 'তম' আদি স্বভাবভূত গুণযুক্ত হইয়া নানা ভেদযুক্ত হয়। এই ভক্তি স্বরূপতঃ নির্গুণা হইলেও পুরুষগণের স্বাভাবিক তম আদি গুণে রঞ্জিতা হওয়ায় 'তামসী' আদি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া সগুণা হইয়া থাকে।

তামসী ভক্তি—সগুণা ভক্তির মধ্যে প্রথমে তামসী ভক্তির সম্পর্কে বর্ণনা করা হইতেছে।

"অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্যাৎ স তামসঃ॥"

(শ্রীভা: ৩।২৯।৮)

যে ব্যক্তি হৃদয়ে হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্য পোষণ করিয়া কামের অতৃপ্তিহেতু ক্রোধযুক্ত হয় এবং নিজের মধ্যে যেরূপ সুখদুঃখ আছে, সমস্ত প্রাণীর মধ্যেও সেইরূপ আছে, ইহা উপলব্ধি না করিয়া অত্যন্ত নির্দয় হয়, সেইরূপ ভিন্নদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি আমার প্রতি যে ভক্তির আকার প্রদর্শন করে, সেই ভক্ত তামসভক্ত বলিয়া কথিত হয়। এপ্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করিয়াছেন—

"তত্র প্রথমং তামসীং ভক্তিং লক্ষয়ন্ ভক্তিস্তামসী স্যাদিতি বক্তুমনৌচিত্যং পরামৃশন্ তদ্বান্ পুরুষ এব তামসাদিশব্দৈরুচ্যত ইত্যাহ—অভিসন্ধায় সংকল্প্য; সংরম্ভী ক্রোধী; ভিন্নদৃক্ ভেদদর্শী; স্বস্মিন্নিব পরস্মিন্নপি সুখদুঃখং সমানং ন পশ্যতীতি নিরনুকম্প ইত্যর্থঃ। যো ময়ি ভাবং ভক্তিং কুর্যাৎ স ত্রিবিধোঽপি তামসঃ। অস্যাস্তামস্যাঃ ভক্তেস্ত্রৈবিধ্যং স্পষ্টমুক্তং বৃহন্নারদীয়ে যথা—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"যশ্চান্যস্য বিনাশার্থং ভজতে শ্রদ্ধয়া হরিম্।
ফলবৎ পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসাধমা ॥
যোঽর্চয়েৎ কৈতবধিয়া স্বৈরিণী স্বপতিং যথা।
নারায়ণং জগন্নাথং সা বৈ তামসমধ্যমা ॥
দেবপূজাপরান্ দৃষ্ট্বা স্পর্ধয়া যোঽর্চয়েদ্ধরিম্।
শৃণুষ্ব পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসোত্তমা ॥

এবং রাজস্যাঃ সাত্ত্বিক্যাশ্চ ভক্তেস্ত্রৈবিধ্যমুক্তং দ্রষ্টব্যম্।"

প্রথমে তামসী ভক্তির লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—ভক্তি 'তামসী' হয়, এইরূপ বলা অনুচিত। সেজন্য ভক্তিসাধককে (ভক্তিকে নহে) তামসাদি শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। অভিসন্ধায়—সংকল্প করিয়া; সংরম্ভী—ক্রোধী; ভিন্নদৃক্-ভেদদর্শী অর্থাৎ যে নিজের ন্যায় অন্য সকলেরও সুখদুঃখানুভূতি সমানভাবে আছে বলিয়া অনুভব করিতে পারে না, সেই নির্দয় পুরুষই ভেদদর্শী। উক্ত ত্রিবিধ ব্যক্তি আমাতে ভক্তি করিলেও তামসভক্ত নামে অভিহিত হয়। এই তামসী ভক্তি ত্রিবিধা। নিম্ন উদাহরণ হইতে উহা সুস্পষ্ট হইবে।

(১) যে অন্যের বিনাশের (হিংসার) উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় হরিকে ভজনা করে, হে পৃথিবীপাল! তাহার সেই ভক্তি তাহার উদ্দেশ্যের ন্যায় 'অধমতামসী' হইয়া থাকে।

(২) পরপুরুষাসক্তা স্ত্রী নিজের স্বামীর সেবা করিবার ন্যায় যে কৈতব (দম্ভ অর্থাৎ প্রবঞ্চনা)সহকারে নারায়ণ জগন্নাথকে অর্চন করে, তাহার সেই ভক্তি 'মধ্যমতামসী' হয় অর্থাৎ নিজেকে ভক্ত বলিয়া প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে প্রবঞ্চনাপূর্বক নারায়ণে যে ভক্তি করা যায়, উহা 'মধ্যমতামসী' ভক্তি।

(৩) অন্যের দেবপূজানিষ্ঠা দেখিয়া যে স্পর্ধা(মাৎসর্য)সহকারে শ্রীহরির অর্চন করে, হে পৃথিবীপাল! তাহার সেই ভক্তি 'উত্তমতামসী'পদবাচ্য হয়।

এইরূপে রাজসী ও সাত্ত্বিকী ভক্তিরও ত্রিবিধত্ব উক্ত হইয়াছে।

রাজসী ভক্তি—অধিকারিভেদে ভক্তিসাধক 'রাজস ভক্ত' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজস ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীকপিলদেবের উক্তি—

"বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্যমেব বা।
অর্চাদাবর্চয়েদ্যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ ॥" (শ্রীভা: ৩।২৯।৯)

যে আমাকে সুখী করিবার বাসনা না রাখিয়া বিষয়সকল, প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্যলাভের আশায় অভিনিবিষ্ট থাকে, সেইরূপ পৃথগ্ভাব পুরুষ আমার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্চনাদি যে ভক্তির আড়ম্বর করে, তাহা 'রাজসী ভক্তি' এবং সে 'রাজস ভক্ত' নামে কথিত হয়। বিষয়, প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্যাদি লাভের অভিসন্ধি রাখিয়া যে মন্দির-নির্মাণ বা শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠারূপ ভক্তির আকার প্রদর্শিত হয়, তাহা রাজসী ভক্তি। কর্মার্পণরূপ অতি প্রাথমিক ভাগবতধর্মে বা ভক্ত্যাভাসে যাহার অধিকার হইয়াছে, সে মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া তথায় প্রস্তরফলকে নিজের নামাঙ্কনের কিম্বা সংবাদপত্রে নিজের নামপ্রকাশের জন্য কখনও আগ্রহী হইবে না। ভক্তিগ্রন্থ লিখিয়া উপাধি (degree) প্রাপ্তির কিম্বা অভিনন্দনপ্রাপ্তির লেশমাত্র আশা এই কর্মার্পণকারীর হৃদয়ে থাকে না। ভক্তিকথা প্রচার করিয়া নিজের প্রশংসা শুনিতে যে উদ্‌গ্রীব, প্রশংসা কম হইলে যাহার উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হয় ও প্রশংসা বেশি হইলে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, কর্মার্পণরূপ অতি প্রাথমিক ভাগবতধর্মেও তাহার অধিকার হয় নাই। সে কেবল রাজসী সকামা ভক্তির দ্বারা বঞ্চিতই হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

পৃথিবীব্যাপী হরিকথা প্রচার বা কীর্তনরূপ ভক্তিযাজনের অভিনয় করিয়াও যাহাদের প্রতিষ্ঠা, ঐশ্বর্য বা বিষয়সংগ্রহের অভিসন্ধি আছে, তাহাদের এইরূপ ভক্তির আকার বা অভিনয় কেবল **'রাজসী ভক্তির তাণ্ডব'** বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব ও শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সাত্ত্বিকী ভক্তি—মুক্তিকামনা করিয়া যে ভক্তি করা যায় তাহা 'সাত্ত্বিকী ভক্তি' নামে কথিত। ইহাকে কৈবল্যকামা ভক্তিও বলা হয়।

"কর্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥"

(শ্রীভা: ৩।২৯।১০)

মোক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া যে ব্যক্তি পরমেশ্বরে কর্মার্পণ করে কিম্বা শাস্ত্রবিধানানুসারে পূজা করা উচিত—এইরূপ কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া যে পরমেশ্বরের পূজা করে কিন্তু তাঁহার সুখবিধানের উদ্দেশ্যে করে না, তামস ও রাজস ভক্তের ন্যায় সেও সাত্ত্বিক বৃত্তির দ্বারা পৃথগ্‌ভাব অর্থাৎ ভক্তি হইতে মুক্তিকে পৃথক্ পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করায় 'সাত্ত্বিক ভক্ত' নামে কথিত হয়।

এইরূপে তামসী ও রাজসীরূপ সকামা ও সাত্ত্বিকীরূপ কৈবল্যকামা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির বিষয় বর্ণিত হইল। এখন ভক্তিমাত্রকামা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির বিষয় বর্ণিত হইবে। এই ভক্তিমাত্রকামা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি নির্গুণাই হইয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নির্গুণা ভক্তি

ভক্তিমাত্রকামা, কেবলা, অকিঞ্চনা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি নির্গুণা ভক্তিরই নামান্তর। এবিষয়ে শ্রীকপিলদেবের উক্তি—

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥"

(শ্রীভা: ৩।২৯।১১-১৪)

আমার গুণ শ্রবণ মাত্রে সমুদ্রের দিকে গঙ্গাজলের প্রবাহের ন্যায় সর্বচিত্তনিবাসী আমার প্রতি মনের যে অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি হয়, সেই ফলানুসন্ধানশূন্যা ও জ্ঞানকর্মাদি ব্যবধানরহিতা ভক্তি নির্গুণা ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই মনোগতি স্বাভাবিকী হওয়ায় এবং তাহা সমুদ্রগামী গঙ্গাজলের গতির ন্যায় অবাধ হওয়ায় কোনপ্রকার স্বার্থসিদ্ধিবাঞ্ছা তাহাতে ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে না। কারণ ভোগমোক্ষাদি বাসনারূপ নিজ-সুখকামনার লেশমাত্রও তাহাতে থাকে না। আমি দিতে চাহিলেও আমার ভক্ত আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও একত্ব বা সাযুজ্য গ্রহণ করে না। ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে কথিত। এই ভক্তিযোগের দ্বারা জীব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করে। এস্থানে কয়েকটি শব্দ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

'মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ'—আমার ভক্তবাৎসল্য ও ভক্তবশ্যতাদি অনন্ত গুণের কথা মহৎমুখ হইতে শ্রবণমাত্রই জীব আমার প্রতি লোভাকৃষ্ট হইয়া অন্য কোন হেতুর অপেক্ষা না করিয়া আমার অপ্রাকৃত সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে চাহে।

'অবিচ্ছিন্না মনোগতিঃ'—সম্মুখে পাহাড়, জঙ্গল, গ্রাম ইত্যাদি যাহা কিছু পড়িলেও সমুদ্রগামী গঙ্গাজল সেগুলিকে বাধা বলিয়া আদৌ বিচার না করিয়া যেরূপ নিরবচ্ছিন্নগতিতে সমুদ্রের দিকে অবিরাম ধাবিত হয়, ভক্তের চিত্তও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেইরূপ ভোগমোক্ষচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া অনুক্ষণ সেই প্রিয়তম প্রভুর আনন্দবর্ধিনী সেবা করিতে ব্যাকুল হয়।

'অহৈতুকী'—ইষ্টদেবের সেবা রূপ উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্য ভক্তের থাকে না। যদি কেহ প্রশ্ন করে—সেবার উদ্দেশ্য বা হেতু ত আছে, সুতরাং তাহাকে অহৈতুকী কিরূপে বলা যাইবে? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, সেবারূপ হেতুর ফল সেব্যনিষ্ঠ। সেবক কখনও তাহার ফল পায় না। এই জগতের মধ্যে দেখা যায় যে মাতার সেবার ফল সন্তানই পায়। স্ত্রীর সেবার ফল স্বামীই পায়। সেইরূপ ভক্ত শ্রীভগবানের যে সেবা করে, তাহার ফল সে না পাইয়া শ্রীভগবানই পান। কারণ উহা শ্রীভগবানের প্রতিই উদ্দিষ্ট থাকে। অর্থাৎ ভক্ত শ্রীভগবানকে সেবা করিয়া নিজের ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষরূপ কোন স্বার্থসিদ্ধি করিতে চাহে না। অবশ্য ভক্তির প্রভাবে সবকিছু লাভ হইতে পারে। কিন্তু ভক্ত কোনরূপ লাভের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া সেবার দ্বারা কিভাবে ইষ্টদেবকে সুখী করিবে, এই চিন্তায়ই আবিষ্ট থাকে। এজন্য ভক্তের সেবার দ্বারা শ্রীভগবান্ তাঁহার সন্তোষরূপ ফল পাইয়া থাকেন। ইহাই নির্গুণা ভক্তির বৈশিষ্ট্য। কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী সকলেই এই ভক্তির আশ্রয় লইয়াও যথাক্রমে ঐহিক পারলৌকিক সুখ এবং ব্রহ্মসাযুজ্য ও পরমাত্মসাযুজ্যরূপ স্বার্থকে হেতু করায় ইহাদের ভক্তি হৈতুকী হইয়া যায়। তজ্জন্য ইহারা ভক্ত পর্যায়ভুক্ত না হইয়া কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী পর্যায়ভুক্তই হয়।

'অব্যবহিতা'—এই ভক্তি স্বরূপসিদ্ধা হওয়ায় ইহা সাক্ষাদ্ভক্তি; আরোপাদি দ্বারা ব্যবহিতা নহে। ইহা আরোপসিদ্ধা হইয়া থাকিলে ভক্তীতর বাসনাদ্বারা ব্যবহিত হইত।

উক্ত শ্লোকে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে **অবিচ্ছিন্না মনোগতিকেই নির্গুণা** ভক্তির স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং এই মনোগতি মহতের মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের গুণশ্রবণের মাধ্যমে তাঁহার (মহতের) কৃপা হইতেই উদিত হয় বলিয়া উক্ত শ্লোক হইতে জানা যায়।

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ" (শ্রীভা: ১১।২০।৮) শ্লোকে যদৃচ্ছা বা আকস্মিক মহৎ কৃপাই ভক্ত্যধিকারলাভের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই আকস্মিক প্রাথমিক মহৎকৃপার ফলে ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা জাত হইয়া থাকে এবং পরবর্তিকালে শ্রদ্ধাসহকারে মহন্মুখনিঃসৃত শ্রীকৃষ্ণের গুণশ্রবণদ্বারা তাঁহার প্রতি ফলানুসন্ধানরহিতা মনোগতির অর্থাৎ প্রীতিলক্ষণা মনোগতির উদয় হইয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গঙ্গাজলের সমুদ্রে পতনরূপ ফললাভসদৃশ এই মনোজল অবিচ্ছিন্না গতিতে ধাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রে পতিত হয়।

এসম্পর্কে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিম্ন উক্তিটিও প্রণিধানযোগ্য।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৩৩)

এখানে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিকে 'ভক্তিলতাবীজ' বলা হইয়াছে। এই স্মৃতিযুক্ত মনোগতিই অবিচ্ছিন্না হইয়া থাকে। কারণ মনোমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানচিন্তা প্রবেশ করিলে স্বাভাবিকভাবে ভোগমোক্ষবাঞ্ছারূপ অন্যাভিলাষ হইতে ইহা মুক্ত হয়। এই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছাযুক্ত মনের গতি সাধনের প্রাথমিক অবস্থায় জীবের গুণীভূত অধিকার হইতে আরম্ভ হওয়ায় ইহা গুণরঞ্জিতাই হইয়া থাকে। কিন্তু মহৎকৃপাপুষ্ট সাধনের প্রভাবে মনের এই গতি গুণমুক্তা হইয়া ক্রমশঃ অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে। অতঃপর এই গতি অবিচ্ছিন্না হয়। এই অবিচ্ছিন্না মনোগতি সাধককে প্রেমফল আস্বাদন করায়।

অতএব কি সাধন, কি সিদ্ধি সর্বাবস্থায় এই মনোগতিরই প্রাধান্য। শ্রবণকীর্তনাদি ভক্ত্যনুষ্ঠানের সঙ্গে এই মনোগতির যোগই 'শুদ্ধ ভক্তি' বা 'নির্গুণা ভক্তি'পদবাচ্য।

এই নির্গুণা ভক্তিতে শ্রীভগবানের সুখবিধানই সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়ায় ইহার ফল সাধক না পাইয়া শ্রীভগবানই পান। ভক্তের এই নিঃস্বার্থ ভক্তির পরিবর্তে তাহাকে কিছু প্রতিদান দিতে না পারায় শ্রীভগবান্ তাহার নিকট ঋণী হইয়া যান। এজন্য শ্রুতি বলিলেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।" (মাঠর শ্রুতি।)

পূর্বাঙ্গরূপা ভক্তি

পূর্বে যে অকৈতবা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির কথা আলোচিত হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিই এই ভক্তিযোগের জননী। এই প্রীতির দ্বারা চালিত হইয়া ভক্ত ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। যেখানে প্রীতির অভাব, সেখানে ভক্তির আকার থাকিলেও তাহা শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য নহে। অবশ্য শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হওয়া জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে। শ্রীল জীবপাদের মতে জীব পরমাত্মবৈভব হওয়ায় তাহার স্বরূপে শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইবার যোগ্যতা নাই। সুতরাং জীবকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি অনাদিকাল হইতে হ্লাদিনীশক্তিকে প্রত্যেক জীবহৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু ভগবদ্‌বৈমুখ্য হেতু জীবহৃদয় রজস্তমোগুণাবৃত হওয়ায় হ্লাদিনীশক্তি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। এজন্য শ্রীভগবান্ হ্লাদিনীশক্তির দূত সাধুগণকে এ জগতে পাঠাইতেছেন। সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের যদৃচ্ছাক্রমে এই সাধুগণের সংসর্গ ঘটিয়া থাকে। তাঁহাদের কৃপায় তাঁহাদের নিকট ভক্তির মাহাত্ম্য শুনিয়া, তাঁহাদের অন্তরের ইষ্টসুখানুসন্ধানাবেশ অনুভব করিয়া ও তাঁহাদের ভক্তিনিষ্ঠ আচরণ দেখিয়া তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিক্যাদি সকৈতবা ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া কেবল শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই ভক্তি করিতে জীব আগ্রহী হইয়া থাকে। এই ভূমিকায় বাহ্যে ভক্তির অনুষ্ঠান ও অন্তরে ভক্তিযাজনের উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান সম্পূর্ণ ঠিক থাকিলেও তাহার উক্ত ভক্তির অনুষ্ঠান শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য নহে। কারণ ভক্তিরূপা হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি তাহার ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত না হওয়ায় সেই ইন্দ্রিয় প্রাকৃতই থাকে। সুতরাং এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবানের যে সুখানুসন্ধান বা প্রীণন তাহা স্বরূপতঃ শুদ্ধ হইলেও তাহার হৃদয়স্থ রজস্তমোগুণরঞ্জিত হইয়া 'প্রীণনাভাসে' পরিণত হইয়া যায়। অবশ্য পূর্বোক্ত সগুণা (তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী) ও নির্গুণা ভক্তি হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্। ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতত্ব সত্ত্বেও শুদ্ধভক্তি-সাধনের নিমিত্ত এখানে সাধকের অকপট আন্তরিক চেষ্টা থাকায় ইহাকে শ্রীল জীবপাদ 'পূর্বাঙ্গরূপা ভক্তি' বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় ইহা ভক্তি নহে—'ভক্ত্যাভাস' এবং ইহাতে শ্রীভগবানের যে সন্তোষচিন্তা তাহা 'সন্তোষাভাস বা প্রীণনাভাস'। অবশ্য এই প্রাথমিক কর্মমিশ্র অধিকারে জীব ইহা হইতে আর অধিক কিছু করিতে পারে না। ইহাই তাহার অধিকারোচিত সাধন। এইরূপ কর্মমিশ্রা ভক্তি বা কর্মার্পণে সাধকের হৃদয়ে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছারূপ স্বসুখচিন্তা না থাকিয়া কেবল শ্রীভগবানের সন্তোষচিন্তাই থাকে। তজ্জন্য ইহা সকাম ও নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্—ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ। সকাম ও নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ যেরূপ ভক্তিলাভের সাক্ষাৎ কারণ নহে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট এই ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ বা পূর্বাঙ্গরূপা ভক্তিও ভক্তিলাভের সাক্ষাৎ কারণ নহে। মহৎকৃপাই ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ। অকপট হৃদয়ে এই পূর্বাঙ্গরূপা ভক্তিযাজন করিলে ক্রমশঃ হৃদয় হইতে রজস্তমোগুণ দূর হইয়া নিজ অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি জাত হয়, যাহার ফলে হৃদয় দৈন্যপূর্ণ হইয়া চক্ষুতে অকপট অশ্রুর উদ্‌গম হয়। এই অশ্রুই মহৎকৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার একমাত্র কারণ। ইহা হইতে জানা যায় যে নিজ অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি হইতে জাত ক্রন্দনই পূর্বাঙ্গরূপা ভক্তির চরম ফল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তির অনুষ্ঠান ঠিক থাকিয়াও যদি অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি হইতে হৃদয় মথিত হইয়া চক্ষুতে অশ্রুর উদগম না হয়, তবে নিশ্চিতরূপে উদ্দেশ্যে কিছু ত্রুটি রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। যেখানে দৈন্য নাই, সেখানে তদ্বিপরীত দম্ভ থাকিবেই থাকিবে। সেই অবস্থায় সাধক সতর্ক থাকিয়া নিজের দুর্বলতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক মহৎকৃপা প্রার্থনা না করিলে তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মার্পণকে শুদ্ধভক্তি জ্ঞান করিয়া সে বৃথা অহঙ্কারে মত্ত হইবে। পরিণামে অপরাধী হইয়া ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে।

অতএব এই পূর্বাঙ্গরূপা ভক্তি করিবার সঙ্গে সঙ্গে মহৎকৃপালাভের জন্য সর্বদা ব্যাকুল হৃদয়ে ক্রন্দনই প্রাথমিক ভক্তিসাধকের অধিকারোচিত পন্থা। ক্রন্দনের দ্বারাই সে মহৎকৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারিবে এবং মহৎকৃপায়ই সে শুদ্ধভক্তিলাভের যোগ্য হইবে। ইহাই প্রাকৃত অধিকারে সাধনের ক্রমপন্থা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ভজনপন্থায় অকপট অশ্রুই সাধনের একমাত্র অনবদ্য উপকরণ। কি সাধন, কি সিদ্ধি—উভয় অবস্থায় এই অশ্রুর মূল্য অনির্বচনীয়। জন্মজন্মান্তরের অপরাধের ফলে হৃদয় কঠিন হওয়ায় চক্ষুতে সহজে অশ্রুর উদ্‌গম হয় না। কিন্তু পূর্বাঙ্গরূপা ভক্তি করিলে ক্রমশঃ ইহা সহজ হইয়া থাকে। তামসী, রাজসী কিম্বা সাত্ত্বিকী ভক্তির দ্বারা কখনও হৃদয় বিগলিত হইয়া চক্ষুতে অশ্রুর উদ্‌গম হইবে না; বরং তাহা হইতে দম্ভবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে। তাই ভাগ্যবান্ সাধকের উপরোক্ত ত্রিবিধা ভক্তি হইতে দূরে থাকিয়া পূর্বাঙ্গরূপা ভক্তিরই আশ্রয় নেওয়া উচিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উত্তমা ভক্তি

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে উত্তমা ভক্তির সংজ্ঞা নিম্নলিখিতমতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।১।১১)

শ্রীকৃষ্ণের রুচির অনুকূল অনুশীলনকে "উত্তমা ভক্তি" বলা হয়। ইহা অন্যাভিলাষিতা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিবিধানের অভিলাষ ব্যতীত অন্য যাবতীয় অভিলাষ হইতে মুক্ত। নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ও যোগ ইত্যাদি আরোহপ্রবৃত্তির দ্বারা ইহা অনাবৃত।

উপর্যুক্ত শ্লোকের প্রত্যেকটি শব্দ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দসমূহের তাৎপর্য সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিলে শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইবে।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্

ভক্তি = (ভজ্ + ক্তিন্); ভজ্ অর্থ সেবা। সেবায় সেব্যের সুখচিন্তা অবশ্য থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানে সেব্য, সেস্থানে তাঁহার সুখচিন্তা ব্যতীত স্বসুখমূলক অন্য যাবতীয় চিন্তা 'অন্যাভিলাষিতা' বলিয়া গণ্য হয়। এই অন্যাভিলাষিতা প্রসঙ্গে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু বর্ণনা করিয়াছেন—

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২২)

অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপা পিশাচী যতক্ষণ হৃদয়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই হৃদয়ে ভক্তিসুখের উদয় হইতে পারে না। কারণ ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছায় জীবের স্বার্থ জড়িত থাকায় তাহা ভক্তির পরিপন্থী। অতএব যে ভক্তি শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানমূলা তাহাতে ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছারূপ স্বার্থাভিসন্ধি থাকিতে পারে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এখানে **'পিশাচী'** শব্দের প্রয়োগও যথার্থ। কারণ যাহাকে পিশাচী পায়, সে নিজের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া পিশাচীর পরিচয়েই নিজেকে পরিচিত করায়। সেইরূপ ভোগমোক্ষবাঞ্ছারূপিণী পিশাচী হৃদয়ে প্রবেশ করিলে জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ স্বধর্ম সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া ভোগ বা মোক্ষরূপ নিজ সুখচিন্তায় অনুক্ষণ আবিষ্ট থাকে। তাই ভোগমোক্ষবাঞ্ছাকে পিশাচী বলিয়া উল্লেখ করা যথার্থই হইয়াছে।

এখানে **'অন্যাভিলাষ'** না বলিয়া **'অন্যাভিলাষিতা'** বলিবার উদ্দেশ্য কি, সেবিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। অন্যাভিলাষীর ভাব বা অবস্থাকে 'অন্যাভিলাষিতা' বলা হয়, আর শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনা ব্যতীত অন্য বাসনাকে 'অন্যাভিলাষ' বলা হয়। অতএব অন্যাভিলাষিতা চিত্তের স্থায়ী প্রবৃত্তি এবং অন্যাভিলাষ আগন্তুক ভাবমাত্র। অর্থাৎ অন্য অভিলাষ যেখানে ভক্তিসাধনের প্রবর্তক, সেখানে ইহা 'অন্যাভিলাষিতা', আর শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে ভক্তি করিবার সময় মধ্যে মধ্যে অনবধানতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকামনার পরিবর্তে নিজের লাভপূজা-প্রতিষ্ঠাদি যে আগন্তুক বাসনার উদ্রেক হয়, তাহা অন্যাভিলাষ। সাধক দুর্বল বা অনর্থগ্রস্ত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্তি করিতে যাওয়ার সময় তাহার দুর্বলতাবশতঃ মধ্যে মধ্যে লাভপূজাপ্রতিষ্ঠাশা বা মোক্ষবাঞ্ছারূপ অন্যাভিলাষ আসিয়া যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে সাধক প্রথম হইতেই হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবাঞ্ছা পোষণ করিয়া ভক্তি করিতে আরম্ভ করিতেছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, সে নিশ্চিতরূপে সরল। কেবল মনের দুর্বলতাবশতঃ মধ্যে মধ্যে অন্যাভিলাষ আসিয়া তাহার ভজনে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। সেখানে তাহার সারল্যহেতু সে নিজের অন্যাভিলাষের কথা বুঝিতে পারিয়া তাহার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা করিয়া থাকে। এই প্রার্থনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহার অন্যাভিলাষকে শীঘ্রই দূর করিয়া দেন। কিন্তু অন্যাভিলাষিতা দূর হওয়া বড়ই কঠিন। কারণ এখানে সাধক প্রথম হইতেই হৃদয়ে অন্য বাঞ্ছা পোষণ করিয়া উহা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই ভক্তির আশ্রয় লইয়া থাকে। **যেহেতু এখানে ভক্তির আশ্রয় গৌণ এবং অন্যাভিলাষিতা চরিতার্থ করাই মুখ্য, তজ্জন্য ইহা দুস্ত্যজ। অন্যাভিলাষে কিন্তু ভক্তি হইল মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অন্যাভিলাষ হইল গৌণ, তজ্জন্য ইহা প্রার্থনাপ্রভাবে সহজে দূর হইয়া যায়।** এই অন্যাভিলাষিতাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিলতার উপশাখা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। শ্রবণকীর্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গযাজনের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তারূপ মূল ভক্তিলতা বাড়িতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া যায় এবং উপশাখা (পরগাছা) সদৃশ অন্যাভিলাষিতা বাড়িতে থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি সহজবোধ্য হইবে। মনে করুন, কোন ভক্তিসাধক একজন সুগায়ক। কোন একটি ধর্মসভায় তাঁহাকে কীর্তন করিতে বলা হইল। সে কীর্তন করিবার পূর্বে কিরূপে তাঁহার ইষ্টদেবের সন্তোষ হইবে, সেই চিন্তা যদি তাহার হৃদয়ে জাগ্রত থাকে, তবে কীর্তন করিবার সময় স্বরকে কিরূপে ভাল করিয়া শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করিবে, তৎপ্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কীর্তনের উচ্চারিত প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের ভাবকে সম্পূর্ণরূপে মিলাইতে চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে কীর্তনের সময় ইষ্টদেবের প্রতি তাহার আবেশলাভ স্বাভাবিক হইয়া যাইবে। কিন্তু কীর্তন করিতে করিতে দুর্বলতাবশতঃ কখনও তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বে প্রতিষ্ঠাশা আসিয়া যাইতে পারে; ইহা তাহার হৃদয়ের আগন্তুক ভাব মাত্র। সে পরে ইহা বুঝিতে পারিয়া তজ্জন্য ঘোর অনুতাপ করে এবং এই অন্যাভিলাষ কিরূপে দূর হইবে, তজ্জন্য প্রার্থনাও করে। কিন্তু যে প্রথম হইতেই তাহার কীর্তনের সুমধুর স্বর শুনাইয়া শ্রোতার মনকে মুগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই কীর্তন করিতে যায়, সে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানের পরিবর্তে শ্রোতাগণের মনোরঞ্জনরূপ অভিসন্ধি (motive) পোষণ করায় তাহাকে 'অন্যাভিলাষী' এবং তাহার এই হৃদয়ের অভিসন্ধিকে 'অন্যাভিলাষিতা' বলা হইবে। ইহা তাহার হৃদয়ের স্থায়ী ভাব। সে কপটী হওয়ায় ইহা যে একটি দোষ তাহা বুঝিতে পারে না। তাই ইহা ত্যাগ করিবার বাসনাও তাহার হৃদয়ে জাগে না। এইরূপ অন্যাভিলাষী অনেক সময় ত্যাগীর বেশ ধারণ করিয়াও ইন্দ্রিয়দৌর্বল্যবশতঃ গোপনে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গাদিরূপ পাপানুষ্ঠান করিতে বদ্ধপরিকর। ইঁহাদের মঙ্গল সুদূরপরাহত। যেদিন ইঁহারা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া উক্ত পাপাচরণের জন্য অনুতাপগ্রস্ত হইবে এবং ইহার কবল হইতে উদ্ধারলাভের জন্য শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সক্রন্দন প্রার্থনা জানাইবে, সেই দিন হইতেই ইঁহাদের মঙ্গলের উদয় হইল বুঝিতে হইবে।

যাহারা প্রকৃতপক্ষে নিষ্কপট ভক্তিসাধক, তাহাদেরও পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃ কোন কোন সময়ে পরদারগমনাদি আপাতদুরাচার দেখা যাইতে পারে। ইহা আগন্তুক 'অন্যাভিলাষ' মাত্র। ইহা ভক্তিলাভের বিশেষ বাধক হয় না। সাধক ইহা চালাইবার জন্য চেষ্টা না করিয়া এইপ্রকার দোষের জন্য ঘোর অনুতাপ করে এবং তাহা হইতে ক্ষান্ত হইবার জন্য শ্রীগুরুকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে সক্রন্দন প্রার্থনা জানাইয়া থাকে। ফলে তাহার এইরূপ অন্যাভিলাষ খুব শীঘ্র দূর হইয়া যায়। এপ্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"যদি বা শ্রদ্ধাবতোঽপি প্রারব্ধাদিবশেন বিষয়সম্বন্ধাভ্যাসো ভবতি তথাপি তদ্‌বাধয়া বিষয়সম্বন্ধসময়েঽপি দৈন্যাত্মিকা ভক্তিরেবোচ্ছলিতা স্যাৎ, যথোক্তম্ (শ্রীভা: ১১।২০।২৮) 'জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥' ইত্যত্র (শ্রীভা: ১১।১৪।১৮) বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তঃ ইত্যাদৌ চ" (শ্রীভ: স: ১৭৩ অনু:)

অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষের প্রারব্ধ কর্মাদি হেতু বিষয়ে আসক্তি হইলেও বিষয় সঙ্গকালে দৈন্যরূপা ভক্তি উদিত হইয়া তাহাতে বাধাপ্রদান করে। তখন পুরুষ উক্ত কামসমূহ উপভোগ করিলেও পরিণাম দুঃখজনক জানিয়া তাহার নিন্দাও করে এবং পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় জয় করিতে অসমর্থ প্রাকৃত ভক্ত বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও ভক্তিবলে প্রায় তদ্দ্বারা অভিভূত হয় না।

জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্

'জ্ঞানকর্মাদিশূন্যম্' না বলিয়া 'জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভক্তিতে আপাততঃ জ্ঞান ও কর্মের আকার থাকিলেও জ্ঞান ও কর্মের ভগবদ্‌বিমুখতারূপ আবরণ হইতে ইহা মুক্ত। শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ জীবের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হওয়ায় ইহা কর্মের ন্যায় বাহিরে দেখা গেলেও ইহার ফল কেবল মাত্র শ্রীভগবানের প্রীতির প্রতিই উদ্দিষ্ট। কিন্তু ঐহিক বা পারলৌকিক সুখলাভের বাসনাই কর্মীকে কর্মে নিয়োজিত করে। এইরূপ কর্ম করিবার সময়ে কর্মীর হৃদয় সর্বদা নিজসুখচিন্তায় আবিষ্ট থাকে। সেইরূপ 'অহং ব্রহ্মাস্মি'রূপ জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানে নিজে ব্রহ্ম হইবার বাসনা পোষণ করিয়া জ্ঞানী জ্ঞানসাধন করে। এই জ্ঞানসাধনের সময়েও জ্ঞানীর হৃদয় ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তিলাভরূপ নিজ সুখচিন্তায় আবিষ্ট থাকে। তাই শ্রীভগবানের সেবাবাসনা তাহার হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যখন ধর্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছারূপ স্বসুখচিন্তায় কর্মীর হৃদয় এবং মুক্তিবাঞ্ছারূপ স্বসুখচিন্তায় জ্ঞানীর হৃদয় আবিষ্ট বা আবৃত থাকে, তখন সেই হৃদয়ে ভক্তির প্রাণ শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানাবেশ প্রবেশ করা সম্ভব নহে। কিন্তু শ্রীভগবানকে সুখী করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভক্ত তাহার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়া থাকে। এই ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার হৃদয়ে অনুক্ষণ ইষ্টসুখচিন্তা জাগ্রত থাকায় ধর্মার্থকামলাভরূপ স্বসুখচিন্তা তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং এখানে বাহিরে কর্মের আকার থাকিলেও কর্মবন্ধনের ভয় নাই। সেইরূপ ভক্তিতে যে জ্ঞান থাকে, তদ্দ্বারা ভক্ত তাহার নিজের স্বরূপ, শ্রীভগবানের স্বরূপ ও শ্রীভগবানের সহিত তাহার সম্পর্ক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীভগবানের সেবায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য এই জ্ঞানকে ভগবজ্‌জ্ঞান বলা হয়। ইহাতে জ্ঞানের আকার থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় ভগবদ্‌বিমুখতারূপ আবরণী শক্তি নাই। সেই হেতু বলা হইয়াছে যে কর্ম ও জ্ঞানের ভগবদ্‌বিমুখতা(স্বসুখচিন্তা)রূপ আবরণ হইতে ভক্তি সর্বদা মুক্ত।

কৃষ্ণানুশীলনম্

অনুশীলন—(অনু-শীল্‌+ল্যুট) এখানে অনু অর্থ পশ্চাৎ বা পুনঃ পুনঃ; 'শীল্' ধাতুর অর্থ একান্তভাবে বা সুদৃঢ়ভাবে প্রবৃত্ত হওয়া বা অভ্যাস করা। অতএব অনুগত হইয়া মুহুর্মুহু একান্তভাবে অভ্যাস করাকে অনুশীলন বলা হয়।

এই অনুশীলন দুইপ্রকার। (১) কায় ও বাক্যের দ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়ারূপ (২) সেব্যের সুখচিন্তাযুক্ত অপ্রাকৃত মানসভাবরূপ। এখানে 'অপ্রাকৃত মানসভাবরূপ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি। জীবস্বরূপে স্বরূপশক্তি নাই এবং ভগবদ্‌বিমুখতা হেতু সে মায়াবদ্ধ থাকায় তাহার ইন্দ্রিয় প্রাকৃত বা জড় হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাহার সেই ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তা সম্ভব নহে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত এবং তাঁহার চিন্তাও অপ্রাকৃত। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতগোচর" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ৯।১৭৯) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর এই উক্তি অনুসারে প্রাকৃত মনের দ্বারা অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তা সম্ভব নহে। ভক্তিসাধনের ফলে চিত্ত রজস্তমোগুণ হইতে মুক্ত হইলে অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীশক্তি সেই চিত্তে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে সত্ত্বগুণকে বিতাড়িত করিয়া তাহাকে নির্গুণ করিয়া দেন। তখন সাধকের ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তা করিবার সামর্থ্য লাভ করে। লৌহের দাহিকাশক্তি না থাকিলেও অগ্নির সংস্পর্শে আসিলে যেরূপ ইহা সেই শক্তি লাভ করে, তদ্রূপ জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তির সংস্পর্শে অপ্রাকৃত হইয়া ভক্তিরূপা তাঁহার বৃত্তি লাভ করে। তখন ভক্তি করিবার জন্য তাহার যে চিন্তা হয়, তাহা হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত অপ্রাকৃত মনের কার্য; প্রাকৃত মনের কার্য নহে। এজন্য শ্রীভগবানের সুখচিন্তারূপ ভক্তির অন্তর্লক্ষণকে "অপ্রাকৃত মানসভাবরূপ" বলা হইয়াছে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে—স্বরূপশক্তি জীবহৃদয়ে কেন বা কিরূপে আসেন? ইহার উত্তরে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিতেছেন—তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমাণা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ততে (শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ৬৫ অনু:) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির কোন এক সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে সর্বদা ভক্তগণের চিত্তে নিক্ষেপ করিতেছেন। তাহা ভক্তচিত্তে প্রবেশ করিয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়। এপ্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীভগবানকে ভুলিয়া গেলেও পরমকরুণ শ্রীভগবান্ তাহাকে ভুলেন না; বরং তাহাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সেবাদান করিয়া কৃতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে নিজের হ্লাদিনীশক্তিকে নিযুক্ত করেন। সেই হ্লাদিনীশক্তি জীবকে ভক্তি করিবার প্রবৃত্তি দান করিয়া ধন্য করেন। সুতরাং ভক্তি করা জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে। তাহা সম্পূর্ণরূপে হ্লাদিনীশক্তিরই কৃপাসাপেক্ষ। তাই শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিলেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২৩৪)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনাদি ভক্তির অনুশীলন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত জিহ্বা আদি ইন্দ্রিয়ে ইহা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে।

'কৃষ্ণানুশীলন' শব্দটী দুইটি তাৎপর্যজ্ঞাপক। (১) শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী অনুশীলন; (২) শ্রীকৃষ্ণার্থ অনুশীলন। প্রথমটি সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধযুক্ত আর দ্বিতীয়টি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করান, তাঁহার পাদসম্বাহন, লালনপালন, তাঁহার সঙ্গে ক্রীড়া, গোচারণ ও তাঁহার আজ্ঞাপালন প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী অনুশীলন। শ্রীকৃষ্ণার্থ বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অনুশীলন ব্যক্তিগতভাবে সেবা না হইলেও সেবার পরিপোষক। যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসবে শ্রীনন্দ মহারাজের দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে গোদান, স্বর্ণদান ইত্যাদি অথবা উক্ত উৎসবে কোন ভক্তের দ্বারা বহু-লোককে ভোজন ও বিবিধ দ্রব্যদান ইত্যাদি। ইহা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেওয়া না হইলেও তাঁহার আবির্ভাব-উৎসবকে বৈভবসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাই ইহা পরম্পরাক্রমে তাঁহার রুচির অনুকূল চেষ্টা। ইহাই শ্রীকৃষ্ণার্থ অনুশীলনের উদাহরণ। যাহা অদ্বিতীয় বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর, তাহাই তাঁহার অনুশীলন। সেই অনুশীলনটী কখনও তাঁহার সম্বন্ধে এবং কখনও বা তাঁহার উদ্দেশ্যে কৃত হয়।

আনুকূল্যেন

ভক্তের যে সেবাপ্রবৃত্তিটী শ্রীকৃষ্ণের রুচির অনুকূল তাহাকে 'আনুকূল্য' বলা হয়। ইহাই শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ব্যাখ্যা। যাহা শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাক্ষাৎ সুখকর, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় বিলাসী শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা সম্ভোগ করিতে ভালবাসেন, তাহা সরবরাহ্ করার নামই ভক্তি। এই ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধায়িনী হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তি—জীবাত্মার বৃত্তি নহে। হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় ইহা জীবের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। জীবের প্রাকৃত মনের দ্বারা কল্পিত ভক্তির অনুষ্ঠান কস্মিন্‌কালে ভক্তিপদবাচ্য হইতে পারে না। এজন্য ইহার নাম **'ভাগবতধর্ম'** অর্থাৎ শ্রীভগবানের ধর্ম। হ্লাদিনীশক্তির দূত মহতের কৃপালাভ করিবার পূর্বে জীব তাহার প্রাকৃত মনের দ্বারা শ্রীভগবানকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে যে ভক্তি করে, তাহা ভক্ত্যাভাসমাত্র, ভক্তি নহে। যে ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তা, ভাবনা, স্মৃতি, ধ্যান, আবেশ ও অভিনিবেশের সহিত তাঁহার নাম-রূপ-গুণাদির যে কীর্তন ও যে বিবিধ পরিচর্যা, তাহাই 'আনুকূল্য'পদবাচ্য। ইহ জগতের সুখ, স্বর্গাদি সুখ কিম্বা সংসার হইতে মুক্তিলাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে আবেদন-নিবেদন তাহার দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রিয় উল্লসিত হয় না। ভোগী বা বিলাসী ব্যক্তিকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে তাহার নাম-রূপ-গুণ প্রভৃতির প্রশস্তি গান করিলে তাহার যেরূপ উল্লাস হয়, তাহাকে উত্তম শয্যা, উত্তম ভোজন ও স্রক্‌চন্দনাদি ভোগ্যবস্তু দিলে তাহার যেরূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, অদ্বিতীয় বিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে সেইরূপ সেবা করিলে তাঁহার উল্লাস ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইয়া থাকে। ইহাই 'আনুকূল্য' শব্দের তাৎপর্য।

'শ্রীকৃষ্ণানুশীলন' বলিতে তাহার সঙ্গে 'আনুকূল্য' শব্দটি অবিচ্ছেদ্যরূপে থাকিবেই থাকিবে। রাজা আসিতেছেন বলিলে রাজার সঙ্গে তাঁহার পাত্রমন্ত্রী ও অন্যান্য অনুচর যে অবশ্যই আছেন, ইহাই বুঝা যায়। সেইরূপে ভক্তি বলিলে তৎ সঙ্গে সঙ্গে রোচমানা প্রবৃত্তি অর্থাৎ সেব্যকে সুখী করিবার ইচ্ছা অবশ্যই থাকিবে। যে সেবা শ্রীকৃষ্ণের রুচির অনুকূল নহে, তাহা কদাপি 'ভক্তি'পদবাচ্য হইতে পারে না।

এখানে একটি সন্দেহ হইতে পারে, যদি শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য অনুরাগভরে যে সর্বতোমুখী চেষ্টা, তাহাই 'অনুকূল-অনুশীলন'-পদবাচ্য—আর তাঁহার ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধাদান 'প্রতিকূল অনুশীলন'-পদবাচ্য হয়, তবে শ্রীযশোমতী শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য পান করাইতে করাইতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে কার্যান্তরে যাইতেন বা তাঁহাকে দামবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, তদ্দ্বারা কি শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হইয়াছে? যদি না হয়, তবে তাহা কিরূপে 'প্রেমভক্তি'-পদবাচ্য হইবে? এই স্থানে বিচার এই যে, শ্রীযশোমতী যে শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান হইতে বিরত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করাইয়া কার্যান্তরে গিয়াছিলেন, তাহা সেই শ্রীকৃষ্ণেরই সেবার্থ অর্থাৎ তাঁহারই ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। কিছু দূরে চুল্লীর দুধ উছলিয়া পড়িতেছিল। দুধ নষ্ট হইয়া গেলে পুত্রের প্রিয় খাদ্য মাখন আর প্রস্তুত হইতে পারিবে না, এই উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে নীচে বসাইয়া চুল্লী হইতে দুধ নামাইবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ খুব ক্রুদ্ধ হইলেন। সুতরাং ইহা কিরূপে 'ভক্তি'-পদবাচ্য হইবে? আপাততঃ এইরূপ বিচার কিছু অসঙ্গত নহে। কারণ মা-যশোদার কার্যে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় উল্লসিত না হইয়া বরং তাঁহার ক্রোধজাত হইয়াছিল। কিন্তু যশোদা-মাতার কার্যের আকার না দেখিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার সেই উদ্দেশ্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃহত্তর স্বার্থই নিহিত ছিল। 'তাঁহার প্রিয় খাদ্য মাখনকে কোন মতে রক্ষা করিতে পারিলে তিনি উহা খাইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিবেন'—এই যে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, ইহাকেই 'আনুকূল্য' বলা হয়। বাহ্য দৃষ্টিতে ইহা অভক্তি বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে 'শুদ্ধভক্তি'পদবাচ্য। সুতরাং ইহা নিন্দনীয় নহে। এই জগতেও প্রাকৃত পিতামাতা সন্তানের ভাবিসুখস্বাচ্ছন্দ্যের উদ্দেশ্যে সাময়িক অল্পসুখ বা ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা প্রদান করেন কিম্বা প্রহারাদির দ্বারা সাময়িক দুঃখও দেন। ইহা বস্তুতঃ স্বীয় সন্তানকে দুঃখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নহে। তাহার ভাবিসুখস্বাচ্ছন্দ্য-সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই তাহাদের এই আপাতদুঃখ-প্রদান। ইহা সন্তানের প্রতি মমতাধিক্যেরই দ্যোতক।

সুতরাং এখানে দেখা গেল যে, **ভক্তিতে ভক্তির অনুষ্ঠান বা আকার অপেক্ষা হৃদ্‌গত ভাবেরই প্রাধান্য।** ভক্তিসাধকের এবিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকা সর্বাদৌ প্রয়োজন। কেবল কতকগুলি প্রাণহীন (ইষ্টদেবের সুখচিন্তাশূন্য) ভক্ত্যঙ্গযাজনের কোন মূল্য নাই। তাহা পুণ্যকর্মের সঙ্গে সমান। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ভক্ত্যঙ্গযাজনের ফল কতদূর শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য উদ্দিষ্ট। ইহাই শুদ্ধভক্তির প্রাণ।

ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে 'অভিধেয়' সম্পর্কে শিক্ষা দিতে গিয়া বলিতেছেন—

"স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আকৃতি, প্রকৃতি, এই—স্বরূপলক্ষণ।
কার্যদ্বারায় জ্ঞান—এই তটস্থলক্ষণ ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য-২০।২৯৫-৯৬)

আকার, স্বভাব, মূর্তি বা গঠন—ইহা সব বস্তুর 'স্বরূপ লক্ষণ' আর বস্তুর কার্যের দ্বারা বস্তুবিষয়ে যে জ্ঞানলাভ হয়, উহা তাহার তটস্থ লক্ষণ। যেমন অগ্নি দেখিতে লাল। ইহা অগ্নির স্বরূপলক্ষণ। কিন্তু দাহিকা শক্তি হইল ইহার অসাধারণত্ব। যদি অগ্নির স্বরূপলক্ষণযুক্ত (অর্থাৎ লাল রংএর) একটি বস্তু আছে কিন্তু তাহার দাহিকা শক্তি নাই, তবে তাহাকে অগ্নি বলা যাইবে না। মরীচিকায় জলের ন্যায় আকার দৃষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা তৃষ্ণা নিবারিত হয় না বলিয়াই উহা জলপদবাচ্য নহে। আকারে বা স্বরূপলক্ষণে জল ও মরীচিকা সমান প্রতীত হইলেও কার্যের দ্বারাই উভয়ের যথার্থ স্বরূপ নির্ণীত হয়। জলের আকার তরল ও স্বচ্ছ। ইহা জলের 'স্বরূপ লক্ষণ'। তৃষ্ণা-নিবারণশক্তি ইহার 'তটস্থ লক্ষণ' বা অসাধারণত্ব। এই তটস্থ লক্ষণ বা অসাধারণত্ব দেখিয়া জলের জলত্ব নির্ণয় করা যায়। বেশ্যা ও সতী স্ত্রী—উভয়ের বাহ্য রূপ বা স্বরূপ লক্ষণ সমান হইলেও উভয়কে এক বলিয়া ধরা যায় না। কারণ উভয়ের কার্য পৃথক্। সতী স্ত্রীর কার্য হইল জীবনে-মরণে একমাত্র স্বামীকে সেবা করিয়া সন্তুষ্ট করা; আর বেশ্যার কার্য হইল পরপুরুষকে আকৃষ্ট করিয়া অর্থ উপার্জনরূপ নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা। ভক্ত ও ভণ্ডের আকার বা স্বরূপ লক্ষণ এক হইতে পারে; কিন্তু কার্য বা তটস্থ লক্ষণের পার্থক্যের দ্বারাই উভয়ের পার্থক্য নির্ণীত হয়। ভক্তি বিষয়েও এই রীতি অবলম্বনীয়।

স্বরূপ লক্ষণ—ভক্তি শ্রবণকীর্তনাদি ক্রিয়াময়ী অর্থাৎ সাধকের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানরূপে ইহা আবির্ভূত হয়। ইহা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ।

তটস্থ লক্ষণ—ভক্তিযাজনকারীর হৃদয় অবিচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ সেব্য শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিতে জড়িত থাকে। ইহা ভক্তির তটস্থ লক্ষণ।

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৩৭)

উক্ত শ্লোকে 'ভক্ত্যা' শব্দে নববিধা ভক্তির আকার উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ আর 'একয়া' শব্দে ভক্তির অব্যভিচারিত্ব বা সেব্য শ্রীভগবানের নিরবচ্ছিন্ন সুখানুসন্ধানাবেশ লক্ষিত হইতেছে। অর্থাৎ ভক্তি করিবার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সময় সাধক এক শ্রীভগবানের সুখচিন্তা ব্যতীত হৃদয়ে অন্য কোন চিন্তা (ধর্ম, অর্থ, কাম বা মুক্তিরূপ স্বার্থসিদ্ধির চিন্তা) করে না। সাধকহৃদয়ের এই অবস্থাকে ভক্তির 'তটস্থ লক্ষণ' বলা হয়। এই 'স্বরূপ' ও 'তটস্থ' লক্ষণ সমন্বিত ভক্তিকে অর্থাৎ সেব্য ইষ্টদেবের নিরন্তর সুখানুসন্ধানময় অভিনিবেশ বা ধ্যানরূপ যোগের দ্বারা সততযুক্ত শ্রবণকীর্তনাদিকে 'ভক্তিযোগ' বলা হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন শিক্ষায় সাধনভক্তির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে—

"শ্রবণাদি ক্রিয়া—তা'র 'স্বরূপলক্ষণ'।
'তটস্থলক্ষণে' উপজায় প্রেমধন ॥" (মধ্য ২২।৫৬)

শ্রীভগবানের শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণাদি নবধা ভক্তির অনুষ্ঠান বা আকার সাধনভক্তির স্বরূপলক্ষণ। এই ভক্তির অনুষ্ঠানকালে সাধকের হৃদয়ে নিরন্তর ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি অবশ্যই থাকে। ইহা ভক্তির 'তটস্থ' লক্ষণ বা অসাধারণত্ব। প্রীতি, আসক্তি, আবেশ, অভিনিবেশ বা প্রেমই সাধনভক্তির প্রাণ বা অসাধারণত্ব। ইহাতে ভক্তের নিজ-স্বার্থসিদ্ধি হইতেছে কি না, সে চিন্তা তাহার আদৌ থাকে না বরং নিজে নরক বরণ করিয়াও ইষ্টদেবের সুখকামনা করা ভক্তির অসাধারণ লক্ষণ। দৃষ্টান্ত যেমন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকাশীমিশ্রের ঘরে (অধুনা শ্রীরাধাকান্ত মঠ বা গম্ভীরায়) থাকিতেন। তিনি যে ঘরে থাকিতেন উহা নিতান্তই ছোট এবং তাহাতে একটি মাত্র দরজা ছিল। একবার শ্রীচৈতন্যদেব কীর্তন করিয়া খুব ক্লান্ত হইয়া সেই ঘরের দরজার নিকট শয়ন করিলেন। তাঁহার ক্লান্তি দূর করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সেবক শ্রীগোবিন্দ তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে চাহিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ঘরের ভিতরে এবং শ্রীগোবিন্দ দরজার বাহিরে, পাদসেবা হইবে বা কিরূপে? তাই তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে একটু সরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এতই ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে তিনি বলিলেন— "আমি শরীর নাড়িতে পারিতেছি না। তোমার যেরূপ ইচ্ছা কর।"—ইহা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নিদ্রা গেলেন। গোবিন্দ তাঁহার চাদর শ্রীমন্মহাপ্রভুর গায়ের উপরে ফেলিয়া তাঁহাকে ডিঙাইয়া ঘরের ভিতরে গেলেন এবং সেখানে বসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদসেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"গোবিন্দ! তুমি এপর্যন্ত প্রসাদসেবা কর নাই?" গোবিন্দ বলিলেন—"যাইতে ত রাস্তা ছিল না, যাইব কিরূপে?" শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আসিলে কিরূপে?" গোবিন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নীরব রহিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"গোবিন্দ কহে মনে—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিম্বা নরকে গমন ॥
'সেবা লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি ॥"

(শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ১০।৯২-৯৩)

শ্রীগোবিন্দের চিন্তার মর্ম হইল—হে প্রভো! আমি তোমার পদসেবা করিবার জন্য তোমাকে লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছিলাম। তজ্জন্য যদি আমার অপরাধ হয় বা অপরাধের ফলে নরকলাভ হয়, তাহাতে আমি খুশী। তোমার সেবা করিয়া তোমাকে খুশী করা আমার একমাত্র কর্তব্য বা নিয়ম। তাহাতে আমার যদি নরকবাস করিতে হয়, হউক আপত্তি নাই। কিন্তু আমি যে এখন খাইতে যাইব নিজের সুখের জন্য! তোমাকে ডিঙাইয়া যাইব কিরূপে? ইহা কখনও সম্ভব নহে। নিজ-সুখের জন্য অপরাধের আভাসকেও আমার মহাভয়।

একবার শ্রীরামানুজাচার্য শ্রীশৈলপূর্ণের ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। শৈলপূর্ণের শিষ্য শ্রীগোবিন্দ শ্রীরামানুজের বাল্যবন্ধু ছিলেন। শ্রীগোবিন্দ প্রতিদিন শ্রীগুরুদেবের বিছানা পাতিয়া দেন। এক দিন শ্রীরামানুজ দেখিলেন যে, শ্রীগোবিন্দ নিজ গুরুদেবের বিছানা পাতিয়া দিয়া তাহাতে শুইলেন। একথা শ্রীরামানুজ সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশৈলপূর্ণকে বলিয়া দিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণ তৎক্ষণাৎ শ্রীগোবিন্দকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"গোবিন্দ! তুমি আমার শয্যায় শয়ন করিয়াছিলে? জান, গুরুর শয্যায় শয়ন করিলে কি হয়?" শ্রীগোবিন্দ অতি বিনীতভাবে বলিলেন—"গুরুর শয্যায় শয়ন করিলে অনন্ত নরকবাস হয়।" শ্রীশৈলপূর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা জানিয়াও তুমি এরূপ করিলে কেন?" গোবিন্দ বলিলেন—"প্রভো! আমার নরকবাসের দ্বারা যদি আপনার কিঞ্চিৎ সুখলাভ হয়, তবে তদপেক্ষা আমি আর অধিক কিছুই কামনা করি না। শয্যা আরামদায়ক হইল কি না, ইহা জানিবার উদ্দেশ্যে অনন্তকাল নরকবাস বরণ করিয়াও প্রত্যহ আমি আপনার শয্যা করিবার পর একবার তাহার উপরে শয়ন করিয়া থাকি।" শিষ্যের এইপ্রকার অদ্ভুত গুরুসুখানুসন্ধানবৃত্তি দেখিয়া শ্রীশৈলপূর্ণ খুব আনন্দিত হইলেন। শ্রীরামানুজাচার্য গোবিন্দের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ করায় নিজেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া শ্রীগোবিন্দের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছিলেন।

এইসব হইল শুদ্ধভক্তির সূক্ষ্মমর্ম। নিষ্কপট সাধকই ইহা উপলব্ধি করিতে পারে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রীতির লক্ষণ হইল—(১) সর্বদা প্রিয়জনের সুখ-চিন্তা। (২) যেভাবে প্রিয়জন সুখী হইবেন, সেইভাবে তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা। নিজের সমস্ত সুখকে বলি দিয়া, নরকবাস বরণ করিয়াও তাঁহাকে সুখী করিবার ইচ্ছা। (৩) প্রিয়জন সুখী হইতেছেন জানিয়া সুখানুভব করা অর্থাৎ নিজের কোন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া কেবল প্রিয়জনের সুখকে নিজের সুখ মনে করা।

'প্রিয়তা' এবং 'সুখ' এই উভয়ের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রিয়তা হইল প্রিয়জন বা ইষ্টদেব যেরূপে সুখী হইবেন, সেইরূপ কার্য করা এবং সেই কার্যের দ্বারা ইষ্টদেব সুখী হইলেন জানিয়া উল্লসিত হওয়া। এই যে উল্লাস ইহা একমাত্র ইষ্টদেবের সুখানুভব হইতেই জাত। ইহা সম্পূর্ণ বিষয়নিষ্ঠ।

যেমন, শ্রীশচীমাতার বিচার। যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি শ্রীশচীমাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! আমি ত পাগলের ন্যায় সন্ন্যাস নিলাম। এখন যেখানে থাকিলে তোমার সুখ হইবে, আমাকে আদেশ কর আমি সেইখানেই থাকিব।" ইহার উত্তরে শ্রীশচীমাতা বলিলেন—"নিমাই! তুমি যদি আমার নিকট থাকিতে, তাহা হইলে আমি খুবই খুশী হইতাম। কিন্তু লোকে তোমায় নিন্দা করিয়া বলিবে—নিমাই সন্ন্যাস লইয়া মা'য়ের নিকট থাকিল। ইহাতে তোমার দুঃখ হইবে। তাই তোমাকে দুঃখ দিয়া আমার নিকট রাখিতে আমি চাহি না। তুমি পুরীতে থাক। প্রতি বৎসর এখান হইতে ভক্তগণ যাওয়া-আসা করিতে থাকিবেন। তাঁহাদের নিকট তোমার খবর পাইব।" এখানে শ্রীশচীমাতা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিন্দিত করাইয়া নিজ-সুখের জন্য নিজের নিকট রাখিতে চান নাই। বরং নিজের দুঃখ হউক, যেখানে থাকিলে তাঁহার সুখ হইবে, সেইখানেই থাকিতে তাঁহাকে বলিয়াছেন। ইহাই প্রিয়তার উদাহরণ এবং ইহাই শুদ্ধভক্তির বিচার।

অতএব কেবল ভক্তির আকার থাকিলে তাহাকে 'ভক্তিযোগ' বলা যাইবে না। তাহাতে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময় আবেশ থাকিলেই তাহা 'ভক্তিযোগ'পদবাচ্য। যখন শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন ও শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও ভজনে উন্নতি হইতেছে না দেখা যাইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, সাধনের নামে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা কেবল নিজসুখলাভের জন্যই উদ্দিষ্ট। নানা আকারে প্রচ্ছন্নভাবে নিজের ধর্মার্থকামবাসনা পূরণ কিম্বা খুব বেশী হইলে মুক্তিলাভের আশাই সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া পড়িতেছে। তাহাতে ইষ্টদেবের সুখবাসনার লেশমাত্রও নাই। এইপ্রকার সাধন কোটি কোটি জন্ম করিলেও প্রেমলাভ হইবে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তি ও ভক্তিযোগ

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভক্তির ক্রিয়াময় অনুষ্ঠান 'ভক্তি' হইতে পারে, কিন্তু উক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানাবেশ না থাকিলে তাহাকে 'ভক্তিযোগ' বলা যায় না। 'যোগ' অর্থ যুক্ত হওয়া। ভক্তির ফল যেখানে শ্রীভগবান্ পান, সেখানে তাহা সাধকের স্মৃতি বা ভাবনার দ্বারা শ্রীভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়। তজ্জন্য তাহা 'ভক্তিযোগ'পদবাচ্য। এইহেতু ভক্তিযোগে ক্রিয়াময় অনুষ্ঠানের প্রাধান্য নাই। প্রাধান্য হইতেছে সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতির বা আবেশের। এসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন—"ভক্তৌ পুনঃ প্রীণনমেব ভক্তেস্তদেকজীবনত্বাৎ।" (শ্রীভ: স: ২২৪ অনু:)। অর্থাৎ ভক্তিতে ভগবৎপ্রীণনই মুখ্য উদ্দেশ্য, যেহেতু ভগবৎপ্রীণনই ভক্তির প্রাণস্বরূপ। এই ভগবৎপ্রীণন বা শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি যে ভক্তিতে নাই, তাহা প্রাণহীন; যেহেতু এইরূপ ভক্তির দ্বারা ভক্তিফল (প্রেম) লাভ হইতে পারে না। এজন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিলেন—"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন। তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥" (শ্রীচৈ: চ: আদি ৮।১৫)। উপর্যুক্ত 'শ্রবণ-কীর্তন' সেই প্রাণহীন শ্রবণকীর্তনকেই বুঝাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিযোগ সম্পর্কে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তন্মধ্য হইতে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের দৃষ্টান্ত অন্যতম। তাঁহার সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে—

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পরশেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥"
(শ্রীভা: ৯।৪।১৮-২০)

শ্রীল অম্বরীষ মহারাজ মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে, বাক্যকে বৈকুণ্ঠের (শ্রীবিষ্ণুর) গুণানুবর্ণনে, হস্তদ্বয়কে শ্রীহরির মন্দিরমার্জনাদি সেবাকার্যে, কর্ণদ্বয়কে শ্রীঅচ্যুতের কথা শ্রবণে, চক্ষুকে শ্রীবিগ্রহ এবং বৈষ্ণব-দর্শনে, ত্বগিন্দ্রিয়কে ভক্তগণের গাত্র স্পর্শে, নাসাকে ভগবৎপাদপদ্মে অর্পিত তুলসী ও পুষ্পাদির সৌরভ-গ্রহণে, জিহ্বাকে ভগবন্নিবেদিত অন্নাদি-আস্বাদনে, পাদদ্বয়কে শ্রীহরির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তীর্থপর্যটনে, মস্তককে শ্রীহৃষীকেশের চরণে প্রণামে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইসকল অনুষ্ঠানের মূলে তাঁহার উদ্দেশ্য কি ছিল বলিতেছেন—

"কামং চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া।" ইহাই হইল এস্থানে মুখ্য। কারণ ইহার পূর্বে যাহা বলা হইল, তাহাকে ভক্তি বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তিযোগ বলা যায় না। ইষ্টদেবের দাস্যকামনারূপ চিত্তের যে অভিনিবেশ তাহা ভক্তিকে ইষ্টদেবের সঙ্গে তাঁহার সেবাসুখ-সম্পাদনরূপ চিন্তার দ্বারা যোগযুক্ত করায়। ইহাই 'ভক্তিযোগ'-পদবাচ্য। শ্রীল অম্বরীষ মহারাজ শুদ্ধভক্ত হওয়ায় তিনি শ্রীভগবানের দাস্যই কামনা করিয়াছেন; নিজসুখ কামনা করেন নাই। ভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবানের যে সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি অনুক্ষণ বিরাজমান থাকে, সেই স্মৃতিই তিনি কামনা করিয়াছিলেন।

অতএব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল ভক্তিযাজনের আড়ম্বরকে ভক্তিযোগ বলা যায় না। বাহ্যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভক্তিযাজন এবং অন্তরে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান—এই উভয়ের মিশ্রণই 'নির্গুণভক্তিযোগ'-পদবাচ্য। ইহাতে সাধকের স্বার্থান্বেষণের লেশমাত্রও নাই এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে শ্রীবিষ্ণুর স্বার্থের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত। অতএব ভক্তিযোগই সর্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ সাধন। সেজন্য শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত করিবার শক্তি ইহার আছে। কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী ভক্তির আশ্রয় লইলেও তাঁহাদের ভক্তিতে ভোগ-মোক্ষরূপ নিজ সুখচিন্তা থাকায় তাহা ভক্তিপদবাচ্য নহে বা তাঁহারা প্রেমলাভ করিতে পারেন না; বাসনানুরূপ ফললাভ করিয়া বঞ্চিতই হন।

অবশ্য প্রাথমিক অবস্থায় ইষ্টদেবকে সুখী করিবার যে বাসনা তাহা প্রাকৃত মন হইতে জাত হওয়ায় প্রাকৃতই হইয়া থাকে। তজ্জন্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ইহাকে প্রীণন না বলিয়া 'প্রীণনাভাস' এবং এই ভূমিকায় অনুষ্ঠিত ভক্তিকে 'ভক্ত্যাভাস' আখ্যা দিয়াছেন। শুদ্ধভক্তের ভগবৎপ্রীণন বা শ্রীভগবানকে সুখী করিবার চেষ্টা ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কারণ শুদ্ধভক্তের এই বাসনার উদ্রেকের মূলে আছেন হ্লাদিনীশক্তি। সেজন্য ইহা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। আর প্রাথমিক সাধকের এই বাসনার উৎপত্তিস্থল হইল তাহার প্রাকৃত মন। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ প্রাকৃত। তবুও নিষ্কপট সাধনেচ্ছুর পক্ষে এই ভক্তিবাসনার মূল্য কোন গুণে কম নহে। কারণ সাধনের আরম্ভ হইতে এই ইষ্টপ্রীতিবাঞ্ছা হৃদয়ে থাকিলে তাঁহার দ্বারা সর্বজীব-হৃদয়ে নিক্ষিপ্তা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হ্লাদিনীশক্তির কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে ইহা পরম সহায়ক হয়। ভক্তিসাধনের প্রভাবে সাধকের চিত্ত যতই রজস্তমোগুণ হইতে মুক্ত হইতে থাকে, হ্লাদিনীশক্তি ততই তাহার প্রতি কৃপোন্মুখ হইতে থাকেন। চিত্ত সম্পূর্ণ রজস্তমোগুণমুক্ত হইয়া গেলে হ্লাদিনীশক্তি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ তাহার ইন্দ্রিয়কে অপ্রাকৃত করিয়া দেন। সে অবস্থায় তাহার যে ইষ্টপ্রীতিবাঞ্ছা জাত হয়, তাহা আর প্রাকৃত মনের কার্য না হইয়া অপ্রাকৃতই হইয়া যায়। কারণ হ্লাদিনীশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্তির ফলে তাহার মন অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং **মহৎকৃপায় যে সাধক সাধনের আরম্ভ হইতে ইষ্টদেবকে সুখী করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছে, সে যে কালক্রমে নিশ্চিতরূপে শুদ্ধভক্তিযাজনের অধিকারী হইয়া প্রেমলাভ করিতে পারিবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।**

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধনভক্তি

সাধুসঙ্গই ভক্তিলাভের মূল

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে শিক্ষা দিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য: ২২।১৭)

অর্থাৎ জীব শ্রীভগবানের নিত্য দাস এবং তাঁহার সেবা তাহার একমাত্র কর্তব্য, ইহা তাহার সৃষ্টির আরম্ভ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া সে মায়াকবলিত হইয়াছে। ইহার ফলে তাহার স্বরূপ-বিস্মৃতি ও স্ব-দেহে আত্মবোধ জাত হইয়াছে। এইরূপে মায়াগ্রস্ত হইয়া সে নিজ-সুখের জন্য নানাপ্রকার কর্ম করিতেছে এবং সেই কর্মের ফল ভোগ করিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে। ইহাই হইল জীবের সংসার। ভগবদ্‌বিমুখ জীবের এই সংসারভোগ অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত চলিতেই থাকিবে। এইভাবে সংসারে ভ্রমিতে ভ্রমিতে জীব দৈবাৎ কোন সাধুর সংস্পর্শে আসিলে তাহার বন্ধন মোচনের রাস্তা খুলিয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"সাধুশাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য: ২০।১০৬)

সাধুসঙ্গের প্রভাবে জীব নিজের ভগবদ্‌বিমুখতা অনুভব করিতে পারে এবং শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ হইতে চেষ্টা করে। এই উন্মুখতালাভের চেষ্টাই সাধন। এই সাধনপন্থা তিনপ্রকার। যথা:— জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। জীব ভাগ্যক্রমে যেজাতীয় মহতের সঙ্গলাভ করিবে, তাহার সেই জাতীয় সাধনে প্রবৃত্তি জন্মিবে। যদি দৈবক্রমে ভক্তমহতের সঙ্গ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার ভক্তির প্রতি আগ্রহ হইবে। অবশ্য এই ভক্তমহতের সঙ্গলাভের কোন কারণ নাই। ইহা অহৈতুক। এপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহো তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।২৮)

নদীতে একখণ্ড কাঠ ভাসিয়া যাইতেছে। উহা যে কূলে লাগিবে, ইহা কেহই বলিতে পারিবে না। দৈবাৎ ইহা কূলে লাগিয়া যাইতেও পারে। সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবাৎ কেহ সাধুসঙ্গলাভ করিয়া সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। এই সাধুসঙ্গলাভকেই ভাগ্য বলা হয়।

আরোপসিদ্ধা ভক্তির ভূমিকা

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, সাধুসঙ্গের প্রভাবেই জীবের ভগবৎসাম্মুখ্য আরম্ভ হয় এবং সাধুর শ্রীমুখে ভক্তির মাহাত্ম্য শুনিয়া জীব ভক্তি করিতে আগ্রহী হয়। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় ভক্তি করিতে চেষ্টা করিলেও রজস্তমোগুণের প্রাধান্যহেতু তাহার হৃদয়ে কর্তৃত্বাভিমান প্রবল থাকায় সে শুদ্ধভক্তি যাজন করিতে সমর্থ হয় না। সেই কর্মপ্রধান ভূমিকায় তাহার ভক্তি কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কর্মমিশ্রাই হইয়া থাকে। সেখানে তাহার ভক্তি স্বরূপতঃ কর্ম হইলেও তাহাতে ভক্তিত্ব আরোপ করা হেতু তাহার এই কর্মমিশ্রা ভক্তিকে 'আরোপসিদ্ধা ভক্তি' বলা হয়। এসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদের নিম্ন উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য—"তত্রারোপসিদ্ধা স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি ভগবদর্পণাদিনা ভক্তিত্বং প্রাপ্তা **কর্মাদিরূপা**।" (শ্রীভ: স: ২১৭ অনু)। অর্থাৎ যাহা স্বরূপতঃ ভক্তি না হইলেও শ্রীভগবানে অর্পণাদি হেতু ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। **ইহা স্বরূপতঃ কর্ম**।

এই ভূমিকায় যত্নপূর্বক সাধুসঙ্গ করাই সাধকের সর্বপ্রধান কর্তব্য। কারণ ভক্তিভাণ্ডারের চাবিকাঠি সাধুরই হাতে। তিনি অহৈতুকী কৃপা করিয়া যাহাকে দিবেন, সে তাহা পাইবে। নচেৎ নিজের শতচেষ্টায় কেহ কখনও ভক্তিলাভ করে নাই বা করিতে পারে না। তাই সাধনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বদা সাধকের এই সাধুকৃপালাভের জন্য ব্যাকুলতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সাধুর হৃদয় সর্বদা ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানে আবিষ্ট। অনুক্ষণ তাঁহার সঙ্গের প্রভাবে ও তাঁহার কৃপায় ইষ্টদেবের সেই সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত হয় এবং সাধনে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্মৃতি অধিক মাত্রায় সাধকহৃদয়ে তাহার প্রভাব বিস্তার করে। এই ইষ্টসুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিই সাধককে অকৈতবভক্তিযাজনে যথেষ্ট প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাইয়া থাকে। মনে রাখিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইবে যে, ভক্তিসাধকের এই ভূমিকা প্রাকৃত। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সে অপ্রাকৃত ভক্তি যাজন করিতে চেষ্টা করিতেছে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে কেবল মহৎকৃপায়। যে নিষ্কপট তাহার শত অযোগ্যতা থাকিলেও মহৎকৃপাই সেইসমস্ত অযোগ্যতাকে দূর করিয়া তাহার ইন্দ্রিয়কে অপ্রাকৃত করিয়া দেয় এবং সে শুদ্ধভক্তি-যাজনের অধিকারী হয়। এই আরোপসিদ্ধা ভূমিকাটি সাধকের পক্ষে খুবই কষ্টকর। তথাপি সে যত্ন ও আগ্রহ সহকারে মহৎকৃপালব্ধ ইষ্টসুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিয়া অগ্রসর হইলে তাহার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান-বাসনাই হ্লাদিনীশক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট করে

এখানে একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহা হইল সাধনকালে সাধকের বাসনার সহিত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সর্বজীব-চিত্তে নিক্ষিপ্যমাণা হ্লাদিনীশক্তির বাসনার সম্পর্ক। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। (শ্রীগীতা: ৪।১১)।" অর্থাৎ যে যেরূপ কামনা করিয়া আমাকে ভজন করে, আমি তাহাকে সেই কামনানুরূপ ফলই দিয়া থাকি। সুতরাং ভক্তিযাজনকালে ভক্ত ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামনা করিলে, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ তাহাকে সেই ফলই দিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু উক্ত ফলের দ্বারা সেব্য ইষ্টদেবের সঙ্গে সেবামাধ্যমে তাহার যে নিত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার কথা, তাহা হয় না। কারণ সে তাহার বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া যায় এবং তথায় তাহার সাধনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। সে যখন ইষ্টদেবের জন্য কোন স্বার্থত্যাগ করিল না, এমন কি তাঁহার সেবাচিন্তাও তাহার হৃদয় হইতে সমূলে লোপ পাইল, তখন হ্লাদিনীশক্তির কৃপা সে কিরূপেই বা পাইবে ? কিন্তু সাধক যেখানে অকৈতব ভক্তিমাত্রকাম, সেখানে সে হ্লাদিনীশক্তির কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে অবশ্যই সমর্থ। কারণ জগতের জীবগণকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করাই হ্লাদিনীশক্তির একমাত্র কার্য। তাই তিনি প্রত্যেক জীবের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। যে মুহূর্তে তিনি দেখেন যে, কোন জীব শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সুখী করিতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছে এবং তাঁহার জন্য নিজের সমস্ত সুখ বা স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতেছে, সেই মুহূর্তেই তিনি যে স্বতঃ আকৃষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন, ইহাতে আর কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে কী ?

কর্মমিশ্র প্রাথমিক সাধকের ইষ্টপ্রীতিবিধানবাসনার উৎপত্তিস্থল হইল তাহার প্রাকৃত মন। তাই ইহা প্রাকৃত। এই প্রাকৃত মনের চিন্তাকে অনেক সময়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধক অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণান্বেষণচিন্তা মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। সেই অবস্থায় তাহার অহঙ্কার প্রবল থাকায় এই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা তাহার ভক্তি হইতেছে বলিয়া বৃথা দম্ভ হয় এবং এই দম্ভই তাহার ভক্তিপথে অগ্রগতির দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু ভক্তি হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি হওয়ায় ইহা স্বরূপতঃ দৈন্যাত্মিকা। দৈন্যেরই ভগবৎকৃপাকর্ষিণী শক্তি আছে, কিন্তু দম্ভ কৃপালাভের পরিপন্থী। সুতরাং যে সরল নিষ্কপট সাধক, সে সাধনের প্রারম্ভ হইতেই (প্রাকৃত ভূমিকা হইতেই) ভক্তি (ভক্ত্যাভাস) যাজন করিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে তাহার হৃদয় হইতে দম্ভ দূর হইয়া তাহাতে দৈন্য ও আর্তির উদ্রেক হয়, তজ্জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করে। সবকিছুর মূলে হইল নিষ্কপট সাধনেচ্ছা। যে সত্য সত্য কৃপা চাহে, যে পথে গেলে ইহা লাভ হইবে, সেই পথের পথিক হইতে সে সতত যত্নবান্ হয়। প্রাথমিক অবস্থায় সাধকের বহু দোষ ও দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। সেজন্য ভয় করিবার বা নিরুৎসাহিত হইবার কোন কারণ নাই। এই দুর্বল ও দোষযুক্ত অবস্থায়ও সাধকের প্রাকৃত মন হইতে জাত ইষ্টপ্রীতিবাঞ্ছার মূল্যও কিছু কম নহে। কারণ সাধনের আরম্ভ হইতেই হৃদয়ে এই ইষ্টপ্রীতিবাঞ্ছা থাকিলে উহা হ্লাদিনীশক্তির কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের পরম সহায়ক হয়।

ভক্তিসাধনের ক্রম

পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, সাধুসংসর্গই কৃষ্ণভক্তিজন্মের মূল। এসম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৪৮)

একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, একমাত্র সাধুই বহির্মুখ জীবহৃদয়ে ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জাত করাইয়া তাহাকে সাধনে প্রবৃত্ত করান। সাধনকালেও নিরন্তর সেই সাধুসঙ্গপ্রভাবে সাধনে নিষ্ঠা জাত হইয়া পরিশেষে প্রেমপ্রাপ্তি হয়। প্রেমলাভের পরে এই সাধুসঙ্গ আরও আকর্ষণীয় হইয়া থাকে।

সাধুসঙ্গ হইতে কিভাবে ভক্তি বর্ধিত হয়, সেসম্পর্কে শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

(শ্রীভা: ৩।২৫।২৫)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ সাধুসঙ্গে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক হৃদয় ও কর্ণের প্রীতিদায়ক কথা আলোচিত হইয়া থাকে। উহা প্রীতির সহিত সেবা (শ্রবণ) করিতে করিতে অনতিবিলম্বে অবিদ্যা-নিবৃত্তির পথস্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর রতি ও শেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।

সাধুসঙ্গে এইরূপ সাধন করিলে প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর রতি ও তারপর প্রেমভক্তি হয়। ইহাই ভক্তিসাধনের ক্রম।

এসম্পর্কে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিম্নমতে বর্ণনা করিয়াছেন—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।৪।১৫-১৬)

অর্থাৎ সাধুমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণের ফলে প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজনক্রিয়া বা সাধনক্রিয়া, তারপর অনর্থনিবৃত্তি, তারপর নিষ্ঠা, তারপর রুচি, তারপর আসক্তি, তারপর ভাব বা রতি এবং তৎপরে প্রেম উদিত হয়। সাধকগণের প্রেমাবির্ভাবের ইহাই ক্রম।

উল্লিখিত শ্লোকের 'দুর্গমসঙ্গমনী' টীকায় শ্রীল জীবপাদ নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—"আদৌ প্রথমে সাধুসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থবিশ্বাসঃ। ততঃ প্রথমানন্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গো ভজনরীতিশিক্ষানিবন্ধনঃ।" অর্থাৎ প্রথমে সাধুসঙ্গ ও সাধুমুখে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শাস্ত্রার্থে যে বিশ্বাস, তাহাই শ্রদ্ধা। অতঃপর দ্বিতীয়বার যে সাধুসঙ্গ হয় তখন সাধু ভজনরীতি শিক্ষা দেন। এই ভজন প্রাথমিক অবস্থায় কর্মার্পণই। তজ্জন্য ইহাকে 'ভজনক্রিয়া' বা 'সাধনক্রিয়া' বলা হইয়াছে। সাধনক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে হইলে অনর্থনিবৃত্তি হয়। এই অবস্থায় কর্মাধিকার লোপ হয়। অতঃপর নিষ্ঠাযুক্ত সাধন হইতেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রত্যঙ্কুর জাত হইয়া থাকে। ঐ জাতরতি ভূমিকা হইতেই সাধনভক্তির আরম্ভ। সাধনভক্তি যথাযথভাবে সম্পাদিত হইলে ক্রমশঃ ভাব ও প্রেম জাত হয়। ইহাই প্রেমাবির্ভাবের ক্রম।

শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা দুইপ্রকার; যথা—লৌকিকী শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা।

পূর্বজন্মের সংস্কারানুযায়ী লোকাচারদর্শনে শ্রীভগবানের প্রতি যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা **'লৌকিকী শ্রদ্ধা'**। ইহা সগুণা। অতএব লৌকিকশ্রদ্ধাহেতু যে ভক্তি করা যায় তাহা সগুণা। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনকে বলিয়াছেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥" (শ্রীগী: ৭।১৬)

অর্থাৎ আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারিপ্রকার সুকৃতিই আমার ভজন করিয়া থাকে। এস্থলে 'সুকৃতি' অর্থ যাহারা পূর্ব পূর্ব জন্মে স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত ধর্মের পালন করিয়াছেন। ইঁহাদের ভক্তি সগুণা। যদি দৈবক্রমে ধ্রুবের ন্যায় ইঁহারা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পায়, তবে তাঁহার কৃপায় স্ব-স্ব-কামনা ত্যাগ করিয়া নির্গুণা ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়।

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।" (শ্রীভা: ১১।২০।৮) শ্লোকের মর্মানুযায়ী জীব সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে (দৈবক্রমে) সাধুসংসর্গে আসে। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা তাহার শাস্ত্রার্থে যে বিশ্বাস জন্মে, তাহারই নাম 'শ্রদ্ধা'। শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসহেতু এই শ্রদ্ধা জাত হওয়ায় ইহাকে 'শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা' বলা হয়। এই শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধার ত্রিবিধ অধিকারীর কথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে; যথা—উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী ও কনিষ্ঠাধিকারী। এই ত্রিবিধ অধিকারীর মধ্যে উত্তম অধিকারীর শাস্ত্রার্থে সুদৃঢ় বিশ্বাসহেতু তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত বলা হইয়াছে। ইহাদের সম্পর্কে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—(শ্রীভা: ১১।২।৪৭)—

"অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥"

অর্চায়াং প্রতিমায়ামেব, ন তদ্ভক্তেষু, অন্যেষু চ সুতরাং ন, ভগবৎপ্রেমাভাবাদ্ভক্তমাহাত্ম্যজ্ঞানাভাবাৎ সর্বাদরলক্ষণ-ভক্তগুণানুদয়াচ্চ। স প্রাকৃতঃ প্রকৃতিপ্রারব্ধঃ—অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিরিত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা। * * * তস্মাল্লোকপরম্পরাপ্রাপ্তৈবেতি পূর্ববৎ। অতশ্চাজাতপ্রেমা শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্তঃ সাধকস্তু মুখ্যঃ কনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ।" (শ্রীভ: স: ১৯০ অনু:)।

অর্থাৎ যিনি কেবলমাত্র অর্চায়ই শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীহরির উদ্দেশ্যে পূজা করেন, পরন্তু তদীয় ভক্তগণ বা অন্যের মধ্যে তাঁহার পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত।

'অর্চায়' অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতিমাতেই পূজা করেন, পরন্তু তদীয় ভক্তগণের মধ্যে, সুতরাং অন্য লোকের মধ্যেও তাঁহার পূজা করেন না। না করার কারণ এই যে, তাদৃশ ব্যক্তির ভগবৎপ্রেমের অভাব, ভক্তের মাহাত্ম্যবিষয়ে অজ্ঞতা এবং সকলের প্রতি সমাদররূপ ভক্তগুণের অনুদয়। তিনি 'প্রাকৃত'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ ভক্তিমার্গে তাঁহার প্রকৃতির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। অর্থাৎ সম্প্রতিই তাঁহার ভক্তি আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার এই শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থনিশ্চয়জনিত নহে। * * * অতএব তাঁহার শ্রদ্ধাকে লোকপরম্পরায় শিক্ষিত বলিয়াই জানিতে হইবে। অতএব যাঁহার প্রেম জাত হয় নাই, অথচ যিনি শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধাযুক্ত, তাঁহাকে কনিষ্ঠ ভক্তগণের মধ্যে মুখ্য (উত্তমাধিকারী) বলিয়াই জানিতে হয়।

শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা নির্গুণা। তজ্জন্য ইহা নির্গুণা ভক্তির কারণ। এস্থানে যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা বৈধী ভক্তি। বৈধী ভক্তি শ্রদ্ধাহেতুকা আর রাগমার্গীয় ভক্তি লোভহেতুকা। শ্রীকৃষ্ণের কিম্বা রাগমার্গীয় মহতের বিরলোদয় কৃপা হইতেই জীবের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিযুক্ত সেবার প্রতি লোভ জাত হয়। তখন শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না রাখিয়া এই মহতের আনুগত্যে প্রীতিযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিবার প্রবৃত্তি জাত হয়।

মধ্যমাধিকারী ও কনিষ্ঠাধিকারী সাধুমুখে শাস্ত্রশ্রবণ করিলেও হৃদয়ে পূর্ব অপরাধের প্রাবল্যবশতঃ শ্রদ্ধা গাঢ় হয় না। এইরূপ অবস্থায় ইহাদের ভক্তিসাধনে যে প্রবৃত্তি তাহাতে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা অপেক্ষা লৌকিকী শ্রদ্ধারই প্রভাব অধিক থাকে। এসম্পর্কে শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্‌বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা॥"

(শ্রীভ: স: ১ম অনু: ধৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণবাক্য)

অর্থাৎ যতকাল হৃদয় পাপরাশি(অপরাধরাশি)র দ্বারা মলিন থাকে, ততকাল শাস্ত্রবাক্যে ও সাধু বা সদ্‌গুরুতে বিশ্বাস হয় না।

অতএব সাধুর শ্রীমুখ হইতে শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিলেও এইরূপ ব্যক্তির শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা কোমলই থাকে, দৃঢ় হয় না। দৈন্যার্তিযুক্ত হইয়া সাধুসঙ্গে অবস্থানপূর্বক তাঁহার বাণী-শ্রবণ ও উপদেশানুযায়ী আচরণ করিলে তাঁহার কৃপায় ক্রমশঃ শ্রদ্ধা দৃঢ় হইবে।

সাধুসঙ্গ—প্রাথমিক সাধুসঙ্গের পর জীবের একটি ভক্ত্যুন্মুখ সংস্কার জাত হয় এবং সেই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া সে পুনর্বার সাধুসঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখনও সাধুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা তাহার থাকে না। কারণ তাহার ইন্দ্রিয় প্রাকৃত থাকে। তাহার এই সাধুসঙ্গ শাস্ত্রকথিত সাধুসঙ্গ নহে; সাধুসঙ্গের আভাস মাত্র। এই অবস্থায় সাধুসঙ্গের প্রতি আগ্রহ থাকিলেও এবং সাধু মনুষ্যসামান্য নহেন, হ্লাদিনীশক্তির দূত, মনে মনে তাঁহাতে এইরূপ আরোপ করিতে থাকিলেও মধ্যে মধ্যে সাধুর আচরণে সন্দেহ ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার প্রতি প্রাকৃত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় সাধুর চরণে অপরাধ করিয়া ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে। অতএব নিজের মস্তিষ্কের দ্বারা সাধুকে চিনিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ জানাইবার জন্য নিষ্কপটভাবে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত। তাহা হইলে শ্রীভগবান্ সাধককে সাধুর স্বরূপ জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে সাধুর অবজ্ঞারূপ অপরাধ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন। এই সাধুসঙ্গকে 'পূর্বাঙ্গরূপ সাধুসঙ্গ' বলা হয়। এইরূপে ক্রমশঃ সাধুর প্রতি দৃঢ় অনুরক্তি ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস আসিয়া যায়। তখন সাধক তাঁহার শ্রীচরণে সর্বাত্মসমর্পণ করিয়া দৃঢ়শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করে এবং তদনুযায়ী আচরণও করিয়া থাকে। তাহার সেই সাধুসঙ্গকে 'পরাঙ্গরূপ সাধুসঙ্গ' বলা হয়। এই পরাঙ্গরূপ সাধুসঙ্গের প্রভাবে সে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হয়।

ভজনক্রিয়া—প্রথমে সাধুমুখে শাস্ত্রবাক্য শুনিয়া জীবের সাধন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু সেই ভূমিকায় তাহার ইন্দ্রিয় প্রাকৃত থাকায় সাধুসঙ্গ ঠিক হয় না। ইহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় সাধুর কথা শুনিলেও হৃদয়ে রজস্তমোগুণের প্রাধান্যবশতঃ তাঁহার কথার মর্ম ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। ফলে ভক্তির আচরণও ত্রুটিযুক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ ভক্তিকে 'ভক্ত্যাভাস' বলা হয়। কারণ যাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তি করা হইতেছে তাঁহার মাহাত্ম্যের উপলব্ধির অভাবে ভক্তিযাজনের দ্বারা সেই উপাস্যদেবের সন্তোষবিধান হইতেছে বলিয়া অনুভূতিও থাকে না। কিন্তু বাহিরে ভক্তির আকার সব ঠিকই থাকে। এই ভূমিকায় সাধক নিষ্কপটভাবে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান ব্যতীত অন্য কোন বাসনা পোষণ না করিয়া নিরন্তর উৎসাহসহকারে ভক্তি যাজন করিলে ক্রমশঃ তাহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হইবে এবং সে মহৎকৃপায় শুদ্ধভক্তি-যাজনের অধিকারী হইবে। তাহার এই ভূমিকার অনুষ্ঠানকে 'সাধনভক্তি' না বলিয়া 'সাধনক্রিয়া' বা 'ভজনক্রিয়া' বলা হয়। কারণ ইহা শুদ্ধভক্তি নহে। ভক্ত্যাভাস বা কর্মমিশ্রা ভক্তিমাত্র। ইহাকে 'পূর্বাঙ্গরূপা ভক্তি'ও বলা যায়।

এই ভূমিকাতে সাধকের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ অনেক সময়ে এই ভক্ত্যাভাসকে ভক্তি বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা করিয়া সাধকের দম্ভ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব সাধক সর্বদা সরল অন্তঃকরণে সাধুর বাণী শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিতে থাকিলে নিজে উপলব্ধি করিতে পারে যে, মহতের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত শুদ্ধভক্তিযাজন তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তখন সে নিজের অযোগ্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া মহৎকৃপা বা শ্রীগুরুকৃপালাভের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন করে। তাহার এই ক্রন্দনই মহৎকৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া তাহাকে শুদ্ধভক্তিযাজনের অধিকারী করাইবে।

অতএব নিজের অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি হইতে জাত ক্রন্দনই এই ভজনক্রিয়া বা সাধনক্রিয়ার শেষ ফল। ইহার পরে চিত্তশুদ্ধি হইলে মহৎকৃপায় জীব ভক্তিযাজনের যোগ্যতা লাভ করে।

অনর্থনিবৃত্তি—এই সাধনক্রিয়া বা কর্মার্পণ করিবার সময় জীব নিষ্কপট হইলে হ্লাদিনীশক্তির দূত মহৎ বা শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাহার শ্রীকৃষ্ণসেবাবাসনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ইতর বাসনারূপ অনর্থ দূর হইয়া যায়। সুতরাং এই ভূমিকায় সাধক অনর্থনিবৃত্তির জন্য কোনপ্রকার চেষ্টা না করিয়া মহৎকৃপা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিলে তাহার অনর্থ আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। ভক্তিযাজনপ্রবৃত্তি যেপরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অনর্থ সেই পরিমাণেই নিবৃত্ত হইতে থাকে। 'অনর্থ'প্রকরণে এসম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

নিষ্ঠা—অনর্থনিবৃত্তি হইয়া গেলে ক্রমশঃ ভক্তিতে নিষ্ঠা জাত হয়। সাধনক্রিয়া বা কর্মার্পণ করিবার সময় অনেক সময় প্রবৃত্তি না থাকিলেও জোর করিয়া ভক্তি করিতে হয়। কিন্তু অনর্থনিবৃত্তি হইয়া গেলে ভক্তিযাজনে উৎসাহ আসে। তখন সাধক বিক্ষেপহীন হইয়া সতত যত্নসহকারে ভক্ত্যঙ্গ যাজন করে।

রুচি—তারপর ক্রমশঃ ভক্ত্যঙ্গযাজনে সাধকের মনোযোগ দৃঢ় হয়। সে অবস্থায় সে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। ভক্ত্যঙ্গে তাহার যে রুচি তাহা বুদ্ধিপূর্বকই হয়। ইহার ফলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে তাহার প্রীতি ক্রমশঃ দৃঢ় হয়।

আসক্তি—রুচিযুক্ত হইয়া ভজন করিতে করিতে সাধকের ভজনে আসক্তি জন্মে। জল বিনা মৎস্যের যে অবস্থা তখন ভক্তি করিতে না পারিলে তাহারও সেই অবস্থা হয়। ভক্তি বিনা অন্য কোন কার্য যে আছে, সাধক উহা অনুভবও করিতে পারে না; অর্থাৎ ভক্তি তাহার জীবনসদৃশ হইয়া পড়ে। এস্থানে তাহার ভক্তির প্রতি যে আকর্ষণ তাহা স্বারসিক।

ভাব—যাঁহারা এই সংসারে অবস্থান করিয়া যথাবস্থিত দেহে (পিতা-মাতা হইতে জাত জড়দেহে) সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাদিগকে সাধকভক্ত বলা হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত সম্প্রদায়ে কোন একটি বিশেষ ভূমিকায় উন্নীত সাধককে ভক্তিসাধক বলা হয়। এই ভূমিকাকে 'রতি-ভূমিকা'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বা 'ভাব-ভূমিকা' বলা যায়। ভাব ও রতি সমতাৎপর্যপর। জাতরতি বা জাতভাব ভক্তকেই সাধক ভক্ত বলা হয়।

জাতভাব ভক্ত বা সাধক ভক্তের লক্ষণ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (২।১।২৭৬, ২৭৯) নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—

"উৎপন্নরতয়ঃ সম্যঙ্‌নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ॥
বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্তিতাঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ উদিত হইয়াছে, অথচ বিঘ্ন সর্বতোভাবে দূর হয় নাই এবং শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের যোগ্যতালাভ হইয়াছে, তাঁহারাই সাধকরূপে খ্যাত। বিল্বমঙ্গলের ন্যায় ভক্তগণই সাধকরূপে পরিগণিত। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর এই উক্তিতে জানা যায় যে, রতির বা ভাবের উদয় হওয়ার পর সাধকের ভক্তিকে **'সাধনভক্তি'** বলা হয়। তৎপূর্বে ভক্তির যে সাধন উহা **'সাধনক্রিয়া'** বা কর্মার্পণ।

এই সাধনভক্তি সম্পর্কে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর উক্তি—

"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২)

যে ভক্তি কৃতির দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের চেষ্টার দ্বারা সাধিত এবং প্রেমাদিরূপ ভাব যাহার সাধ্য বা লক্ষ্য, তাহাকে সাধনভক্তি বলা যায়। হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধভাবের বা প্রেমের উদয়কেই সাধ্যতা বলা হয়।

এস্থলে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভক্তিসাধন হইল গৌণ এবং প্রেম*লাভের লক্ষ্য হইল মুখ্য। **প্রেমলাভের উদ্দেশ্য না রাখিয়া যে ভক্তি করা যায়, উহা সাধনভক্তিপদবাচ্য নহে।**

---

* এস্থলে 'প্রেম'শব্দ প্রণিধানযোগ্য। প্রেম অর্থ শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবাবাসনা। ইহাই সাধনভক্তির প্রাণ। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু এসম্পর্কে শ্রীভক্তিসন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন—"ভক্তৌ পুনঃ প্রীণনমেব ভক্তেস্তদেকজীবনত্বাৎ।" (শ্রীভ: স: ২২৪ অনু:) অর্থাৎ ভক্তিতে ভগবৎপ্রীণনই মুখ্য উদ্দেশ্য, যেহেতু ভগবৎপ্রীণনই ভক্তির প্রাণস্বরূপ। এই ভগবৎপ্রীণন বা শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি যে ভক্তিতে নাই, উহা প্রাণহীন। অর্থাৎ এইপ্রকার ভক্তির দ্বারা ভক্তিফল প্রেম লাভ হইবে না। সুতরাং সাধনকালে কেবল ভক্তিমাত্রকাম হইলেই সাধককে সাধকভক্ত বলা হইবে নচেৎ নহে। এই ভক্তিমাত্রকাম সাধকই পরিণামে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতাধিক্য (প্রেম) লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই সাধনভক্তির সম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে নিম্নমতে উপদেশ দিয়াছেন—

"শ্রবণাদি ক্রিয়া তার 'স্বরূপ লক্ষণ'।
'তটস্থ লক্ষণে' উপজায় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৫৬-৫৭)

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বস্তুর আকৃতি প্রকৃতিই তাহার স্বরূপ লক্ষণ। শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তির আকৃতি। ইহা ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। কার্যদ্বারা বস্তুর সম্পর্কে যে জ্ঞান হয়, তাহা বস্তুর তটস্থ লক্ষণ। সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিলে চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উন্মেষ হয়। সুতরাং যাহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ ফল দেখা যাইবে, সে নিশ্চিতরূপে সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতেছে বলিয়া জানা যাইবে।

এই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম জীবের কোনও সাধনের দ্বারা তাহার হৃদয়ে জাত হয় বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। কারণ ইহা জন্য (জন্ম হইবার যোগ্য) পদার্থবিশেষ নহে। হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি হওয়ায় ইহা নিত্যসিদ্ধ। শ্রবণকীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনের দ্বারা চিত্ত হইতে অবিদ্যারূপ মল দূর হইয়া গেলে সেই শুদ্ধচিত্তে এই নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব মাত্র হইয়া থাকে। এসম্পর্কে শ্রীল জীবপাদের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—"তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমাণা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ততে।" (শ্রীপ্রী: স: ৬৫ অনু:)। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনীনাম্নী শক্তির কোন এক সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে নিত্যকাল ভক্তগণের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং ইহা ভক্ত-হৃদয়ে প্রীতিরূপে অবস্থান করিতেছে। এখানে কেবল 'ভক্তগণের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন' বলার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্ব দোষ আসিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সূর্য যেরূপ নিরপেক্ষভাবে সর্বত্র কিরণ বিতরণ করে, পরমকরুণ ও রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ নিজ হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষকে নিরপেক্ষভাবে সর্বজীবের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু ইহা মায়ামলিন চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে না। ভক্তিমাত্রকাম ভক্তিসাধন ফলে যাঁহাদের চিত্ত নির্মল হয়, কেবল তাঁহাদের চিত্তেই ইহা প্রীতিরূপে অবস্থান করে। সুতরাং চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তির (প্রীতির) আবির্ভাবযোগ্য করানই শ্রবণকীর্তনাদি সাধনভক্তির একমাত্র লক্ষ্য। অন্য ভাবেও বলা যাইতে পারে যে হ্লাদিনীশক্তি শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য নবনবায়মান আনন্দ আস্বাদন করাইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুখী করিবার জন্য ব্যাকুল। সুতরাং তিনি সর্বদা তাঁহার ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি করাইয়া বহুভাবে তাঁহার সেবাসুখসম্পাদনে ব্রতী। সকলের হৃদয়ে প্রীতিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সকলের দ্বারা সেই প্রীতিরস শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইবার জন্য তিনি সর্বদা সকল জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে ব্যগ্র। কিন্তু জীবের চিত্ত অবিদ্যামলযুক্ত হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছাসত্ত্বেও তিনি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না, চিত্তশুদ্ধি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। জীবের চিত্ত শুদ্ধ হওয়া মাত্রই তাঁহাতে হ্লাদিনীশক্তি প্রবেশ করেন। সেই অবস্থায় জীবের শ্রীকৃষ্ণে রতি জাত হয়। এই অবস্থাকে 'জাত-রতি' অবস্থা বলা হয়। সাধনপ্রভাবে এই রতি ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণত হয়।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর পূর্ব উক্তি হইতে প্রমাণিত হইল যে নিজ চেষ্টায় কাহারও হৃদয়ে ভক্তির জন্ম হয় না। সাধনকালে কেবল হ্লাদিনীশক্তির এই নিত্যবৃত্তি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাকুল ক্রন্দন করিলে এই বৃত্তি জীব হৃদয়ে অনায়াসে উদিত হয়।

এই জাতরতি ভূমিকায় যে গুরুকরণ তাহাই পরাঙ্গরূপ গুরুকরণ। শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুকরণ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহা তথাকথিত গতানুগতিক গুরুকরণ নহে। এস্থলে শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে তাহার স্বরূপ, সিদ্ধদেহ, বয়স, বেশভূষা ও সেবার পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহাই সাধকের 'অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ'। এই ভূমিকায় সাধক যথাবস্থিত দেহে থাকিয়াও এই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে স্বীয় অবস্থিতি চিন্তা করিয়া অষ্টকাল শ্রীকৃষ্ণের সেবাচিন্তায় নিমগ্ন থাকে। ইহাকেই 'অষ্টকালীন লীলাস্মরণ' বলা যায়। জাতরতি হইবার পূর্বে অষ্টকালীন লীলাস্মরণের চেষ্টা করিলে মহা দৌরাত্ম্য হইয়া যাইবে। অধিকার বিচার না করিয়া কোন সাধককে এই অষ্টকালীন লীলাস্মরণের উপদেশ দেওয়া হইলে সাধক অপক্ক অবস্থায় ইহা আচরণ করিতে গিয়া যখন কোন সুফল পায় না তখন ভক্তিসাধনের প্রতি তাহার ক্রমশঃ অশ্রদ্ধা জাত হয় এবং এই অশ্রদ্ধা তাহাকে পতনোন্মুখ করিয়া দেয়। অতএব সে কৃত্রিমপন্থী হইতে বাধ্য হয় এবং তাহার আচরণ দেখিয়া লোকেরও ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস পাইয়া থাকে।

এই রত্যঙ্কুর ভূমিকায় সাধকের যে অনুভাব (লক্ষণ) দেখা যায় তাহা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু নিম্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।৩।২৫-২৬)

অর্থাৎ যাঁহার চিত্তে এই রত্যঙ্কুর জাত হইয়াছে, তাঁহাকে জাতরতি ভক্ত বলা হয়। জাতরতি ভক্তের কয়েকটি লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল; যথা—ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, সর্বদা শ্রীকৃষ্ণনামগানে রুচি, তাঁহার গুণবর্ণনায় আসক্তি এবং তাঁহার ধামের প্রতি প্রীতি প্রভৃতি। এস্থানে কতকগুলি শব্দকে সহজবোধ্য করাইবার উদ্দেশ্যে নিম্নে সেসকলের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল।

ক্ষান্তি—ক্ষান্তির অর্থ ক্ষোভশূন্যতা। সাধারণতঃ সংসারী লোকের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইলে, কোন আপদ-বিপদ পড়িলে কিম্বা গৃহে স্ত্রী-পুত্রাদি অসুস্থ হইলে চিত্তের যে অবস্থা হয়, উহাকে চিত্তের ক্ষোভ বলা হয়। এইরূপ ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও জাতরতি ভক্তের চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না। চিত্তের এই অক্ষুব্ধতাকে 'ক্ষান্তি' বলা হয়। যেমন শ্রীবাস পণ্ডিতের আচরণ। তাঁহার গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু রাত্রে কীর্তন করিবার সময়ে একদিন হঠাৎ তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিয়োগ হইল। এই ঘটনায় গৃহে নারীগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিত কীর্তন হইতে আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, "স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের গৃহে কীর্তন করিতেছেন, তোমরা ক্রন্দন করিলে তাঁহার কীর্তনসুখে ব্যাঘাত ঘটিবে। সুতরাং কীর্তন শেষ হওয়া পর্যন্ত সকলে ক্রন্দন বন্ধ কর।" শ্রীবাস পণ্ডিতের একমাত্র পুত্রের বিয়োগেও তাঁহার চিত্তের এই অবিচলিত অবস্থা 'ক্ষান্তি'র প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সেইরূপ ব্রহ্মশাপে সাতদিনের মধ্যে তক্ষকদংশনে শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের মৃত্যু হইবে, ইহা জানিয়াও তিনি অবিচলিত ছিলেন এবং মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দসহকারে শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহাও ক্ষান্তির আর একটি উদাহরণ।

অব্যর্থকালত্ব—শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতীত একটি মুহূর্তও যেন ব্যর্থ না হয়, এইপ্রকার মানসিক ভাবকে অব্যর্থকালত্ব বলা হয়। অব্যর্থকালত্ব সম্পর্কে শ্রীল রূপপাদের উক্তি—

"বাগ্ভিঃ স্তুবন্তো মনসা স্মরন্তস্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ শ্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।৩।২৯)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ নিরন্তর বাক্যের দ্বারা স্তবন, মনের দ্বারা স্মরণ এবং শরীরের দ্বারা প্রণাম করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া সাধুগণ নয়নজলাভিষিক্ত হইয়া শ্রীহরির উদ্দেশ্যে সমস্ত আয়ু অর্পণ করে, অর্থাৎ যাবজ্জীবন শ্রীহরিসেবায় নিয়োজিত থাকেন।

ভক্তগণ যে জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত কোন না কোন ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানে নিয়োজিত করেন, উক্ত শ্লোকই তাহার প্রমাণ। ইহাই অব্যর্থকালত্বের উদাহরণ।

বিরক্তি — জাতরতি ভক্তের কৃষ্ণেতর বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক বিরক্তি আসে।

"যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ॥" (শ্রীভা: ৫।১৪।৪৩)

মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন — শ্রীভরত মহারাজ উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লালসাযুক্ত হইয়া যৌবনকাল হইতেই দুস্ত্যজ ও মনোজ্ঞ স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবর্গ ও রাজ্যকে মলবৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এস্থলে 'মলবৎ ত্যাগ' শব্দপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্য আছে। যে মলত্যাগ করে, সে এতটা মল ত্যাগ করিল বলিয়া অনুশোচনা করে না, বরং যত অধিক মলত্যাগ করে, তাহার শরীর সুস্থ থাকিবে জানিয়া তাহার তত অধিক উল্লাস হয়। সেইরূপ জাতরতি ভক্তগণ ভক্তির বাধক সংসার ত্যাগ করিয়া আশ্বস্ত হন। শ্রীভরত মহারাজ ইহার দৃষ্টান্ত।

মানশূন্যতা — জাতরতি ভক্তের স্বাভাবিকভাবে নিজ সম্মানলাভের লেশমাত্রও আশা থাকে না।

"হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥"

(শ্রীভ: র: সি: ধৃত শ্রীপদ্মপুরাণবচন: ১।৩।৩৩)

নৃপতিগণের শিখামণিস্বরূপ মহারাজ শ্রীভরত শ্রীভগবানের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া শত্রুগৃহে ভিক্ষা করিতে যাইতেন এবং চণ্ডালাদি নীচজাতিকেও প্রণাম করিতেন।

শ্রীভরত মহারাজ রাজচক্রবর্তী থাকায় বহু রাজা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সম্মানের বা মর্যাদার তুলনা ছিল না। তাঁহার রাজত্বকালে তিনি নিজের কোন কার্য-নিমিত্ত কখনও কাহার নিকট নতমস্তক হন নাই। কিন্তু যখন তাঁহার ভগবদ্রতি উদিত হইল, তখন তিনি রাজ্যাদিকে ভজনের প্রতিকূল মনে করিয়া তাহা ত্যাগপূর্বক ভিক্ষাদ্বারা জীবন নির্বাহ করিতে লাগিলেন। পাছে চিরাভ্যস্ত রাজোচিত গৌরবের আকাঙ্ক্ষা সুপ্তভাবেও তাঁহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকে, সেই আশঙ্কায় তিনি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন; এমন কি পূর্ব শত্রুগণের নিকটও ভিক্ষা করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত ভক্তিদেবীর কৃপায় তাঁহার নিজের প্রতি এরূপ হেয়জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, তিনি সকলকে এমন কি চণ্ডালকেও নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে করিয়া প্রণাম করিতেন। শ্রীভরত মহারাজের এই আচরণ মানশূন্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আশাবন্ধ—জাতরতি ভক্ত নিজেকে নিতান্ত অযোগ্য মনে করে। তথাপি সে জানে যে, শ্রীকৃষ্ণ নিতান্ত অযোগ্যকেও তাহার যোগ্যতা হইতে বহু অধিক ফল দিয়া থাকেন। তাঁহার সেই কৃপালাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সে ভজন করিয়া থাকে।

"ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ! ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।৩।৩৫)

আমার প্রেম নাই; প্রেমের কারণস্বরূপ শ্রবণাদি সাধনভক্তিও আমার নাই; বিষ্ণুর ধ্যানধারণাদি কোন যোগ কিম্বা জ্ঞান বা কোন শুভকর্মও আমি করি নাই। অধিক আর কি বা বলিব, সাধনের মূল যে সজ্জাতি তাহাও আমার নাই। সুতরাং হে গোপীজনবল্লভ ! তুমি হীনার্থাধিকসাধক অর্থাৎ দীনহীন লোকের প্রয়োজনকে তুমি অধিকভাবে সাধন কর। তুমি নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিকেও তাহার যোগ্যতা হইতে বহু অধিক ফলদান করিয়া থাক। তথাপি তোমার প্রতি আমার যে অচ্ছেদ্যমূলা আশা তাহাই আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি—সকল বিষয়ে জাতরতি ভক্ত নিজেকে নিতান্ত অযোগ্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপার উপর কিরূপ সর্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকে, এই শ্লোকই তাহার প্রমাণ। ইহাই আশাবন্ধের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এস্থলে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উহা হইতেছে, জাতরতি ভক্তের নিজ হীনমন্যতার তীব্র অনুভূতি।

সমুৎকণ্ঠা—শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য জাতরতি ভক্তের কিপ্রকার উৎকণ্ঠা হয়, অহা এখানে বর্ণিত হইতেছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি-মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥"

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-৩২)

একজন গোপী বলিতেছেন, (হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ!) তোমার শৈশব (কৈশোর) ও আমার চাপল্য, ত্রিভুবনের মধ্যে অদ্ভুত বলিয়া জান। এই দুইটি হয় ত তোমার না হয় আমার জানিবার যোগ্য, অন্য কাহারও নহে। বর্তমান দুইটিমাত্র নয়নের দ্বারা তোমার সেই অদ্বিতীয় বংশীবিলাসসম্পন্ন মনোহর মুখকমল দেখিবার কি উপায় করিব বল ত।

জাতরতি ভক্ত অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণসেবা বা শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাইবার জন্য কিরূপ উৎকণ্ঠিত হন, তাহা উপরোক্ত শ্লোকে জানা যায়। এই শ্লোকটি উৎকণ্ঠার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণনামগানে সদা রুচি—জাতরতি ভক্ত কিরূপে স্বাভাবিকভাবেই অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনের প্রতি রুচিযুক্ত হন, তাহা এখানে বর্ণিত হইয়াছে।

"রোদনবিন্দুমরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ!
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।৩।৩৮)

হে গোবিন্দ! মধুরস্বরকণ্ঠী বালা (চন্দ্রাবলী) আজ তোমার নামসমূহ গান করিতেছেন; তাঁহার নয়নকমল হইতে অশ্রুবিন্দুরূপ মরন্দ (মকরন্দ বা পুষ্পমধু) ক্ষরিত হইতেছে।

এই শ্লোক 'সর্বদা শ্রীকৃষ্ণনামগানে রুচি'র প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শ্রীকৃষ্ণের গুণের প্রতি আসক্তি—এসম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে বর্ণিত হইয়াছে—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-৯২)

আহা! এই শ্রীকৃষ্ণের দেহটি অতি সুমধুর; মুখটি তাহা হইতেও সুমধুর এবং এই মধুগন্ধি মন্দহাস্য তাহা হইতেও সুমধুর—মধুরতম। জাতরতি ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপে আকৃষ্ট হইয়া সর্বদা তাঁহার গুণগান করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের গুণগানের প্রতি আসক্তির ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থলে প্রীতি—জাতরতি ভক্তের শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল শ্রীধাম বৃন্দাবন ইত্যাদিতে বাস করিতে প্রবল আগ্রহ হইয়া থাকে। এসম্পর্কে শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীল রূপপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্তয়ন্।
উদ্‌বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ ! রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৫৬)

কোন জাতরতি ভক্ত দূর হইতে প্রার্থনা করিতেছেন—হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! কবে আমি যমুনাতীরে সজল নয়নে তোমার নামাবলী কীর্তন করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিব ?

শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থল শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাসের নিমিত্ত জাতরতি ভক্তের তীব্র লালসার কথা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

'রতি' বা 'ভাব' একার্থবাচক। এসম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন—

"প্রীত্যঙ্কুরের 'রতি', 'ভাব' হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান্ ॥" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৯৪)

রতি, ভাব, প্রীত্যঙ্কুর, প্রেমাঙ্কুর—এই শব্দসকল একার্থবাচক। যাহার হৃদয়ে এই রতি জাত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার বশীভূত হইয়া যান। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এসম্পর্কে নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।৩।১)

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্যের কিরণসদৃশ এবং রুচিদ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতাসম্পাদক ভক্তির নাম ভাব।

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ অর্থাৎ এই ভাব শ্রীহ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ। সূর্যের উদয়ের পূর্বে যেরূপ প্রথমে কিরণ দেখা যায়, সেইরূপ প্রেমরূপ সূর্যের উদয়ের পূর্বে প্রথমে ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ইহা হইতে জানা যায় যে ভাব হইল প্রেমের পূর্বাবস্থা। যাহার ভাব জাত হইয়াছে, সে অবশ্যই অনতিবিলম্বে প্রেমের অধিকারী হইতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণরতি সাধনলভ্য নহে—উপরোক্ত বচনসমূহ হইতে রতির লক্ষণ ও জাতরতি ভক্তের লক্ষণ নিরূপিত হইল। এই জাতরতি ভক্তই সাধকভক্ত। এসকল লক্ষণ অতি উচ্চ অধিকারের সূচনা দিলেও ইহাতে সাধক নিরুৎসাহিত হইবার কোনও কারণ নাই। অবশ্য কর্মাধিকারে থাকিয়া নিজ চেষ্টায় এইসব লক্ষণ অর্জন করা আকাশকুসুমলাভের ন্যায় অসম্ভব। ইহা একমাত্র হ্লাদিনীশক্তিরই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃপাসাপেক্ষ। তাঁহার কৃপায় ভক্তিরূপ তাঁহার বৃত্তি জীবহৃদয়ে আবির্ভূত হইলে সাধকের এইসব লক্ষণ অনায়াসেই প্রকাশ পায়। সুতরাং কৃত্রিমভাবে উক্ত লক্ষণসকল আয়ত্ত করিতে চেষ্টা না করিয়া সাধককে সর্বদা ব্যাকুল অন্তঃকরণে শ্রীগুরুকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে সক্রন্দন প্রার্থনা জানাইতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে হ্লাদিনীশক্তি তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাহাতে এইসব লক্ষণ প্রকাশ করিবেন। এই তথ্যটি বুঝিতে অগ্নি ও লৌহের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কোন বস্তুকে দহন করিবার শক্তি কেবল অগ্নিতে নিহিত থাকে। লৌহেতে সে শক্তি না থাকিলেও অগ্নির সংযোগের দ্বারা লৌহ উক্ত শক্তি লাভ করিতে পারে।

জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি প্রাকৃত, ভক্তি অপ্রাকৃত। জীব নিজচেষ্টায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়কে কখনও অপ্রাকৃত করিতে পারে না। শিশু শতচেষ্টা করিলেও মাতার কোলে উঠিয়া তাঁহার স্তন্যপান করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারে না, কিন্তু কেবল নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া ব্যাকুল ক্রন্দন করিলে মাতা সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তাহাকে স্তন্যপান করাইয়া তাহার ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া থাকে। এস্থানে শিশুর ক্রন্দনের দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি হইতেছে না। মাতৃস্তন্যপানই তাহার ক্ষুধানিবৃত্তির একমাত্র কারণ। শিশুর ক্রন্দনের সঙ্গেও মাতৃস্তন্যলাভের কোন সম্পর্কই নাই। মাতৃস্তন্যলাভ একমাত্র মাতার স্নেহের উপর নির্ভর করে। শিশুর ক্রন্দন মাতার স্নেহকে আকৃষ্ট করে মাত্র। সেইরূপ সাধকের ক্রন্দন হ্লাদিনীশক্তির কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং কেবল তাঁহার কৃপাতেই সাধকের ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়া ভক্তিযাজনের যোগ্য হয়। সুতরাং সাধকের চেষ্টা এস্থানে গৌণ কারণ এবং হ্লাদিনীশক্তির কৃপাই মুখ্য কারণ। অবশ্য হ্লাদিনীশক্তি জীবকে কৃপা করিতে সতত ব্যগ্র। জীব নিজ বৈমুখ্যবশতঃ এই কৃপা না চাহিয়া তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। সাধনের দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলে এই কৃপালাভের আশা বলবতী হয় এবং তজ্জন্য তাহার ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়। সেই ব্যাকুলতাই তাহাকে কৃপালাভের যোগ্য করায়।

প্রেম—রতি গাঢ় হইলে প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রেমের সংজ্ঞা নিম্নরূপে উল্লেখ করিয়াছেন—

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥"

(শ্রীচৈ: চ: আদি ৪।১৪১)

অর্থাৎ নিজ সুখবাঞ্ছাকে 'কাম' বলা হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান-বাসনাকে 'প্রেম' বলা হয়। সাধনের অগ্রগতি প্রমাণিত হইবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবাঞ্ছার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আধিক্য হইতে। সুতরাং সাধনের সর্বশেষ ফল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি বা প্রেমলাভ।

এই প্রেমের পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন—

"সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥
অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।৪।১-২)

সেই ভাব অত্যন্ত গাঢ় হইয়া যখন চিত্তের আর্দ্রতা সম্পাদন করে এবং শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় মমতা জাত করায়, তখন তাহাকে প্রেম বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণে এই অনন্যমমতা প্রেমসঙ্গতা মমতাকেই* ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি প্রেমভক্তি বলিয়াছেন। কেবল শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-নিমিত্ত তাঁহাতে যাহার এইরূপ মমতা জাত হয়, তাহার স্বতঃ অন্য বিষয় হইতে মমতা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায় এবং তাহার হৃদয় প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া থাকে, যাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সুখকরী সেবার দ্বারা তাঁহার প্রীতিবিধানের জন্য সে সর্বদা ব্যগ্র হইয়া উঠে।

সাধনের পরিপক্ক অবস্থায় প্রেম এরূপ গাঢ় হয় যে, সাধকের হৃদয় অহরহ কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য ব্যাকুল হয়। যতই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করা যায় ততই অভাববোধ তীব্র হইতে তীব্রতর ও তীব্রতম হইতে থাকে। এই অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—"যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ।" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ১২।২১২) সাধারণতঃ তৃষার্ত ব্যক্তি জলপান করিলে তাহার তৃষানিবৃত্তি হয়; কিন্তু সাধক শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরস যতই পান করুক না কেন তাহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিবিধান-তৃষ্ণা নিবারিত না হইয়া আরও অধিক অধিক বাড়িতে থাকে। ইহা হইতে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবিধানবাঞ্ছার ইতি বা তৃপ্তি নাই। তৃপ্তি আসিয়া গেলে সেই স্থানেই ভক্তিসাধনের পরিসমাপ্তি হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা না হইয়া নিত্য নবনবায়মানভাবে সেই আশা বাড়িতে থাকে। পরিশেষে ভক্ত এরূপ এক অবস্থায় পৌঁছায় যে, সে তাহার নিজ

* অনন্যমমতা প্রেমসঙ্গতা মমতা—দেহগেহাদি প্রতি মমতাশূন্য হইয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ-নিমিত্তই তাঁহার প্রতি মমতাযুক্ত হওয়া।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সত্তাকেও ভুলিয়া যায়। সেব্যের সুখচিন্তায় সে এরূপ নিমগ্ন হইয়া যায় যে, নিজের কথা চিন্তা করিতে তাহার অবসরও থাকে না। এতদ্ব্যতীত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াও সেবায় চরম অতৃপ্তি হেতু সে সর্বদা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে। তথাপি সেবার আশা ছাড়িতে পারে না। এই অবস্থায়ও সেই সেবাবাসনা হইতে সে এরূপ অপূর্ব আনন্দ পাইতে থাকে যে, তাহাতে আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদনের এই যে অবস্থা ইহা কেবল অনুভবসাপেক্ষ। ভাষার দ্বারা ইহা বর্ণনা করা যায় না। সেজন্য প্রেমভূমিকায় পৌঁছাইলে ভক্তকে অনেক সময় পাগলের ন্যায় মনে হয়। এসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৪০)

শ্রীকৃষ্ণনাম-শ্রবণকীর্তনাদিরূপ ব্রতাচারপরায়ণ ব্যক্তি স্বীয় প্রিয় নাম কীর্তন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবশতঃ তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং সে মানাপমানাদি বিষয়ে অবধানশূন্য হইয়া পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে হাসে, কাঁদে, চিৎকার করে, গান করে ও নাচে।

এইরূপ অবস্থায় ভক্তের নিজ-সুখচিন্তার উদ্রেক অসম্ভব। যাহার নিজের দেহবিষয়ে স্মৃতি নাই, তাহার সেবিষয়ে চিন্তা করিবার প্রশ্ন কোথায়? কি অপূর্ব সে ভাব! যে ভক্ত স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সেবারসে এরূপ ভাবে নিমগ্ন, শ্রীকৃষ্ণ কী তাহার বশীভূত না হইয়া থাকিতে পারেন? সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র, নিজলাভপূর্ণ, অজিত ভগবানও এস্থলে নিজেকে ভক্তের বশীভূত, অধীন ও ঋণী মনে করিয়া সুখানুভব করেন। সেব্য ও সেবক উভয়ের প্রেমের কী ঘনীভূত অবস্থা! ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লভ্যবস্তু জীবের পক্ষে আর কী হইতে পারে?

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রেম ত হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি। ইহা জীব-হৃদয়ের এক আগন্তুক ভাব মাত্র। সুতরাং ইহা জীবের হৃদয়ে স্থায়ী হইয়া নাও থাকিতে পারে। অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের যেরূপ সময়ক্রমে অগ্নি হইতে বিচ্যুতির সম্ভাবনা আছে, সেইরূপ প্রেমও জীবহৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়া যাইতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, উহা সম্ভব নহে বা এইরূপ আশঙ্কা করিবার কোন যথার্থতাও নাই; যেহেতু স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তি একবার কৃপা করিয়া জীবহৃদয়ে প্রবেশ করিলে আর তাহাকে সেই কৃপা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে বঞ্চিত করেন না। ইহার একমাত্র হেতু এই যে, হ্লাদিনীশক্তির একমাত্র কার্য—সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদন। ভক্তের প্রেমরসনির্যাস আস্বাদনেই শ্রীকৃষ্ণের সর্বাতিশায়িনী তৃপ্তি। সুতরাং এই আস্বাদনের আনুকূল্যবিধান হ্লাদিনীশক্তির স্বধর্ম। সেই উদ্দেশ্যে সে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়ক পরিকর (নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ) ভক্তের চিত্তে প্রেমরূপে সর্বদা বিরাজমান। সেবাবাসনার বিলক্ষণ ধর্ম হইল এই যে, নিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সেব্যের প্রীতিবিধান করিয়াও ভক্তের সেবোৎকণ্ঠা দূর হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্ধিতই হইতে থাকে। হ্লাদিনীশক্তির শ্রীকৃষ্ণসেবাবাসনাও উত্তরোত্তর বর্ধনশীলা। সুতরাং পরিকরভুক্ত ভক্তগণের চিত্তের প্রেমরস শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে আস্বাদন করাইয়াও হ্লাদিনীশক্তি সর্বদা অধিক হইতে অধিক পরিকর বৃদ্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উত্তরোত্তর আনন্দবর্ধনের জন্য সতত ব্যাকুলা। এইরূপ অবস্থায় তিনি যে পরিকর বা ভক্তের হৃদয়ে একবার প্রবেশ করিয়া তাহার প্রেমরস শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইয়াছেন, তাহাকে আবার প্রেমশূন্য করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার আর সম্ভাবনা নাই। অন্যদিকে প্রেমরসলোলুপ শ্রীকৃষ্ণও ভক্তহৃদয়ের প্রেমরস আস্বাদন করিতে সতত আগ্রহী। তিনি পরমকরুণ ও পরমকৃতজ্ঞ হওয়ায় একবার যে ভক্তহৃদয়ের ভক্তিরস আস্বাদন করেন, তাহাকে আর ছাড়িয়া যাওয়ার ইচ্ছা করেন না। প্রেমের শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী শক্তিও আছে। যে ভক্তের চিত্তে প্রেম আছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রেমের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই ভক্তচিত্তে সর্বদা অবস্থান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্ন শ্লোক তাহার প্রমাণ—

"বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥"

(শ্রীভা: ১১।২।৫৫)

যে শ্রীহরির নাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও উচ্চারণ করিলে লোকের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, সেই শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম ভক্তের প্রেমবন্ধনে এমনই আবদ্ধ হইয়া যায় যে, সেই ভক্তের হৃদয় পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। এবংবিধ ভক্তকে উত্তম ভাগবত বলা হয়।

সুতরাং ভক্তচিত্তে যেপর্যন্ত প্রেম থাকে, সেপর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহার হৃদয় ত্যাগ করিতে পারেন না এবং যদবধি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তহৃদয়ে অবস্থান করেন, তদবধি ভক্তও প্রেমশূন্য হইতে পারে না। এই অবস্থায় ভক্তহৃদয়ে একবার প্রেম আবির্ভূত হইলে আর তাহার অভাব কিরূপে সম্ভব? পরস্পর মিলনের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই যে আনন্দ, ইহা ভক্তের পক্ষে যেরূপ আস্বাদ্য, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও সেইরূপই আস্বাদ্য। এক এক সময়ে ভক্তের উৎকণ্ঠাবৃদ্ধিপূর্বক রসাস্বাদনের নবনবায়মান চমৎকারিতা প্রদর্শন-নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকট হইতে কৌতুকবশতঃ একটু দূরে চলিয়া যান। তখন শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভক্তের সাময়িক বিয়োগ বা বিরহ হইয়া থাকে। সেই অবস্থায় ভক্ত মনে করে যে, তাহার হৃদয়ে প্রেম নাই। যদি প্রেম থাকিত, তাহা হইলে কী শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে দূরে চলিয়া যাইতেন ? সে অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের বিরহ হেতু বাহিরে বিষজ্বালা হইলেও অন্তরে তাঁহার স্মৃতিজনিত আনন্দ বিরাজমান থাকে। ভক্তের এই অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহো না জীয়য় ॥

* * *

বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২।৩৮, ৪৪-৪৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম একবার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে আর তথা হইতে অন্তর্হিত হয় না; যেহেতু হৃদয় হইতে কৃষ্ণপ্রেমের বিয়োগ হইলে ভক্তের মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু তাহার বিয়োগ সম্ভব নহে। সময়ে সময়ে বাহ্যে শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখ অনুভূত হইলেও অন্তরে আনন্দের প্রাচুর্য থাকে। কারণ প্রেম স্বরূপশক্তির বৃত্তি হওয়ায় ইহা স্বরূপতঃ আনন্দময়। এই প্রেমলাভই ভক্তিসাধনের চরম সার্থকতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনর্থ

অনর্থ কী ?

যাহা অর্থ বা পরমার্থ নহে অর্থাৎ যাহা ভোগমোক্ষস্পৃহাদি দুর্বাসনা বা শ্রীকৃষ্ণকামনা ও কৃষ্ণভক্তিকামনা হইতে ভিন্ন অন্য কামনা, তাহাই অনর্থ-পদবাচ্য। এই অনর্থ সর্বদা সাধকের ভক্তিসাধনে বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহা সাধকের চিন্তাধারাকে ভক্তি হইতে দূরে টানিয়া লইয়া যায়। ফলে ভক্তিতে মনোনিবেশ সম্ভবপর হয় না। ইহা ভগবদ্‌বিমুখতারই ফলবিশেষ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁহার প্রণীত 'মাধুর্যকাদম্বিনী'তে অনর্থসম্পর্কে নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন।

অনর্থের প্রকারভেদ

মাধুর্যকাদম্বিনীর বর্ণনানুসারে অনর্থ চারপ্রকার; যথা—(১) দুষ্কৃতজাত, (২) সুকৃতজাত, (৩) অপরাধজাত, (৪) ভক্তিজাত।

(১) দুষ্কৃতজাত অনর্থ—পূর্বজন্মকৃত কর্মফলে জীবের অসদ্‌বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, রাগ, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। এই সকল দুষ্কৃতজাত অনর্থ-পদবাচ্য। ইহা ভক্তিসাধনে বাধা সৃষ্টি করে।

(২) সুকৃতজাত অনর্থ—ইহাও পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যকর্মের ফল হইতে জাত হইয়া থাকে। ইহার ফলে বিষয়ভোগের প্রতি প্রবল আসক্তি বা অভিনিবেশ জন্মে। এই অনর্থের বশবর্তী হইয়া সাধক ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগের আশায় সকাম কর্মে অভিনিবিষ্ট হয়। পরিণামে তাহার ভক্তি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়ে।

(৩) অপরাধজাত অনর্থ—অপরাধজাত অনর্থ বলিতে মুখ্যতঃ নামাপরাধকেই বুঝায়। বৈষ্ণবাপরাধ এই নামাপরাধেরই অন্তর্ভুক্ত। অপরাধের ফলে চিত্ত কঠিন হইয়া ভক্ত্যনুষ্ঠানের প্রতি ক্রমশঃ অশ্রদ্ধা জাত হয়। বস্তুতঃ সাধুকৃপা বা মহৎকৃপাই কৃষ্ণভক্তিজন্মের মূল। "কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৪৮)। সুতরাং সাধুর প্রতি অনাদর হইলে ভক্তিপথ রুদ্ধ হইয়া যায়। এতদ্‌ব্যতীত নামবলে পাপবুদ্ধি ইত্যাদি অন্যান্য নামাপরাধও জীবকে ভক্তিপথ হইতে চ্যুত করিয়া দেয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৪) ভক্তিজাত অনর্থ—ভক্ত্যঙ্গযাজন করিয়াও যাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তি করা হইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তা না করিয়া লোকের নিকট হইতে প্রশংসালাভ বা দানাদিলাভের বাসনাকে ভক্তিজাত অনর্থ বলা হয়। সাধনকালে সাধক যাহা কামনা করিয়া ভক্তি করে, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ তাহাকে সেই ফল দিয়া থাকেন। সুতরাং যে তাঁহাকে সুখী করিবার বাসনা লইয়া ভক্তি করে, সে পরিশেষে তাঁহার প্রতি প্রীতি বা মমতাধিক্যই লাভ করে। কিন্তু যে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার বশবর্তী হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করে, সে তাঁহার প্রতি নিষ্ঠাচ্যুতিকারক উক্ত লাভপূজাপ্রতিষ্ঠা পাইয়া ভক্তি হইতে বঞ্চিত হয়। এসম্পর্কে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত—অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী জীবহিংসন।
লাভ-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ১৯।১৪০-৪২)

অর্থাৎ লতার (ভক্তিরূপ লতার) দেহে যদি উপশাখা (পরগাছা) উঠে, তবে শ্রবণ-কীর্তনাদি জলসেচনদ্বারা মূল ভক্তিলতা বাড়িতে না পারিয়া ভুক্তিমুক্তি-বাঞ্ছা রূপ পরগাছাই বাড়িয়া চলে। পরিণামে ভক্তিলতা বাড়িতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাযুক্ত হইয়া ভক্তি করিলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা বৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্তে ভক্তিপরিপন্থী বিষয়ভোগের প্রতিই মমতা বৃদ্ধি হয় এবং পরিণামে ভক্তিপথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহা হইতে জানা যায় যে, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশারূপ কৃষ্ণেতর কামনাযুক্ত হইয়া যে ভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, উহা বাহ্যে ভক্তির ন্যায় দৃষ্ট হইলেও এই তথাকথিত ভক্তির অনুষ্ঠানই ভক্তিপথের কণ্টক হইয়া ভক্তিপথ রুদ্ধ করিয়া দেয়।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি সহজবোধ্য হইতে পারিবে। অনেক সময় দেখা যায়, লোকে মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া থাকে। ইহা যে ভক্তির অঙ্গ, ইহাতে সন্দেহ নাই। যেখানে উদ্যোক্তা কেবল শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মাণ করিয়া শ্রীবিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা করে, সেখানে তাহা ভক্তিপদবাচ্য। কিন্তু এই মন্দিরনির্মাণ কার্যটি বাহিরে ভক্তির ন্যায় প্রতিভাত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভক্তিপদবাচ্য হইবে না, যদি উদ্যোক্তা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মন্দির নির্মাণ করিয়া ইহার গাত্রে প্রস্তরফলকে তাহার নিজের নাম অঙ্কিত করিয়া থাকে। ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হইল—লোকে জানুক যে, তাহার দ্বারা ঐ মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে। এইরূপ করায় শ্রীবিষ্ণুর সুখানুসন্ধানাবেশের পরিবর্তে নিজপ্রতিষ্ঠালাভের প্রতি আবেশই হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া থাকে। সেজন্য এস্থানে মন্দির-নির্মাণরূপ ভক্তির ফল শ্রীবিষ্ণুর নিকট পৌঁছাইতে পারে না। মন্দিরনির্মাতা প্রতিষ্ঠার আকারে তাহাকে নিজেই আত্মসাৎ করিয়া থাকে। পরিণামে ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াও তাহার সংসারবন্ধনকারক পুণ্যকর্মের ফলই ভোগ হয়। ইহা ভক্তির বিপরীত ফল। এই কার্যটি শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে করা হইলে ফলটি শ্রীবিষ্ণুর্পিত হওয়ায় সংসারবন্ধন মোচনের কারণ হইত। কিন্তু এস্থানে ফলটি তাহার বিপরীত হওয়ায় ইহাকে ভক্তিজাত অনর্থ বলা হয়। এইপ্রকার তথাকথিত ভক্তি ভক্তিপথের কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে বিষ্ণুর প্রতি প্রীতিলাভের পরিবর্তে নিজের সুখভোগস্পৃহা ক্রমশঃ বাড়িয়া জীবকে ভক্তিপথচ্যুত করিয়া দেয়।

অনর্থনিবৃত্তির সহজ উপায়

সর্বদা সাধুসঙ্গে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুর সুখানুসন্ধান-আবেশ-লাভের উদ্দেশ্যে সক্রন্দন প্রার্থনাপূর্বক ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হইবে। তাহা হইলে সাধুর কৃপায় হৃদয় হইতে সমস্ত অনর্থ দূর হইয়া ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানস্পৃহা জাত হইবে।

শ্রীনারদের কৃপার প্রভাবে ধ্রুবের হৃদয় কিরূপে নির্মল হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ধ্রুব প্রথমে শ্রীবিষ্ণুকে যে আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পিতৃসিংহাসনলাভ। ইহা যে বিষয়বাসনা, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি নিতান্ত সরল ও অজ্ঞ ছিলেন এবং খুব ব্যাকুল হইয়া শ্রীবিষ্ণুকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণু অহৈতুকী কৃপা করিয়া শ্রীনারদকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীনারদের কৃপার প্রভাবে ধ্রুবের হৃদয় হইতে বিষয়-বাসনারূপ অনর্থ সমূলে দূর হইয়া গেল। তখন শ্রীবিষ্ণু ধ্রুবের নিকট আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং নিজের ঈপ্সিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীনারদের কৃপায় ধ্রুবের হৃদয় বিষয়বাসনারূপ অনর্থ হইতে একান্ত মুক্ত হওয়ায় তিনি স্বীয় ঈপ্সিত বর (পিতৃসিংহাসন) প্রার্থনা না করিয়া বলিয়াছিলেন—

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"

(শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় ৭।২৮)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে প্রভো ! কাচের অন্বেষণ করিতে করিতে লোক যেমন দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হয়, আমিও তদ্রূপ পিতৃসিংহাসনলাভের উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতে করিতে দেবেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণের পক্ষেও দুর্লভ তোমার শ্রীপাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বামিন্ ! ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি; অন্য কোন বর আমি চাই না। সাধুসঙ্গের প্রভাবে কিরূপে অনর্থ দূর হয়, ইহা তাহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

অনর্থনিবৃত্তি

সাধুসঙ্গপ্রভাবে জীব নিজ অনর্থের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং সাধুর বীর্যবতী বাণী শ্রবণ ও তাঁহার আচরণের অনুসরণ করিলে ক্রমশঃ হৃদয় হইতে অনর্থ দূর হইয়া যায়। সাধনচেষ্টা অনর্থ দূর হওয়ার কারণ নহে। মহৎকৃপাই ইহার একমাত্র কারণ। সুতরাং নিজের পূর্বকৃত দুষ্কর্মের জন্য অনুতাপগ্রস্ত হইয়া মহৎকৃপালাভের উদ্দেশ্যে মহতের আনুগত্যে ভক্ত্যঙ্গযাজন করিলেই অনর্থনিবৃত্তি সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

অনর্থনিবৃত্তির প্রকারভেদ— এই অনর্থনিবৃত্তি পাঁচপ্রকার। যথা— একদেশবর্তিনী, বহুদেশবর্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। অল্পপরিমাণে আংশিক অনর্থনিবৃত্তিকে একদেশবর্তিনী, বহুপরিমাণে আংশিক নিবৃত্তিকে বহুদেশবর্তিনী, প্রায় সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি হওয়ার পর অল্পমাত্র থাকিয়া গেলে তাহাকে প্রায়িকী ও সম্পূর্ণ অনর্থনিবৃত্তিকে পূর্ণা নিবৃত্তি বলা হয়। যে অনর্থনিবৃত্তির পরে পুনর্বার অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে না, তাহাকে আত্যন্তিকী অনর্থনিবৃত্তি বলা হয়। পূর্ণা অনর্থনিবৃত্তিতে সমস্ত অনর্থনিবৃত্তি হইয়া গেলেও পুনরায় অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে। এসম্পর্কে শ্রীল রূপপাদের উক্তি—

"ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ।
আভাসতাঞ্চ শনৈর্ন্যূনজাতীয়তামপি ॥
গাঢ়াসঙ্গাৎ সদায়াতি মুমুক্ষৌ সুপ্রতিষ্ঠিতে।
আভাসতামসৌ কিংবা ভজনীয়েশভাবতাম্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১৷৩৷৫৪-৫৫)

শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ভক্তের প্রতি মহা অপরাধ হেতু ভাবও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়; অপরাধ মধ্যম হইলে উক্ত ভাব ক্রমশঃ আভাসত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অল্পাপরাধে তাহা ন্যূনজাতীয় হয়। সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষু পুরুষে গাঢ় আসক্তিহেতু সেই ভাব সদা আভাসত্বে অথবা ভজনীয় ঈশ-অভিমানে (অহংগ্রহোপাসনায়) পরিণত হয়।

এস্থানে দেখা যায় যে, জাতরতি ভক্তেরও বৈষ্ণবাপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অতএব সাধুসঙ্গ সাধকের পক্ষে কৃষ্ণভক্তিলাভের মূল হইলেও সাধুর চরণে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অপরাধ হইয়া গেলে উহা ভক্তির ঘোর প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গকালে অনেক সময় সাধুর আচরণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা আসিয়া যায়। সেই অশ্রদ্ধা হইতেই তাঁহার প্রতি অনাদর জাত হয়। এই অনাদরই তাঁহার চরণে অপরাধের জনক। এদিকে বলা হইয়াছে যে, "কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" (শ্রীচৈ. চ. মধ্য ২২।৪৮) অর্থাৎ সাধুসঙ্গ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণভক্তিলাভ ত দূরের কথা, ভজনে প্রবৃত্তিলাভও অসম্ভব। এইরূপ ভক্তিবিঘাতক বৈষ্ণবাপরাধ হইতে উদ্ধারলাভের একমাত্র উপায়—এজন্য ঘোর অনুতপ্ত হইয়া সক্রন্দন প্রার্থনা-দ্বারা তাঁহার চরণে ক্ষমাভিক্ষা করা। এপ্রকার সুযোগ যদি না হয়, তবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীনামপ্রভুর নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতে হইবে, যাহাতে তিনি উক্ত অপরাধ হইতে রক্ষা করেন। শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নাম এক ও অভিন্ন। শ্রীনাম শ্রীনামী হইতেও অধিক করুণ। সাধক নিষ্কপটভাবে নিজের অযোগ্যতার কথা জানাইয়া প্রার্থনা করিলে তিনি যে নিশ্চিতরূপে তাহার প্রার্থনা শুনিবেন এবং বৈষ্ণবাপরাধ হইতে তাহাকে মুক্ত করিবেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সাধকের দুর্বলতা বা অনর্থ ত থাকিবেই থাকিবে। কারণ সে মায়াগ্রস্ত জীব এবং মায়াগ্রস্ত অবস্থায় ভজন করিতে প্রয়াসী হইয়া সাধন আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। অবশ্য তাহার সেই অনর্থ প্রার্থনার প্রভাবে দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু সে মিথ্যাচার হইলে তাহার অনর্থ দূর হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যে দুর্বলতাকে ভিতরে লুক্কায়িত রখিয়া বাহিরে কৃত্রিমভাবে সাধুর লক্ষণ প্রদর্শন করে, তাহাকে 'মিথ্যাচার' বলা হয়। ইহা কপটতাবিশেষ। কারণ এইরূপ ব্যক্তির নিজের দুর্বলতা বা অনর্থ দূর করিবার চেষ্টা থাকে না। সে তাহাকে গোপন রাখিয়া প্রতিষ্ঠালাভের আশায় লোকের নিকট উন্নত অধিকারী বলিয়া নিজেকে পরিচিত করাইতে চেষ্টা করে। এইরূপ কপটী ব্যক্তির পক্ষে শ্রীভগবানের কৃপালাভ সুদূরপরাহত।

পিতামাতা যেরূপ অজ্ঞান শিশুর দোষদর্শন করেন না, শ্রীভগবান্ও সেইরূপ অজ্ঞ সাধকের দোষদর্শন না করিয়া তাহার অত্যল্প সাধনকে বহুমানন করেন। ইহা শ্রীভগবানের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। এসম্পর্কে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীরায় রামানন্দের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি (শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য-১।৯৬)—

"ঈশ্বর-স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা 'বহু' মানে, আত্মপর্যন্ত প্রসাদ॥"

"ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্মলমতিঃ কমলেক্ষণোঽয়ম্ ॥”

(শ্রীভ: র: সি: ২।১।১৩৮)

অর্থাৎ নির্মলমতি এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বভাববশতঃ সেবকের গুরুতর অপরাধের প্রতিও দৃষ্টি দেন না; অধিকন্তু তাহার অল্প সেবাকে অনেক বলিয়া গ্রহণ করেন এবং দুর্জনের প্রতিও তিনি কোনপ্রকার অসূয়া প্রকাশ করেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরোক্ত উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীভগবান্ সাধকের দোষ দেখেন না। সুতরাং সাধক নিজের অনর্থকে গোপন করিতে চেষ্টা না করিয়া উহাকে দূর করিবার জন্য শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাইলে অচিরে তাহা দূর হইবে এবং সে সাধনে অগ্রগতি করিবে।

বৈষ্ণবাপরাধই সমস্ত অনর্থের মূল। অনর্থ হইল চিত্তের আবরণ। ইহা শ্রীভগবান্ বা তজ্জাতীয় বস্তু হইতে জীবকে দূরে রাখে। অপরাধ যেপরিমাণে দূর হইতে থাকে, চিত্তের আবরণও সেই পরিমাণে অপসারিত হইতে থাকে। যে যত নিরপরাধ, সে ততই অনর্থমুক্ত। অনর্থের ফলে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি মমতা জাত হওয়ার পরিবর্তে মৎসরতা জাত হয় এবং সেই মৎসরতা ভক্তিসাধনের শিথিলতার কারণ হইয়া থাকে। শিথিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিয়া সাধককে ভক্তিপথ হইতে চ্যুত করিয়া দেয়। বৈষ্ণবাপরাধ একটি প্রধান নামাপরাধ। নিজের অযোগ্যতা তীব্রভাবে অনুভব করিয়া বৈষ্ণবের নিকট কিংবা শ্রীনাম-প্রভুর নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা জানানোই বৈষ্ণবাপরাধের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। বৈষ্ণব প্রসন্ন হইলে সাধকের সমস্ত অপরাধ বা অনর্থ দূর করিয়া তাহাকে সাধনযোগ্যতা দেন।

আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকার দূর হয়। তদ্রূপ মহৎকৃপায় শ্রীভগবানের প্রতি মমতা জাত হইলে অনর্থ আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। এসম্পর্কে শ্রীঋষভদেবের নিজ পুত্রগণের প্রতি উপদেশ—

“এবং মনঃ কর্মবশং প্রযুঙ্‌ক্তে অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥”

(শ্রীভা: ৫।৫।৬)

অর্থাৎ এইরূপে পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানের অভাবে জীব অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় মন কর্মের অধীন হইয়া পুরুষকে কর্মনিষ্ঠ করে। অতএব যেপর্যন্ত বাসুদেবরূপী আমাতে প্রীতি না জন্মে, সেপর্যন্ত জীব দেহবন্ধন অর্থাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৈধী ভক্তি

বৈধী ভক্তি কী ?

ভক্তি দুইপ্রকার; যথা—(১) বৈধী ও (২) রাগানুগা। শ্রীভগবানের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি না থাকিলে শাস্ত্রবিধিচালিত হইয়া যে ভক্তি করা যায়, তাহা 'বৈধী ভক্তি'। রাগ বা প্রীতিযুক্ত হইয়া যে ভক্তি করা যায়, তাহা 'রাগানুগা ভক্তি'। এই রাগানুগা ভক্তির বিষয় পরে আলোচিত হইবে। এখন বৈধী ভক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

বৈধী ভক্তির সম্বন্ধে শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২।৬) উল্লেখ করিয়াছেন—

"যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে।
শাসনেনৈব শাস্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি স্বাভাবিক রাগ বা রুচির অভাবে কেবল শাস্ত্রশাসনদ্বারা ভক্তি করিতে যে প্রবৃত্তি জাগে তাহাকে বৈধী ভক্তি বলা হয়।

এসম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন—

"রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধী ভক্তি' বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৫৯)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি রাগ বা প্রীতি না থাকিলে সাধক শাস্ত্রশাসনের দ্বারা চালিত হইয়া যে ভক্তি করে, সকল শাস্ত্রেই তাহাকে বৈধী ভক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে বলিয়াছেন—

"তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাঽভয়ম্॥" (শ্রীভা: ২।১।৫)

হে ভরতবংশীয় পরীক্ষিৎ! গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণ সর্বদা ধন, স্ত্রী ও পুত্রাদির প্রতি আসক্ত হইয়া নিজের মায়াবন্ধন দৃঢ়তর করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাঁহারা অভয় অর্থাৎ মায়াবন্ধন হইতে মুক্তিকামনা করেন, সর্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীহরির গুণলীলাদির শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ তাঁহাদের কর্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, মায়াবন্ধনমোচন-নিমিত্ত ভক্তি করা উচিত। ইহাকে বৈধী ভক্তি বলা যায়। কেহ কেহ ইহাকে 'মর্যাদা মার্গ'ও বলেন।

এই শাস্ত্রকথিত বিধি দুইপ্রকার; যথা—(১) আদেশপালনরূপ—শাস্ত্রে যেসব বিধিব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বিমুখ জীবকে ভজনে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য উদ্দিষ্ট। ভগবদ্ভজন জীবমাত্রেরই কর্তব্য; না করিলে ক্লেশ, ত্রিতাপ ও নরকভোগ অনিবার্য। শাস্ত্রের এইসব উপদেশ শুনিয়া জীবের ভজন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে এবং সে ভজনে প্রবৃত্ত হয়।

(২) প্রণালীনির্দেশরূপ—শাস্ত্রবাক্যদ্বারা প্রভাবিত হইয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইতে গেলে কোন্ বিধি প্রথমে পালনীয়, কোন্ বিধি পরে পালনীয় এবং কিরূপে পালনীয়—এইসব বিষয়ে শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাকে প্রণালীনির্দেশরূপা বৈধী ভক্তি বলা যায়। শাস্ত্রের এইসকল বিধি-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কী, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিলাভই শাস্ত্রপ্রদত্ত বিধিব্যবস্থার গূঢ় রহস্য

যে শ্রীবিষ্ণুর বিস্মৃতিহেতু জীবকে মায়া গ্রাস করিয়াছে, সেই শ্রীবিষ্ণুকে আবার অনুক্ষণ স্মরণ করিলেই মায়ার কবল হইতে উদ্ধারলাভ হইবে। ইহাই শাস্ত্রে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিবিধানের গূঢ় রহস্য। ইহাকে শ্রীল জীবপাদের ভাষায় 'ব্যাধিনিদানবৈপরীত্যময়-চিকিৎসা' (শ্রীভ: স: ১ অনু:) অর্থাৎ রোগের মূল কারণের বিপরীত প্রয়োগরূপ চিকিৎসা বলা হয়; যেমন—অতিরিক্ত ভোজনে অজীর্ণ হইলে 'উপবাসই তাহার নিদানচিকিৎসা। শাস্ত্রে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির যে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঠিক সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুবিস্মৃতি দূর করিবার নিমিত্তই উদ্দিষ্ট। সুতরাং শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা যে বৈজ্ঞানিক, ইহা সর্ববাদিসম্মত।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীপদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে নিম্নমতে বর্ণনা করিয়াছেন—

"স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।৮)

অর্থাৎ শাস্ত্রে যেসকল বিধিনিষেধ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য সর্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা এবং তাঁহাকে কখনও বিস্মৃত না হওয়া।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিধিমার্গে এই যে স্মরণের ব্যবস্থা, ইহা মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে কর্তব্যবোধে করা হইয়া থাকে। ইহাতে সাধকের ভজনীয় শ্রীবিষ্ণুর প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি থাকে না। ভগবদ্‌বিস্মৃতি হেতু জীবের মায়াগ্রস্ত মন সর্বদা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে সর্বদা নিজ জড়সুখলাভের উদ্দেশ্যে নানা কল্পনা-জল্পনা করিয়া থাকে। অতএব তাহার মনে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির স্থান থাকে না। এইপ্রকার মায়ামলিন মন শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি ব্যতীত কখনও শুদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিকে বাদ দিলে কেবল শাস্ত্রকথিত বিধিপালনের কোন মূল্যই নাই। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও উল্লেখ করিয়াছেন—"মনের স্মরণ প্রাণ।" এস্থানে মনকে দেহের সঙ্গে তুলনা করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিকে তাহার প্রাণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত শৃগাল-কুক্কুরাদি প্রাণী তাহার নিকট আসিতে পারে না। যেমুহূর্তে প্রাণ চলিয়া যায়, সেই মুহূর্তেই সেই প্রাণহীন দেহ(শব)টি তাহাদের মহামহোৎসবের উপকরণ হইয়া যায়। সেইরূপ যেপর্যন্ত মনে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি জাগ্রত থাকে, সেপর্যন্ত কামক্রোধাদিরূপ শৃগাল-কুক্কুর তাহার পাশেই যাইতে পারে না। যে মনে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিরূপ প্রাণ নাই, তাহা শবতুল্য। সুতরাং তাহা কামক্রোধাদিরূপ কুক্কুর-শৃগালাদির ক্রীড়াভূমি। অতএব সাধকের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি অপরিহার্য। সাধনের অতি প্রাথমিক অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বশেষ অবস্থা পর্যন্ত শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির আবশ্যকতা সর্বোপরি বিদ্যমান। অবশ্য ভজনের তারতম্য অনুসারে এই স্মৃতির তারতম্যও হইয়া থাকে। ইহা পরে আলোচনা করা যাইবে। আলোকের অভাবে যে অন্ধকারের উদ্ভব হয় তাহাকে দূর করিবার একমাত্র উপায় যেরূপ আলোকের আনয়ন, তদ্রূপ শ্রীবিষ্ণুবিস্মৃতিরূপ অন্ধকারকে দূর করিবার একমাত্র উপায় শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিরূপ আলোকের আনয়ন।

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিহীন বিধিপালন নিরর্থক

শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির উদ্রেক করা যখন সাধনের মূল লক্ষ্য, তখন শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিহীন বিধিপালন বা ভক্ত্যঙ্গযাজন যে নিরর্থক, ইহা বলা অনাবশ্যক। হৃদয় হইতে শ্রীবিষ্ণুবিস্মৃতি দূর করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রে শ্রবণ-কীর্তনাদি চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিই ভক্তির প্রাণ। কি বিধিমার্গ, কি রাগমার্গ সর্বত্র শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিরই প্রাধান্য। শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিহীন বিধিনিষেধের পালন প্রাণহীন দেহে অলঙ্কার-মণ্ডনের ন্যায় নিরর্থক ও কেবল আত্মবঞ্চনা মাত্র। সাধক সাধনকালে এই মূল কথাটি স্মরণ না রাখিলে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহার পক্ষে বিপথগামী হওয়া সুনিশ্চিত। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

(শ্রীচৈ: চ: আদি ৮।১৫)

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি হৃদয়ে না রাখিয়া অনবধানতাযুক্ত হইয়া বহু জন্ম শ্রবণ-কীর্তনের অভিনয় করিলেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না।

অতএব যে ভক্ত্যঙ্গযাজন বা যে শাস্ত্রবিধিপালন করা যাউক না কেন, হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি জাগ্রত রাখিয়া তাহা করা বিধেয়। ইহাই বেদ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি সকল শাস্ত্রের অভিপ্রেত।

সাধনাঙ্গের প্রকারভেদ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে বৈধী ভক্তি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার সময় বলিয়াছেন—

"বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৬০)

এস্থানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু কেবল বৈধী ভক্তির কথা না বলিয়া সাধনভক্তির কথা বলিয়াছেন। সুতরাং ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান রাগমার্গে ও বিধিমার্গে এক; তফাৎ কেবল চিন্তাধারায়। এই সাধনাঙ্গ বহুপ্রকার হইলেও মুখ্যতঃ চৌষট্টি প্রকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

১। **শ্রীগুরুপাদাশ্রয়**—জীব অনাদিকাল হইতে দুস্তর সংসারসমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহা হইতে তাহার উদ্ধারলাভের বিন্দুমাত্রও শক্তি নাই। একমাত্র শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তির দূত শ্রীগুরুপাদপদ্মই তাহাকে এই অকূল সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। এইরূপ চিন্তাযুক্ত হইয়া নিজের চেষ্টার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা ত্যাগ করিয়া প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী জীবকে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইতে হইবে। অবশ্য এস্থলে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহা হইল নিজের অভীষ্ট শ্রীগুরুদেবকে চিনিবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে শ্রীগুরুদেবকে চিনিবার শক্তি শিষ্যের নাই। শ্রীগুরুলাভের জন্য ব্যাকুলভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্যই সাধকের রুচি অনুযায়ী গুরুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া দেন। অনুভবিমাত্রেই এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

২। দীক্ষাগ্রহণ—শ্রীগুরুদেবকর্তৃক শিষ্যকে ইষ্টমন্ত্র দানের নাম দীক্ষা। অর্চনমার্গে দীক্ষাগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। কারণ দীক্ষা ব্যতীত কাহারও অর্চনে অধিকার লাভ হয় না। "বিনা দীক্ষাং হি পূজায়াং নাধিকারোঽস্তি কস্যচিৎ।" (শ্রীহ: ভ: বি: ২।২)

অদীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্তন করিতে বাধা নাই; কিন্তু অর্চনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা বিধিসম্মত নহে। এস্থানে দীক্ষার প্রকৃত অর্থ কী, সে বিষয়ে জানা উচিত। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দীক্ষা সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥"

(শ্রীহ:ভ:বি: ২।৯ ধৃত বিষ্ণু যামল-বচন)

যাঁহার নিকট হইতে দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়া সমূলে পাপনাশ হয়, তত্ত্বকোবিদ গুরুবর্গ তাহাকেই 'দীক্ষা' বলিয়া থাকেন।

দিব্যজ্ঞানলাভই দীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রীগুরুদেব কৃপাশক্তিসঞ্চারপূর্বক জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া তাহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তির বীজ বপন করেন। ইহাই দীক্ষার প্রকৃত অর্থ।

৩। শ্রীগুরুসেবা—শ্রীগুরুসেবা দুইপ্রকার। যথা—(১) প্রসঙ্গরূপা ও (২) পরিচর্যারূপা। (১) শ্রীগুরুদেবের নিকট অবস্থান করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে মোহনাশকারী বীর্যবতী শাস্ত্রবাণী শ্রবণের নাম প্রসঙ্গরূপা সেবা। ইহার দ্বারা জীবহৃদয় হইতে ভক্তিবিরুদ্ধবাসনা দূরীভূত হইয়া চিত্তশুদ্ধ হয় এবং ক্রমশঃ সেই শুদ্ধচিত্তে ভক্তিবাসনার উদয় হয়। (২) শ্রীগুরুদেবের কায়িক সেবার নাম পরিচর্যা। সরল অন্তঃকরণে শ্রীগুরুদেবের প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহার পরিচর্যা করিলে তত্ত্বজ্ঞান স্ফূর্তি হয়। সেবা সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুদেবের রুচির অনুকূল হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের রুচি অনুযায়ী সেবাকে সেবা বলা যায় না। অনেকে অতিভক্তি দেখাইতে গিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণে তুলসী অর্পণ করিয়া থাকেন। ইহা অপরাধবিশেষ। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীতুলসী সমান তত্ত্ব। সুতরাং শ্রীতুলসীকে শ্রীগুরুদেবের সেবায় লাগানো অপরাধ। শ্রীগুর্বষ্টকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উল্লেখ করিয়াছেন—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

এস্থানে শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীহরি বলিয়া বর্ণনা করা হইলেও তাহার পরেই তিনি যে শ্রীভগবানের প্রিয়, ইহাও বলা হইয়াছে। অতএব শ্রীগুরুদেব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণশক্তি। তিনি শক্তিমান্ নন। শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—এই বিচারে তাঁহাকে শ্রীহরির স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির দূত। সুতরাং তাঁহার চরণে তুলসী অর্পণ অবিধেয়। অবশ্য শ্রীগুরুদেবকে মনুষ্যসামান্য জ্ঞান করাও অপরাধ। পাছে শিষ্য মনুষ্যসামান্য জ্ঞান করিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে অপরাধ করে, সেই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—

"আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥"
(শ্রীভা: ১১।১৭।২৭)

অর্থাৎ (হে উদ্ধব !) শ্রীগুরুদেবকে আমি বলিয়া অথবা আমার প্রিয় ভক্ত বলিয়া জানিবে। কখনও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না কিম্বা মনুষ্যবুদ্ধিতে তাঁহার দোষদর্শন করিবে না। কারণ তিনি সর্বদেবময়। শিষ্য যখন শ্রীগুরুদেবের শ্রীঅঙ্গের সেবা করিবে কিম্বা শ্রীগুরুদেব অপ্রকট হইয়া থাকিলে তাঁহার আলেখ্যে পুষ্পচন্দনাদি সামগ্রী দিয়া পরিচর্যা করিবে, সেসময় সে মনে মনে চিন্তা করিবে—"শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণশক্তি। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাশক্তি মাদৃশ ভগবদ্‌বিমুখ জীবের উন্মুখতাসম্পাদন-নিমিত্ত গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। সর্বান্তঃকরণে তাঁহার পরিচর্যা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তিনি নিশ্চিতরূপে মাদৃশ অযোগ্যের উপর তাঁহার কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া আমাকে ভক্তিলাভের যোগ্যতা দিবেন। যেহেতু ভক্তি হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তি, তাঁহারই নিজ জন শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত উহা কখনও লাভ হইতে পারে না।" এইপ্রকারে কেবল ভক্তিলাভের উদ্দেশ্য রাখিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করাই সর্বোৎকৃষ্ট সাধন। 'শ্রীগুরুপাদাশ্রয়' প্রকরণে এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

৪। **সদ্ধর্মপৃচ্ছা**—'সদ্ধর্ম' শব্দের অর্থ সৎসম্বন্ধী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী ধর্ম, যাহা সাধু মহাজনগণের দ্বারা আচরিত হইয়া থাকে। সেই ধর্ম জানিবার জন্য শ্রীগুরুদেবের বা শ্রীবৈষ্ণবের নিকট পরিপ্রশ্নই সদ্ধর্মপৃচ্ছা।

৫। **সাধুমার্গানুগমন**—'অনুগমন' অর্থ পশ্চাদ্‌গমন। উপরোক্ত সদ্ধর্ম সাধুমহাজনগণ যেরূপভাবে আচরণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনুসরণে সেইরূপ আচরণ করিবার যে চেষ্টা, তাহাকেই সাধুমার্গানুগমন বলা হয়। ভক্তিসাধক যে সাধুর নিকট নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধির অনুকূল আচরণ দেখিবে, সেই সাধুকেই নিজের প্রিয় জানিয়া তাঁহার সাধনাদর্শের অনুসরণ করিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৬। **শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ**—শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ উদ্দেশ্যেই সাধনচেষ্টা। কৃপালাভের একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভোগত্যাগ। ভোগত্যাগের দ্বারাই কৃপালাভের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। এই জগতেও দেখা যায় যে কোন বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তাহার নিমিত্ত নিজের বহুবিধ স্বার্থ ত্যাগ করিতে হয়। যে অর্থাদি দ্বারা নিজের সুখ সাধিত হইত, তাহা ব্যয় করিয়া বন্ধুর উপকার করা হয়; যে সময় ব্যয় করিয়া নিজসুখের জন্য কিছু করা যাইত বন্ধুর উদ্দেশ্যে সেই সময় ব্যয় করা হয়। দৈহিক শক্তিও বন্ধুর উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা হয়। এইরূপে সকল প্রকারে স্বার্থত্যাগ করিতে পারিলেই বন্ধু প্রীত না হইয়া থাকিতে পারেন না। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ যাহার উদ্দেশ্য, সে তাঁহার উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত ভোগ ত্যাগ করিবে। তাহা হইলেই সে তাঁহার কৃপা পাইতে পারিবে।

৭। **শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস**—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানে বাস একটি ভক্ত্যঙ্গ। শরণাগতের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥"

(শ্রীহ: ভ: বি: ১১।৬৭৭)

অর্থাৎ শরণাগত সাধক "হে কৃষ্ণ! আমি তোমার।"—মুখে এইরূপ বলিয়া, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং শরীরের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনাদি লীলাস্থানের আশ্রয় করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। এস্থলে 'আনন্দ' বলিতে জড়ানন্দ নহে, চিদানন্দ। শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বাস ভজনের অনুকূল। তথায় বাস করিলে শ্রীকৃষ্ণের লীলাদির উদ্দীপনাও হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ধাম অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত ভক্তিলাভ করিতে হইলে অপ্রাকৃত ধামাদির আশ্রয় একান্ত প্রয়োজন।

৮। **যাবৎ-নির্বাহ-প্রতিগ্রহ**—দেহরক্ষার নিমিত্ত যেপরিমাণ বিষয় গ্রহণ আবশ্যক, সাধক সেইপরিমাণ বিষয়ই গ্রহণ করিবে; তাহা হইতে বেশী কিম্বা কম গ্রহণ করিলে তাহা ভক্তির প্রতিকূল হইবে। বেশী গ্রহণ করিলে চিত্তবিক্ষেপ জাত হইবে এবং কম গ্রহণ করিলে শরীর সাধনের অনুপযোগী হইয়া পড়িবে। এই উভয়ই ভক্তির প্রতিকূল। অনেক সময়ে সাধক মনে করে, অর্থের দ্বারা যখন শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা হইতেছে, তখন অধিক অর্থ উপার্জন করিয়া সেবা করা যাইতে পারে। এইরূপ অর্থ উপার্জন করিতে করিতে মনে হইবে যে, এ অর্থ ত ভগবৎসেবায় লাগিবে, তবে ইহা উপার্জনের সময় যদি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিছু অন্যায়ও হইয়া যায়, তবে ক্ষতি কী ? এইরূপে মনোধর্মী জীব মনোধর্মের বশীভূত হইয়া অর্থ-উপার্জনেই আবিষ্ট হইয়া যায় এবং পরিশেষে ভজন হইতে বিচ্যুত হয়। সুতরাং দেহরক্ষার জন্য যেপরিমাণ অর্থাদির প্রয়োজন, তদতিরিক্ত সংগ্রহ করা উচিত নহে। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর অর্থের ত কোন অভাব ছিল না। তবে তাঁহারা অর্থ ত্যাগ করিলেন কেন ? সেই অর্থ ত তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় বিনিয়োগ করিতে পারিতেন। বিষয়ের প্রতি সাধকের আসক্তি আসিয়া যাইতে পারে—এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা স্বীয় অনুগামিগণের শিক্ষার নিমিত্তই রাজৈশ্বর্য ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়াছেন।

৯। **একাদশ্যুপবাস**—একাদশীতে উপবাস ভক্তির অন্যতম অঙ্গ। উপবাস অর্থ আহারত্যাগ। 'উপ'—নিকটে এবং 'বাস'—অবস্থান। অতএব 'উপবাস' বলিতে শ্রীভগবানের নিকটে বাস। একাদশীর দিন আহার ত্যাগ করিয়া অহোরাত্র শ্রীভগবৎকথা শ্রবণকীর্তনের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অহোরাত্র হওয়ায় আহারের সঙ্গে নিদ্রাত্যাগও সূচিত হয়।

চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের সকলের পক্ষেই একাদশীব্রত পালনীয়। সধবা বা বিধবা—কেহই একাদশীতে আহার করিবেন না। একাদশীতে অন্নকে পাপ আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং একাদশী তিথিতে অন্ন গ্রহণ করিলে পাপভক্ষণ ফল পাওয়া যায়। এস্থানে অন্ন বলিতে কেবল ভাত নহে; চাল, আটা, ময়দা, সুজি, খই, চিড়া ও ডাল প্রভৃতি শস্যজাতীয় দ্রব্যকেও বুঝায়। উপবাস নির্জল করাই বিধি। যাহারা নির্জল উপবাস করিতে অসমর্থ, তাহাদের জন্য শাস্ত্রে অনুকল্পের ব্যবস্থা আছে। তদনুসারে দধি, দুগ্ধ ও ফলমূল ইত্যাদি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অনেকে প্রশ্ন করেন যে, একাদশী স্মার্তমতে একদিন হইলে ত বৈষ্ণবমতে আর একদিন হইয়া থাকে। কোন্ দিনটি পালনীয় ? যে সরল, নিষ্কপট, তাঁহার পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। এখন স্মার্তমত ও বৈষ্ণবমতের পার্থক্য কি দেখা যাউক। দেহসম্পর্কীয় যাবতীয় সাংসারিক সুখলাভ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামভোগ স্মার্তমতের একমাত্র লক্ষ্য। ক্বচিৎ কেহ কেহ মোক্ষকেও লক্ষ্য করিয়া থাকে। ইহা বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া স্মার্তগণ বলেন এবং বেদের দোহাই দিয়া তাহারা নিজের অপস্বার্থ সিদ্ধিতেও ব্রতী হন। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ কামনায় জীবের নিজসুখবাঞ্ছারই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু বৈষ্ণবগণের আচরিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তি ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ হইতে বহু দূরে অবস্থিত। ভক্তির একমাত্র লক্ষ্য ভগবত্তোষণ। যে সাধনে সেব্যবস্তুর সুখচিন্তা নিহিত, তাহা শ্রেষ্ঠ না যাহাতে সাধকের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ নিজের সুখকামনা নিহিত থাকে, তাহা শ্রেষ্ঠ, ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। ইহা জানিতে পারিলেই তদনুযায়ী সে কোন্ মার্গকে অনুসরণ করিবে উহা আপনা হইতেই স্থিরীকৃত হইয়া যাইবে। বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ দশমী-বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া তৎপর-দিবস একাদশী ব্রত পালন করিয়া থাকেন। যাঁহারা বৈষ্ণবগণকে অনুসরণ করেন, তাঁহারা সেইরূপ করিবেন। একাদশী সম্পর্কে বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের প্রমাণবচনসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একাদশীকে শ্রীহরিবাসর বা শ্রীহরির দিন বলিয়াও বলা হয়। এই ব্রত নিষ্ঠাসহকারে পালন করিলে শ্রীহরি অত্যন্ত প্রীত হন। অনেকে একাদশীতে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ সেবন করেন; কিন্তু এইরূপ করা অনুচিত। কারণ বৈষ্ণবমাত্রেই মহাপ্রসাদ ব্যতীত কোন অনিবেদিত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। সুতরাং একাদশীতে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে মহাপ্রসাদ ত্যাগ করিলে দোষ হয় না। এসম্পর্কে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বর্ণনা করিয়াছেন—

"বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ।
বিষ্ণ্বর্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ ইতি।***
অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগ এব।"

(শ্রীভ: স: ২৯৯ অনু:)

বৈষ্ণব যদি প্রমাদবশতঃ একাদশীতিথিতে ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিষ্ণুপূজা নিষ্ফল হয় এবং নরকগতি লাভ হয়। এস্থানে বৈষ্ণবগণের নিরাহারত্ব বলিতে মহাপ্রসাদান্ন-পরিত্যাগকেই বুঝায়।

১০। ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন—ধাত্রী অর্থ আমলকী বৃক্ষ। অশ্বত্থ বৃক্ষ শ্রীভগবানের বিভূতি বলিয়া পূজ্য। গোজাতি ও বিপ্র বিষ্ণুর প্রিয় বলিয়া পূজ্য। ব্রাহ্মণগণের হিতের জন্য শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোচারণ করিতেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণের পক্ষে গোজাতি অত্যন্ত প্রিয়। গাত্র-কণ্ডূয়ন, গো-গ্রাসদান ও প্রদক্ষিণাদির দ্বারা গোপূজা হইয়া থাকে। গোজাতি প্রসন্ন হইলে শ্রীগোপালও প্রসন্ন হন।

"গবাং কণ্ডূয়নং কুর্যাৎ গোগ্রাসং গো-প্রদক্ষিণম্।
গোষু নিত্যং প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি॥"

(শ্রীগৌতমীয় তন্ত্র)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যিনি ব্রহ্ম বা শ্রীভগবানের তত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। পরিচর্যার দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে মঙ্গল হয়।

বৈষ্ণবসেবা ভক্তিপুষ্টির বিশেষ সহায়ক। বৈষ্ণবসেবার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্ত-পরিচর্যারতাত্মনাম্ ॥"

অর্থাৎ ভগবৎসেবকগণের সিদ্ধি হইবে কি না, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার ভক্তগণের সেবা করেন, তাঁহাদের সিদ্ধিবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ করিয়াছেন—

"কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।
ভাগবত আদি সর্বশাস্ত্রে কৈল দঢ় ॥
এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সভেই কৃষ্ণ পায় ॥"

(শ্রীচৈ: ভা: অন্ত্য ৩।৪৮৭, ৪৮৯)

উপরোক্ত দশটি অঙ্গ সাধনভক্তির আরম্ভ স্বরূপ।

'এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা।'

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।৭৭)

১১। সেবা-নামাপরাধাদি বর্জন—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ প্রভৃতির বর্জন বিধেয়। আগম শাস্ত্রমতে **সেবাপরাধ** ৩২প্রকার; যথা—(১) যানাদিতে আরোহণ ও পাদুকাধারণপূর্বক মন্দিরে গমন (২) ভগবৎ-সম্বন্ধী উৎসবাদির অনুষ্ঠান না করা (৩) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবন্নতি না করা (৪) এক হস্তে প্রণাম (৫) উচ্ছিষ্ট হস্তে বা অশুচি অবস্থায় ভগবদ্বন্দনাদি (৬) শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহকে পশ্চাৎ করিয়া প্রদক্ষিণ করা (৭) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পাদপ্রসারণ (৮) পর্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দুইহস্তদ্বারা জানুদ্বয়বন্ধনপূর্বক উপবেশন (৯) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শয়ন.(১০) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ভোজন (১১) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে উচ্চভাষণ (১২) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে মিথ্যাভাষণ (১৩) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে গ্রাম্যকথা আলোচনা (১৪) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে রোদন (১৫) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে কলহ (১৬) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে কাহারও প্রতি অনুগ্রহ ও (১৭) নিগ্রহ (১৮) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর-বাক্য-প্রয়োগ; (১৯) দেহে কম্বল রাখিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবাকার্য করা (২০) শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাতে পরনিন্দা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(২১) ও পরস্তুতি (২২) শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাতে অশ্লীলকথা বলা (২৩) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে অধোবায়ু-ত্যাগ (২৪) সামর্থ্য থাকাসত্ত্বে মুখ্য উপচারের পরিবর্তে গৌণ উপচারের দ্বারা শ্রীবিগ্রহসেবা (২৫) অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ (২৬) যে ঋতুতে যে যে ফল ফলে, উহা শ্রীবিগ্রহকে অর্পণ না করা (২৭) যে দ্রব্য শ্রীবিগ্রহের সেবায় লাগিবে, তাহার অগ্রভাগ অন্যকে দেওয়া (২৮) শ্রীবিগ্রহকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক উপবেশন (২৯) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে অন্য ব্যক্তিকে অভিবাদন (৩০) শ্রীগুরুদেব কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর না দিয়া নীরব থাকা (৩১) নিজে নিজের প্রশংসা করা (৩২) অন্য দেবতাদির নিন্দা।

এতদ্ব্যতীত বরাহপুরাণে আরও কতকগুলি সেবাপরাধের কথা বর্ণিত হইয়াছে—(১) রাজ-অন্নভক্ষণ (২) অন্ধকার গৃহে শ্রীবিগ্রহকে স্পর্শ করা (৩) বাদ্যাদি ব্যতীত মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন (৪) কুক্কুরাদিকর্তৃক দূষিত ভক্ষ্যবস্তু সংগ্রহ (৫) পূজা করিতে বসিয়া মলমূত্রাদি ত্যাগ করিতে যাওয়া (৬) অবৈধ পুষ্পের দ্বারা পূজা (৭) গন্ধমাল্যাদি অর্পণের পূর্বে ধূপদান। নিম্নলিখিত অবস্থায় শ্রীবিগ্রহকে স্পর্শ ও সেবাকরা অপরাধ (৮) দন্তধাবন না করিয়া (৯) স্ত্রী-সম্ভোগের পর শুচি না হইয়া (১০) রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া (১১) শব স্পর্শ করিয়া (১২) রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া (১৩) মৃত দর্শন করিয়া (১৪) অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া (১৫) ক্রুদ্ধ হইয়া (১৬) শ্মশান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া (১৭) ভুক্তান্নের পরিপাকের পূর্বে (১৮) গাঁজা খাইয়া (১৯) আফিং খাইয়া (২০) তৈল মর্দন করিয়া। অন্যত্র আরও কয়েকটি অপরাধের উল্লেখ আছে; যথা—(১) ভগবৎ শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া অন্য শাস্ত্রের প্রবর্তন (২) শ্রীমূর্তির সম্মুখে তাম্বূল চর্বণ (৩) এরণ্ডাদি নিষিদ্ধ পত্রস্থ পুষ্পদ্বারা অর্চন (৪) আসুরী বেলায় পূজন (৫) কাষ্ঠাসনে বা ভূমিতে বসিয়া পূজন (৬) স্নান করাইবার সময়ে বামহস্তে শ্রীবিগ্রহ-স্পর্শ (৭) শুষ্ক বা যাচিত পুষ্পের দ্বারা অর্চন (৮) পূজার সময়ে থু থু ফেলা (৯) পূজা-বিষয়ে বা পূজা-সময়ে আত্মশ্লাঘা (১০) ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণের পরিবর্তে বক্রভাবে তিলক ধারণ (১১) পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন (১২) অবৈষ্ণব-পক্কবস্তুর নিবদেন (১৩) অবৈষ্ণবের সম্মুখে পূজন (১৪) নখস্পৃষ্ট জলের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের স্নান (১৫) ঘর্মাক্ত কলেবরে পূজা করা (১৬) নির্মাল্য-লঙ্ঘন ও শ্রীভগবানের নাম লইয়া শপথ করা।

ইহা ব্যতীত আরও অনেক প্রকার সেবাপরাধের কথা শাস্ত্রে দেখা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপর্যুক্ত সেবাপরাধগুলি বিশ্লেষণ করিলে জানা যাইবে যে, সাধকের যে আচরণের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের প্রতি অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, অমর্যাদা বা অপ্রীতি প্রকাশ পায়, সাধারণতঃ তাহাই সেবাপরাধ।

সেবাপরাধ যত্নসহকারে পরিত্যাগ করা উচিত। কোন সেবাপরাধ ঘটিলে যত্নের সহিত সেবার দ্বারা বা শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপত্তির দ্বারা তাহা হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিলে অপরাধ ক্ষালিত হইয়া থাকে। তা' সত্ত্বেও যদি অপরাধ ক্ষালিত না হইয়া পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে, তবে অনুতাপগ্রস্ত হইয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীনামপ্রভু সকলের সুহৃদ্। তাঁহার কৃপায় সমস্ত অপরাধ খণ্ডিত হয়; কিন্তু যাহার শ্রীনামপ্রভুর চরণে অপরাধ হয়, তাহার অধঃপতন সুনিশ্চিত।

নামাপরাধ দশপ্রকার; যথা—

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
ধর্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহংমমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥"

(শ্রীহ: ভ: বি: ১১।৫২১-৫২৪)

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের টীকা অনুসারে শ্রীপদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপর্যুক্ত প্রমাণবচনের নিম্নরূপে অর্থ করা যায়। যথা—

(১) সতাং নিন্দা—সাধুনিন্দা বা সজ্জনগণের দুর্নাম রটনা নামসম্বন্ধে পরম অপরাধ উৎপাদন করে। কারণ যে সাধুগণ হইতে নামের সর্বত্র খ্যাতি হইয়া থাকে, সেই নাম কিরূপে উক্ত সাধুগণের নিন্দা সহ্য করিতে পারিবেন ? সাধুনিন্দা বলিতে তন্মধ্যে সাধুর প্রতি হিংসাদ্বেষাদিও অন্তর্ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণে শ্রীমার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে উক্ত হইয়াছে—

"হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের প্রতি হিংসা, নিন্দা, দ্বেষ, ক্রোধ, অনভিনন্দন ও দর্শনে হর্ষাভাব—এই ছয় প্রকারে অপরাধ হয়। সাধুর নিন্দা শ্রবণ করাও অপরাধ। যথা—

"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥"

(শ্রীহ: ভ: বি ১০।৩১৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রীভগবানের ও তাঁহার ভক্তের নিন্দা শুনিয়া তথা হইতে চলিয়া না যায়, সেও অধঃপতিত হয় ও সুকৃত হইতে চ্যুত হয়।

(২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ—শ্রীশিব ও শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণাদিকে ভিন্ন মনে করা। বস্তুতঃ শ্রীশিব শ্রীবিষ্ণুরই অংশবিশেষ। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন। সুতরাং তাঁহাকে শ্রীবিষ্ণু হইতে পৃথক্ ঈশ্বর জ্ঞান করা বা তাঁহার নামকে শ্রীবিষ্ণুর নাম হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা অপরাধ।

(৩) গুরোরবজ্ঞা—শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞা

(৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনম্—বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দা

(৫) তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্—শ্রীহরিনামে অর্থবাদের কল্পনা অর্থাৎ শাস্ত্রবর্ণিত শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা বা শাস্ত্রে শ্রীহরিনামের যত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, বাস্তবিক শ্রীহরিনামের এত মহিমা নাই, কেবল লোকের শ্রীহরিনামের প্রতি শ্রদ্ধা জাত করাইবার উদ্দেশ্যেই ইহা অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে, ঈদৃশ বিচারই অর্থবাদ-কল্পনা।

(৬) নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ—নাম-বলে পাপবুদ্ধি। শ্রীহরিনামের আভাসেও যত পাপ ক্ষয় হয়, পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করিতে পারে। ইহা জানিয়া যে পুনঃ পুনঃ পাপে প্রবৃত্ত হয় এবং পাপক্ষালনের জন্য শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে নামাপরাধী। এই অপরাধ অতি উৎকট। বহুকাল যমযাতনা ভোগ করিয়াও এইরূপ অপরাধীর শুদ্ধি হয় না।

(৭) ধর্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্বশুভক্রিয়াসাম্যম্—ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ ও হোম আদি সকল শুভকর্মের ফলের সহিত শ্রীহরিনামের ফলকে সমান মনে করা। এতদ্দ্বারা শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্যকে খর্ব করা হইল বলিয়া ইহা একটি অপরাধ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৮) প্রমাদঃ—নামকীর্তনে বা নামশ্রবণে অনবধানতা বা অমনোযোগিতা। শ্রীহরিনাম শ্রবণকীর্তন করিবার সময় নিজভোগাত্মক বিষয়চিন্তায় মনোনিবেশের দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য অনবধানতারূপ অপরাধ। এসম্বন্ধে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু উল্লেখ করিয়াছেন—"যদ্‌বা ধর্মাদিশুভক্রিয়াসাম্যমেকোঽপরাধঃ। প্রমাদঃ নাম্ন্যনবধান-তাপ্যেকঃ। এবমত্রাপরাধদ্বয়ম্।" অর্থাৎ ধর্মাদি শুভক্রিয়ার সহিত নামকে সমান করা একটি অপরাধ এবং 'প্রমাদ' অর্থাৎ নামের প্রতি অনবধানতাও আর একটি অপরাধ। এইপ্রকারে এস্থানে দুইটি অপরাধের বিষয় বলা হইয়াছে। অনবধানতায় অনাদর প্রকাশ পাইতেছে। তজ্জন্য ইহা অপরাধপদবাচ্য।

(৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ—অর্থাৎ অশ্রদ্দধানে (শ্রদ্ধাহীনকে) বিমুখে অপি (বিমুখকেও) অশৃণ্বতি (যে উপদেশ শুনিতে চাহে না বা গ্রাহ্য করে না তাহাকে) যশ্চ উপদেশঃ (যে উপদেশ দেওয়া যায়), তাহা শিব নামের প্রতি অপরাধ। উপদেষ্টাকেই এইরূপ অবজ্ঞাদির অপরাধ স্পর্শ করিবে। কারণ শ্রোতার অবজ্ঞাদি জাত হওয়ার মূলেই রহিল উপদেষ্টা। সে উপদেশ না দিলে শ্রোতার অবজ্ঞা জাত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং এস্থানে শ্রোতার হরিনামের প্রতি যে অবজ্ঞা জাত হইল, তজ্জন্য উপদেষ্টাই দায়ী। সুতরাং সে নামাপরাধী।

(১০) শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ অহং মমাদিপরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ—ইহার টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—"নাম্নি প্রীতিঃ শ্রদ্ধা ভক্তির্বা তয়া রহিতঃ সন্, যঃ অহংমমাদিপরমঃ, অহন্তা মমতা চ, আদি শব্দেন বিষয়ভোগাদিকং চৈব পরমং প্রধানম্, ন তু নামগ্রহণং যস্য তথাভূতঃ স্যাৎ সোঽপ্যপরাধকৃৎ।" অর্থাৎ নামমাহাত্ম্য শুনিয়াও যে অধম তাহাতে প্রীতিহীন হয় এবং নামগ্রহণের প্রতি প্রাধান্য না দিয়া 'আমি' ও 'আমার' জ্ঞানে বিষয়ভোগের প্রতি ধ্যান দেয়, সে নামাপরাধী।

নামাপরাধের হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় অনুক্ষণ শ্রীহরিনামগ্রহণ।

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥"

(শ্রীহ: ভ: বি: ১১-৫২৬)

ভক্তিসাধক সতর্কতার সহিত এই সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্জন করিতে চেষ্টা করিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

১২। **অবৈষ্ণব-সঙ্গত্যাগ** — যিনি বৈষ্ণব নহেন অর্থাৎ বিষ্ণুর সুখবিধানচিন্তা যাহার নাই, যে নিজ-সুখচিন্তায় ব্যস্ত, সেরূপ ব্যক্তির সঙ্গত্যাগ।

১৩। **বহুশিষ্য না করা** — ভগবদ্‌বহির্মুখ অনধিকারী বহুশিষ্য করা দোষাবহ। অনধিকারী বহুশিষ্য করিলে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিতে লোভ জন্মিবার আশঙ্কা আছে।

১৪। **বহুগ্রন্থাভ্যাস প্রভৃতি বর্জন** — এপ্রসঙ্গে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিলেন (শ্রীভা: ৭।১৩।৮) —

"ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্‌বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১১৩)

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের টীকানুযায়ী শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য এইরূপ—"প্রলোভনাদির দ্বারা বলপূর্বক অনধিকারী বহুশিষ্য করিবে না। ভক্তিবিরোধী বহুশাস্ত্রের ও নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার অভ্যাস করিবে না এবং জীবিকার্জন ও প্রতিপক্ষনিগ্রহ (অর্থাৎ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীর যুক্তিকে খণ্ডন) করিবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবে না। কারণ এতদ্দ্বারা শাস্ত্রব্যাখ্যারূপ ভক্ত্যঙ্গ পণ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ হয়। সুতরাং ইহা সর্বদা বর্জনীয়। মঠাদি স্থাপন প্রভৃতি আড়ম্বরপূর্ণ কার্যও ভক্তিসাধকের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

১৫। **হানিলাভে অবিচলিত ভাব** — এসম্পর্কে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত হইয়াছে—

"অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ ॥" (১।২।১১৪)

অর্থাৎ ভোজ্য দ্রব্য বা বস্ত্রাদির অপ্রাপ্তি বা বিনাশে বিচলিত না হইয়া মনে মনে শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিবে। ভোজ্য-পরিধেয় অতিমাত্রায় জুটিলেও আনন্দে উৎফুল্ল হইবে না কিম্বা না জুটিলে দুঃখে অধীর হইবে না। ইহাকেই ব্যবহারে অকার্পণ্য বলা যায়।

১৬। **শোকাদির বশীভূত না হওয়া** — আত্মীয়-স্বজনগণের বিয়োগ হইলে বা নিজ অধিকারস্থিত কোন বস্তু নষ্ট হইয়া গেলে তজ্জন্য শোক করিবে না।

"শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্তিসম্ভাবনা ভবেৎ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১১৫)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ যাহার চিত্ত শোক-ক্রোধাদি ভাবসমূহের দ্বারা আক্রান্ত, তাহাতে শ্রীহরির স্ফূর্ত্তি-সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে ?

১৭। অন্য দেবতা ও অন্য শাস্ত্রের নিন্দা-বর্জন—অন্য দেবতা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি বা শক্তি। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত; সুতরাং তাঁহাদের নিন্দায় প্রত্যবায় হইবে। তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিলে শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইবেন না। শ্রীরূপপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১১৬)

১৮। শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দা-বর্জন—নিজে শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবের নিন্দা করিবে না কিম্বা অন্য কেহ করিলে তাহা না শুনিয়া স্থান ত্যাগ করিবে।

১৯। গ্রাম্যবার্তা শ্রবণ না করা—ভগবৎ-সম্বন্ধী কথা ব্যতীত অন্য সমস্ত কথা গ্রাম্যকথা। উহা শোনা বা বলা নিষেধ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে শিক্ষা দিয়াছেন—"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।" (শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ৬।২৩৪)

শ্রীকপিলদেব দেবহূতিকে বলিতেছেন—

"গ্রাম্যধর্মনিবৃত্তিশ্চ মোক্ষধর্মরতিস্তথা।
মিতমেধ্যাদনং শশ্বদ্বিবিক্তক্ষেমসেবনম্॥" (শ্রীভা: ৩।২৮।৩)

গ্রাম্যধর্ম হইতে নিবৃত্তি, মোক্ষধর্মে রতি, পরিমিত ও নিবেদিত ভোজন, নিরন্তর নির্জনবাস ও মঙ্গল-আচরণ করণীয়।

এস্থলে 'গ্রাম্যধর্ম' শব্দের টীকায় শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—'গ্রাম্যস্ত্রৈবর্গিকো ধর্মঃ।' ধর্মার্থকামবিষয়ক ধর্মকে গ্রাম্যধর্ম ও কথাকে গ্রাম্যকথা বলা হয়। ইহা ভক্তিবাধক; সুতরাং ত্যাজ্য।

২০। প্রাণিগণকে উদ্বেগ না দেওয়া—কার্যের দ্বারা ত নহেই; এমনকি মনের দ্বারা কিম্বা বাক্যের দ্বারাও কোন প্রাণীকে উদ্বেগ দিবে না। "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৬৬)। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।" (শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ২০।২০)।

প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান—এই বিচারে প্রত্যেক জীবকে সম্মান দেওয়া ভক্তিসাধকের সর্বপ্রথম কর্তব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

১১ হইতে ২০ পর্যন্ত দশটি বর্জনাত্মক বৈষ্ণবাচার। উপরোক্ত ২০টি অঙ্গ ভক্তিমন্দিরে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে যেরূপ প্রথমে দ্বারদেশ দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, দ্বার ব্যতীত অন্য কোন পথ দিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ সম্ভব নহে, তদ্রূপ ভক্তিলাভ করিতে হইলে উক্ত ২০টি অঙ্গ পালন করিতে হইবে। এই ২০টি অঙ্গের মধ্যে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরুসেবা, এই তিনটি প্রধান।

২১। শ্রীহরিমন্দিরাখ্য তিলকাদি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ—ভক্তিসাধক নিয়মিতভাবে প্রত্যহ দ্বাদশ অঙ্গে শ্রীহরিমন্দিরাখ্য তিলক ধারণ করিবে। তিলক করিবার পর সেই সেই স্থান স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

"ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবস্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশং তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥
তৎপ্রক্ষালনতোয়ং তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি॥"

(শ্রীহ: ভ: বি: ৪।১৭০-১৭৩)

২২। শরীরে শ্রীহরিনামাক্ষর লিখন—ভক্তিসাধক উপরোক্ত শ্রীহরি-মন্দিরাখ্য তিলকধারণ ব্যতীত অঙ্গে তিলকের দ্বারা শ্রীহরিনামাক্ষরও অঙ্কন করিবে।

২৩। নির্মাল্য গ্রহণ—এই প্রসঙ্গে শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥"

(শ্রীভা: ১১।৬।৪৬)

অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনার উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া আমরা আপনার মায়াকে জয় করিব।

"কৃষ্ণোত্তীর্ণস্তু নির্মাল্যং যস্যাঙ্গং স্পৃশতে মুনে।
সর্বরোগৈস্তথা পাপৈর্মুক্তো ভবতি নারদ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১২৬)

অর্থাৎ হে মুনিবর নারদ! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অর্পিত বস্ত্র-পুষ্পাদি উচ্ছিষ্ট যাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করে, তিনি সর্বরোগ ও সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

২৪। **শ্রীহরির অগ্রে নৃত্য**—শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য ভক্তির একটি অঙ্গ। প্রাকৃত নৃত্য হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্।

"যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈর্বহুসুভক্তিতঃ।
স নির্দহতি পাপানি মন্বন্তরশতেষ্বপি ॥"

(শ্রীদ্বারকামাহাত্ম্যধৃত বচন—শ্রীভ: র: সি: ১।২।১২৭)

অর্থাৎ যিনি পরমভক্তিযুক্ত হইয়া আনন্দসহকারে বহুবিধ হাবভাব-প্রকাশপূর্বক শ্রীহরির অগ্রে নৃত্য করেন, তাঁহার শতমন্বন্তর-সঞ্চিত পাপরাশি সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

"নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকা-বাদনৈর্ভৃশম্।
উড্ডীয়ন্তে শরীরস্থাঃ সর্বে পাতকপক্ষিণঃ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১২৮)

অর্থাৎ শ্রীহরির অগ্রে করতাল বাদনপূর্বক যাঁহারা অতিশয় নৃত্য করেন, তাঁহাদের দেহবৃক্ষস্থিত পাপপক্ষিগণ পলায়ন করে।

২৫। **দণ্ডবৎ প্রণাম**—শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডের ন্যায় ভূপতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করা বিহিত। সাষ্টাঙ্গ অর্থ দুই হাত, বক্ষস্থল, মস্তক, দুই জানু ও দুইপাদ সহ প্রণাম।

"একোঽপি কৃষ্ণায় কৃতঃ প্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথৈর্ন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১২৯)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে একবার মাত্র প্রণাম দশাশ্বমেধস্নানের সহিত তুলনীয় নহে। কারণ দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী পুরুষ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণে প্রণামকারী পুরুষ পুনর্জন্ম লাভ করেন না।

২৬। **শ্রীমূর্তির দর্শনে অভ্যুত্থান**—শ্রীবিষ্ণুমূর্তিকে যানারূঢ়রূপে সমীপে সমাগত দর্শনে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্মানপ্রদর্শন একটি ভক্ত্যঙ্গ।

"যানারূঢ়ং পুরঃ প্রেক্ষ্য সমায়ান্তং জনার্দনম্।
অভ্যুত্থানং নরঃ কুর্বন্ পাতয়েৎ সর্বকিল্বিষম্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৩০ শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণধৃত বচন)

দোলাদি যানে আরোহণপূর্বক শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহকে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া আসন পরিত্যাগপূর্বক তদভিমুখে উত্থিত হইলে মনুষ্যের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

২৭। **শ্রীমূর্তির অনুব্রজ্যা**—শ্রীবিষ্ণুমূর্তি রথে কিম্বা বিমানাদিতে গমনের সময় তাঁহার অনুগমন করা উচিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"রথেন সহ গচ্ছন্তি পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোঽগ্রতঃ।
বিষ্ণুনৈব সমাঃ সর্বে ভবন্তি শ্বপচাদয়ঃ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৩১)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রথারূঢ় হইলে যাঁহারা তাঁহার রথের সহিত পার্শ্বে, অগ্রে ও পৃষ্ঠে গমন করেন সেইসব চণ্ডালাদিও বিষ্ণুতুল্য হইয়া থাকেন।

২৮। **শ্রীভগবন্মন্দিরে গমন**—এস্থানে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের দর্শনের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে গমনকে ভক্ত্যঙ্গবিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"সংসারমরুকান্তার নিস্তারকরণক্ষমৌ।
শ্লাঘ্যৌ তাবেব চরণৌ যৌ হরেস্তীর্থগামিনৌ ॥
প্রবিশন্নালয়ং বিষ্ণোর্দর্শনার্থং সুভক্তিমান্।
ন ভূয়ঃ প্রবিশেন্মাতুঃ কুক্ষিকারাগৃহং সুধীঃ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৩৩-১৩৪)

অর্থাৎ যে চরণযুগল শ্রীহরির তীর্থপর্যটনশীল, তাহা সংসারমরুর দুর্গম পথ হইতে নিস্তারের নিমিত্ত সমর্থ বলিয়া ধন্য। উত্তমভক্তিযুক্ত বিবেকী পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর দর্শনের জন্য তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে পুনর্বার মাতৃগর্ভরূপ কারাগারে প্রবেশ করিতে হয় না।

২৯। **পরিক্রমা**—শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরের চতুর্দিকে পরিক্রমা বা প্রদক্ষিণ করা একটি ভক্ত্যঙ্গ।

"বিষ্ণুং প্রদক্ষিণীকুর্বন্ যস্তত্রাবর্ততে পুনঃ।
তদেবাবর্তনং তস্য পুনর্নাবর্ততে ভবে ॥
চতুর্বারং ভ্রমীভিস্তু জগৎসর্বং চরাচরম্।
ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র্য ! তত্তীর্থগমনাধিকম্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৩৫-১৩৬)

অর্থাৎ যিনি শ্রীবিষ্ণুকে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া বারম্বার তাঁহার চতুর্দিগে ভ্রমণ করেন, উহাই তাঁহার শেষ পরিভ্রমণ। কারণ ইহার দ্বারা তাঁহার সংসার-ভ্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়া থাকে। হে বিপ্রবর ! শ্রীবিষ্ণুর চতুর্দিকে চারবার ভ্রমণ করিলে চরাচর সমস্ত জগৎকে প্রদক্ষিণ করা হয় এবং ইহা তীর্থগমন অপেক্ষা আরও অধিক হরিভক্তিপ্রদ বলিয়া উত্তম।

৩০। **অর্চন**—শ্রীভাগবতধর্মে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক সাধকের জন্য প্রথমে শ্রীবিষ্ণুর কর্মমিশ্র অর্চনের ব্যবস্থা আছে। এই কর্মমিশ্র অর্চনদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইবার পর শুদ্ধ অর্চনে অধিকার লাভ হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"শুদ্ধিন্যাসাদিপূর্বাঙ্গ-কর্মনির্বাহ-পূর্বকম্ ।
অর্চনন্ত্বুপচারাণাং স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনম্ ॥
স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্ ।
সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্ ॥
শ্রীবিষ্ণোরর্চনং যে তু প্রকুর্বন্তি নরা ভুবি ।
তে যান্তি শাশ্বতং বিষ্ণোরানন্দং পরমং পদম্ ।"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৩৭-১৩৯)

অর্থাৎ শুদ্ধি, মাতৃকান্যাস প্রভৃতি পূর্বাঙ্গ কর্ম নির্বাহপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণসহকারে উপচারসমূহের সমর্পণই অর্চন। শ্রীবিষ্ণুর চরণার্চনই পুরুষগণের স্বর্গ, অপবর্গ, পাতাল ও ভূতলস্থ সমস্ত সম্পদ এবং সমস্ত সিদ্ধির মূলস্বরূপ। যে মনুষ্যগণ ভূতলে শ্রীবিষ্ণুর অর্চন করেন, তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর নিত্য ও আনন্দময় পরমপদ লাভ করেন।

৩১। পরিচর্যা—

"পরিচর্যা তু সেবোপকরণাদিপরিষ্ক্রিয়া ।
তথা প্রকীর্ণকচ্ছত্রবাদিত্রাদ্যৈরুপাসনা ॥
মুহূর্তং বা মুহূর্তার্ধং যস্তিষ্ঠেদ্ধরিমন্দিরে ।
স যাতি পরমং স্থানং কিমু শুশ্রূষণে রতাঃ ?
যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৪০-১৪২)

অর্থাৎ সেবাসম্বন্ধী দ্রব্যসমূহের পরিষ্করণ বা সংশোধন এবং চামর, ছত্র ও বাদ্যাদি দ্বারা উপাসনাকে পরিচর্যা বলা হয়। যিনি একমুহূর্ত বা অর্ধমুহূর্ত শ্রীহরিমন্দিরে অবস্থান করেন, তিনিও উত্তম লোক লাভ করেন; আর পরিচর্যারত পুরুষগণের কথাই কি বলিব ? যে শ্রীহরির পাদসেবা-অভিরুচি (আদর) প্রতিদিন বর্ধমানা হইয়া তাঁহারই পদাঙ্গুষ্ঠবিনির্গতা শ্রীগঙ্গাদেবীর ন্যায় সংসারপীড়িত জীবগণের চিত্তের জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত পাপ তৎক্ষণাৎই বিনাশ করে, তাঁহাকে ভজন কর।

৩২। গীত—

"ব্রাহ্মণো বাসুদেবাখ্যং গায়মানোঽহনিশং পরম্ ।
হরেঃ সালোক্যমাপ্নোতি রুদ্রগানাধিকং ভবেৎ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৪৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে গান নিষিদ্ধ। তথাপি ব্রাহ্মণ নিরন্তর বাসুদেবসংজ্ঞক পরমপুরুষের বিষয় গান করিলে শ্রীভগবানের সালোক্য প্রাপ্ত হন এবং সেই গান রুদ্রকৃত গান অপেক্ষাও অধিক প্রীতিপ্রদ হয়।

"রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গান্ধর্বাভিমুখং যদি।
ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সৎকথাঃ॥"

(শ্রীভ: স: ২৬৯ অনু: শ্রীবিষ্ণুধর্মবচন)

যদি রাগদ্বারা সংগীতের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাতে (শ্রীবিষ্ণুতে) বুদ্ধিকে সমাহিত করিয়া আমার সৎকথাসমূহ গান করিবে।

৩৩। সংকীর্তন—নাম, গুণ, লীলাদির উচ্চ কথনকে 'কীর্তন' বলা হয়। বহুলোক মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন করেন তাহাকে 'সংকীর্তন' বলা হয়। তাহা খোলকরতাল সহযোগেও করা যায়।

"নামলীলাগুণাদিনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্॥

নামসংকীর্তনং যথা বিষ্ণুধর্মে—

কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র! মহাপাতককোটয়ঃ॥

লীলাকীর্তনং যথা সপ্তমে—(৭।৯।১৮)

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া লীলাকথাস্তব নৃসিংহ! বিরিঞ্চগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ॥

গুণকীর্তনং যথা প্রথমে (১।৫।২২)

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৪৫-১৪৮)

অর্থাৎ নাম, লীলা ও গুণ প্রভৃতির উচ্চৈঃস্বরে কথনকে কীর্তন বলা হয়। হে রাজেন্দ্র! যে পুরুষের জিহ্বায় 'কৃষ্ণ' এই মঙ্গলময় নাম উচ্চারিত হয়, তাহার কোটি কোটি মহাপাতক ভস্মে পরিণত হয়।

হে নৃসিংহ! আপনার পদাশ্রিত হংসগণের সঙ্গ পাইয়া আমি শ্রীব্রহ্মার প্রগীত প্রিয়সুহৃদ ও পরমদেবতাস্বরূপ আপনার লীলাকথাসমূহ অনুক্ষণ কীর্তন করিতে করিতে সর্বতোভাবে বিষয়রাগাদিমুক্ত হইয়া মহাদুঃখরাশি সহজেই উত্তীর্ণ হইব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণকীর্তনই পুরুষের তপস্যা, শাস্ত্রাভ্যাস, যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ, জ্ঞান ও দানের অক্ষয় ফলরূপে নিরূপিত হইয়াছে।

৩৪। জপ—

"মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে ॥
কৃষ্ণায় নম ইত্যেষ মন্ত্রঃ সর্বার্থসাধকঃ।
ভক্তানাং জপতাং ভূপ ! স্বর্গমোক্ষফলপ্রদঃ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৪৯-১৫০)

অর্থাৎ অতি লঘুস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ 'জপ' নামে কথিত। হে রাজন্! 'কৃষ্ণায় নমঃ' এই মন্ত্রটি জপকারী ভক্তগণের স্বর্গমোক্ষপ্রদ ও সর্বার্থসাধক হয়।

৩৫। বিজ্ঞপ্তি—'বিজ্ঞপ্তি' অর্থ নিবেদন।

"হরিমুদ্দিশ্য যৎ কিঞ্চিৎ কৃতং বিজ্ঞাপনং গিরা।
মোক্ষদ্বারার্গলান্মোক্ষস্তেনৈব বিহিতস্তব ॥
সংপ্রার্থনাত্মিকা দৈন্যবোধিকা লালসাময়ী।
ইত্যাদির্বিবিধা ধীরৈঃ কৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তিরীরিতা ॥
যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি ॥
মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ?
কদা গম্ভীরয়া বাচা শ্রিয়া যুক্তো জগৎপতে!
চামরব্যগ্রহস্তং মামেবং কুর্বিতি বক্ষ্যসি ॥
কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ ! রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৫১-১৫৬)

অর্থাৎ তুমি শ্রীহরির উদ্দেশ্যে বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু অভিপ্রায় নিবেদন করিয়াছ, তদ্দ্বারা তোমার মুক্তিদ্বারের অর্গল উন্মোচিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সংপ্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী ইত্যাদি বিবিধ বিজ্ঞপ্তির কথা কীর্তিত হইয়াছে। **সংপ্রার্থনাত্মিকা :** যথা—হে ভগবন্! যুবতীগণের চিত্ত যুবকের প্রতি এবং যুবকগণের চিত্ত যুবতীর প্রতি যেরূপ আসক্ত হয়, সেইরূপ আমার চিত্তও আপনার প্রতি আসক্ত হউক। **দৈন্যবোধিকা :** যথা—হে পুরুষোত্তম ! আমার ন্যায় পাপাত্মা বা অপরাধী আর কেহই নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অধিক আর কি বলিব! ঐসকল পাপ বা অপরাধের পরিহারার্থ আপনার নিকট নিবেদন করিতেও আমার লজ্জাবোধ হইতেছে। **লালসাময়ী:** যথা—হে জগৎপতে! আমি চামর ব্যজনে রত থাকাকালে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত আপনি কবে আমাকে গম্ভীর স্বরে 'এইরূপে ব্যজন কর' বলিয়া আদেশ করিবেন? হে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ! আমি কবে যমুনাতীরে আপনার নামসমূহ কীর্তন করিতে করিতে অশ্রুপরিপ্লুত নয়নে তাণ্ডব নৃত্য রচনা করিব?

৩৬। স্তবপাঠ—

"প্রোক্তা মনীষিভির্গীতাস্তবরাজাদয়ঃ স্তবাঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণস্তবরত্নৌঘৈর্যেষাং জিহ্বা ত্বলঙ্কৃতা।
নমস্যা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাম্ ॥
স্তোত্রৈঃ স্তবৈশ্চ দেবাগ্রে যঃ স্তৌতি মধুসূদনম্।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৫৭-১৫৯)

অর্থাৎ গীতা ও গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত স্তবরাজাদি মনীষিগণের দ্বারা স্তবরূপে কথিত। যাঁহাদের জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের স্তবরত্নরাজির দ্বারা অলঙ্কৃত, তাঁহারা মুনি ও সিদ্ধগণের নমস্য এবং দেবগণেরও বন্দনীয়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ শ্রীহরির সম্মুখে স্তোত্র ও স্তবের দ্বারা তাঁহার স্তুতি করে, সে সমস্ত পাপনির্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।

৩৭। নৈবেদ্যের স্বাদগ্রহণ—এস্থানে শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদিত মহাপ্রসাদ সেবনবিধি বর্ণিত হইতেছে।

নৈবেদ্যমন্নং তুলসীবিমিশ্রং বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তম্।
যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুতকোটিপুণ্যম্ ॥

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৬০)

অর্থাৎ যে প্রত্যহ তুলসীপত্রযুক্ত ও শ্রীকৃষ্ণের পাদোদকসিঞ্চিত নৈবেদ্যান্ন সেবন করে, সে অযুতকোটি যজ্ঞের সৎফল প্রাপ্ত হয়।

৩৮। চরণামৃতপান—এস্থানে শ্রীবিষ্ণুর পাদোদকপানের বিধান বর্ণিত হইয়াছে।

"ন দানং ন হবির্যেষাং স্বাধ্যায়ো ন সুরার্চনম্।
তেঽপি পাদোদকং পীত্বা প্রযান্তি পরমাং গতিম্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৬১)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ যাঁহাদের দান, যজ্ঞ, বেদপাঠ ও দেবপূজা নাই, তাঁহারাও শ্রীহরির চরণামৃত পান করিয়া পরমা গতি লাভ করেন।

৩৯। **ধূপ-মাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ**—শ্রীবিষ্ণুতে নিবেদিত ধূপ ও মাল্য প্রভৃতির পবিত্র গন্ধ আঘ্রাণের মাহাত্ম্য এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে।

"আঘ্রাণং যদ্ধরের্দত্তধূপোচ্ছিষ্টস্য সর্বতঃ
তদ্ভবব্যালদষ্টানাং নস্যং কর্ম বিষাপহম্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৬২ শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় বচন)

অর্থাৎ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে নিবেদিত ধূপের অবশেষ সর্বতোভাবে আঘ্রাণ করিলে তাহা সংসারসর্পদষ্ট ব্যক্তিগণের ত্রিতাপবিষনাশক নস্যক্রিয়াস্বরূপ হয়। (বিবিধদ্রব্যকল্পিত আয়ুর্বেদোক্ত নস্যকর্ম যেরূপ সর্পবিষনাশক, উক্ত ধূপাঘ্রাণও সেইরূপ সংসারসন্তাপনাশক হয়।)

মাল্যাদির সৌরভ-সম্পর্কে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত হইয়াছে—

"প্রবিষ্টে নাসিকারন্ধ্রে হরের্নির্মাল্যসৌরভে।
সদ্যো বিলয়মায়াতি পাপপঞ্জরবন্ধনম্ ॥
আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদেরর্চিতস্য তপোধন!
বিশুদ্ধিঃ স্যাদনন্তস্য ঘ্রাণস্যেহাভিধীয়তে ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৬৩-১৬৪)

অর্থাৎ শ্রীহরির নির্মাল্যসৌরভ মনুষ্যগণের নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে পাপপঞ্জর-বন্ধন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। হে মুনিবর! শ্রীহরির অর্চনান্তে গন্ধপুষ্পাদির আঘ্রাণ এই জগতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিশোধকরূপে অভিহিত হয়।

৪০। **শ্রীমূর্তিস্পর্শ**—শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহকে স্পর্শ করা একটি ভক্ত্যঙ্গ।

"স্পৃষ্টা বিষ্ণোরধিষ্ঠানং পবিত্রঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
পাপবন্ধৈর্বিনির্মুক্তঃ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৬৫ শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তর বচন)

(কায়-মন-বাক্যে) পবিত্র ও শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ স্পর্শ করিয়া পাপবন্ধন হইতে নির্মুক্ত হওয়ায় সর্বাভীষ্ট লাভ করে।

৪১। **শ্রীমূর্তিদর্শন**—শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহদর্শন ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম।

"বৃন্দাবনে তু গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে!
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৬৬)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে ধরণি ! যেসকল ব্যক্তি বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের বিগ্রহ দর্শন করেন, তাঁহারা যমপুরে গমন করেন না; বরং পুণ্যকারিগণের গতি লাভ করেন।

৪২। **আরতি ও উৎসবাদি দর্শন**—শ্রীবিষ্ণুর আরতি, জন্মদিন ও হিন্দোলাদি বিভিন্ন মহোৎসব দর্শন ভক্তির অঙ্গবিশেষ।

"কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ।
দহত্যালোকমাত্রেণ বিষ্ণোঃ সারাত্রিকং মুখম্ ॥

(স্কন্দপুরাণ বচন)

রথস্থং যে নিরীক্ষন্তে কৌতুকেনাপি কেশবম্।
দেবতানাং গণাঃ সর্বে ভবন্তি শ্বপচাদয়ঃ ॥
পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিম্।
শ্রদ্ধয়া মোদমানস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৬৭-১৬৯)

অর্থাৎ আরতি-সেবিত শ্রীবিষ্ণুর মুখমণ্ডল অবলোকনমাত্রই কোটিব্রহ্মবধ ও কোটিঅগম্যাগমনের পাপ বিনিষ্ট হয়।

যাঁহারা রথরূঢ় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ কৌতুকসহকারেও দর্শন করেন, তাঁহারা চণ্ডালাদি নীচজাতি হইলেও বিষ্ণুপার্ষদ দেবগণের সহচর হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধায় আনন্দিত ও ভক্তিযুক্ত হইয়া পূজিত বা পূজ্যমান শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ দর্শন করেন, তিনিও পঞ্চরাত্রাদিকথিত ক্রিয়াযোগফল লাভ করেন।

৪৩। **শ্রবণ**—

শ্রীবিষ্ণুর নামগুণচরিতাদির শ্রবণ ভক্তির এক মুখ্য অঙ্গ।

"শ্রবণং নামচরিতগুণাদীনাং শ্রুতির্ভবেৎ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৭০)

শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর নাম, চরিত ও গুণ প্রভৃতির গ্রহণকে 'শ্রবণ' বলা হয়।

নামশ্রবণং যথা ভাগবতে—শ্রীচিত্রকেতু শ্রীশেষদেবকে প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—

"ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
যন্নাম সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥"

(শ্রীভা: ৬।১৬।৪৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে ভগবন্! যাঁহার নাম একবার শ্রবণ করিলে চণ্ডালও সংসার হইতে মুক্ত হয়, এতাদৃশ তোমার দর্শনে যে প্রাণিগণের অখিলপাপ ক্ষয় হইবে, ইহা কিছু অসম্ভব নহে।

পুনশ্চ যথা গারুড়ে—

"সংসারসর্পসংদষ্টনষ্টচেষ্টৈকভেষজম্।
কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং মন্ত্রং শ্রুত্বা মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১৭১)

সংসারসর্পদষ্ট চেতনক্রিয়াহীন পুরুষগণের একমাত্র মহৌষধস্বরূপ 'কৃষ্ণ' এই বৈষ্ণবমন্ত্র শ্রবণ করিয়া মানব মুক্ত হয়।

চরিতশ্রবণং যথা চতুর্থে (ভা: ৪।২৯।৪১)

"তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ! গাঢ়কর্ণৈস্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥"

হে নৃপ! সেই ভাগবত সাধুগণের অধ্যুষিত ক্ষেত্রে সর্বত্র মহাজনগণের কীর্তিতা শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতের তরঙ্গিণীসমূহ প্রবাহিত হইতেছেন। যাঁহারা অতৃপ্ত চিত্তে শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা সেই তরঙ্গিণীসমূহকে পান করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ স্পর্শ করে না।

গুণশ্রবণং যথা: দ্বাদশে (ভা: ১২।৩।১৫)—

"যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥"

উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের ও ভাগবতগণের যে গুণানুকীর্তন সর্ববিধ অশুভের বিনাশকরূপে মহাজনগণের দ্বারা অনুক্ষণ পরিগীত হয়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধ-ভক্তিকামী পুরুষের প্রত্যহ নিরন্তর উহা শ্রবণ করা উচিত।

৪৪। শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৭৪)

অর্থাৎ হে ভগবন্! যে ব্যক্তি আপনার কৃপাপ্রতীক্ষারত হইয়া স্বকৃতশুভাশুভকর্মের ফল অনাসক্ত চিত্তে ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে আপনাতে নমস্কার বিধানপূর্বক জীবন ধারণ করে, সে মুক্তির অধিকারী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৪৫। স্মরণ—

"যথাকথঞ্চিন্মনসা সম্বন্ধঃ স্মৃতিরুচ্যতে ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৭৫)

অর্থাৎ মনের সহিত যেকোন প্রকার ভগবৎসম্বন্ধকে স্মৃতি বা স্মরণ বলা হয়।

"স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণম্ হরিম ॥
প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নাম স্মরতাং নৃণাম্।
সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৭৬-৭৭)

অর্থাৎ যাঁহার স্মরণে পুরুষ সমস্ত কল্যাণভাজন হয়, অজ নিত্য সেই শ্রীহরিকে আমি আশ্রয় করিতেছি। গমন বা স্থিতিকালে যাঁহার নাম স্মরণ করিলে পুরুষগণের পাপরাশি সদ্য বিনষ্ট হয়, সেই চিদ্‌ঘনবিগ্রহ শ্রীহরিকে নমস্কার।

৪৬। ধ্যান—

"ধ্যানং রূপ-গুণ-ক্রীড়া-সেবাদেঃ সুষ্ঠু চিন্তনম্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৭৮)

অর্থাৎ রূপ, গুণ, ক্রীড়া ও সেবা প্রভৃতির সম্যগ্‌ভাবে চিন্তনকে ধ্যান বলা হয়।

রূপধ্যান, যথা—

"ভগবচ্চরণদ্বন্দ্বধ্যানং নির্দ্বন্দ্বমীরিতম্।
পাপিনোঽপি প্রসঙ্গেন বিহিতং সুহিতং পরম্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৭৯)

শ্রীভগবানের চরণযুগলের ধ্যান দ্বন্দ্বদুঃখের অতীতরূপে শাস্ত্রে বর্ণিত। যথাকথঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রেই ইহা পাপীপুরুষের পক্ষেও পরমহিতকর বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে।

গুণধ্যান, যথা—

"যে কুর্বন্তি সদা ভক্ত্যা গুণানুস্মরণং হরেঃ।
প্রক্ষীণকলুষৌঘাস্তে প্রবিশন্তি হরেঃ পদম্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৮০)

যেসকল ব্যক্তি সর্বদা ভক্তিসহকারে শ্রীহরির গুণরাশি অনুক্ষণ স্মরণ করেন, তাঁহারা পাপমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ক্রীড়াধ্যান, যথা—

"সর্বমাধুর্যসারাণি সর্বাদ্ভুতময়ানি চ।
ধ্যায়ন্ হরেশ্চরিত্রাণি ললিতানি বিমুচ্যতে ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৮১)

মানব সর্বমাধুর্যসারভূত পরমাশ্চর্য ও মনোরম শ্রীহরির চরিতসকল ধ্যান করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হয়।

সেবাধ্যান, যথা—

"মানসেনোপচারেণ পরিচর্য হরিং সদা।
পরে বাঙ্মনসাহগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৮২)

কেহ কেহ মানসোপচারে সদা বাক্য ও মনের অতীত শ্রীহরিকে পরিচর্যা করিয়া সাক্ষাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪৭। দাস্য—

"দাস্যং কর্মার্পণং তস্য কৈঙ্কর্যমপি সর্বথা।"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৮৩)

অর্থাৎ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে কর্মফল সমর্পণ (পরমতে) 'দাস্য' সংজ্ঞায় অভিহিত। (স্বমতে) সর্বতোভাবে তাঁহার কৈঙ্কর্যই দাস্য।

তত্র আদ্যং যথা স্কান্দে—

"তস্মিন্ সমর্পিতং কর্ম স্বাভাবিকমপীশ্বরে।
ভবেদ্ভাগবতো ধর্মস্তৎকর্ম কিমুতার্পিতম্ ॥
কর্ম স্বাভাবিকং ভদ্রং জপধ্যানার্চনাদি চ।
ইতীদং দ্বিবিধং কৃষ্ণে বৈষ্ণবৈর্দাস্যমর্পিতম্ ॥
মৃদুশ্রদ্ধস্য কথিতা স্বল্পা কর্মাধিকারিতা।
তদর্পিতং হরৌ দাস্যমিতি কৈশ্চিদুদীর্যতে ॥

দ্বিতীয়ং যথা নারদীয়ে—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৮৪-১৮৭)

পূর্ব সংস্কার অনুযায়ী কর্মাধিকারী ব্যক্তি বর্ণাশ্রমের মধ্যে থাকিয়া শ্রীহরিকে সমর্পণপূর্বক যেসব বর্ণাশ্রমাদি স্বভাবপ্রাপ্ত কর্ম করে উহা 'ভাগবত' অর্থাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হইয়া ভাগবতধর্মরূপে গণ্য হয়; অতএব যে ভগবদ্বিষয়ক কর্ম তাঁহার প্রতি সমর্পণসহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা যে ভাগবতধর্ম হইবে সেবিষয়ে বলিবার কী আছে ?

বর্ণাশ্রমাদি-স্বভাবপ্রাপ্ত কর্ম ও শ্রীহরিসম্বন্ধী জপ-ধ্যান-পূজাদি কর্ম কল্যাণকর, এই বুদ্ধিতে বৈষ্ণবগণের দ্বারা এই দ্বিবিধ কর্ম শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অর্পিত হইলে দাস্য সিদ্ধ হয়।

কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তির অতি অল্প কর্মাধিকারের কথা উক্ত হইয়াছে। শ্রীহরিতে তাহাকর্তৃক অর্পিত কর্ম দাস্যপদবাচ্য বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রকার বলেন।

যে ব্যক্তির কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির দাস্যের প্রতি স্পৃহা বর্তমান, সে সর্বাবস্থায় 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া পরিকীর্তিত।

৪৮। সখ্য—

"বিশ্বাসো মিত্রবৃত্তিশ্চ সখ্যং দ্বিবিধমীরিতম্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৮৮)

অর্থাৎ শ্রীভগবানে বিশ্রম্ভভাব ও মিত্রত্বাভিমান—এই দুই-প্রকার সখ্য উক্ত হইয়াছে।

তত্র আদ্যং যথা মহাভারতে—

"প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ! ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৮৯)

তথা একাদশে চ (১১।২।৫৩)

"ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥" ইতি।

"শ্রদ্ধা-মাত্রস্য তদ্ভক্তাবধিকারিত্ব-হেতুতা।
অঙ্গত্বমস্য বিশ্বাসবিশেষস্য তু কেশবে ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৯১)

দ্বিতীয়ং যথা অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

"পরিচর্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদেষু চ শেরতে।
মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্তুঞ্চ বন্ধুবৎ ॥ ইতি।
রাগানুগাঙ্গতাস্য স্যাদ্বিধিমার্গানপেক্ষণাৎ।
মার্গদ্বয়েন চৈতেন সাধ্যা সখ্যরতির্মতা ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৯২-৯৩)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে গোবিন্দ ! আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, ইহা তোমার প্রতিজ্ঞা। অতএব ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমি প্রাণ ধারণ করিতেছি। ত্রৈলোক্য রাজ্যলাভের জন্য নিমিষার্ধকালও শ্রীভগবানের পদারবিন্দ হইতে যে বিচলিত হয় না এবং শ্রীহরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণের অন্বেষণীয় দুর্লভ ভগবৎপাদপদ্ম হইতে অন্য কোন সারবস্তু নাই, এই ভাবনায় যাঁহার স্মৃতি তাহা হইতে অপগত হয় না, তিনিই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।

শ্রদ্ধাই শ্রীহরিভক্তিতে অধিকারলাভের একমাত্র কারণ; আর শ্রীহরির প্রতি যে সর্বোত্তম বিশ্বাস, পূর্ব শ্রদ্ধাটি তাহার অঙ্গমাত্র।

পরিচর্যাপরায়ণ কতিপয় পুরুষ শ্রীহরিকে মনুষ্যবৎ দর্শন এবং তাঁহার সহিত মিত্রবুদ্ধিতে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন। যেখানে সখ্য বিধিমার্গের অপেক্ষা করে না, তথায় উহা রাগানুগা ভক্তির অঙ্গভূত হয়। এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসরূপ মার্গদ্বয়ের দ্বারাও সখ্যরতি সাধ্যরূপে সম্মত।

৪৯। আত্মনিবেদন—এসম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

(শ্রীভা: ১১।২৯।৩৪)

অর্থো দ্বিধাত্মশব্দস্য পণ্ডিতৈরুপপাদ্যতে।
দেহ্যহন্তাস্পদং কৈশ্চিদ্দেহঃ কৈশ্চিন্মমত্বভাক্॥

তত্র দেহী, যথা যামুনাচার্যস্তোত্রে—

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতোঽসানি যথাতথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥

দেহো, যথা ভক্তিবিবেকে—

চিন্তাং কুর্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥
দুষ্করত্বেন বিরলে দ্বে সখ্যাত্মনিবেদনে।
কেষাঞ্চিদেব ধীরাণাং লভেতে সাধনার্হতাম্॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৯৫-১৯৮)

যেকালে মরণশীল ব্যক্তি ঐহিক ও পারলৌকিক সকল কর্মফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তৎকালে আমার মনে তাহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন্য বিশেষ কিছু করিবার ইচ্ছা হয়। তাহার ফলে সে মৃত্যুপ্রবাহ অতিক্রম করত আমার ন্যায় ঐশ্বর্য লাভ করিতে যোগ্য হয় অর্থাৎ সার্ষ্টিমুক্তি লাভ করে।

পণ্ডিতগণ 'আত্মা' শব্দের দুইপ্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ অহংতার বিষয়ীভূত জীবাত্মাকে ও কেহ কেহ মমতার বিষয়ীভূত শরীরকে 'আত্মা' বলিয়া থাকেন।

আমি দেহাদি উপাধিসমূহের মধ্যে যেকোন স্বরূপ-বিশিষ্ট এবং গুণভেদে যেকোন প্রকার-বিশিষ্ট হই না কেন, অদ্য আমি স্বয়ং নিজেকে তোমার পদযুগলে সমর্পণ করিতেছি।

বিক্রীত পশুর পালনের জন্য পূর্বস্বামী (বিক্রেতা) যেরূপ চিন্তা করে না, শ্রীহরিতে দেহার্পণকারী পুরুষও সেইরূপ এই দেহের রক্ষণচেষ্টা হইতে বিরত হয়।

সখ্য ও আত্মনিবেদন এই দুইটি অঙ্গ দুষ্কর হওয়ায় বিরল। অল্পসংখ্যক ধীর ব্যক্তির পক্ষে এই দুইটি সাধ্য হইয়া থাকে।

৫০। **শ্রীকৃষ্ণকে নিজ প্রিয়বস্তু অর্পণ**—শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিবার উপযোগী শাস্ত্রবিহিত দ্রব্যাদির মধ্যে যেগুলি নিজের প্রিয়, তাহা অর্পণ করা সাধকের কর্তব্য।

"যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৯৯)

জগতে যে যে বস্তু অতি উৎকৃষ্ট এবং যাহা নিজের অতি প্রিয়, সেসবই আমাকে সমর্পণ করিবে। তাহা হইলে উক্ত বস্তু অক্ষয় হইয়া থাকে।

৫১। **শ্রীকৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা**—যথা পঞ্চরাত্রে—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে!
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥ ইতি।"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২০০)

হে মুনে! লৌকিক বা বৈদিক যেকোন কার্য জগতে আচরিত হয়, ভক্তিকামী পুরুষ সেই কার্য শ্রীহরিসেবার অনুকূলরূপেই আচরণ করিবে।

৫২। **শরণাপত্তি**—যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

"তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২০১)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে গোবিন্দ ! আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, ইহা তোমার প্রতিজ্ঞা। অতএব ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমি প্রাণ ধারণ করিতেছি। ত্রৈলোক্য রাজ্যলাভের জন্য নিমিষার্ধকালও শ্রীভগবানের পদারবিন্দ হইতে যে বিচলিত হয় না এবং শ্রীহরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদি দেবতাগণের অন্বেষণীয় দুর্লভ ভগবৎপাদপদ্ম হইতে অন্য কোন সারবস্তু নাই, এই ভাবনায় যাঁহার স্মৃতি তাহা হইতে অপগত হয় না, তিনিই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।

শ্রদ্ধাই শ্রীহরিভক্তিতে অধিকারলাভের একমাত্র কারণ; আর শ্রীহরির প্রতি যে সর্বোত্তম বিশ্বাস, পূর্ব শ্রদ্ধাটি তাহার অঙ্গমাত্র।

পরিচর্যাপরায়ণ কতিপয় পুরুষ শ্রীহরিকে মনুষ্যবৎ দর্শন এবং তাঁহার সহিত মিত্রবুদ্ধিতে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন। যেখানে সখ্য বিধিমার্গের অপেক্ষা করে না, তথায় উহা রাগানুগা ভক্তির অঙ্গভূত হয়। এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসরূপ মার্গদ্বয়ের দ্বারাও সখ্যরতি সাধ্যরূপে সম্মত।

৪৯। **আত্মনিবেদন**—এসম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥
(শ্রীভা: ১১।২৯।৩৪)

অর্থো দ্বিধাত্মশব্দস্য পণ্ডিতৈরুপপাদ্যতে।
দেহ্যহন্তাস্পদং কৈশ্চিদ্দেহঃ কৈশ্চিন্মমত্বভাক্॥

তত্র দেহী, যথা যামুনাচার্যস্তোত্রে—

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতোঽসানি যথাতথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়োরহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥

দেহো, যথা ভক্তিবিবেকে—

চিন্তাং কুর্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥
দুষ্করত্বেন বিরলে দ্বে সখ্যাত্মনিবেদনে।
কেষাঞ্চিদেব ধীরাণাং লভেতে সাধনার্হতাম্॥"
(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৯৫-১৯৮)

যেকালে মরণশীল ব্যক্তি ঐহিক ও পারলৌকিক সকল কর্মফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তৎকালে আমার মনে তাহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জন্য বিশেষ কিছু করিবার ইচ্ছা হয়। তাহার ফলে সে মৃত্যুপ্রবাহ অতিক্রম করত আমার ন্যায় ঐশ্বর্য লাভ করিতে যোগ্য হয় অর্থাৎ সার্ষ্টিমুক্তি লাভ করে।

পণ্ডিতগণ 'আত্মা' শব্দের দুইপ্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ অহংতার বিষয়ীভূত জীবাত্মাকে ও কেহ কেহ মমতার বিষয়ীভূত শরীরকে 'আত্মা' বলিয়া থাকেন।

আমি দেহাদি উপাধিসমূহের মধ্যে যেকোন স্বরূপ-বিশিষ্ট এবং গুণভেদে যেকোন প্রকার-বিশিষ্ট হই না কেন, অদ্য আমি স্বয়ং নিজেকে তোমার পদযুগলে সমর্পণ করিতেছি।

বিক্রীত পশুর পালনের জন্য পূর্বস্বামী (বিক্রেতা) যেরূপ চিন্তা করে না, শ্রীহরিতে দেহার্পণকারী পুরুষও সেইরূপ এই দেহের রক্ষণচেষ্টা হইতে বিরত হয়।

সখ্য ও আত্মনিবেদন এই দুইটি অঙ্গ দুষ্কর হওয়ায় বিরল। অল্পসংখ্যক ধীর ব্যক্তির পক্ষে এই দুইটি সাধ্য হইয়া থাকে।

৫০। **শ্রীকৃষ্ণকে নিজ প্রিয়বস্তু অর্পণ**—শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিবার উপযোগী শাস্ত্রবিহিত দ্রব্যাদির মধ্যে যেগুলি নিজের প্রিয়, তাহা অর্পণ করা সাধকের কর্তব্য।

"যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।১৯৯)

জগতে যে যে বস্তু অতি উৎকৃষ্ট এবং যাহা নিজের অতি প্রিয়, সেসবই আমাকে সমর্পণ করিবে। তাহা হইলে উক্ত বস্তু অক্ষয় হইয়া থাকে।

৫১। **শ্রীকৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা**—যথা পঞ্চরাত্রে—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে!
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥ ইতি।"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২০০)

হে মুনে! লৌকিক বা বৈদিক যেকোন কার্য জগতে আচরিত হয়, ভক্তিকামী পুরুষ সেই কার্য শ্রীহরিসেবার অনুকূলরূপেই আচরণ করিবে।

৫২। **শরণাপত্তি**—যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

"তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২০১)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীনারসিংহে চ—

ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেব জনার্দন!
ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২০২)

'আমি তোমার' ইহা বাক্যদ্বারা উচ্চারণ করিয়া, মনে সেইরূপ বিচার করিয়া এবং শরীরদ্বারা তাঁহার স্থান (ভগবদ্ধাম) আশ্রয় করিয়া শরণাগত ব্যক্তি নিরন্তর আনন্দ লাভ করে।

'হে দেবদেব জনার্দন! আমি তোমার শরণাগত হইতেছি'—এইরূপ বাক্য উচ্চারণ ও চিন্তন করিয়া যে আমাতে শরণাপন্ন হয়, আমি তাহাকে সংসার-ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

৫৩। তদীয় সেবন—তদীয় বলিতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুসমূহকে বুঝায়। যথা—শ্রীতুলসী, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র, শ্রীভগবদ্ধাম ও বৈষ্ণব ইত্যাদি। ভক্তিসাধক তাঁহাদের সেবা করিবে।

শ্রীতুলসীসেবার সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণবচন উদ্ধার করিয়া শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন—

"যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তাঽন্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২০৩)

যাঁহার দর্শনে নিখিল পাপরাশি নিবৃত্ত হয়, স্পর্শনে দেহ পবিত্র হয়, প্রণামে রোগসমূহ দূর হয়, সেচনদ্বারা মৃত্যুও ভয়ভীত হয়, রোপণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ হয় এবং ভগবচ্চরণে অর্পণদ্বারা বিমুক্তিফল লাভ হয়, সেই শ্রীতুলসীকে নমস্কার।

"দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্তিতা নমিতা স্তুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা ॥
নবধা তুলসীং দেবীং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটিসহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২০৪-৫)

প্রত্যহ শ্রীতুলসীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্তন, নমন, স্তবন, রোপণ, সেবন ও পূজন করিলে তিনি মঙ্গলবিধান করেন। যাঁহারা প্রত্যহ (উপরোক্ত)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নবপ্রকারে তুলসীদেবীর ভজন করেন, তাঁহারা কোটিসহস্র যুগ শ্রীহরির গৃহে (বৈকুণ্ঠে) বাস করেন।

৫৪। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সেবা—

"শাস্ত্রমত্র সমাখ্যাতং যদ্ভক্তিপ্রতিপাদকম্"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২০৬)

এস্থলে ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদক গ্রন্থকেই 'শাস্ত্র' বলা হইয়াছে।

"বৈষ্ণবানি তু শাস্ত্রাণি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ।
ধন্যাস্তে মানবা লোকে তেষাং কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥
বৈষ্ণবানি তু শাস্ত্রাণি যেঽর্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ
সর্বপাপবিনির্মুক্তা ভবন্তি সুরবন্দিতাঃ॥
তিষ্ঠতে বৈষ্ণবং শাস্ত্রং লিখিতং যস্য মন্দিরে।
তত্র নারায়ণো দেবঃ স্বয়ং বসতি নারদ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২০৭-২০৯)

"সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥"

(শ্রীভা: ১২।১৩।১৫)

যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ শ্রবণ করেন ও স্বয়ং পাঠ করেন, জগতে সেইসব ব্যক্তিই ধন্য; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হন।

যেসব ব্যক্তি গৃহে বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহের অর্চন করেন, তাঁহারা সর্বপাপবিনির্মুক্ত এবং দেবতাগণেরও পূজিত হইয়া থাকেন।

হে নারদ! যাঁহার গৃহে লিখিত-বৈষ্ণবশাস্ত্র থাকে, তথায় স্বয়ং শ্রীনারায়ণ বাস করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত নিখিল বেদান্তশাস্ত্রের সাররূপে গৃহীত। যে ব্যক্তি এই ভাগবতরসামৃতদ্বারা পরিতৃপ্ত, তাহার অন্য কোন বিষয়ে কখনও আসক্তি হয় না।

৫৫। মথুরাধামসেবা—

"মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া॥
ত্রৈলোক্যবর্তিতীর্থানাং সেবনাদ্দুর্লভা হি যা।
পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রুতা স্মৃতা কীর্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা।
স্পৃষ্টা শ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভীষ্টদা নৃণাম্॥
ইতি খ্যাতং পুরাণেষু ন বিস্তারভিয়োচ্যতে॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২১১-২১৩)

যে ব্যক্তি শ্রীমথুরা পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে আগ্রহী, সে মূঢ় আমার মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে।

ত্রিলোকান্তর্বর্তী সমস্ত তীর্থের সেবনে যে সিদ্ধি দুর্লভ, সেই পরমানন্দময়ী সিদ্ধি মথুরাস্পর্শমাত্রেই সুলভ হইয়া যায়। শ্রীমথুরার শ্রবণ, স্মরণ, কীর্তন, প্রাপ্তিবাঞ্ছা, দর্শন, সমীপে গমন, স্পর্শন, আশ্রয় ও সেবনদ্বারা সর্বাভীষ্ট লাভ হয় বলিয়া পুরাণসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থ বিস্তারভয়ে এস্থলে তাহা উক্ত হইল না।

৫৬। বৈষ্ণবসেবা—

"আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চনম্॥
যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ॥
শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ।
গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ॥
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥
যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২১৪-২১৮)

হে দেবি পার্বতি! সকলপ্রকার আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবগণের আরাধনা তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

বৈষ্ণব-সেবাদ্বারা কূটস্থ (ত্রিকালসত্য) ভগবান্ মধুসূদনের পদযুগলে মানবগণের সর্বদুঃখবিনাশন তীব্র আসক্তির উদয় হয়।

শঙ্খচক্রাদিচিহ্নিতবিগ্রহ, গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গ ও মস্তকে তুলসীমঞ্জরীধারী বৈষ্ণবের দর্শন হইলে মানবের পাপরাশি থাকিতে পারে না। যে বৈষ্ণবগণের সম্যক্ স্মরণফলে তৎক্ষণাৎ পুরুষের গৃহ বিশুদ্ধ হয়, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শ, পাদশৌচ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও (তাঁহাদিগকে) আসনপ্রদানাদিদ্বারা যে শুদ্ধিলাভ হইবে, এবিষয়ে আর বক্তব্য কী ?

হে অর্জুন ! যাঁহারা কেবল আমার ভক্ত, তাঁহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নহেন। কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তাঁহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত।

৫৭। যথালব্ধ দ্রব্যাদিদ্বারা ভক্তবৃন্দের সহিত মহোৎসবের অনুষ্ঠান—

"যঃ করোতি মহীপাল ! হরের্গেহে মহোৎসবম্।
তস্যাপি ভবতি নিত্যং হরিলোকে মহোৎসবঃ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২২০ ধৃত শ্রীপদ্মপুরাণবচন)

হে রাজন্ ! যিনি শ্রীহরিমন্দিরে মহোৎসব অনুষ্ঠান করেন, বৈকুণ্ঠধামে তাঁহার নিমিত্তও নিত্য মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ২২।৭২) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বর্ণনা করিয়াছেন—

"জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব তিথি, শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দশী, শ্রীবামনদ্বাদশী, শ্রীরাধাষ্টমী প্রভৃতি জন্মযাত্রা ও অন্যান্য ভগবৎসম্বন্ধী উৎসব বৈষ্ণবগণের সহিত সম্পাদন ভক্তিকামীর একান্ত কর্তব্য। ইহা একটি প্রধান ভক্ত্যঙ্গ। ইহাতে যথাশক্তি অর্থ বিনিয়োগও করা উচিত।

৫৮। কার্তিকাদি ব্রত—যথা পাদ্মে—

"যথা দামোদরো ভক্তবৎসলো বিদিতো জনৈঃ।
তস্যায়ং তাদৃশো মাসঃ স্বল্পমপ্যুরুকারকঃ ॥

তত্রাপি মথুরায়াং বিশেষো যথা তত্রৈব—

ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দদ্যাদর্চিতোঽন্যত্র সেবিনাম্।
ভক্তিন্তু ন দদাত্যেব যতো বশ্যকরী হরেঃ ॥
সা ত্বঞ্জসা হরের্ভক্তির্লভ্যতে কার্তিকে নরৈঃ।
মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদরসেবনাৎ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২২১-২৩)

দামোদর শ্রীহরি যেরূপ মনুষ্যগণের দ্বারা ভক্তবৎসলরূপে বিদিত অর্থাৎ তিনি যেরূপ সেবকের যৎকিঞ্চিৎ সেবার বিনিময়ে পরমফল দান করেন, দামোদর (কার্তিক) মাসও তদ্রূপ মানবগণের স্বল্পশুভানুষ্ঠান সত্ত্বেও মহাফল দান করিয়া থাকে। যাঁহারা মথুরা ব্যতীত অন্যত্র শ্রীহরির সেবা করেন, শ্রীহরি তাঁহাদিগকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভোগ ও মোক্ষই প্রদান করেন, কিন্তু ভগবদ্‌বশ্যকরী ভক্তি প্রদান করেন না; অথচ যিনি কার্তিকমাসে মথুরায় একবার মাত্র শ্রীদামোদরের সেবা করিয়া থাকেন, তিনি সত্বরই সেই হরিভক্তি লাভ করেন।

৫৯। জন্মাষ্টম্যাদি উৎসব পালন—

"যস্মিন্ দিনে প্রসূতেয়ং দেবকী ত্বাং জনার্দন !
তদ্দিনং ব্রূহি বৈকুণ্ঠ ! কুর্মস্তে তত্র চোৎসবম্ ॥
তেন সম্যক্ প্রপন্নানাং প্রসাদং কুরু কেশব!"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২২৪)

হে জনার্দন ! এই দেবকীদেবী যেদিন আপনাকে প্রসব করিয়াছেন, হে বৈকুণ্ঠ ! আপনি সেই দিনটি বলুন। আমারা ঐ দিন আপনার জন্মোৎসব করিব। হে কেশব ! আপনি সম্যগ্ভাবে শরণাগত আমাদের প্রতি সেই উৎসব হেতু অনুগ্রহ করুন।

৬০। শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমূর্তির সেবা—যথা আদিপুরাণে—

"মম নামসদাগ্রাহী মম সেবাপ্রিয়ঃ সদা।
ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা ন তু মুক্তিঃ কদাচন ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২২৫)

যিনি সর্বক্ষণ আমার নামগ্রহণকারী এবং সর্বদা আমার সেবাপ্রিয়, তাঁহাকে ভক্তি প্রদান করা উচিত, কখনও মুক্তি নহে, যেহেতু মুক্তির প্রতি তাঁহার আগ্রহ নাই।

৬১। রসিক ভক্তগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন—সাধক নিজে যে রসে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে চাহে, সেই রসের অনুকূলভাববিশিষ্ট রসিক ভক্ত বা মহাভাগবতগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে তদ্‌বর্ণিত ভক্তিরসসম্বন্ধী বিষয়বস্তু আস্বাদনীয় হইয়া থাকে।

"নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥"

(শ্রীভা: ১।১।৩)

হে ভগবৎপ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষভাবনাচতুর ভক্তগণ ! শ্রীমদ্ভাগবত নিগমকল্পতরুর পরিপক্ব ফলস্বরূপ। শুকদেবের মুখ হইতে শিষ্য-প্রশিষ্যাদিরূপ পল্লবপরম্পরাস্পর্শে ইহা অখণ্ডিতরূপে ভূতলে অবতীর্ণ। ইহা অমৃতদ্রব-পরিপূর্ণ রস অর্থাৎ সারস্বরূপ। কোন হেয়াংশ ইহাতে নাই। আপনারা মুক্তির পরেও এই রস নিরন্তর পান করুন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে! আখ্যানং যদধীতবান্ ॥" (শ্রীভা: ২।১।৯)

হে রাজর্ষে! আমি নির্গুণ ব্রহ্মভাবে বিশেষরূপে মগ্ন থাকিলেও উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের লীলাদ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় ভাগবতনামক আখ্যান পাঠ করিয়াছিলাম।

৬২। **সজাতীয় আশয়যুক্ত (সমভাবাপন্ন) স্নিগ্ধ সাধুগণের সঙ্গ**—আপনা হইতে উৎকৃষ্ট, সমভাবাপন্ন ও স্নেহী সাধুর সঙ্গ ভক্তিযাজীর সর্বাদৌ কর্তব্য।

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ (শ্রীভা: ১।১৮।১৩)
যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ ॥"
(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২২৯)

ভক্তগণের সহিত অল্পক্ষণমাত্র সঙ্গফলে যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, স্বর্গ বা মোক্ষ তাহার সঙ্গে তুলনীয় নহে। সুতরাং মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা বা কি বলিব ?

যে যাহার সঙ্গ করে সে মণির ন্যায় তাহারই গুণ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজকুলের অভ্যুদয়-নিমিত্ত সজাতীয়গণেরই সঙ্গ করিবে।

৬৩। **নামকীর্তন**—শ্রীনামকীর্তন বলিতে মুখ্যতঃ শ্রীতারকব্রহ্মনামকীর্তনকেই বুঝায়। পূর্বোক্ত দশবিধ নামাপরাধ ত্যাগ করিয়া এই নাম সংখ্যাপূর্বক কীর্তন করা বিধি। উচ্চৈঃস্বরে ইহার কীর্তন অধিক ফলপ্রদ বলিয়া শ্রীল জীবপাদ বলিয়াছেন—"নামকীর্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্।" (শ্রীভ:স: ২৬৫ অনু) অর্থাৎ উচ্চস্বরে শ্রীহরিনামকীর্তনই প্রশস্ত।

"এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ! নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥"
(শ্রীভা: ২।১।১১)

"গীত্বা চ মম নামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ।
ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তস্য চার্জুন ॥
যেন জন্মসহস্রাণি বাসুদেবো নিষেবিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত!
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২৩০-৩৪)

হে রাজন্! এই অকুতোভয় শ্রীহরিনামানুকীর্তন কামিগণের বিবিধ-ফল-সম্পাদক, মুমুক্ষুগণের মোক্ষসাধক এবং যোগিগণের সিদ্ধিদায়করূপে নির্ণীত হইয়াছে।

হে অর্জুন! যিনি আমার নামসমূহ গান করিয়া আমার সমীপে বিচরণ করেন, আমি তাঁহার দ্বারা ক্রীত হইয়া থাকি। ইহা আমি তোমার নিকট যথার্থরূপেই বলিতেছি।

হে ভারত! যিনি পূর্বে সহস্র জন্ম শ্রীবাসুদেবের সম্যক্ সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহার মুখে শ্রীহরিনামসমূহ সর্বদা অবস্থান করেন।

শ্রীকৃষ্ণনামই চিন্তামণি অর্থাৎ সর্বাভীষ্টপ্রদ। নাম ও নামী অভিন্ন হওয়ায় সেই নাম পূর্ণ, শুদ্ধ অর্থাৎ প্রাকৃতগুণসম্পর্কশূন্য, নিত্যমুক্ত, চিদ্রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় তাঁহার সেবার জন্য উন্মুখ হইলেই তাহাতে অধোক্ষজ নামাদি স্বয়ংই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন।

৬৪। **শ্রীমথুরামণ্ডলে অবস্থিতি**—শ্রীমথুরাবাস বা ব্রজবাসও ভক্তির একটি বিশেষ অঙ্গ। ইহা ভক্তিযাজীর অবশ্য করণীয়।

"অন্যেষু পুণ্যতীর্থেষু মুক্তিরেব মহাফলম্।
মুক্তৈঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তির্মথুরায়াস্তু লভ্যতে ॥
ত্রিবর্গদা কামিনাং যা মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদা।
ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা কস্তাং মথুরাং নাশ্রয়েদ্বুধঃ ?
অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২৩৫-৩৭)

অন্যান্য পুণ্যতীর্থসমূহে নিবাসের পরমফলরূপ মুক্তিই লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু মুক্তপুরুষগণেরও বাঞ্ছনীয় হরিভক্তি একমাত্র মথুরাবাসের দ্বারাই লভ্য হয়।

যে মথুরা কামিগণের ত্রিবর্গফলপ্রদা, মুমুক্ষুগণের মোক্ষসাধিকা ও ভক্ত্যভিলাষিগণের ভক্তিদায়িকা, তাহাকে কে না আশ্রয় করে ? অহো! এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধুপুরী ধন্যা এবং ইহা বৈকুণ্ঠ হইতেও গরীয়সী। এস্থানে একটি দিন মাত্র নিবাসের দ্বারা হরিভক্তি জাত হয়।

পঞ্চাঙ্গ ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব—উপরে যে চৌষটি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের বর্ণনা করা হইল, তন্মধ্যে পাঁচটি শ্রেষ্ঠ। যথা—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৭৪-৭৫)

"দুরূহাদ্ভুতবীর্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৫৭)

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীমূর্তির সেবা—এই পাঁচটি ভক্ত্যঙ্গ সমস্ত সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উক্ত পাঁচটি অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন ভক্ত্যঙ্গে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, ইহার যৎকিঞ্চিৎ সংস্পর্শই নিরপরাধ পুরুষগণের পক্ষে ভগবৎপ্রেমলাভের হেতু হইয়া থাকে।

কোন একটি অঙ্গে নিষ্ঠাযুক্ত সাধনও প্রেমপ্রদ—এইসকল অঙ্গ যে একসঙ্গে অবশ্যই করিতে হইবে, তাহা নহে। ইহার কোন একটি অঙ্গও নিষ্ঠাসহকারে যাজন করিলে প্রেমলাভ হইয়া থাকে। এসম্পর্কে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

"এক অঙ্গ সাধে কেহো সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৭৬)

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জুনঃ
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরা॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২৬৫)

শ্রীবিষ্ণুর নামগুণলীলাদির শ্রবণে পরীক্ষিত, কীর্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবনে লক্ষ্মী, পূজনে (রাজা) পৃথু, বন্দনে অক্রূর, দাস্যে হনুমান্, সখ্যে অর্জুন এবং সর্বস্ব আত্মনিবেদনে বলি মহারাজ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহু অঙ্গ সাধনের উদাহরণ—

"এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু-অঙ্গ-সাধন ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৭৭-৭৮)

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পরশেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥"

(শ্রীভা: ৯।৪।১৮-২০)

মহারাজ অম্বরীষ নিজের মন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে, বাগিন্দ্রিয় তাঁহার গুণবর্ণনে, হস্তযুগল তাঁহার মন্দিরমার্জনাদি কৃত্যসমূহে, শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহার কথাশ্রবণে, চক্ষু শ্রীবিগ্রহ, শ্রীমন্দির অথবা বৈষ্ণবের দর্শনে, স্পর্শেন্দ্রিয় ভক্তগণের গাত্রস্পর্শে, নাসিকা তাঁহার পাদপদ্মস্থিত তুলসীর সৌরভ-আঘ্রাণে, জিহ্বা তদীয় প্রসাদান্ন-আস্বাদনে, পদযুগল তাঁহার অধিষ্ঠিত স্থানগমনে এবং মস্তক তাঁহার পাদপদ্মের প্রতি প্রণামে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিষয়ভোগের ইচ্ছায় তিনি কখনও স্রক্‌চন্দনাদি ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করেন নাই, করিয়াছেন কেবল প্রসাদবুদ্ধিতে। ভগবদ্ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে রতি আছে, সেইরূপ রতিলাভের উদ্দেশ্যেই তিনি সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতেন। এইরূপে তাঁহার বাসনা ভগবদ্দাস্যেই নিযুক্ত হইয়াছিল।

ভক্তিযাজী ব্যক্তি কাহারও ঋণী নহেন—যে কর্মকাণ্ডের প্রতি আসক্ত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ আদি পরিশোধ করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণের ভজনপ্রভাবেই অন্য কোন চেষ্টা ব্যতীতও সাধক উপরোক্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

"কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৭৯)

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥"

(শ্রীভা: ১১।৫।৪১)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে রাজন্! যিনি অহংভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্বতোভাবে পরমশরণ্য শ্রীহরির শরণাগত হন, তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় দেব, ঋষি, ভূত, আপ্ত ও পিতৃগণের কিঙ্কর বা ঋণী হন না।

ভক্তিযাজীর দৈবাৎ পাপাচরণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক—

"বিধিধর্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানেও যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করায় প্রায়শ্চিত্ত।"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৮০-৮১)

যে শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা করিতেছে, তাহার স্বভাবতঃ কোন নিষিদ্ধ পাপাচরণে মন হয় না। যদি কোন কারণে পাপ কৃত হইয়া যায়, তবে শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া তাহাকে শুদ্ধ করেন।

"স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥"

(শ্রীভা: ১১।৫।৪২)

যিনি অনন্যভাবে শ্রীভগবানের ভজন করেন, সেই প্রিয় ভক্তের হৃদয়ে কোনপ্রকারে বিকর্মপ্রবৃত্তির উদয় হইলেও তদীয় হৃদয়স্থিত পরমেশ্বর শ্রীহরিই সেসকলকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে—যাহারা ভক্তিসাধক তাহাদের জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অহিংসাদি গুণ স্বতঃ জাত হইয়া থাকে। কিন্তু এইসব ভক্তির অঙ্গ নহে।

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥"

(শ্রীভা: ১১।২০।৩১)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন, হে উদ্ধব! জ্ঞান বৈরাগ্যাদির সাহচর্য ব্যতীত একমাত্র (অন্যনিরপেক্ষ) ভক্তির দ্বারা আমাতে চিত্ত সমর্পণকারী ভক্তিযোগীর পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়শঃ মঙ্গলজনক হয় না অর্থাৎ ভক্তির পুষ্টিকারক হয় না।

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ! তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২৬২)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীনারদ তাঁহার শিষ্য ধর্মব্যাধকে বলিতেছেন,—হে ব্যাধ! তোমার এই অহিংসাদি গুণ কখনও বিস্ময়জনক নহে। কারণ যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারা পরকে পীড়া দেন না।

ভক্তির প্রভাবে সাধকের এইসকল গুণ স্বতঃ উদিত হয়।

ভগবদ্‌বিমুখ জীব সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবক্রমে সাধুসংসর্গ হইয়া গেলে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শাস্ত্রবাণী শুনিয়া তাহার ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা জাত হয়। এস্থানে শ্রদ্ধার অর্থ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। এই প্রাথমিক শ্রদ্ধাহেতু শাস্ত্রবিধানানুযায়ী ভক্তিসাধনে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। ইহাকেই বৈধী ভক্তি বলা যায়। বৈধী ভক্তিতে ভজনে স্বাভাবিক রুচি থাকে না। শাস্ত্রবিধি পালন না করিলে সংসারবন্ধন মোচন হইবে না, এই ভয়হেতুই শাস্ত্রবিধির অনুসরণে ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে। নিষ্ঠাসহকারে এই বৈধী ভক্তির সাধন করিলে কালক্রমে এই যথাবস্থিত দেহেই প্রেম লাভ হয়। কর্মফলক্ষয়ান্তে দেহপাত হইলে সে তৎক্ষণাৎই তাহার বাসনানুযায়ী প্রেমসেবোত্তরা মুক্তি লাভ করিয়া নিত্যকাল বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের তদীয়তাময় (ঐশ্বর্যাত্মক) সেবায় নিযুক্ত থাকে। আবার বৈধী ভক্তির সাধনকালে যদি দৈবক্রমে কোন রাগমার্গীয় মহতের সংসর্গ হইয়া যায়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণভজনে তাহার লোভের উৎপত্তি হয়। তখন ঐ মহতের অনুসরণে সে প্রীতিযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রবৃত্ত হয়। ইহাকে রাগমার্গ বলা হয়। কেবল বৈধ ভক্তিযাজনকালেই যে রাগমার্গীয় মহতের সংসর্গ ঘটে, তাহা নহে। কোনওরূপ ভক্তিসাধনের পূর্বেও এইরূপ মহতের সংসর্গ হইতে পারে এবং এই সংসর্গের ফলে রাগমার্গীয় ভক্তিতে লোভ জাত হয়। সুতরাং বিধিমার্গীয় মহৎ হউন কিংবা রাগমার্গীয় মহৎই হউন, জীবের সঙ্গে ইঁহাদের সংসর্গের কোন কারণ নাই। ইহা অহৈতুক। বিধিমার্গীয় মহতের সংসর্গে যে ভক্তি জাত হয় তাহা শ্রদ্ধাহেতুকা ও রাগমার্গীয় মহতের সংসর্গে যে ভক্তি জাত হয় তাহা লোভহেতুকা। অতএব মহতের যাদৃচ্ছিক সঙ্গ ও কৃপাই ভক্তিসাধনে প্রবৃত্তিলাভের একমাত্র কারণ। ইহার অন্য কোনও কারণ নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাগানুগা ভক্তি

রাগানুগা ভক্তি কী ?

রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়। ইহাতে বিধিলঙ্ঘনজনিত প্রত্যবায়ের ভয় থাকে না। ভজনে স্বাভাবিক রুচিই রাগমার্গের মূল কথা। শ্রীকৃষ্ণ কিম্বা কোন ভক্তমহতের বিশেষ কৃপায় ভক্তিসাধনে লোভ জাত হয়। সেই লোভবশতঃই জীব কোন ভক্তমহতের সেবাদর্শের অনুসরণে প্রীতিযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হয়। ইহাকেই রাগানুগা ভক্তি বলা হয়।

রাগাত্মিকা ভক্তি ও তাহার আধার

রাগ বা প্রীতিই যে ভক্তির আত্মা তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হয়। এই ভক্তির একমাত্র উপাদান রাগ। এই মার্গে ইষ্টদেবের যে সেবা, রাগই তাহার প্রবর্তক। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিই এই রাগাত্মিকা ভক্তির উৎস। প্রীতিযুক্ত সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন স্বরূপশক্তির একমাত্র কার্য। অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় এই ভক্তি স্বরূপশক্তি হইতে অবিচ্ছেদ্যা। অতএব রাগাত্মিকা ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বা নিজস্ব সম্পত্তি। ইহা অন্যনিরপেক্ষ ও সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীভগবানকেও বশীভূত করে। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নবর্ণিত শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥"

(শ্রীভা: ১০।৩২।২২)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোপীগণকে বলিতেছেন—"আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ তাহা বিশুদ্ধ প্রেমময়। তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে যেরূপ ভজন করিয়াছ, আমি দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ু হইলেও তাহার প্রত্যুপকার করিতে পারিব না। অতএব তোমরা নিজ সাধুকৃত্যের দ্বারাই প্রত্যুপকৃত হও।" শ্রীকৃষ্ণের উক্ত বাক্য হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, যে গৃহবন্ধন ত্যাগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে তাহা অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কি অভূতপূর্ব সে ত্যাগ! শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উদ্দেশ্যে এইরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া তাঁহারা ভক্তকুলের আদর্শ হইতে পারিয়াছেন। এই অনন্যসাধারণ ত্যাগের দ্বারা তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে কিরূপ গাঢ় প্রীতি ছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ অহৈতুকী প্রীতি বর্তমান থাকায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট ঋণী বলিয়া নিজেই স্বীকার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে রাগাত্মক ভক্তের বশীভূত, ইহা উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন—

"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা' নামে॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৮৫)

এই রাগাত্মিকা ভক্তি 'ব্রজবাসি'গণের প্রাণসদৃশ। কস্তুরী যেরূপ কস্তুরীমৃগ ব্যতীত অন্যত্র দেখা যায় না, কৌস্তুভমণি যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও কণ্ঠে শোভা পায় না, এই মুখ্যা রাগাত্মিকা ভক্তি সেইরূপ ব্রজবাসিগণ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট দেখা যায় না। ব্রজবাসিগণই এই ভক্তির একমাত্র অধিকারী। এস্থানে 'ব্রজবাসী' শব্দের তাৎপর্য কী, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

সাধারণতঃ যাঁহারা ব্রজে বাস করেন, তাঁহাদিগকে ব্রজবাসী বলা হয়; কিন্তু এই সাধারণ অর্থে এস্থানে 'ব্রজবাসী' শব্দের প্রয়োগ করা হয় নাই। যদি এইরূপ হইত, তবে কোন অনর্থগ্রস্ত জীব ব্রজধামে বাস করিবার অভিনয় করিয়াও ব্রজবাসী নামে অভিহিত হইতে পারিত এবং তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তির আধার বলিয়া বলা যাইত। কিন্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বন্ত মায়াগ্রস্ত জীব কখনও অপ্রাকৃত রাগাত্মিকা ভক্তির আধার হইতে পারে না। রাগাত্মিকা ভক্তির জন্ম হয় না। ইহা অনাদিসিদ্ধ ও চিন্ময়। সুতরাং ইহার আশ্রয়ও অনাদিসিদ্ধ ও চিন্ময় হওয়া অনিবার্য। রাগাত্মিকা ভক্তি অনাদিকাল হইতেই তাহার মূলভূত আশ্রয়েতে বিদ্যমান। সুতরাং ভৌম বৃন্দাবনে নিবাসের অভিনয়কারী মায়াবদ্ধ জীব কস্মিন্‌কালে ইহার আধার হইতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীবের কথা দূরে থাকুক, সাধনসিদ্ধ কিম্বা নিত্যমুক্ত ও পার্ষদত্বপ্রাপ্ত জীবও ইহার আধার হইতে পারে না। কেবল যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর, তাঁহারাই এই রাগাত্মিকা ভক্তির মূল আশ্রয়। এই নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণের স্বরূপ বিচার করিলে জানা যাইবে যে, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বিলাসরূপ। শ্রীনন্দ, শ্রীযশোদা, শ্রীসুবল, শ্রীমধুমঙ্গল, শ্রীরাধা ও শ্রীললিতাদির হৃদয়ে স্বরূপশক্তি স্বয়ং অবস্থান করিয়া ইহাঁদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ সুখকরী সেবা সম্পাদনপূর্বক তাঁহার প্রীতিবিধান করিতেছেন। কারণ স্বরূপশক্তি ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেবার বা প্রীতিবিধানের অধিকার অন্য কাহারও নাই। সাধনসিদ্ধ জীব, এমন কি নিত্যমুক্ত জীবও এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে না। কারণ সে বিভিন্নাংশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিশেষরূপে ভিন্ন অংশ। সুতরাং তাহার হৃদয়ে স্বরূপশক্তি নাই। এই রাগাত্মিকা ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি এবং শ্রীনন্দযশোদা, শ্রীসুবলসুদাম ও শ্রীরাধাললিতাদি পরিকর স্বরূপশক্তিরই অংশ। তাঁহাদের হৃদয়েই এই রাগাত্মিকা ভক্তিবৃত্তির অবস্থান স্বাভাবিক; যেহেতু স্বরূপশক্তির স্বরূপশক্তির সঙ্গেই সজাতীয় সম্বন্ধ, জীবশক্তির সঙ্গে নহে। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণদাস হওয়ায় রাগাত্মিকা বা স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় তাহার অধিকার নাই। কেবল আনুগত্যময়ী সেবাতেই তাহার অধিকার। সুতরাং সে নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মক ব্রজবাসিগণের আনুগত্যে যে ভক্তি যাজন করে, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি না বলিয়া 'রাগানুগা ভক্তি' বলা হয়।

রাগানুগা ভক্তি আনুগত্যময়ী

রাগাত্মক ভক্তের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা করা যায়, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়। কাহারা রাগাত্মক ভক্ত, ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনন্দ, শ্রীযশোদা, শ্রীসুবল, শ্রীসুদাম, শ্রীরাধা, শ্রীললিতাদি শ্রীকৃষ্ণের রাগাত্মক ভক্ত। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির অংশবিশেষ। বিভিন্নাংশ জীবের হৃদয়ে স্বরূপশক্তির প্রকাশ নাই বলিয়া রাগাত্মক ভক্তের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

রাগাত্মক ভক্তের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাহা স্বরূপশক্তির বৃত্তি। সেই বৃত্তি নিজ-ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখ ও মাধুর্যের আস্বাদনকে প্রতিমুহূর্তে নিত্যনূতনরূপে অনুভূত করায়। সেবা করিবার সময় মনে হয়, সত্যই যেন প্রথম বারের জন্যই তাঁহার সেবা করা হইতেছে; পূর্বে কখনও করা হয় নাই। প্রথম বার সেবা করিলে যেরূপ পরিপূর্ণ আগ্রহ থাকার কথা, প্রত্যেক বার সেবাতেই ইহা পরিলক্ষিত হয় এবং ইহাতে কখনও তৃপ্তি আসে না। ইহা স্বরূপশক্তিরই ধর্ম। রাগাত্মক ভক্তের হৃদয়ে স্বরূপশক্তি বিদ্যমান থাকায় তাঁহার পক্ষে এইরূপ ভাবনা স্বাভাবিকই হইয়া থাকে। সাধক জীব নিজে চেষ্টা করিয়া এইরূপ স্বাভাবিক বৃত্তি কখনও অর্জন করিতে পারিবে না। করিতে গেলেও ইহা তাহার পক্ষে কৃত্রিমতা হইয়া যাইবে। কিন্তু সে যদি রাগাত্মক ভক্তের আনুগত্য করে, তবে তিনি তাহাকে আনুগত্যময়ী সেবায় অধিকার দিবেন। রাগাত্মক ভক্তের আনুগত্যই এই ভক্তির প্রাণ। এমন কি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেবা গ্রহণ করিতে চাহিলেও রাগানুগ ভক্ত তাহাতে সম্মত হয় না; সে যে রাগাত্মক ভক্তের আনুগত্য করিয়া থাকে, তাঁহারই আদেশের অপেক্ষা করে। এই আনুগত্যময়ী সেবাই রাগানুগা ভক্তির চমৎকারিতা এবং ইহা কৃষ্ণেরও পরম প্রীতিপ্রদ।

নিজেকে রাগাত্মক মনে করা অহংগ্রহোপাসনাবিশেষ*

সাধক যদি নিজেকে কখনও শ্রীরাধা, শ্রীললিতা, শ্রীনন্দ, শ্রীযশোদা বা কোন রাগাত্মক ব্রজপরিকর বলিয়া অভিমান করিয়া ভজন করে, তবে উহা অহংগ্রহোপাসনা হইবে এবং সেরূপ অভিমানের দ্বারা মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গললাভই সার হইবে। কারণ শ্রীরাধা, শ্রীললিতা, শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির অংশ; অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। নিজেকে শ্রীরাধা বা শ্রীললিতা বলিয়া অভিমান নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অভিমান হইতে কোন গুণে কম অপরাধ নহে। সুতরাং ইহাকে অহংগ্রহোপাসনা বলা হইয়াছে। এইপ্রকার ভাবনাযুক্ত সাধন যে প্রেমলাভের পরিপন্থী ইহা বলা অনাবশ্যক। কারণ এইরূপ ভাবনায় আনুগত্যের অভাব সম্পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হয়। রাগমার্গীয় সাধক উপরোক্ত কুভাবনা হইতে সর্বদা আপনাকে মুক্ত রাখিয়া স্ব-রসোচিত ভাবের অধিকারী কোন রাগাত্মক ভক্তের আনুগত্যে ভজন করা উচিত, নচেৎ পতন অনিবার্য।

রাগানুগা ভক্তিলাভের উপায়

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জীব শত চেষ্টা করিলেও রাগানুগা ভক্তি লাভ করিতে পারিবে না। নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মক ব্রজপরিকরের অহৈতুকী কৃপার ফলেই সে ইহা লাভ করে। কেবল এই রাগাত্মক ব্রজবাসী বা মহতের কৃপা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার চেষ্টার দ্বারা ইহা লভ্য নহে। ঐ জাতীয় মহতের কৃপা হইলেই জীবের এই মার্গের প্রতি স্বাভাবিক লোভ জাত হয়। লোভই এই ভক্তিতে প্রবৃত্ত হওয়ার একমাত্র কারণ। এসম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীরায় রামানন্দের উক্তি—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

(পদ্যাবলী—১৪)

---

* অহংগ্রহোপাসনা—উপাস্যের সহিত উপাসকের অভেদভাবনা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যদি কোন স্থানে শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসের দ্বারা ভাবিতা অর্থাৎ তাদাত্ম্যপ্রাপ্তা মতি (বুদ্ধি) পাওয়া যায় তবে লোভরূপ একমাত্র মূল্যের দ্বারাই ইহাকে কিনিয়া লহ। কারণ লোভ ব্যতীত কোটি জন্মের সুকৃতির দ্বারাও ইহা লভ্য নহে। এই কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি স্বরূপশক্তির দূত মহতের নিকটেই থাকে, অন্যত্র থাকে না। সুতরাং মহতের কৃপায়ই ইহা লভ্য হয়।

যাঁহারা এই কৃপা লাভ করিয়াছেন, ব্রজবাসিগণের সেবাপরিপাটীর কথা শ্রবণমাত্রই তাঁহাদের সেইরূপ সেবা করিতে লোভ জাত হইয়া থাকে। আচার দেখিলে এমন কি আচারের কথা শ্রবণমাত্রই মুখ হইতে লালা স্রবিত হয়। ইহা স্বাভাবিক। এস্থানে কোন যুক্তির অপেক্ষা নাই। 'ইহাকে খাইলে রোগবৃদ্ধি হইবে'—খাইবার সময় এইরূপ বিচার রোগীর মস্তিষ্ককে স্পর্শ করিতে পারে না। সেইরূপ রাগমার্গীয় ভক্তিতে যাহার লোভ জন্মে, নিজের যোগ্যতার কথা বিচার করিবার অবসর তাহার থাকে না। শ্রবণমাত্রই তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া যায়।

রাগের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ

রাগের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ সম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকট নিম্নমতে বর্ণনা করিয়াছেন—

'ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ লক্ষণ।
'ইষ্টে আবিষ্টতা'—তটস্থ লক্ষণ কথন॥ (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৮৬)

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুও উক্ত বিষয়ে নিম্নমতে বর্ণনা করিয়াছেন—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২৭২)

ইষ্টদেবের প্রতি স্বরসবিষয়ক প্রেমময়ী তৃষ্ণা হইতে (অর্থাৎ সেবার দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিবার তীব্র বাসনা হইতে) তাঁহার প্রতি যে পরমাবিষ্টতা জন্মে, তাহারই নাম 'রাগ'। এই রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ভক্তি।

ইষ্টদেবে যে গাঢ় তৃষ্ণা বা বলবতী লালসা, তাহাই রাগের স্বরূপ লক্ষণ। অর্থাৎ বলবতী লালসাই রাগ। বলবতী লালসার আকৃতি এবং প্রকৃতি যাহা, রাগের আকৃতি ও প্রকৃতিও তাহাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরোক্ত উপদেশে রাগকে 'তৃষ্ণা' বলা হইয়াছে। কোন বস্তু-লাভের নিমিত্ত হৃদয়ে যে বলবতী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহাকেই তৃষ্ণা বলা যায়। এস্থলে ইষ্টবস্তু লাভ-নিমিত্ত বলবতী বাসনাকেই তৃষ্ণা বলা হইয়াছে এবং এই তৃষ্ণা অত্যন্ত তীব্র হওয়ায় ইহাকে গাঢ়তৃষ্ণা বলা হইয়াছে। সেবা করিয়া ইষ্টদেবকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং কবে কিরূপেই বা সেবা করিলে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যাইবে, সেজন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইহার ফলে ইষ্টদেবের প্রতি স্বাভাবিক অভিনিবেশ আসিয়া যায়। ইহাই 'আবিষ্টতা'। "হায়! হায়! ইষ্টদেবকে সেবা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না" বলিয়া হৃদয়ে যে মর্মন্তুদ যন্ত্রণা জন্মে, তাহার ফলেই তাঁহার প্রতি স্বতঃ আবিষ্টতা আসিয়া যায়। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তি যেরূপ নিজের স্বরূপের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যায়, সেবকেরও ঠিক সেইরূপই অবস্থা হয়। এই আবিষ্টতাই রাগের তটস্থ লক্ষণ। এস্থানে ভক্তের ইষ্টদেবের প্রতি এই আবেশ স্বাভাবিক। কোনরূপ চেষ্টা করিয়া এই আবেশ লাভ করা যায় না। যেস্থানে চেষ্টার দ্বারা আবেশলাভের বাসনা থাকে, সেস্থানে ইহা সম্পূর্ণ কৃত্রিম এবং কেবল অন্যাভিলাষপূর্তির উদ্দেশ্যেই ইহা করা যায়। রাগমার্গের তন্ময়তা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এস্থানে সাধকের চেষ্টার প্রশ্নই নাই। ইষ্টদেবের সেবাচিন্তা করিতে করিতে স্বাভাবিকভাবে এরূপ তন্ময়তা আসিয়া যায় যে, মনে হয় ভক্ত ইষ্টদেবের নিকটে থাকিয়া সত্য সত্য যেন তাঁহার সেবা করিতেছে। সে যে বসিয়া বসিয়া কেবল চিন্তা করিতেছে, এইরূপ বিচার তাহার ধারণার মধ্যেই থাকে না।

স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা

'স্বারসিকী' শব্দের অর্থ স্বরস বা নিজরস-সম্বন্ধীয়। সুতরাং 'স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা' বলিতে, যে যে রসের সেবক সেই রসোচিত সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন-নিমিত্ত তাহার বলবতী বাসনাজনিত তন্ময়তাকেই বুঝায়। সেই অবস্থায় ভক্ত সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের সেবাচিন্তায় তাহার হৃদয় এরূপ তন্ময় থাকে যে, সে এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আছে বলিয়া তাহার জ্ঞান থাকে না। মনে হয়, সত্যই যেন সেবাচিন্তা তাহার নিকট মূর্তি ধারণ করিয়াছে। তখন তাহার নিজের দেহস্মৃতিই বা আসিবে কোথা হইতে? কি অপূর্ব সে তন্ময়তা! ইহা হইতে উপাদেয় লাভ ভক্তিসাধকের পক্ষে আর কী বা হইতে পারে!

উদাহরণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়াছিলেন তখন শ্রীযশোদা মাতা দধি মন্থন করিবার পর ননী হাতে ধরিয়া "গোপাল! ননী খাবি আয়"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়া ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া আসিতেন। তাঁহার স্নেহের নয়নমণি গোপাল যে ব্রজে নাই, সেবাচিন্তায় আবেশ হেতু সেই জ্ঞান তাঁহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছিল। গোপীগণও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় এরূপ পাগলিনীপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণজ্ঞানে তমাল বৃক্ষকেও আলিঙ্গন করিতেন। উপরোক্ত উদাহরণসকল হইতে রাগমার্গীয় ভক্তের ইষ্টদেবের সেবায় কিরূপ তন্ময়তা থাকে, তাহা জানা যায়। এই তন্ময়তাকেই স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা বলা হয়।

এস্থানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই সেবাচিন্তায় যে তন্ময়তা, সেবা লাভ করিবার পরেও তাহার হ্রাস হয় না, বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতে থাকে। এই সেবাচিন্তা হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি হওয়ায় ইহা নিত্য। ইহার জন্ম, বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। শ্রীজগন্নাথের দর্শন করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ-সৌন্দর্য-মধুপানে অতৃপ্তচিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ১২।২১২)

এ জগতেও দেখা যায় যে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি জলপান করিলে তাহার তৃষ্ণা দূর হয়, কিন্তু ভক্তিরাজ্য অপ্রাকৃত। তথায় ঠিক বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। যত ভক্তি করা যায়, ততই ভক্তি করিবার পিপাশা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কারণ যেখানে প্রীতি সেখানে তৃপ্তির স্থান নাই। ইহাই রাগমার্গীয় ভক্তির চমৎকারিতা।

রাগমার্গীয় ভজনের বৈশিষ্ট্য

রাগমার্গীয় ভজনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহাতে তৃপ্তির অভাব। ভক্ত স্বীয় ইষ্টদেবকে সেবা করিয়া তাঁহাকে যতই সুখী করুক না কেন, তাহার সেবাবাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পায়; কমিবার সম্ভাবনা সেখানে থাকে না। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানপূর্বক তাঁহাকে প্রেমে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। তথাপি তিনি তাঁহার কোনওরূপ সেবাসুখ সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া সতত অনুতাপানলে দগ্ধীভূতা। এই পরিস্থিতিতে সেবা করিয়াছি বলিয়া তৃপ্তির স্থান কোথায়? বাস্তবিক কী চমৎকার সে ভাবাবেশ! ধন্য সেই ভক্ত যে সতত ইষ্টদেবের এইরূপ সেবাচিন্তায় আবিষ্ট থাকিয়া আত্মবিস্মৃত হয়।

শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণেও দেখা যায় যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন না এবং তাঁহার সেবাসুখ সম্পাদন করিতে পারিলেন না বলিয়া সর্বদা ব্যথিত হইয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিম্ন-শ্রীমুখোক্তিই তাহার প্রমাণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ক্যা করোঁ, কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-বিনা ফাটে মোর বুক ॥

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২।১৪-১৫)

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥"

(শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ২০।২৯)

শ্রীরাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইতে পারিলেন না ও তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার হৃদয়কন্দর আলোড়িত হইয়া তাঁহাকে কিরূপ বিচলিত করিতেছিল এবং সেই বিচলিত অবস্থায় তিনি ভাববিহ্বল হইয়া কিরূপ ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়াছেন, উপরোক্ত উক্তিগুলি হইতেই তাহার স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এই ব্যাকুলতার ফলে ইষ্টদেবের প্রতি যে স্বাভাবিক অবিচলিত আবেশ হয়, তাহাই রাগমার্গীয় ভজনের বৈশিষ্ট্য। যাহার হৃদয় এইরূপ ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধান-আবেশে ভরপূর, তথায় অন্যাভিলাষিতা প্রবেশ করা সম্ভব কী ? সুতরাং মহৎকৃপায় ইষ্টদেবের প্রতি এইরূপ আবেশ যাহার হৃদয়ে জাত হয়, মায়া জয় করিতে তাহার আর স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করিতে হয় না।

রাগাত্মিকা ভক্তির প্রকারভেদ

এই রাগাত্মিকা ভক্তি দুইপ্রকার; যথা— সম্বন্ধরূপা ও কামরূপা।

"সা কামরূপা সম্বন্ধরূপা চেতি ভবেদ্দ্বিধা।"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২৭৩)

অর্থাৎ রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে দ্বিবিধ। উদাহরণ যথা—

"কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥"

(শ্রীভা: ৭।১।২৯-৩০)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! অনেক ব্যক্তি কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ ও ভক্তির দ্বারা জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যথাযথরূপে মনোনিবেশপূর্বক দ্বেষ-ভয়াদিজনিত পাপ পরিহার করিয়া ভগবদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন। হে বিভো! গোপীগণ কাম হইতে, কংস ভয় হইতে, শিশুপাল প্রভৃতি নৃপগণ দ্বেষ হইতে, যাদবগণ সম্বন্ধ হইতে, আপনারা (পাণ্ডবগণ) স্নেহ হইতে এবং আমরা ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানে মনোনিবেশ পূর্বক তদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছি।

"আনুকূল্যবিপর্যাসাদ্ভীতিদ্বেষৌ পরাহতৌ।
স্নেহস্য সখ্যবাচিত্বাদ্‌বৈধভক্ত্যনুবর্তিতা॥
কিংবা প্রেমাভিধায়িত্বান্নোপযোগোঽত্র সাধনে।
ভক্ত্যা বয়মিতি ব্যক্তং বৈধী ভক্তিরুদীরিতা॥
যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২৭৬-৭৮)

শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ ও ভক্তি ইত্যাদি পাঁচটি অঙ্গের উল্লেখ থাকিলেও আনুকূল্যের অভাববশতঃ ভয় ও দ্বেষ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কারণ প্রীতিতে যেজাতীয় আবেশ ভীতিতে সেজাতীয় আবেশ হয় না। পাণ্ডবগণের স্নেহ সখ্যময় রাগাত্মিকা হইলেও ঐশ্বর্যজ্ঞানপ্রাধান্য হেতু বিধিমার্গপ্রধান হওয়ায় রাগমার্গের অনুপযোগী। শ্রীনারদাদি ভক্তির বলে শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেও তাহা ঐশ্বর্যপ্রধান বৈধী ভক্তি। অতএব রাগমার্গের উপযোগী নহে। সেই হেতু এসকলকে গ্রহণ না করিয়া কেবল কাম ও সম্বন্ধ এই দুইটিকেই রাগমার্গের উপযোগিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যানুভবের তুলনায় ব্রহ্মানুভব অতি নগণ্য হইলেও কিরণস্থানীয় ব্রহ্ম ও সূর্যস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের অভেদ হেতুই কংসাদি শত্রুগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও গোপী-যাদবাদি প্রিয়গণের মাধুর্যানুভবকে অভিন্ন বলিয়া প্রদর্শন করা হইয়াছে।

সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধের অভিমান-সহিত রাগযুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা করেন, তাঁহাদের সেই সেবাকে সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। যেমন, নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা-অভিমান, রক্তক-পত্রকের দাস-অভিমান, সুবলাদির সখা-অভিমান ও রুক্মিণ্যাদির পত্নী-অভিমান। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোন এক সম্বন্ধের অভিমান লইয়া যে রাগযুক্ত সেবা করা যায়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি। এস্থলে সম্বন্ধের অভিমান প্রথম, অর্থাৎ প্রথমে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাস, সখা, পিতা-মাতা কিম্বা পত্নী অভিমান এবং তাহার পর এই অভিমানের বশবর্তী হইয়া সেবার অনুষ্ঠান।

কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যাঁহাদের উপরোক্ত কোনওরূপ সম্বন্ধ নাই, অথচ যাঁহারা কেবল প্রেমাতিশয্যবশতঃ সামাজিক সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার সেবাসুখ-সম্পাদনে ব্যগ্র, তাঁহাদের ভক্তিকে 'কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি' বলা হয়। গোপীগণ ইহার উদাহরণ। প্রশ্ন হইতে পারে যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণপতি, প্রাণপ্রিয় ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কান্তাকান্ত সম্বন্ধ যে বিদ্যমান, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণকে 'কান্ত' বলিয়া ভাবিবার মূলে রহিয়াছে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সুখী করার বাসনা। এই বাসনাকে 'কাম' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।" (শ্রীভ: র: সি: ১।২।২৮৫)। অথাৎ গোপস্ত্রীগণের প্রেমই 'কাম', এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে সেবাসুখ আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের কৃষ্ণকান্তা অভিমান। প্রথমে নিজেকে কৃষ্ণকান্তা বলিয়া মনে করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রবৃত্ত হন না। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার বাসনাই হইল প্রথম। সেই বাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণকান্তা অভিমান। কিন্তু রুক্মিণ্যাদির শ্রীকৃষ্ণকান্তা অভিমানরূপ সম্বন্ধজ্ঞান হইল প্রথম এবং সেই অভিমানকে চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রবৃত্ত হন। মহিষীগণের ভাব ও গোপীগণের ভাবের মধ্যে ইহাই তারতম্য। গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার যে বলবতী বাসনা তাহাকে 'কাম' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা 'প্রেম'ই। প্রাকৃত কাম হইতে উহা বহুদূরে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এই প্রেমসম্পর্কে নিম্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য—হয় প্রেম ত প্রবল॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লোকধর্ম বেদধর্ম দেহধর্ম কর্ম।
লজ্জা ধৈর্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম ॥
দুস্ত্যজ আর্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন ॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর ॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ ॥

(শ্রীচৈ: চ: আদি ৪।১৪০-৪৮)

* * * *

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো ত কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত ॥
'এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন—তাঁর ইহা সম্ভোগ-সাধন ॥
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।'
এই লাগি করে দেহের মার্জন-ভূষণ ॥"

(শ্রীচৈ: চ: আদি ৪।১৫৩-৫৫)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর উপরোক্ত বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে ত্যাগ অর্থাৎ যে বৈদিক ও সামাজিক নিয়মলঙ্ঘন এবং নিজ-দেহের যে মার্জন-ভূষণ এউভয়ের একমাত্র অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হইল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান। এস্থলে নিজ-সুখবাঞ্ছার প্রশ্নই নাই। অবশ্য তাঁহাদের অঙ্গের মার্জন-ভূষণাদি দেখিয়া যদি কেহ মনে করে যে, তাঁহারাও ত' প্রাকৃত স্ত্রীগণের ন্যায় নিজ অঙ্গের মার্জন-ভূষণাদি করিতেছেন; অতএব তাঁহাদের নিজ-সুখবাঞ্ছা নাই বলিয়া বলা যাইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, তাঁহাদের নিজ-অঙ্গের মার্জনভূষণাদি কার্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষবিধানের জন্যই উদ্দিষ্ট।

"এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জনভূষণ ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে সর্বদা নিজ-সুখচিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে, তাহার পক্ষে গোপীগণের উপরোক্ত হৃদ্গত ভাব যে দুর্বোধ্য, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। মহৎকৃপা ব্যতীত এই গোপীভাব কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। কারণ ইহা অপ্রাকৃত ভূমিকায়ই অনুভবনীয়।

পূর্বোক্ত সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা রাগানুগা ভক্তিকে 'সম্বন্ধানুগা' ও কামরূপা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা রাগানুগা ভক্তিকে 'কামানুগা' বলা হয়।

এস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, নন্দ-যশোদা হইলেন বাৎসল্যরসের সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তির মূল। যিনি এই বাৎসল্য রসের সম্বন্ধানুগা ভক্তি যাজন করিবেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের পিতৃ-মাতৃ-অভিমান কিরূপে হইবে ? শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা তো অনেকে হইতে পারেন না ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইবে যে, 'ব্রহ্মবিমোহন লীলা'য় যখন ব্রহ্মা সকল গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গোবৎস ও গোপবালকরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন। সেই গোবৎস ও গোপবালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে গেলেন, তখন সেই গোবৎসগণের মাতা-গাভীগণ এবং গোপবালকগণের পিতামাতা-গোপগোপীগণ অন্য দিবসের ন্যায় তাঁহাদের পুত্রগণের লালনপালনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবাই করিয়াছিলেন। এইরূপে মধ্যে মধ্যে কোন না কোন লীলার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাৎসল্য রসাশ্রিত ভক্তগণকে নিজ সাক্ষাৎ সেবার সুযোগ দিয়া বাৎসল্যরস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। অবশ্য সব সময়ে শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার সাক্ষাৎসেবার সুযোগ না পাইলেও এই রসাশ্রিত ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যভাব নিত্য বিরাজমান। তাঁহারা সর্বদা বাৎসল্যরসের রাগাত্মক ভক্ত শ্রীনন্দ-যশোদার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সহায়তা করিয়া থাকেন। অন্য রসাশ্রিত ভক্তগণের পক্ষেও এইরূপ উদাহরণ প্রযোজ্য।

রাগানুগ ভক্ত সম্পূর্ণরূপে রাগাত্মক ভক্তের আনুগত্যেই শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকে। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কোন মধুররসাশ্রিত ভক্তের নিকট আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিলেও সে ভক্ত বিনা দ্বিধায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দেয়। কিন্তু সে যাঁহার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছে, তাঁহার আদেশ বা ইঙ্গিত পাওয়ামাত্রই উল্লাসসহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় প্রবৃত্ত হয়। এস্থানে দুইটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি হইল যাঁহার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হইতেছে, তাঁহার প্রতি দৃঢ় অনুরাগ ও অপরটি হইল তাঁহার উদ্দেশ্যে নিজের সমস্তপ্রকার স্বার্থ ত্যাগ। এই আনুগত্যময় নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দোল্লাস হইয়া থাকে। এইরূপ নিঃস্বার্থ সেবা এই জগতে বিরল হওয়ায় ইহা প্রাকৃত বিচারদ্বারা দুর্বোধ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাগানুগা ভক্তির ভূমিকা

অনেকে নিতান্ত অনর্থগ্রস্ত নিম্ন ভূমিকায় নিজের মনোধর্মের দ্বারা চালিত হইয়া রাগমার্গীয় ভক্তি-যাজনের চেষ্টা করেন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই রাগানুগা ভক্তি কোন জড়েন্দ্রিয়ের সাধ্য বিষয় নহে। ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বরূপশক্তির কৃপাসাপেক্ষ। বিধিমার্গে সাধন করিতে করিতে স্বরূপশক্তির দূতরূপী কোন মহতের কৃপা হইলে জীব ক্রমশঃ রাগমার্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু রাগমার্গীয় ভজনের জন্য একটি বিশেষ ভূমিকার আবশ্যক। সেই ভূমিকাটি হইল 'জাতরতি-ভূমিকা'। সাধনপ্রভাবে যাহার অবিদ্যামুক্তি হইয়াছে, সে ভক্তিমাত্রকাম হইয়া থাকিলে স্বরূপশক্তি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার ইন্দ্রিয়কে স্বীয় তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে রতি জাত করান। সেই জাতরতি-ভূমিকা হইতেই রাগানুগা সাধনভক্তির আরম্ভ। এই অবস্থায় সাধকের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অনুরাগ, তাহা অকৃত্রিম অর্থাৎ স্বাভাবিক। এই ভূমিকায় সাধক উপযুক্ত গুরুর আশ্রয় করিয়া তাঁহার নির্দেশানুসারে রাগমার্গে ভজন করে। এই ভূমিকায় উন্নীত না হইয়া সেইরূপ ভজনের অনুকরণ করিলে মহা দৌরাত্ম্য হইয়া যাইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পরিবারভুক্ত হওয়ার একটি প্রথা প্রচলিত আছে। তাহা এই ভূমিকায় সম্ভব, ইহার পূর্বে নহে। অধিকার বিচার না করিয়া অনধিকারী ব্যক্তিকে ভেক দিয়া পরিবারভুক্ত বলিয়া বলা হইলেও তাহার অনধিকারিত্ব হেতু বানরের হাতে শালগ্রামের ন্যায় এইপ্রকার অকালভেক-গ্রহণ ভক্তিলাভের কারণ না হইয়া জগন্নাশেরই কারণ হইবে। অতএব ভেকদানের পূর্বে সাধকের অধিকারনির্ণয় সর্বাদৌ আবশ্যক।

রাগানুগা ভক্তির সাধন-প্রণালী

এই সাধনের দুইটি অঙ্গ আছে। একটি বাহ্য ও অপরটি অন্তর। বাহ্য বা যথাবস্থিত দেহে যে সাধন, তাহাকে 'বাহ্য সাধন' বলা হয়। আর মানসিক চিন্তার দ্বারা যে সাধন, তাহাকে 'অন্তর সাধন' বলা হয়।

বাহ্য সাধন

রাগমার্গের সাধককেও যথাবস্থিত দেহের দ্বারা অর্থাৎ পিতামাতা হইতে উৎপন্ন পাঞ্চভৌতিক দেহের দ্বারা বিধিমার্গ-কথিত চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হইবে। কারণ এইসব ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান না করিলে ব্রজবাসিগণের আনুগত্য সিদ্ধ হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"তানি বিনা ব্রজলোকানুগত্যাদিকং কিমপি ন সিধ্যেদিতি।"

(শ্রীরাগবর্ত্মচন্দ্রিকা)

অবশ্য ইহার মধ্যে যেসব অঙ্গ রাগানুগা ভক্তির প্রতিকূল তাহাকে বাদ দিয়া যাহা অনুকূল কেবল মাত্র তাহারই অনুশীলন করিতে হইবে।

শ্রবণোৎকীর্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২৯৬)

বৈধী ভক্তি প্রসঙ্গে শ্রবণকীর্তনাদি যেসব অঙ্গ উক্ত হইয়াছে, রাগানুগা ভক্তিতেও মনীষিগণকর্তৃক সেইসব অঙ্গই প্রবর্তিত হইয়াছে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—

"বৈধভক্ত্যুদিতানি স্বস্বযোগ্যানীতি জ্ঞেয়ম্।"

অর্থাৎ বৈধী ভক্তির অঙ্গসমূহ হইতে যে অঙ্গসমূহ রাগানুগ মার্গের অনুকূল, কেবল সেই সকলই গ্রহণ করিবে। অহংগ্রহোপাসনা, ন্যাস, মুদ্রা, দ্বারকাধ্যান, মহিষী-ধ্যানাদি ক্রিয়া স্বাভীষ্ট ভাবের বিরুদ্ধ। অতএব রাগমার্গীয় সাধকের এইসকল বর্জনীয়।

রাগানুগ সাধক স্বীয় ভাবের প্রতিকূল অঙ্গসমূহ ত্যাগ করিয়া যথাবস্থিত দেহে অন্যান্য অঙ্গের অনুষ্ঠান করিবে। (সর্বদা ব্রজবাসী) শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিগণের আনুগত্যে এই সাধন করিতে হইবে। রাগমার্গীয় সাধকের পক্ষে ব্রজবাস একটি প্রধান অঙ্গরূপে উক্ত হইয়াছে। সামর্থ্য থাকিলে যথাবস্থিত দেহে ব্রজে বাস করিবে। নচেৎ মনে মনে ব্রজবাসের চিন্তা করিবে।

অন্তর সাধন

বাহ্য সাধনের সঙ্গে মনের যোগ একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে সাধন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এসম্পর্কে নিম্ন শাস্ত্রবাক্যসমূহ প্রণিধানযোগ্য—"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন। তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।" (শ্রীচৈ: চ: আদি ৮।১৫)। অন্যত্রও "যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২৪।১১৫)।"

অর্থাৎ অযত্নসহকারে মনোযোগবিহীন হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়ে কেবল শ্রবণকীর্তনাদির অনুষ্ঠান বহুজন্ম করিলেও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমধন লাভ হইবে না। এসম্পর্কে শ্রীল রূপপাদও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিলেন—"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুচিরাদপি।” (শ্রীভ: র: সি: ১।১।৩৫) অনাসঙ্গ অর্থাৎ আসক্তিরহিত সাধন বহুদিনব্যাপী করিলেও হরিভক্তি লাভ হইবে না। এইসকল প্রমাণ হইতে অনাসঙ্গ সাধনের ব্যর্থতা প্রতিপাদিত হইল। অতএব বাহ্যসাধনের সঙ্গে সর্বদা মনের সংযোগ একান্ত প্রয়োজন। ইহাকে সাসঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি-সহিত সাধন বলা হয়। এই সাসঙ্গ সাধনের দ্বারাই সাধক ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া প্রেম পর্যন্ত লাভ করে।

অন্তর সাধনসম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে উপদেশ দিয়াছেন—

“মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥”

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৯০)

এস্থানে ‘সিদ্ধদেহ’ বলিতে সাধকের বর্ণ, বয়স, বেশ ও সেবাদি বিষয় বর্ণনা করিয়া শ্রীগুরুদেব যে স্বরূপটি নির্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহাকেই বুঝিতে হইবে। শ্রীগুরুকৃপায় সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে উক্ত সিদ্ধদেহেই নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হইবে। সাধনকালে সাধক সর্বদা মনে মনে এই সিদ্ধদেহের চিন্তা করিবে। এই সিদ্ধদেহটি সত্যই যেন সাধকের নিজস্ব এবং সেই দেহেই সে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছে—এইপ্রকার ভাবনা সর্বদা তাহার হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে। অষ্টকালের মধ্যে যখন নিজ-ভাবোচিত যে সেবা করণীয় তখন সেই সেবার চিন্তাই করিতে হইবে। ইহাকে ‘অষ্টকালীন লীলাস্মরণ’ বলা হয়।

এইরূপ ভূমিকায় উন্নীত সাধকের যে গুরুকরণ, তাহাই ‘পরাঙ্গরূপ গুরুকরণ’। তৎকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি অবিশ্বাসভাব সম্পূর্ণ দূর হইয়া তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হয় এবং শিষ্য তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহার ইঙ্গিত অনুযায়ী সাধন করে। এই শরণাগতির প্রভাবে তাহার ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে। উক্ত ভূমিকায় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সাধক কর্মার্পণ বা কর্মমিশ্রা ভক্তি যাজনপূর্বক সর্বদা হৃদয়ে শ্রীগুরুকৃপালব্ধ ভক্তিবাসনা পোষণ করিবে। মনে রাখিতে হইবে যে, এই ভক্তিবাসনাই সাধনের প্রাণ এবং বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ একদিন না একদিন অবশ্যই সাধকের এই বাসনা পূর্ণ করিয়া তাহাকে শুদ্ধভক্তির অধিকারী করিবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"তানি বিনা ব্রজলোকানুগত্যাদিকং কিমপি ন সিধ্যেদিতি।"

(শ্রীরাগবর্ত্মচন্দ্রিকা)

অবশ্য ইহার মধ্যে যেসব অঙ্গ রাগানুগা ভক্তির প্রতিকূল তাহাকে বাদ দিয়া যাহা অনুকূল কেবল মাত্র তাহারই অনুশীলন করিতে হইবে।

শ্রবণোৎকীর্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু।
যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।২৯৬)

বৈধী ভক্তি প্রসঙ্গে শ্রবণকীর্তনাদি যেসব অঙ্গ উক্ত হইয়াছে, রাগানুগা ভক্তিতেও মনীষিগণকর্তৃক সেইসব অঙ্গই প্রবর্তিত হইয়াছে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—

"বৈধভক্ত্যুদিতানি স্বস্বযোগ্যানীতি জ্ঞেয়ম্।"

অর্থাৎ বৈধী ভক্তির অঙ্গসমূহ হইতে যে অঙ্গসমূহ রাগানুগ মার্গের অনুকূল, কেবল সেই সকলই গ্রহণ করিবে। অহংগ্রহোপাসনা, ন্যাস, মুদ্রা, দ্বারকাধ্যান, মহিষী-ধ্যানাদি ক্রিয়া স্বাভীষ্ট ভাবের বিরুদ্ধ। অতএব রাগমার্গীয় সাধকের এইসকল বর্জনীয়।

রাগানুগ সাধক স্বীয় ভাবের প্রতিকূল অঙ্গসমূহ ত্যাগ করিয়া যথাবস্থিত দেহে অন্যান্য অঙ্গের অনুষ্ঠান করিবে। (সর্বদা ব্রজবাসী) শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিগণের আনুগত্যে এই সাধন করিতে হইবে। রাগমার্গীয় সাধকের পক্ষে ব্রজবাস একটি প্রধান অঙ্গরূপে উক্ত হইয়াছে। সামর্থ্য থাকিলে যথাবস্থিত দেহে ব্রজে বাস করিবে। নচেৎ মনে মনে ব্রজবাসের চিন্তা করিবে।

অন্তর সাধন

বাহ্য সাধনের সঙ্গে মনের যোগ একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে সাধন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এসম্পর্কে নিম্ন শাস্ত্রবাক্যসমূহ প্রণিধানযোগ্য—"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন। তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন।" (শ্রীচৈ: চ: আদি ৮।১৫)। অন্যত্রও "যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২৪।১১৫)।"

অর্থাৎ অযত্নসহকারে মনোযোগবিহীন হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়ে কেবল শ্রবণকীর্তনাদির অনুষ্ঠান বহুজন্ম করিলেও শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমধন লাভ হইবে না। এসম্পর্কে শ্রীল রূপপাদও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিলেন—"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুচিরাদপি।" (শ্রীভ: র: সি: ১।১।৩৫) অনাসঙ্গ অর্থাৎ আসক্তিরহিত সাধন বহুদিনব্যাপী করিলেও হরিভক্তি লাভ হইবে না। এইসকল প্রমাণ হইতে অনাসঙ্গ সাধনের ব্যর্থতা প্রতিপাদিত হইল। অতএব বাহ্যসাধনের সঙ্গে সর্বদা মনের সংযোগ একান্ত প্রয়োজন। ইহাকে সাসঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি-সহিত সাধন বলা হয়। এই সাসঙ্গ সাধনের দ্বারাই সাধক ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া প্রেম পর্যন্ত লাভ করে।

অন্তর সাধনসম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে উপদেশ দিয়াছেন—

"মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২২।৯০)

এস্থানে 'সিদ্ধদেহ' বলিতে সাধকের বর্ণ, বয়স, বেশ ও সেবাদি বিষয় বর্ণনা করিয়া শ্রীগুরুদেব যে স্বরূপটি নির্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহাকেই বুঝিতে হইবে। শ্রীগুরুকৃপায় সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে উক্ত সিদ্ধদেহেই নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হইবে। সাধনকালে সাধক সর্বদা মনে মনে এই সিদ্ধদেহের চিন্তা করিবে। এই সিদ্ধদেহটি সত্যই যেন সাধকের নিজস্ব এবং সেই দেহেই সে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছে—এইপ্রকার ভাবনা সর্বদা তাহার হৃদয়ে জাগ্রত থাকিবে। অষ্টকালের মধ্যে যখন নিজ-ভাবোচিত যে সেবা করণীয় তখন সেই সেবার চিন্তাই করিতে হইবে। ইহাকে 'অষ্টকালীন লীলাস্মরণ' বলা হয়।

এইরূপ ভূমিকায় উন্নীত সাধকের যে গুরুকরণ, তাহাই 'পরাঙ্গরূপ গুরুকরণ'। তৎকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি অবিশ্বাসভাব সম্পূর্ণ দূর হইয়া তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান হয় এবং শিষ্য তাঁহার শরণাগত হইয়া তাঁহার ইঙ্গিত অনুযায়ী সাধন করে। এই শরণাগতির প্রভাবে তাহার ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে। উক্ত ভূমিকায় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সাধক কর্মার্পণ বা কর্মমিশ্রা ভক্তি যাজনপূর্বক সর্বদা হৃদয়ে শ্রীগুরুকৃপালব্ধ ভক্তিবাসনা পোষণ করিবে। মনে রাখিতে হইবে যে, এই ভক্তিবাসনাই সাধনের প্রাণ এবং বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ একদিন না একদিন অবশ্যই সাধকের এই বাসনা পূর্ণ করিয়া তাহাকে শুদ্ধভক্তির অধিকারী করিবেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ

প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাধক যে সিদ্ধদেহের কথা চিন্তা করিবে তাহা তো কাল্পনিক। সেই কাল্পনিক দেহটি সিদ্ধাবস্থায় কিরূপে লাভ হইবে? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, সাধকের এই যে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ, ইহা প্রথমে শ্রীস্বরূপশক্তির ইচ্ছায় শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করে। তাহার পর শ্রীগুরুদেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিষ্যকে এই সিদ্ধদেহ ভাবনাপূর্বক ভজন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। তদনুযায়ী শিষ্য শ্রীগুরুপ্রদত্ত সিদ্ধদেহকে নিজের সর্বস্ব মনে করিয়া সেই দেহে অবস্থান করিয়া সত্যই যেন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছে, এইরূপ চিন্তা করে। শ্রীগুরুদেব শ্রীহ্লাদিনীশক্তির দূত। অতএব শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন। তাঁহার হৃদয়ে সাধকের যে সিদ্ধদেহকে স্বরূপশক্তি স্ফূর্তি করান, তাহা কী কখনও প্রাকৃত হইতে পারে? এতদ্ব্যতীত সাধক যে হৃদয়ে এই সিদ্ধদেহের চিন্তা করিবে, তাহাও প্রাকৃত নহে। তাহা হ্লাদিনীশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি হেতু অপ্রাকৃত হইয়া থাকে। **সেই অপ্রাকৃত হৃদয়েই এই গুরুপ্রদত্ত অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহের চিন্তা সম্ভব।** সাধনে সিদ্ধিলাভান্তে পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইলে বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তবৎসল ভগবান্ সাধকের বাঞ্ছানুরূপ দেহ দিয়া তাহাকে স্বীয় নিত্যসেবায় প্রবিষ্ট করান।

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত-হৃৎসরোজ-
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥" (শ্রীভা: ৩।৯।১১)

উপরোক্ত শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—"যদ্বা তে সাধকভক্তাঃ স্বস্বভাবানুরূপং যদ্ যদ্ ধিয়া ভাবয়ন্তি তত্তদেব বপুঃ তেষাং সিদ্ধদেহান্ প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তান্ প্রাপয়সি। অহো তে স্বভক্তপারবশ্যমিতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ সাধকভক্তগণ স্ব-স্ব ভাব অনুসারে নিজেদের যে যে দেহ মনে মনে চিন্তা করেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাদিগকে সেই সেই (সিদ্ধ)দেহ দিয়া থাকেন। ভগবৎকৃপায় প্রাপ্ত এই দেহ যে প্রাকৃত নহে, মায়াতীত নিত্যানন্দস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত জানাইলেন।

"বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্মেণারাধয়ন্ হরিম্॥" (শ্রীভা: ৩।১৫।১৪)

অর্থাৎ নিষ্কাম ধর্মদ্বারা শ্রীহরির আরাধনাপূর্বক সাধনে সিদ্ধিলাভান্তে যাঁহারা মায়াতীত ভগবদ্ধামে বাস করেন, তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠমূর্তি। এস্থানে 'বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শব্দের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠস্য হরেরিব মূর্তির্যেষাং তে"—যাঁহাদের মূর্তি শ্রীহরির মূর্তির ন্যায় (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ) তাঁহারা। আর শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠস্য ইব নিত্যানন্দরূপা মূর্তির্যেষাং তে।" অর্থাৎ যাঁহাদের মূর্তি শ্রীহরির মূর্তির ন্যায় নিত্যানন্দরূপা তাঁহারা। সিদ্ধাবস্থায় যে দেহে ভক্ত ভগবদ্ধামে শ্রীভগবানের সেবা করে, তাহাই তাহার সিদ্ধদেহ। এই সিদ্ধদেহ যে আনন্দস্বরূপ, শুদ্ধসত্ত্বময়, সুতরাং মায়াতীত ও সত্য—এই কথাই উক্ত শ্লোক হইতে জানা যায়।

রাগানুগা ভক্তির ফল

রাগানুগা ভক্তিতে কেবল শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সুখী করিবার বাসনা প্রবল থাকে। তজ্জন্য বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ ভক্তের সেবাবাসনা পূর্ণ করিবার মানসে তাহাকে তাহার ভাবোচিত সিদ্ধ দেহ দিয়া ব্রজে তাঁহার নিত্য সেবায় প্রবিষ্ট করান। ভক্ত পার্ষদদেহে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণে সেবারস আস্বাদন করাইয়া নিজে প্রেমানন্দসমুদ্রে এরূপ নিমজ্জিত থাকে যে, নিজের স্বতন্ত্র সত্তার কথা সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যায়। এই 'কৈবল্য' বা একীভূত অবস্থাই রাগানুগা ভক্তির চরম ফল।

বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির ফলভেদ

বৈধী ভক্তি শাস্ত্রশাসনমূলা। শ্রীভগবানের প্রতি স্বাভাবিক রাগ বা প্রীতি না থাকিলে শাস্ত্রবিধিপ্রণোদিত হইয়া কর্তব্যবুদ্ধিতে এই বৈধী ভক্তি করা যায়। সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের প্রেমসেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকা বৈধভক্তিসাধনের উদ্দেশ্য। সিদ্ধিলাভান্তে জীব বৈকুণ্ঠে প্রেমসেবোত্তরা মুক্তি লাভ করিয়া পার্ষদদেহে শ্রীভগবানের সেবায় নিত্যকাল নিযুক্ত থাকে। শ্রীহনুমান্ ও পাণ্ডবাদির ন্যায় কেহ কেহ মুক্তিকেও সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করিয়া কেবল প্রেমসেবায় নিযুক্ত থাকেন। এস্থানে শ্রীভগবানের প্রতি প্রেম থাকিলেও ঐশ্বর্যজ্ঞানের দ্বারা তাহা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য ইহা ইষ্টদেবকে বশীভূত করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সুখী করিবার লোভই রাগমার্গের প্রবর্তক। ইহাতে সাধকের নিজসুখবাঞ্ছার লেশমাত্রও থাকে না। এইপ্রকার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ সেবা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ভক্তের বশীভূত না হইয়া থাকিতে পারেন না। এমতাবস্থায় সেব্য ও সেবকের কি নিবিড় সম্পর্ক! এখানে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে কোন বিধির অপেক্ষা করে না। বেদবিধি, সমাজবিধি ও স্বজনগণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাড়ন-ভর্ৎসনাদি কোনও বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অনন্তকোটিজন্ম নরকবাসের জন্য প্রস্তুত হইয়াও সে শ্রীকৃষ্ণের সুখকরী সেবায় ব্রতী হয়। এইরূপ নিঃস্বার্থ সেবায় শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রেমাধীন হইয়া তাহাকে তাহার ভাবোচিত সিদ্ধদেহ দিয়া নিত্যকাল তাঁহার সেবায় প্রবিষ্ট করান। এই প্রীতিমাত্রকাম রাগমার্গীয় সেবায় ভক্তের প্রীতিলোলুপ শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবানের প্রীতিলোলুপ ভক্ত পরস্পর প্রীতিবন্ধনে বদ্ধ হইয়া নিত্যকাল আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত থাকেন। ইহাই রাগমার্গীয় ভক্তির মহনীয় ফল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রয়োজন—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম

প্রয়োজন কী ?

যে উদ্দেশ্য অন্তরে রাখিয়া সাধন করা যায় তাহাকেই প্রয়োজন বলে। জ্ঞানী ব্রহ্মসাযুজ্যের উদ্দেশ্যে জ্ঞানসাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং যোগী পরমাত্মসাযুজ্যের উদ্দেশ্যে যোগসাধন করে। অতএব জ্ঞানীর প্রয়োজন হইল ব্রহ্মসাযুজ্য ও যোগীর প্রয়োজন হইল পরমাত্মসাযুজ্য। সম্প্রতি ভক্তের প্রয়োজন-কথা আলোচনা করা যাউক। পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির আশা না রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে সুখী করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভক্ত ভক্তি করিয়া থাকে। পরিণামে সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী প্রীতিই লাভ করে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি বা **প্রেমই ভক্তের প্রয়োজন**। প্রয়োজনবিচারে ইহারই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব বিবেচিত হয়। কারণ ইহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এবং ইহাতে সেব্য শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনা নিত্যসেবক জীবের হৃদয়ে জাগ্রত থাকে। এতদ্দ্বারা সেব্য-সেবক-সম্পর্কেরও পরিপূর্ণতম বিকাশ হইয়া থাকে।

প্রেম কী ?

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু প্রেমের সংজ্ঞা নিম্নমতে নিরূপণ করিয়াছেন।

"সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥
অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।৪।১-২)

অর্থাৎ যে ভাব অত্যন্ত গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া সম্যগ্‌রূপে চিত্তের আর্দ্রতা সম্পাদন করে, এবং অতিশয় মমতাদ্বারা যুক্ত হয়, তাহাকে পণ্ডিতগণ 'প্রেম' বলিয়া থাকেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীবিষ্ণুতে অন্যমমতারহিতা প্রেমসঙ্গতা মমতাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি 'ভক্তি' বলিয়াছেন। এস্থলে 'ভক্তি'র অর্থ 'প্রেম'। পরবর্তী শ্লোকে ইহা প্রদর্শিত হইতেছে।

"ভক্তিঃ প্রেমোচ্যতে ভীষ্মমুখৈর্যত্র তু সঙ্গতা।
মমতান্যমমত্বেন বর্জিতেত্যত্র যোজনা ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।৪।৩)

অন্যত্র মমতাবর্জিত অথচ শ্রীবিষ্ণুতে সঙ্গত যে মমতা, তৎস্বরূপা ভাবভক্তিকেই ভীষ্মপ্রমুখ মহাজনগণ 'প্রেম' আখ্যা দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই মমত্ববোধ একবার হৃদয়ে জাত হইলে অন্য বিষয়ের প্রতি মমতার লেশমাত্রও তথায় থাকে না এবং এই মমতা প্রেমরসে পরিপ্লুত থাকে।

শ্রীল রূপপাদের উপরোক্ত বাক্যে প্রেমের স্বরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্যমমতাকেই বুঝায়। তাঁহার প্রতি এই মমত্ববোধ অন্য কোন উদ্দেশ্যে না হইয়া কেবল তাঁহাকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যেই হওয়া বিধেয়। ভক্তহৃদয়ে একবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা জাত হইলে তাহার অন্য বস্তুর প্রতি মমতা স্বতঃই দূর হইয়া যায়। সে শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপে সুখী করিবে সেই চিন্তায় সর্বদা বিভোর থাকে। এইজন্য অন্য চিন্তা বা নিজসুখচিন্তা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না।

প্রেমলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা

কিপ্রকার সাধন করিলে এই প্রেম লাভ হইতে পারিবে, তাহা আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। প্রধান কথা হইল সাধনকালে সাধকের বাসনা। সাধন অপেক্ষা বাসনার গুরুত্ব অনেক বেশী। কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির মধ্যে কোন্ সাধনটি শ্রেষ্ঠ তাহা তৎ তৎ সাধকের বাসনা হইতেই জানা যাইবে। কর্মী ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগ কামনা করিয়া কর্ম করিয়া থাকে। জ্ঞানী ব্রহ্মসাযুজ্য কামনা করিয়া জ্ঞানসাধনে প্রবৃত্ত হয়। যোগী পরমাত্ম-সাযুজ্য কামনা করিয়া যোগ সাধন করিয়া থাকে। অবশ্য কর্মী, জ্ঞানী, যোগী—সকলেই নিজের বাঞ্ছিত ফললাভের উদ্দেশ্যেই ভক্তির আশ্রয় লইয়া থাকে। কারণ ভক্তির আশ্রয় ব্যতীত কর্মজ্ঞানযোগাদি সাধন সফল হইবে না। কিন্তু তাহারা ভক্তি করিলেও তাহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা না থাকায় তাহাদিগকে ভক্ত না বলিয়া কর্মী, জ্ঞানী বা যোগী বলা হয়। তাহাদের তথাকথিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিযাজনের ফলে প্রেমলাভের পরিবর্তে তত্তৎ কামনাই চরিতার্থ হয়। কিন্তু ভক্ত কোন লাভের আশা না রাখিয়া কেবল ইষ্টদেবকে সুখী করিবার বাসনা পোষণ করিয়াই ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে ইহাদের মধ্যে কাহার সাধন শ্রেষ্ঠ, তাহা জানা যায়। সাধনের শ্রেষ্ঠতা নির্ভর করিতেছে সাধকের স্বার্থত্যাগের উপরই। যে সাধক ইষ্টদেবের উদ্দেশ্যে যেপরিমাণ স্বার্থত্যাগ করে, তাহার সাধন সেই পরিমাণেই নিঃস্বার্থ এবং সেই সাধনের দ্বারা ইষ্টদেব সেই পরিমাণেই বশীভূত হন। স্বার্থত্যাগের কথা বিচার করিলে ভক্তিই সাধন হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কারণ ইহাতে সেব্যের উদ্দেশ্যে ভক্তের স্বার্থত্যাগ সর্বাধিক। সাধনকালে আপাততঃ সাধকের কিছু দোষদুর্বলতা থাকিলেও শ্রীভগবান্ কখনও তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবল তাহার অনির্বচনীয় স্বার্থত্যাগে অভিভূত হইয়া পড়েন। ফলে তাহার সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষালন করিয়া তিনি তাহাকে প্রেমভক্তি দান করেন।

এস্থানে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহা হইল কোন্ সাধনের ফল কে পাইতেছে? কর্মসাধনের ফল ঐহিক বা পারলৌকিক সুখরূপে কর্মী লাভ করিতেছে, জ্ঞানের ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ ফল জ্ঞানী লাভ করিতেছে ও যোগের পরমাত্মসাযুজ্যরূপ ফল যোগী লাভ করিতেছে; কিন্তু ভক্তির ফল ভক্ত লাভ করিতেছে না। ইহা শ্রীভগবান্ লাভ করিতেছেন। কারণ, ভক্তি করিবার পূর্বে 'শ্রীভগবানকে সুখী করিব'—এই বাসনা লইয়াই ভক্ত সাধনে প্রবৃত্ত হয়। সেই কারণে তাহার সাধনের ফল সে আত্মসাৎ করে না। তাহা শ্রীভগবানের নিকটই পৌঁছায়। শ্রীভগবান্ ত বাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি কর্মীকে তাহার বাঞ্ছিত ফল ইহ-পর-জগতের সুখ, জ্ঞানীকে তাহার ঈপ্সিত ফল ব্রহ্মসাযুজ্য ও যোগীকে তাহার বাঞ্ছিত ফল পরমাত্মসাযুজ্য দান করেন। কিন্তু ভক্তকে তাহার বাঞ্ছিত ফল দেওয়ার সময় অসুবিধায় পড়িয়া যান। কারণ ভক্তের কামনা হইল যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ যাজনের দ্বারা কেবল মাত্র শ্রীভগবানের সন্তোষবিধান। সুতরাং ভক্তের ভক্তিসাধনের ফলভোক্তা শ্রীবিষ্ণুই। ভক্ত ইহার ফলভাগী নহে।

"ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

(শ্রীভা: ৭।৫।২৪)

উক্ত শ্লোকের মর্ম হইল এই যে, ভক্তি কেবল শ্রীবিষ্ণুতে অর্পিত অর্থাৎ তাঁহার প্রীতিবিধান-নিমিত্তই পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। ইহাতে সাধকের নিজের জন্য কোন ফললাভের বাসনা থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপর্যুক্ত উক্তি হইতে জানা যায় যে, ভক্তিযাজনের ফল ভক্তের প্রতি উদ্দিষ্ট নহে, শ্রীভগবানের প্রতিই উদ্দিষ্ট। শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুসারে ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে গিয়া দেখেন যে, তাঁহার প্রতি উদ্দিষ্ট ভক্তির ফল ভক্ত লাভ করিবার পরিবর্তে তিনি নিজেই লাভ করিতেছেন। এস্থানে—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" (শ্রীগী: ৪।১১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ হইল। কারণ তিনি ভক্তকে তাহার প্রার্থিত ফল দিতে গিয়া নিজেই ইহা লাভ করিলেন। অপরদিকে শ্রীভগবান্ই ভক্তের ভক্তির ফল লাভ করিয়া সুখী হইতেছেন জানিয়া ভক্ত আনন্দে উল্লসিত হইতেছে। তজ্জন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি ভক্তের এইরূপ অচিন্ত্য স্বার্থত্যাগ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥" (শ্রীভা: ৯।৪।৬৩)

শ্রীভগবান্ দুর্বাসাকে বলিতেছেন—হে দ্বিজ! আমি ভক্তের অধীন। এজন্য আমার সত্যই যেন কোন স্বতন্ত্রতা নাই। মুক্তিপর্যন্ত বাসনারহিত ভক্তগণ আমার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্তের কথা দূরে থাকুক, ভক্তের প্রিয়জনগণও আমার প্রিয়। শ্রীভগবান্ কিরূপে ভক্তের প্রীতিতে বশীভূত, তাঁহার এই শ্রীমুখোক্তি তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ।

আহা! প্রভু দাসের নিঃস্বার্থ সেবায় বশীভূত হইয়া নিজেকে দাস হইতে হীন মনে করিতেছেন! কী অচিন্তনীয় সে অবস্থা! এই ভূমিকাকেই প্রেমভূমিকা বলা হয়। ভক্তের এই প্রেমেই শ্রীভগবান্ বাঁধা এবং শ্রীভগবানের প্রেমে ভক্তও বাঁধা। কেহ কাহাকে ছাড়িবার প্রশ্নই নাই। ভক্ত ও শ্রীভগবানের এই সম্পর্ক একদিন বা দুইদিনের জন্য নহে, নিত্য নবনবায়মানভাবে বর্তমান। এজন্য শ্রীভগবান্ নিজেই বলিতেছেন—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥"

(শ্রীভা: ৯।৪।৬৮)

অর্থাৎ সাধুগণ আমার হৃদয় ও আমি সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত কিছুই জানেন না এবং আমিও তাঁহাদের ব্যতীত অন্য কিছুই জানি না।

ভক্ত ও শ্রীভগবানের গাঢ়প্রেমযুক্ত সম্পর্কই ভক্তিসাধনের চরম ফল। ভক্ত স্বর্গ বা মোক্ষ আশা করে না। সে বলে—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥" (শিক্ষাষ্টক)

অর্থাৎ হে প্রভো! আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী কিম্বা কবিতা (পাণ্ডিত্য) কামনা করিতেছি না। জন্মে জন্মে তোমার শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী (ফলান্তরকামনারহিতা) ভক্তিই আমার লাভ হউক। ভক্তের এইপ্রকার প্রার্থনায় শ্রীভগবান্ মুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রেমধনে ধনী করেন।

সুতরাং শ্রীভগবানকে সুখী করিবার জন্য যে ভক্তি করা যায়, তাহাই প্রেমলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও সাধনে প্রেমলাভ হইতে পারে না।

শ্রীভগবানকে সুখী করিবার বাসনা জন্মিবে কিরূপে ?

শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলে প্রেম লাভ হয় বলিয়া আলোচনা করা হইল। শ্রীভগবানকে সুখী করিবার যে বাসনা তাহা আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হইবে কিরূপে? এসম্পর্কে প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীল জীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—"তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমাণা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি।" (শ্রীপ্রী: স: ৬৫ অনু:)

এই উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ সেই হ্লাদিনীশক্তির কোন এক সর্বানন্দাতিশায়িনী (সকল আনন্দকে অতিক্রমকারিণী) বৃত্তি শ্রীভগবানের দ্বারা ভক্তগণের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া ভগবৎপ্রীতি আখ্যা ধারণপূর্বক অবস্থান করিতেছে। এই প্রীতি অনুভব করিয়া শ্রীভগবান্ও ভক্তগণের প্রতি অতিশয় প্রীতিমান্ হইতেছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীভগবানের মধ্যে যে হ্লাদিনীশক্তি বিদ্যমান, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সর্বদা সকল জীবের হৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন। ভক্তিমাত্রকামনাপূর্বক ভক্তিযাজনের দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত নির্মল হইয়াছে, কেবল তাঁহাদের চিত্তেই এই হ্লাদিনীশক্তি অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত করাইয়া থাকেন।

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির ত্রিবিধ বৃত্তি; যথা—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। হ্লাদিনীর কার্য হইল সর্বতোমুখী চেষ্টাদ্বারা শ্রীভগবানের প্রীতিবিধান। তজ্জন্য এই বৃত্তি বা শক্তি শ্রীভগবানের হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক তাঁহাকে স্বরূপানন্দ উপলব্ধি করাইতেছেন। ব্রহ্মানন্দই এই স্বরূপানন্দ। ইহাতে শ্রীভগবানের আনন্দানুভূতি হইলেও আনন্দের চমৎকারিতা অনুভূত হয় না। তাঁহাকে এই আনন্দচমৎকারিতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বা আনন্দাতিশয্য উপলব্ধি করাইবার নিমিত্ত হ্লাদিনীশক্তি ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া ভক্তগণের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহাদের দ্বারা ভক্তি করাইয়া শ্রীভগবানকে আনন্দাতিশয্য উপভোগ করাইতেছেন।

যাঁহারা শ্রীভগবানের লীলাপরিকর, তাঁহারা সকলেই তাঁহার অংশ বা স্বাংশ। সুতরাং তাঁহাদের হৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তি আছেন এবং তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নানাবিধ সেবা করিয়া নিত্যকাল তাঁহার সুখবিধান করিতেছেন।

জীব পরমাত্মবৈভব অর্থাৎ পরমাত্মার দ্বারা সৃষ্ট শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ বা চিৎকণ। পরমাত্মা জীবশক্তিবিশিষ্ট ভগবৎ স্বরূপ হওয়ায় শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তাঁহাতে স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনীশক্তি নিষ্ক্রিয়। তজ্জন্য শ্রীপরমাত্মার প্রকটিত জীবহৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তি নাই। অতএব শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইবার বাসনা কদাপি জীবহৃদয়ে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর নহে অর্থাৎ জীব কখনও শুদ্ধভক্তি-যাজনের অধিকারী হইতে পারিবে না। স্বরূপতঃ জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস হইলেও অনাদিকাল হইতেই মায়াকবলিত হওয়ায় নিজসুখচিন্তায় বিভোর থাকিয়া সংসারদুঃখ ভোগ করিতেছে। জীবের এই দুঃখ দেখিয়া স্বভাবকরুণ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার হ্লাদিনীশক্তি সর্বদা জীবহৃদয়ে প্রবেশপূর্বক ভগবৎপ্রীতিরূপে পরিণত হইয়া তাঁহার সেবায় জীবকে নিযুক্ত করিতে ব্যগ্র। কিন্তু জীবহৃদয় রজস্তমোগুণের দ্বারা আবৃত থাকায় হ্লাদিনীশক্তি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না। এজন্য হ্লাদিনীশক্তির দূত সাধুগণকে শ্রীভগবান্ জীবোদ্ধার-নিমিত্ত এই জগতে পাঠাইতেছেন। সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবাৎ জীব এই সাধুগণের সংসর্গে আসিয়া যায়। তখন তাঁহাকে প্রণাম, শ্রদ্ধাসহকারে কোন দ্রব্য অর্পণ ও তাঁহার নিকট হইতে শ্রীভগবানের কথা শ্রবণের দ্বারা তাহার একটি ভক্ত্যুন্মুখ সংস্কার জাত হয়। ইহার ফলে পরবর্তিকালে তাহার স্বতঃ সাধুসঙ্গ করিবার বাসনা জাগে। ভগবদিচ্ছায় সে সাধুসঙ্গও পায়। তখন সে সাধুর শ্রীমুখ হইতে শ্রীভগবানের বীর্যবতী বাণী শ্রবণ করিয়া ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হয়। যত্নসহকারে সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহার হৃদয় রজস্তমোগুণ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। সেই অবস্থায় অনাদিকাল হইতে তাহার হৃদয়ে প্রবেশের নিমিত্ত অপেক্ষারত হ্লাদিনীশক্তি তাহাতে প্রবেশ করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি তাহার মমতা জাত করান। সাধনকালে জীব সাধুমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণদ্বারা শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইবার যে বাসনা পোষণ করিয়া থাকে, এই অবস্থায় তাহা ফলবতী হয় অর্থাৎ সে সত্য সত্য শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে আরম্ভ করে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বস্তুতঃ শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তির দূত সাধুগণের সঙ্গ ও কৃপার প্রভাবেই জীবহৃদয়ে শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইবার বাসনা জাগ্রত হয়, অন্যথা ইহা অসম্ভব। শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হওয়া অপ্রাকৃত হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ। সুতরাং এই ভাব অপ্রাকৃত। অথচ জীবের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত। সেই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বা মনের দ্বারা জীব কোন কালেই শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইতে পারিবে না। যদি কখনও প্রীতিযুক্ত হইবার অভিনয় করে, তখন তাহা স্বসুখবাসনাকে কেন্দ্র করিয়াই হয়। অতএব হ্লাদিনীশক্তির দূত মহতের কৃপাই জীবের শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইবার একমাত্র কারণ। ভক্তিসাধক মহৎকৃপা লাভ করিয়া কিরূপে শুদ্ধভক্তিযাজনের অধিকার লাভ করিবে, সেই উদ্দেশ্যে ব্যাকুল ক্রন্দন করিলেই এই অধিকার পাইতে পারিবে। মহৎকৃপা বিনা জীবের ভক্ত্যঙ্গযাজন পুণ্যকর্মে পরিণত হইয়া সংসারবন্ধনেরই কারণ হইয়া যাইবে। মহৎকৃপা-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত জীব অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় লাভ করিয়া অগ্নিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দহনশক্তি লাভের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিযুক্ত হইবার বাসনা লাভ করে।

সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল রামানন্দ রায় বলিতেছেন—

"কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥"

(শ্রীপদ্যাবলী ১৪)

কৃষ্ণভক্তিরসের দ্বারা ভাবিত অর্থাৎ সম্পূর্ণ জারিত মতি বা বুদ্ধি যদি কোথায়ও পাওয়া যায়, তবে স্বীয় লালসারূপ একমাত্র মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করিয়া লও। কারণ কোটিজন্মের সুকৃতিদ্বারাও ইহা লভ্য নহে।

এখানে 'যদি কুতোঽপি লভ্যতে' বাক্যাংশে 'কুতোঽপি' অর্থাৎ কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই 'স্থান' মহৎসঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

এই কথাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মহৎ হ্লাদিনীশক্তির দূত হওয়ায় তাঁহার হৃদয় হ্লাদিনীশক্তির বসতিস্থল। সুতরাং সেই মহতের কৃপাশক্তিসঞ্চারিত হইলেই জীব এই কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি লাভ করিতে পারে। মহৎ ব্যতীত এই বস্তু দান করিবার পাত্র আর দ্বিতীয় কেহই নাই। এস্থানে লালসা বা লোভই হইল একমাত্র মূল্য যাহার দ্বারা ইহাকে ক্রয় করা যাইতে পারে। অতএব প্রেমলাভেচ্ছু সাধকের মহৎকৃপা প্রতি লালসাযুক্ত হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেমের প্রকারভেদ

এই প্রেমের সম্পর্কে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উক্তি—"মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্তশ্চ কেবলশ্চেতি স দ্বিধা।" (শ্রীভ: র: সি: ১।৪।১১) অর্থাৎ প্রেমকে মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত ও কেবল এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাঁহারা বিধিমার্গ-অবলম্বনকারী, শেষপর্যন্ত তাঁহাদের চিত্তে ভগবৎমাহাত্ম্যের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিলে যে প্রেম লাভ করেন, তাহাকে মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম বলা যায়। আর যাঁহারা রাগমার্গের উপাসক, তাঁহাদের প্রেম কেবল বা ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্য।

"মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্‌বিধিমার্গানুসারিণাম্।
রাগানুগাশ্রিতানাস্তু প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।৪।১৪)

বৈধ ভক্তদের মধ্যে যাঁহাদের চিত্তে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, সিদ্ধাবস্থায় সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমন করেন। এই চতুর্বিধা মুক্তি আবার দুই প্রকার; যথা— (১) সুখৈশ্বর্যোত্তরা—যাহাতে ভক্তের চিত্তে বৈকুণ্ঠের সুখ ও ঐশ্বর্যের কামনা প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। শান্তরসের ভক্তগণ এই মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। (২) প্রেমসেবোত্তরা—যাহাতে ভক্তচিত্তে উপাস্যের সেবাকামনা প্রাধান্য লাভ করিলেও সালোক্যাদি মুক্তিলাভের বাসনা সম্পূর্ণ দূর না হইয়া গৌণভাবে কিছু কিছু থাকে। এখানে যে সেবাবাসনা তাহা প্রিয়ত্ববোধ হইতে উদ্রেক না হইয়া কর্তব্যবুদ্ধি হইতেই হইয়া থাকে।

"সুখৈশ্বর্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি।
সালোক্যাদির্দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।৫৬)

এই সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি সুখৈশ্বর্যোত্তরা ও প্রেমসেবোত্তরারূপে দ্বিবিধ! তন্মধ্যে প্রথমটি সেবারসিকগণের অভীষ্ট নহে।

"কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্যজুষ একান্তিনো হরৌ।
নৈবাঙ্গীকুর্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি॥
তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ।
যেষাং শ্রীশ-প্রসাদোঽপি মনো হর্তুং ন শক্নুয়াৎ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।২।৫৭-৫৮)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"উপলক্ষণত্বেন শ্রীদ্বারকানাথোঽপি শ্রীশঃ পরব্যোমাধিপঃ ॥"

(শ্রীল জীবগোস্বামিকৃতা টীকা)

কিন্তু একমাত্র প্রেমমাধুর্য আস্বাদনরত একান্তী ভক্তগণ কখনও পঞ্চবিধা মুক্তিকে অঙ্গীকার করেন না। সেই একান্তী ভক্তগণের মধ্যে আবার যাঁহাদের মন শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণ কিম্বা শ্রীদ্বারকানাথের অনুগ্রহও তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥"

(শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।৫৯)

সিদ্ধান্তদৃষ্টিতে শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে ভেদ না থাকিলেও প্রেমরূপ সর্বোত্তম রসকথা বিচার করিলে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপেরই উৎকর্ষ বিবেচিত হয়। ইহাই রসস্থিতি।

প্রেমভক্তির অনেক স্তর বা বৈচিত্র্য আছে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান ব্রজে ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্যা কেবলা প্রেমভক্তি; দ্বারকা ও মথুরায় ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা প্রেমভক্তি এবং বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্যজ্ঞানপ্রধানা প্রেমভক্তি। অবশ্য সকলপ্রকার প্রেমভক্তিতে সেব্যসেবকভাব পূর্ণরূপে বিরাজমান। সেবাবাসনার তারতম্যানুসারেই এই প্রেমভক্তির তারতম্য হইয়া থাকে। ঐশ্বর্যজ্ঞান বা মাহাত্ম্যজ্ঞান এবং স্বসুখবাসনাই সেবাবাসনার প্রতিবন্ধক। বৈকুণ্ঠের শান্তভক্তগণের চিত্তে ইষ্টদেবের প্রতি 'পরংব্রহ্ম ও পরমাত্মা' জ্ঞান প্রবল থাকে। 'পরংব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান প্রবীণ।' (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৭৭); অর্থাৎ ঐশ্বর্যজ্ঞানেরই প্রাধান্য থাকে। সুতরাং তাহাদের সেবাবাসনা এই ঐশ্বর্যজ্ঞানের দ্বারাই বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের মমতাবুদ্ধি জাত হইতে পারে না। "শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।" (শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৭৭)। এজন্য তাহাদের পক্ষে প্রাণখোলা সেবা সম্ভব হয় না। শ্রীদ্বারকায়ও মাধুর্যের সঙ্গে ঐশ্বর্যের মিশ্রণ রহিয়াছে। যখন ঐশ্বর্যজ্ঞান হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করে, তখন সেবাবাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ইহার প্রমাণ হইল শ্রীঅর্জুনের বিশ্বরূপদর্শন। তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার সখ্যপ্রেম সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমার মহিমা জানিতে না পারিয়া ভুলবশতঃ তোমাকে 'হে কৃষ্ণ!' 'হে যাদব!' 'হে সখা!' ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর। এইরূপ ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রভাবে অর্জুনের শুদ্ধ সখ্যপ্রেম বাধিত হইয়াছিল। তদ্রূপ কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরে শ্রীবসুদেব ও দেবকী তাঁহার ঐশ্বর্যে প্রভাবিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা তাঁহাদেরও শুদ্ধবাৎসল্যপ্রেম বাধিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরুক্মিণীদেবীকে পরিহাসছলে স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিতে নিজ অনাকাঙ্ক্ষা, সংসার প্রতি অনাসক্তি ও আত্মারামত্বের কথা বলিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ পাছে তাঁহাকে ত্যাগ করেন, এই ভয়ে শ্রীরুক্মিণীদেবীর মধুরপ্রেমও সঙ্কুচিত হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ ঐশ্বর্যজ্ঞানদ্বারা ব্রজের প্রেম বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হয় না। শ্রীযশোদা মাতাকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের মুখের মধ্যে চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেও তাঁহার সেই ঐশ্বর্য মাতার শুদ্ধবাৎসল্যপ্রেমকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। আবার গোপীগণকে তিনি চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণমূর্তি দেখাইলেও তাঁহাদের শুদ্ধমাধুর্যপ্রেম সঙ্কুচিত হয় নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, কেবল ব্রজেই ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন ও স্বসুখবাসনাশূন্য শুদ্ধপ্রেম বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন—

“গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য প্রবীণ॥
ঐশ্বর্যজ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য—কেবলার রীতি॥”

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ১৯।১৬৬-৬৭)

সেবাবাসনাভেদে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশ্যতার তারতম্য

সেবাবাসনা মুখ্যতঃ চারিপ্রকার; যথা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শ্রীকৃষ্ণ দাস্য-সেবাবাসনা হইতে দাস্যরস, সখ্য-সেবাবাসনা হইতে সখ্যরস, বাৎসল্য-সেবাবাসনা হইতে বাৎসল্যরস ও মধুর সেবাবাসনা হইতে মধুররস আস্বাদন করিয়া থাকেন। অবশ্য ভক্তহৃদয়ে এই সেবাবাসনার সঞ্চার হ্লাদিনীশক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে। ইহাতে জীবের কোন কৃতিত্ব নাই। কারণ এই চারিপ্রকার সেবাবাসনা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত এবং ইহা হ্লাদিনীশক্তিরই নিজস্ব।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এই সেবাবাসনাও তিনপ্রকার, যথা—ঐশ্বর্য-জ্ঞানপ্রধানা, ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ও ঐশ্বর্যজ্ঞানহীনা। বৈকুণ্ঠে ইহা ঐশ্বর্যজ্ঞানপ্রধানা, দ্বারকায় ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা ও ব্রজে ঐশ্বর্যজ্ঞানহীনা—কেবলা।

বৈকুণ্ঠে শান্তরসের অবস্থিতির কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতার গন্ধলেশ না থাকায় তাহার উল্লেখ এখানে করা হইল না। শান্ত ব্যতীত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি রস বৈকুণ্ঠে থাকিলেও তাহা ঐশ্বর্যের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বারকা ও মথুরায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর— এই চারিপ্রকার সেবাবাসনা ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্রা।

ব্রজে কিন্তু এই চারিপ্রকার সেবাবাসনা ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্যা—কেবলা। এস্থানে দাস্যরসের সেবক শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু বিচারে সেবা করিলেও তাহার সেবার দ্বারা সে কিরূপে তাঁহাকে সর্বতোভাবে সুখী করিবে, সেই বাসনাই তাহার হৃদয়ে প্রবল থাকে। স্বসুখবাসনার লেশমাত্রও সেস্থানে নাই। তাহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রভুজ্ঞান থাকায় সে তাহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার সেবা করিতে পারে না। সেবা করিবার নিমিত্ত সে সর্বদা তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করে। এই সেবায় তাহার কিছুটা সঙ্কোচ থাকায় এইরূপ সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তত উল্লাস হয় না।

সখ্যরসেও শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্যময়ী সেবাবাসনা আছে। কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সুখের উদ্দেশ্যে তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত দাস্যরসের সেবার ন্যায় সকল সময় তাঁহার আদেশের অপেক্ষা থাকে না। সুবল, মধুমঙ্গলাদি সখাগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করেন বা বনের পুষ্পপত্রাদির দ্বারা পরস্পরকে সাজান, তখন তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈশ্বরজ্ঞান থাকে না। অন্য বালকগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও একজন খেলার সাথী, তাঁহাদের সঙ্গে সমান—এই চেতনাই তাহাদের সর্বদা জাগ্রত থাকে। কোন কোন সময়ে খেলার নিয়মানুসারে আবশ্যক হইলে সখা শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়িয়া গাছ হইতে ফল পাড়ে, সেই ফল নিজে চাখিয়া তাহার মধ্যে যেটি সুস্বাদু বলিয়া অনুভব করে, সেই ফলটি উচ্ছিষ্ট হইলেও নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া বলে—"হে সখা কানু! লও, এ ফলটি খুবই মিষ্টি। এটা খেয়ে দেখ তো, তোমায় কেমন লাগে?" এস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের উচ্ছিষ্ট দিতে সখার চিত্তে বিন্দুমাত্রও ভয় নাই। "মিষ্টি ফলটি খাইলে শ্রীকৃষ্ণ কতই না খুশী হইবে"—এই চিন্তায় সে এতই বিভোর যে, সে তাঁহাকে নিজের উচ্ছিষ্ট খাইতে দিতেছে এই চিন্তাই তাহার নাই। এদিকে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রতি সখার প্রীতি দেখিয়া তাহাতে বিহ্বল হইয়া তাহার অধীন হইয়া যাইতেছেন। সখ্যরসে সখাগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সাম্যভাব থাকে। নিজের প্রতি লঘুজ্ঞান বা তাঁহার প্রতি গুরুজ্ঞান থাকে না।

এখন বাৎসল্যরসের কথা বিচার করা যাউক। ইহাতে দাস্যরসের দাস্যময়ী সেবাবাসনা ও সখ্যরসের সখ্যময়ী সেবাবাসনার সঙ্গে সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণ আমার একটি অসহায় শিশু, আমি ইহার লালন-পালন না করিলে আর কে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিবে ?'—এইরূপ বাৎসল্যময়ী সেবাবাসনাও বাৎসল্যরসের মুখ্য পরিপোষক শ্রীনন্দ-যশোদার নিকট প্রবলমাত্রায় থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের দুইজনের পুত্র, এই ধারণা তাঁহাদের অনাদিসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণেরও নন্দ-যশোদার প্রতি নিজের পিতামাতা ধারণা অনাদিসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্যরস আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে স্বরূপশক্তি এইপ্রকার ধারণা উভয়ের মনে সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন সময় শ্রীনন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"গোপাল! আমার পাদুকা দুটি নিয়ে এস দেখি।" গোপাল পিতার আদেশ পালন করিয়া নিজের মস্তকে পাদুকা দুইটি রাখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া চলিয়া পিতার নিকট যাইতেছেন। আহা! কি অপূর্ব সে দৃশ্য! কি অদ্ভুত তাঁহার ভক্তবশ্যতা!! কেবল তাহাই নয়, গোপালের দুষ্টামি দেখিলে যশোদা-মা লাঠি ধরিয়া তাঁহাকে মারিতে যাইতেছেন। গোপাল সত্যই যেন মাতার তাড়নার ভয়ে ভীত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়াইয়া পালাইতেছেন। স্বয়ং ভয় যাঁহাকে ভয় করে, তিনি আবার মায়ের মারের ভয়ে ভীত! এই চমৎকার দৃশ্যটি শ্রীসত্যব্রত ঋষি শ্রীদামোদরাষ্টকে বর্ণন করিয়াছেন—

"রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃশ্বাসকম্পত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-স্থিতগ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্॥"

যিনি মাতার তাড়নার ভয়ে ক্রন্দন করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ করকমলযুগদ্বারা নেত্রদ্বয় মার্জন করিতে করিতে সভয়দৃষ্টিতে অবস্থান করিতেছেন। নিরন্তর দীর্ঘশ্বাস ও ত্রিরেখাযুক্ত যাঁহার কণ্ঠদেশে গ্রীবাভূষণ (স্বর্ণপদকাদি) শোভা পাইতেছে, ভক্তির দ্বারা বদ্ধ সেই দামোদরকে আমি নমস্কার করিতেছি।

এখানে দেখা যাইতেছে, সত্যই যেন মাতার তাড়নার ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত শিশুর ন্যায় ভীতত্রস্ত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহার এই ভীতি প্রাকৃত বালকের ভীতির তুল্য নহে। ইহা তাঁহার ভক্তবশ্যতারই পরিপ্রকাশ। ভক্তকে নিমিত্ত করিয়া বাৎসল্যরস আস্বাদন করিবার মানসে লীলাময়ের এই লীলা সৃষ্টি। এই লীলা অপ্রাকৃত; লীলাময়ের দ্বারা আস্বাদিত বাৎসল্যরসও অপ্রাকৃত এবং এই রসের আশ্রয় ও বিষয় সমস্তই অপ্রাকৃত। প্রাকৃতত্বের গন্ধলেশও এখানে নাই।

মধুর রসে নিজের সর্বাঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের তীব্র বাসনাই ভক্তহৃদয়ে সতত বিদ্যমান থাকে। এই সেবাবাসনা এত প্রবলা যে, সতত নিজের অঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াও ভক্ত চরম অতৃপ্তি অনুভব করে। এই রসের সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্র শ্রীমতী রাধিকা এবং তাঁহার অনুগা ব্রজের গোপীগণ। এস্থলেও মধুররস-আস্বাদনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করিতে যোগমায়া-কর্তৃক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে কান্তভাবের এবং গোপীগণের হৃদয়ে কান্তাভাবের সৃষ্টি। ইঁহাদিগের এই ভাবও অনাদিসিদ্ধ।

পূর্বে যে দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রীতি, তাহা 'সম্বন্ধানুগা'। এমন কি দ্বারকায় মহিষীগণের প্রীতিও সম্বন্ধানুগা। কারণ দাস্যরসের সেবকগণের শ্রীকৃষ্ণে প্রভুজ্ঞান ও আপনাকে সেবকজ্ঞান, সখাগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখাজ্ঞান, নন্দ-যশোদার তাঁহার প্রতি পুত্রজ্ঞান ও রুক্মিণ্যাদির তাঁহার প্রতি (বিবাহিত) পতিজ্ঞান থাকে। এইসব স্থলে শ্রীকৃষ্ণে প্রথমে সম্বন্ধজ্ঞান থাকে এবং পরে সেই সম্বন্ধজ্ঞানকে কেন্দ্র করিয়া তদনুযায়ী সেবাবাসনার উদয় হয়। গোপীগণের ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক বিপরীত। তাঁহারা নিজের অঙ্গ দান করিয়া প্রাণকান্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্রতী হইলেও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহাদের কোনওরূপ বৈবাহিক সম্বন্ধ হয় নাই। কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের সেবাবাসনার উদ্ভব। সুতরাং এস্থলে সেবাবাসনাই সর্বপ্রথম। কোন সম্বন্ধজ্ঞানের প্রশ্নই এস্থানে নাই। তজ্জন্য গোপীগণের প্রীতিকে 'কামানুগা' বলা হয়। গোপীগণের এই **'কাম', 'প্রেম'** নামেই খ্যাত। কারণ গোপীগণের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্রও নাই। সত্যই যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবাঞ্ছা গোপীরূপে মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি অলীক বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। কারণ গোপীগণ নিজাঙ্গ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা করেন, তাহার অনুরূপ ফল দিতে যাওয়ার সময় উহা তাঁহাদের নিকট না পৌঁছাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটই পৌঁছায়। কারণ শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার বাসনাই তাঁহাদিগকে সেবায় প্রবৃত্ত করাইতেছে। সেই হেতু সেবার ফল তাঁহারা না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণই সম্পূর্ণরূপে পাইতেছেন। এইরূপ অনন্যসাধারণ ও অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমে অভিভূত হইয়া মনে মনে নিজেকে চির অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী বলিয়া অভিমান করিতেছেন। স্বয়ংরূপ, অজিত, সর্বশক্তিমান্, কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থঃ শ্রীকৃষ্ণের এ কি অবস্থা! ভক্তপ্রেম আস্বাদন করিতে গিয়া ভক্তের অনাবিল নিঃস্বার্থপ্রেমে তাঁহার কি বিহ্বলতা! তিনি যে স্বয়ং ভগবান্—এই জ্ঞানও তাঁহার তিরোহিত হইয়াছে। ধন্য ব্রজগোপরমণী! ধন্য তোমাদের শ্রীকৃষ্ণবশীকরণবিদ্যা! ধন্য ভক্তবৎসল ভক্তপ্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণ! এই স্থানেই সেব্য-সেবকভাবের একীভূত অবস্থা। কি চমৎকার সে অবস্থা! এই অদ্ভুত প্রেমময় অবস্থার কথা প্রাকৃত জীবের বুদ্ধির অগোচর। ব্রজগোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণসেবা কিরূপ সর্বতোভাবে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বসুখবাসনাগন্ধলেশশূন্য এবং শ্রীকৃষ্ণসুখৈকনিষ্ঠ তাহা নিম্ন বর্ণনা হইতে জানা যাইবে।

এক সময় শ্রীরাধারাণীকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি ঘোর ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহার নিকট গেলেন না এবং কোন সখী শ্রীরাধারাণীর বিরহ-বেদনার কথা বলিলেও সেদিকে কর্ণপাতও করিলেন না, শ্রীরাধারাণীর সখীগণের নিকট হইতে তাঁহার কোন সংবাদও নিলেন না এবং নিজে শ্রীরাধার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেও বাহিরে কিছু প্রকাশও করিলেন না। এদিকে শ্রীরাধা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত অধীরা হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, এই চিন্তায় তিনি ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন। সখীগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "হে রাধে! তুমি এইরূপ ব্যথিত হইতেছ কেন? শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি যেরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছেন, তুমিও তাঁহার প্রতি সেইরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ কর। তাঁহার নিকট কোন দূতীকে পাঠাইও না এবং তাঁহার বিরহে তুমি যে কাতর হইয়াছ, তাহাও বাহিরে প্রকাশ করিও না। তাহা হইলে দেখিবে, শ্রীকৃষ্ণ বাধ্য হইয়া তোমার নিকট আসিবেন।"

ইহার উত্তরে শ্রীরাধারাণী যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীল স্বরূপ দামোদর ও শ্রীল রায় রামানন্দের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপোক্তিতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

(শিক্ষাষ্টকের ৮ম শ্লোক)

আমি কৃষ্ণপদ-দাসী, তেঁহো রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন, জারেন আমার তনুমন,
তভু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥
ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা-সভারে দেন পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট, সকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তেহোঁ মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য ॥"

(শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ২০।৩৯-৪৩)

গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধারাণীর উক্তি—"হে সখি! আমি শ্রীকৃষ্ণের পদদাসী। তিনি আমাকে আলিঙ্গনের দ্বারা বক্ষস্থলে চাপিয়া ধরুন অথবা দর্শন না দিয়া মর্মাহতই করুন কিম্বা যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেহ নহে। আমাকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ অন্য নারীগণকে দুঃখ দিয়া তাহাদের সম্মুখে আমার সঙ্গে ক্রীড়া করুন কিম্বা আমাকে দুঃখ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমার সম্মুখে অন্য নারীগণের সঙ্গে ক্রীড়ারত থাকুন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন না কেন, তিনি আমারই প্রাণনাথ এবং কেবল তাঁহার সুখই আমার একান্ত কাম্য। আমি কখনও নিজ সুখবাঞ্ছা করিব না। তিনি আমাকে সুখী করুন বা দুঃখই দিন, আমার দেহ, মন ও প্রাণের সমস্ত চেষ্টা কেবল তাঁহার সুখবিধানের উদ্দেশ্যেই সমর্পিত। আমাকে দুঃখ দিয়া যদি তাঁহার সুখ হয়, তবে তিনি আমায় দুঃখই দিন,—ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। ইহাকে আমি পরম সুখ বলিয়া মনে করিব।"

সাধু সাবধান! এস্থানে যেসব বিষয় বর্ণিত হইল, তাহা কাম নহে—প্রেম। কাম—স্বসুখতাৎপর্যময় ও প্রেম—ইষ্টসুখতাৎপর্যময়। কাম প্রাকৃত, প্রেম অপ্রাকৃত। সাধনপ্রভাবে হৃদয় শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল না হইলে শ্রীরাধারাণীর এই প্রেম কি বস্তু তাহা বোধগম্য হইবে না। লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরে স্ত্রী দর্শন দূরে থাকুক, স্ত্রীর নাম পর্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। "স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে। শ্রবণো না করিল-বিদিত সংসারে ॥" (শ্রীচৈ: ভা: আদি ১২।২৯)

তিনি নিজে ও তদনুগ স্ত্রীসম্পর্কবর্জিত গোস্বামিবর্গ যে গোপীপ্রেমের উপাসক, তাহা কখনও প্রাকৃত হইতে পারে কী? সুতরাং যাঁহার হৃদয় স্বসুখবাসনারূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মলনির্মুক্ত কেবল তিনিই এই সুনির্মল গোপীপ্রেম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। শ্রীভাগবতধর্মের এই যে নিগূঢ় তত্ত্ব এস্থানে বর্ণিত হইল, তাহা সাধনসার ও সাধ্যসার। পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ নিজে শ্রীগৌররূপে এই নিগূঢ়প্রেমতত্ত্বের সন্ধান দিয়াছেন। যাঁহারা মহাসৌভাগ্যবান্ কেবল তাঁহারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত এই প্রেমরসার্ণবে অবগাহন করিতে পারিবেন। এস্থানে যাহা কিছু বর্ণিত হইল তাহা কেবল পাঠ্য নহে, অনুভবগম্য। অনুভব করিতে না পারিলে ইহা পাঠ করা নিরর্থক। যিনি অনুভব করিতে পারিবেন, তিনি ইহার পঠনে সর্বদাই যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসার্ণবে নিমজ্জিত থাকিবেন, ইহা ধ্রুব সত্য। তখন মায়া তাঁহাকে কবলিত করা দূরে থাকুক, তাহার কেশস্পর্শও করিতে পারিবে না। এই প্রেমরস একান্ত অপ্রাকৃত। প্রাকৃত মস্তিষ্কের দ্বারা ইহা কখনও গ্রাহ্য নহে। প্রেমরস-রসিক মহতের কৃপাপ্রাপ্ত অপ্রাকৃত হৃদয়বান্ সাধকের দ্বারাই ইহা অনুভবনীয়। অতএব এতাদৃশ মহতের কৃপালাভের আশায় ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে পারিলেই এইসব গূঢ়তত্ত্ব অনুভূত হইতে পারিবে। ইহা না করিয়া যিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা নিজের শক্তিতে এইসকল তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি তো কদাপি জানিতে পারিবেন না, বরং চিরকালের জন্য তাহা হইতে বঞ্চিতই থাকিবেন। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ৯।১৭৯) — এই অনুভবসিদ্ধ মহাজন বাণীই তাহার প্রমাণ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর এই উক্তি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই উপলব্ধি যাহার কাম্য তাহাকে **অনুক্ষণ মহৎকৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে হইবে। ক্রন্দনই তাহার সাধনের প্রাণ।**

প্রেমের লক্ষণ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতে জাতপ্রেম ভক্তের লক্ষণ জানা যায়।

"এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন।"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ২।৪৫)

শীতল ইক্ষু অপেক্ষা তপ্ত ইক্ষুর স্বাদ আরও অধিক। এজন্য তপ্ত ইক্ষু চর্বণকালে উষ্ণতাবশতঃ মুখে রাখা কষ্টকর হইলেও তাহার মধুরতাহেতু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুখ হইতে বাহির করিতে ইচ্ছা হয় না। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমও ঠিক সেইরূপ। যাহার হৃদয়ে এই প্রেমের উদয় হইয়াছে, সে বাহিরে শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিষজ্বালার ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেও অন্তরে তাঁহার স্মৃতি হেতু এরূপ অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করে যে, তাহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এসম্পর্কে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর উক্তি—

"পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতা-গর্বস্য নির্বাসনো।
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-সংকোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি ! নন্দনন্দনপরো জাগর্তি যস্যান্তরে।
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥"

(বিদগ্ধমাধব ২।১৮)

শ্রীপৌর্ণমাসী দেবী শ্রীনান্দীমুখী সখীকে বলিতেছেন—হে সুন্দরি ! শ্রীনন্দনন্দনের প্রেম যাহার অন্তরে জাগ্রত হয় সেই ব্যক্তিই সে প্রেমের বক্র অথচ মধুর বিক্রম স্পষ্টরূপে জানিতে পারে। এই প্রেম পীড়ার দ্বারা নূতন কালকূটবিষের কটুত্বরূপ গর্বকে নির্বাসিত করে; আবার এই প্রেমের আনন্দ-ধারা ক্ষরিত হইলে ইহা অমৃতের মাধুর্যজনিত অহংকারকেও সঙ্কুচিত করিয়া দেয়।

ইহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে যে পরিমাণ দুঃখানুভব সেই পরিমাণ সুখানুভবও আছে। অবশ্য এই দুঃখানুভব ও সুখানুভব উভয় অপ্রাকৃত—হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ। প্রেমিক ভক্ত সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলেও প্রেমের স্বভাববশতঃ 'আমি তাঁহার সেবা করিতে পারিতেছি না' বলিয়া তীব্র জ্বালা বোধ করে। এই জ্বালার তুলনায় কালকূটবিষের জ্বালাও অতি তুচ্ছ। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি হেতু চিত্তে যে অপূর্ব আনন্দ-উল্লাস জন্মে অমৃতের মাধুর্যও তাহার তুলনায় তুচ্ছ বোধ হয়। অর্থাৎ এই প্রেম যতই দুঃখদায়ক ততই সুখদায়ক। ইহা কেবল অনুভবিমাত্রেই জানিতে পারিবেন। অন্যসকলের পক্ষে ইহা দুর্জ্ঞেয়। এমতাবস্থায় ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা উদিত হওয়া কোনকালে সম্ভবপর কী ?

প্রেমই ভক্তিলতার পরিপক্ক ফল

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপজিয়া বাড়ে লতা—ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল॥
* * * *
প্রেমফল পাকি পড়ে,—মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ১৯।১৩৩-৩৭, ১৪৪-৪৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরোক্ত উক্তির সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। অনাদি কাল হইতে ভগবদ্‌বহির্মুখ জীব মায়াগ্রস্ত হইয়া এই চতুর্দ্দশ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছে। এদিকে বহির্মুখ জীবের মঙ্গল বিধান-নিমিত্ত ভগবদিচ্ছাক্রমে তাঁহার নিজজন সাধুগণও এজগতে বিচরণ করিতেছেন। সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দৈবাৎ জীব উক্ত সাধুগণের সংসর্গ লাভ করিয়া থাকে। ইহা প্রাথমিক সাধু-সংসর্গ। ইহার ফলে জীবের এক ভক্ত্যুন্মুখ সংস্কার জাত হয় এবং এই সংস্কারের ফলে তাহার পুনর্বার সাধুসঙ্গ করিতে ইচ্ছা হয়। তখন ভগবদিচ্ছাক্রমে তাহার এই সাধুসঙ্গের সুযোগও পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয়বার সাধুসঙ্গে জীব শ্রদ্ধাসহকারে সাধুর উপদেশ শ্রবণ করে এবং তদনুযায়ী আচরণও করে। সাধুগণ শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তির দূত। জীবহৃদয়ে ভক্তিলতাবীজ বপন করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের সংসার-ভ্রমণ।

এখন এই ভক্তিলতাবীজ কী, সে বিষয়ে জানা আবশ্যক। ভক্তি বলিতে সেবাকেই বুঝায়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেবায় সেব্যের সুখানুসন্ধান অনিবার্য। যেখানে সেব্যের সুখানুসন্ধান নাই, অথচ সেবা চলিতেছে, সেখানে উহা সেবার অভিনয়মাত্র, শুদ্ধ সেবা নহে। জীব অনাদিকাল হইতে ভগবদ্‌বহির্মুখ হইয়াছে। শাস্ত্র তাহার এই বহির্মুখতা-ব্যাধির নিদানচিকিৎসাস্বরূপ অনুক্ষণ শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির উপদেশ দিয়াছেন।

"স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" (শ্রীভ: র: সি: ১।২।৮)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ সর্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হইবে। কদাপি তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। বেদাদিশাস্ত্রোক্ত যাবতীয় বিধি ও নিষেধ এই মূল বিধি ও মূল নিষেধেরই অনুগত।

এস্থানে দেখা গেল যে, অনুক্ষণ শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিই সাধনের মূল মন্ত্র। সুতরাং যে সাধনে হৃদয়ে অনুক্ষণ শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি জাগ্রত হয়, সেই সাধনই আমাদের গ্রাহ্য এবং শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিবিঘাতক যাবতীয় সাধন ত্যাজ্য। অবশ্য যেকোন প্রকারে বিষ্ণুস্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত হইলে তদ্দ্বারা সংসার-বিধ্বংসরূপ ফল পাওয়া যাইবে। এসম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিতেছেন—"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" (শ্রীভা: ৭।১।৩১)। অতএব যেকোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মনকে নিবিষ্ট করা উচিত। কিন্তু ভক্তিকামীর পক্ষে এই বিচার গ্রহণীয় নহে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীবিষ্ণুর প্রীত্যর্থে যে স্মরণ, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ তাহাতে সাধক নিজের সকল স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া স্বীয় ইষ্টদেবের প্রীতিবিধানের জন্য সতত ব্যাকুল হইতে থাকে। সাধকের এই অনন্যসাধারণ স্বার্থত্যাগে বিস্মিত হইয়া ইষ্টদেব তাহার বশীভূত হইয়া যান। এই প্রসঙ্গে "সেবাবাসনাভেদে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবশ্যতার তারতম্য" (পৃ. ৩২৮) অনুচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রজগোপীগণের প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥"
(শ্রীভা: ১০।৩২।২২)

অর্থাৎ আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ তাহা বিশুদ্ধ প্রেমময়, যেহেতু তাহাতে তোমাদের স্বসুখবাসনার লেশমাত্রও নাই। তোমরা অচ্ছেদ্য গৃহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমার যে ভজন করিয়াছ, আমি দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ু হইলেও তোমাদের সেই নিঃস্বার্থ ভজনের প্রত্যুপকার করিতে পারিব না। অতএব তোমাদের নিজসাধুকার্যদ্বারাই তোমাদের প্রত্যুপকার হউক। এই সাধুকার্যের প্রতিদান দিতে না পারিয়া আমি তোমাদের নিকট ঋণী হইয়া রহিলাম। যে সাধনে ভক্তের সেবার দ্বারা শ্রীভগবান্ বশীভূত হইয়া ভক্তের অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী বলিয়া নিজেকে অনুভব করিতেছেন, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট সাধন আর কী থাকিতে পারে? পূর্বোক্ত ইষ্টসুখচিন্তাই এই সাধনের প্রাণ। এইজন্য শ্রীগৌরহরি এই ইষ্টসুখচিন্তাকে 'ভক্তিলতাবীজ' বলিয়াছেন। অতএব ভক্তিযাজনের সময় ইষ্টসুখচিন্তা হৃদয়ে অবশ্য থাকা উচিত; অন্যথা ইহা উত্তমা ভক্তি-পদবাচ্য হইবে না। এসম্পর্কে শ্রীল রূপপাদের উক্তি—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

(শ্রীভ: র: সি: ১।১।১১)

অর্থাৎ অন্য-অভিলাষবর্জিত, জ্ঞান ও কর্মাদির দ্বারা অনাবৃত, অনুকূল শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকে উত্তমা ভক্তি বলা হয়।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, ভক্তিসাধক ভক্তিযাজনের সময় ইষ্টদেবের সুখবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিবে না। "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং" এই বাক্যাংশের ইহাই তাৎপর্য। শ্রীকৃষ্ণের সুখের আনুকূল্যেই তাঁহার অনুশীলন বা সেবা বিধেয়।

অতএব শ্রবণকীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধন করিবার সময় অন্তরে ইষ্টদেবের প্রীতিকামনা পোষণ করাই ভক্তিসাধকের সর্বাদৌ প্রয়োজন। যাঁহারা ভক্তমহৎ, তাঁহাদের হৃদয় সতত শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তায় নিমগ্ন থাকে। তাঁহারা এই জগতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জীব তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিলে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ ॥" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ১৯।১৩৩)

সর্বদা এইরূপ স্মৃতিযুক্ত হইয়া সাধন করিতে করিতে জীব ক্রমশঃ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া গোলোকবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্য সেবালাভে ধন্য হয়। তথায়ও সে শ্রীকৃষ্ণের এই সুখকরী সেবা হইতে নিবৃত্ত হয় না। কারণ এই সেবার দ্বারা ইষ্টদেব সুখী হইতেছেন অনুভব করিয়া সে এত আনন্দ পায় যে তাহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এইরূপ সাধনের ফলে ক্রমশঃ ভক্তিসাধকের শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রীতি দৃঢ়া হয়। **শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই দৃঢ়প্রীতিকেই প্রেম বলা হয়।** সাধক সাধনের প্রারম্ভে তাহার গুণীভূত কর্মমিশ্র ভূমিকায় এই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভক্তিতে (কর্মমিশ্রা ভক্তি বা কর্মার্পণে) প্রবৃত্ত হইলেও এই প্রীতিবাসনা তাহার গুণাত্মক মন হইতে উদিত হওয়ায় গুণাত্মকই হইয়া থাকে। এই গুণাত্মিকা বাসনার উপর ভগবৎপ্রীণন (ভগবৎপ্রীতি) আরোপ করিলেও তাহা 'প্রীণন' না হইয়া 'প্রীণনাভাস' হইয়া থাকে বলিয়া শ্রীল জীবপাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (শ্রীভ: স: ২২৪ অনু:)। কিন্তু প্রীণনচিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কর্মার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাসহকারে মহতের পরিচর্যারূপা ও প্রসঙ্গরূপা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেবা করিলে ক্রমশঃ তাঁহার কৃপায় সাধকের গুণীভূত অবস্থা দূর হয় এবং তাহার ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রাকৃত হইয়া যায়। সেই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় বা মনে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা স্বাভাবিকী হইয়া পড়ে এবং আহার-বিহার-শয়ন-স্বপনাদিতেও সর্বক্ষণ এই চিন্তা তাহাকে কবলিত করিয়া রাখে। সেই অবস্থায় সে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অনুক্ষণ রত থাকিলেও প্রীতির স্বভাববশতঃ কিছুই সেবা করিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহার সর্বক্ষণ তীব্র অভাববোধ হয়। এই অভাববোধের বশবর্তী হইয়া সে অনুক্ষণ নিত্যনবনবায়মানভাবে ইষ্টদেবের সেবায় তৎপর হয়। এই সেবায় সাধকের তৃপ্তির অবকাশ নাই। নিরন্তর অতৃপ্তি এবং সেই অতৃপ্তিজনিত তীব্রজ্বালাবোধের ভিতরেও অপূর্ব আনন্দানুভব হইয়া থাকে। এইরূপে মহৎপ্রদত্ত ইষ্টসুখবাঞ্ছারূপ 'ভক্তিলতাবীজ' ক্রমশঃ ভক্তিলতায় পরিণত হয় এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ ফল ফলে। ইহা ভক্তমালী নিত্যকাল আস্বাদন করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করে। ভক্তমহৎই কৃপাপূর্বক সাধকহৃদয়ে এই ভক্তিলতাবীজ (শ্রীকৃষ্ণসুখবাসনা) বপন করিয়া দেন এবং তাঁহার কৃপাপুষ্ট সাধনের দ্বারাই এই শ্রীকৃষ্ণসুখবাসনা ক্রমশঃ বর্ধিতা হইয়া পরিণামে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমে পরিণত হইয়া থাকে। সুতরাং নিষ্কপটভাবে মহতের আশ্রয়ে সাধন করিলে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরূপ ভক্তিলতার পরিপক্ক ফল লাভ সুনিশ্চিত। ইহাই সাধ্যসার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তি ও ভক্তিবাসনা

ভক্তি ও ভক্তিবাসনার সংজ্ঞা

'ভক্তি' বলিতে সেবাকে বুঝায়। এই ভক্তির দুইটি লক্ষণ; যথা—(১) শ্রবণকীর্তনাদি অনুষ্ঠানরূপ—বাহিরে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ঠান, (২) অপ্রাকৃত মানসভাবরূপ—শ্রবণ-কীর্তনাদির অনুষ্ঠানের সহিত ইহা 'শ্রীকৃষ্ণের কার্য এবং তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইতেছে' এইরূপ ভাবনা। ইহাতে প্রথম লক্ষণটি হইল অনুষ্ঠানপ্রধান এবং দ্বিতীয় লক্ষণটি হইল ভাবপ্রধান। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকামনারূপ এই ভাবকেই **'ভক্তিবাসনা'** বলা হয়।

ভক্তি ও ভক্তিযোগ

অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তা পোষণ না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভক্তির অনুষ্ঠান করা হইলে উহাকে **'ভক্তি'** বলা যাইতে পারে, যেহেতু ইহাতে ভক্তির বাহ্য আকার রহিয়াছে। কিন্তু ইহা **'ভক্তিযোগ'** পদবাচ্য হইবে না। কারণ উক্ত ভক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তাহার ফল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয় নাই। যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-অন্বেষণের দ্বারা তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইবার বাসনা ভক্তির প্রবর্তক হয়, সেই স্থলেই তাহাকে **'ভক্তিযোগ'** বলা হয়। কারণ উক্ত ভক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান-চিন্তার দ্বারা তাঁহার সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া যাইতেছে। কেবল ঐকান্তিক ভক্তগণই এই ভক্তিযোগের আশ্রয় লইয়া থাকেন। কিন্তু কর্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানবাঞ্ছার পরিবর্তে তাহাদের নিজের স্বার্থসিদ্ধিবাঞ্ছাই এই ভক্তির প্রবর্তক হওয়ায় তাহাদিগকে ভক্ত না বলিয়া কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীই বলা হয়। ভক্তির আশ্রয় বিনা তাহাদের সাধন স্ব-স্ব উদ্দিষ্ট ফল দিতে পারে না বলিয়া তাহারা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহাদের সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে স্ব-স্ব-বাসনাসিদ্ধি এবং সেই বাসনাসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাহারা ভক্তিযাজনে প্রয়াসী। তজ্জন্য ভক্তির আশ্রয় তাহাদের পক্ষে গৌণই হইয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উত্তমা ভক্তির সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে গিয়া শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

(শ্রীভ: র: সি ১।১।১১)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ইহার ভাবার্থ নিম্নমতে করিয়াছেন—

"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ১৯।১৪৮-৪৯)

'অন্য বাঞ্ছা' বলিতে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সুখী করিবার বাসনা ব্যতীত ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি যাবতীয় বাসনা। 'অন্য পূজা'র অর্থ নিজের কামনাপূরণ উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবদেবীর পূজা। 'আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন' অর্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়দ্বারা ভক্ত্যঙ্গযাজন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উপর্যুক্ত উক্তির মর্ম এই যে, শুদ্ধভক্ত অন্যবাঞ্ছা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসুখেতর বাঞ্ছা ত্যাগ করিবে, নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্য দেবদেবীর পূজাও ত্যাগ করিবে এবং কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিবে। এইপ্রকার ভক্তিই শুদ্ধভক্তি বা 'ভক্তিযোগ'পদবাচ্য।

ভক্তিবাসনাই ভক্তিযোগের প্রবর্তক

এই জগতে লোকে কোন কার্য করিবার পূর্বে উক্ত কার্য হইতে যে ফললাভ হইবে তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তাহাতে (সেই কার্যে) প্রবৃত্ত হয়। এই ফললাভ হইল কার্যের উদ্দেশ্য বা কারণ, যেহেতু কারণ বা উদ্দেশ্য না থাকিলে কেহ কখনও কোন কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং এখানে ফললাভের বাসনাই হইল মুখ্য এবং কার্য হইল উক্ত বাসনার অনুগামী বা গৌণ। অতএব কার্য বাসনার পরিপূরকমাত্র। সেইরূপ যেখানে ভক্তি কেবল শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার বাসনা লইয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেখানে ইহা 'শুদ্ধভক্তি'পদবাচ্য। কারণ এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার বাসনা বা ভক্তিবাসনাই সাধককে ভক্তিতে প্রবৃত্ত করাইতেছে। সাধক এই ভক্তির ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গাঢ় মমতা লাভ করে। এই ভক্তিবাসনা যেস্থানে নাই, সেস্থানে বাহিরে ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলেও ইহা গৌণই হয় এবং সাধক ভক্তির যথার্থ ফলরূপ প্রেমলাভ হইতে বঞ্চিত হয়।

ভক্তিবাসনাহীন ভক্তি কর্মকাণ্ডের সহিত সমান

শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানের পূর্বেই হৃদয়ে ভক্তিবাসনা থাকা যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা পূর্ব আলোচনা হইতে জানা যায়। যেখানে ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইতেছে অথচ যাঁহার জন্য ভক্তি উদ্দিষ্ট তাঁহাকে সুখী করিবার বাসনা হৃদয়ে নাই, সেখানে সাধকের হৃদয়ে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা যে অবশ্যই স্থানলাভ করিবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এইপ্রকার ভক্তির ফল কর্মকাণ্ডের ফলের সঙ্গেই সমান।

ভক্তিবাসনা না থাকিলে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন, বন্দনাদি ভক্ত্যঙ্গ পুণ্যকর্মেই পরিণত হইয়া যাইবে। ভক্তিবাসনাহীন প্রতিষ্ঠাকামী সরাগবক্তার ভক্তিপ্রচারও 'পুণ্যকর্ম'পদবাচ্য। ইহাকে কস্মিন্‌কালে ভক্তিযোগ বলা যায় না বা এইরূপ ব্যক্তিকেও শুদ্ধভক্ত বলা যায় না। এপ্রসঙ্গে "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ .....' (শ্রীভা: ৬।৩।২২) শ্লোকে শ্রীজীবপাদের ক্রমসন্দর্ভ টীকা আলোচ্য।

ঐহিক ও পারলৌকিক সুখকামী কর্মী বা মোক্ষকামী জ্ঞানী যে ভক্তির অনুষ্ঠান করে, তাহাতে তাহাদের নিষ্ঠা কোন গুণে কম থাকে না। বরং কোন কোন স্থানে ভক্তিসাধক হইতে তাহাদের ভক্তিসাধনে নিষ্ঠা ও আবেশাদি, অধিক মাত্রায়ও পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের এই বাহ্য অনুষ্ঠান দেখিয়া তাহাদিগকে ভক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা কর্মী ও জ্ঞানী; ভক্ত নহে। কারণ তাহাদের ভক্তিযাজনের মূলে ভক্তিবাসনা নাই। নিজের ভোগমোক্ষবাসনাই তাহাদিগকে ভক্তিতে প্রবৃত্ত করায়। তজ্জন্য তাহাদের প্রাণহীন গাঢ়ভক্তিও পুণ্যকর্মবিশেষ। স্বসুখকামনারূপ অন্যাভিলাষিতাই ইহাদের ভক্তির সতীত্বকে নষ্ট করিয়া দেয়। শ্রীভাগবতধর্ম-বর্ণনপ্রসঙ্গে এই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছাকে কপটতা বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥"

(শ্রীভা: ১।১।২)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা 'প্রমাণ' প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে 'কৈতব' অর্থ কপটতা। এই কপটতাই প্রেমলাভের প্রধান অন্তরায়। শ্রীভাগবতধর্ম বা ভক্তিধর্ম এই কপটতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

ভক্তিবাসনাযুক্ত সাধকের পাপ বা অপরাধজনিত নরকপাতের সম্ভাবনা নাই

যাহারা ভক্তিসাধনের আরম্ভ মাত্র করিয়াছেন অথচ অতি নিম্ন অধিকারবশতঃ যাহাদের কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, পূর্বজন্মের সংস্কারানুযায়ী তাহারা পাপ বা অপরাধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। তাহাদের ভক্তিবাসনা থাকিলে এই অপরাধ বা পাপের জন্য তাহাদিগকে নরকে যাইতে হয় না। কারণ ভক্তিবাসনাযুক্ত সাধকের এই পাপ বা অপরাধের আচরণ উদ্দেশ্যমূলক নহে। ইহা পূর্ব সংস্কারবশতঃ দৈবাৎ ঘটিয়া থাকে এবং 'এইপ্রকার পাপ বা অপরাধের দ্বারা শ্রীভগবান্ নিশ্চিতরূপে অসন্তুষ্ট হইবেন'—এইরূপ চিন্তা করিয়া সাধক অনুতাপ করে। এইহেতু শ্রীভগবান্ তাহাকে উক্ত পাপ বা অপরাধের ফল ভোগ করিতে দেন না। এসম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্ন শ্লোক আলোচ্য।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥"

(শ্রীগী: ৯।৩০-৩১)

উক্ত শ্লোকে 'অনন্যভাক্' শব্দ ভক্তিবাসনাযুক্ত বিষ্ণুভক্তকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীজীবপাদ উল্লেখ করিয়াছেন—"যাঁহাদের ভক্তিবিষয়ে পূর্বোক্ত রুচির উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্রোক্ত নিষিদ্ধ আচরণের প্রতি ঘৃণা হওয়া স্বাভাবিক। কারণ যে ভক্তের মোক্ষানন্দের প্রতিও বাঞ্ছা নাই, পরমঘৃণ্য দুরাচারের প্রতি যে তাহার ঘৃণা থাকিবেই, এবিষয়ে বলার কী আছে? অতএব এইপ্রকার রুচিমান্ ভক্তের বিকর্মের প্রতি প্রবৃত্তি না আসাই স্বাভাবিক। যদি প্রমাদাদিবশতঃ তাহার কোন পাপাচরণ দেখা যায়, তবে তাহা তৎক্ষণাৎই নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৪২) বলা হইয়াছে যে, হৃদয়স্থিত শ্রীহরি তৎক্ষণাৎ সেই পাপকে নষ্ট করিয়া দেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে কর্তব্যা-কর্তব্যের বিধান একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষের উদ্দেশ্যেই উক্ত হইয়াছে। ইহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জানিবার পর যে কার্যের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষ হইবে, তাহাতে প্রবৃত্তি ও যাহাতে তাঁহার অসন্তোষ হইবে, তাহাতে অপ্রবৃত্তিই স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। কারণ শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষই প্রীতির জীবন। (শ্রীভ: স: ৩১২ অনু:)

শ্রীল শ্রীজীবপাদের উপর্যুক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্ট হইল যে, শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানই ভক্তির জীবন। সুতরাং শ্রীল জীবপাদের মতে 'অনন্যভাক্' শব্দ ধর্মার্থকামপ্রদায়ক অন্য দেবদেবীর উপাসনা পরিত্যাগপূর্বক কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখবাসনা বা 'ভক্তিবাসনা' হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাহার ভজনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকেই বুঝায়।

ভক্তিবাসনার অদ্ভুত মাহাত্ম্য এস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্তিবাসনাযুক্ত সাধকের "সাত খুন মাফ"। সে অবস্থাচক্রে পড়িয়া কোন গর্হিত কার্য করিয়া ফেলিলেও তাহার হৃদয়ে ভক্তিবাসনার বিদ্যমানতা হেতু শ্রীভগবান্ তাহাকে সর্বদা রক্ষা করেন। সুতরাং ভক্তির কেবল আকার অপেক্ষা ভক্তিবাসনার মাহাত্ম্য যে যথেষ্ট বেশী, তাহা এস্থানে প্রমাণিত হইল। অপরাধ না থাকিলে কেবল ভক্তির আকার বা ভক্ত্যাভাসের দ্বারা সংসারমুক্তি হয়। কিন্তু ভক্তিবাসনা থাকিলে অপরাধ থাকিলেও ভজনোন্নতিতে বাধা হয় না, অপরাধ ক্ষয় হওয়া পর্যন্ত ফললাভে বিলম্ব হয় মাত্র।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের মতে ভক্তিবাসনার স্থান

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তিবাসনার মাহাত্ম্য নিম্নমতে উল্লেখ করিয়াছেন—

"ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্॥"

(শ্রীভ: র: সি: ২।১।৯-১০)

ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমানা, প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কারের দ্বারা উজ্জ্বলা, আনন্দরূপা শ্রীকৃষ্ণরতি অনুভবমার্গে কৃষ্ণ আদি বিভাব-অনুভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া পরম আস্বাদ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব আনন্দ-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

উক্ত শ্লোকে 'সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা' পদযোজনার অভিপ্রায় এই যে, কৃষ্ণরতিটি সংস্কারযুগলদ্বারাই উজ্জ্বলীকৃতা হইয়া মধুরতর হয়। তজ্জন্য ইহা আস্বাদনের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চমৎকারিতা লাভ করে। অতএব এই সংস্কারযুগলই ভক্তিরস আস্বাদনের সহায়। এস্থানে 'সংস্কার' পদটি ভক্তিবাসনা অর্থে প্রযোজ্য।

ক্ষুধা বা ভোজনের বাসনা থাকিলেই ভোজ্যবস্তু আস্বাদ্য হইয়া থাকে। ক্ষুধা না থাকিলে অতি উপাদেয় ভোজ্যও তৃপ্তিদায়ক হয় না। এস্থলে ক্ষুধাই ভোজ্যবস্তুর আস্বাদনচমৎকারিতা বৃদ্ধির কারণ। সেইরূপ ভক্তিরস আস্বাদনের বাসনা হৃদয়ে না থাকিলে তাহার আস্বাদনে আনন্দ উপলব্ধি হইবে না।

অতএব ভক্তিরসাস্বাদনের যোগ্যতালাভ-নিমিত্ত হৃদয়ে ভক্তিবাসনার অবস্থিতি একান্ত আবশ্যক। ভক্তিবাসনা যে পরিমাণে গাঢ় হইবে, আস্বাদনও সেই পরিমাণেই মধুর হইবে।

উপরে 'প্রাক্তনী' ও 'আধুনিকী' ভক্তিবাসনার কথা বলা হইল। প্রাক্তনী ভক্তিবাসনা না থাকিলেও কেবল আধুনিকী ভক্তিবাসনার দ্বারা ভক্তিরস আস্বাদন করা যাইতে পারে। অবশ্য প্রাক্তনভক্তিবাসনাপুষ্ট আধুনিকী ভক্তিবাসনা অতীব তীব্র হইয়া থাকে এবং ইহা ভক্তিরস-আস্বাদনের চমৎকারিতা সম্পাদন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কোন ভক্তমহতের বিশেষ কৃপায় কাহারও চিত্তে আধুনিকী ভক্তিবাসনাও তীব্রতর হইয়া থাকে এবং সেই ব্যক্তি ভক্তিরস আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হয়। অবশ্য ইহা সাধারণ নিয়ম নহে। বিশেষ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাময় মহতের বিশেষ কৃপাসাপেক্ষ।

শ্রীল রায়রামানন্দের বিচারে ভক্তিবাসনার স্থান

সাধ্য-সাধনতত্ত্বের নির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া শ্রীল রামানন্দ রায় বলিয়াছিলেন—

"নানোপচারকৃত-পূজনমার্তবন্ধোঃ প্রেম্ণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ৮।১০)

অর্থাৎ হে ভক্ত! উদরে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকিলে অন্নজল যেরূপ তৃপ্তিদায়ক হয়, সেইরূপ বিবিধ উপচারের দ্বারা প্রেমের সহিত পূজিত হইলেই আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় সহজেই বিগলিত হইয়া যায়। ইহার তাৎপর্য এই যে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা না থাকিলে যেরূপ সুস্বাদু, সুগন্ধি ও সুদৃশ্য খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না, তদ্রূপ হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে বহুবিধ উপচারের দ্বারা পূজা করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সন্তুষ্ট

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হন না। পরন্তু বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকিলে অতি সাধারণ খাদ্য ও পানীয় যেরূপ পরম তৃপ্তিদায়ক হয়, সেইরূপ ভক্তহৃদয়ে প্রেম থাকিলে তাহার প্রদত্ত সামান্য দ্রব্যেও শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। কোন সময়ে ভক্ত কোন উপচার সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হইলেও কেবল তাহার হৃদয়ের প্রেম বা ভক্তিবাসনার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। **ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে বাহ্য উপচার নহে, ভক্তহৃদয়ের প্রেম বা ভক্তিবাসনাই শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার একমাত্র কারণ।** পূজার দ্রব্য প্রীতিমিশ্রিত হইলেই শ্রীকৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করেন, নচেৎ নহে। যেহেতু তিনি নিজলাভপূর্ণ, সেহেতু ভক্তের নিকট হইতে কোন দ্রব্যলাভের আশা তাঁহার থাকে না। যিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি এবং স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবী যাঁহার চরণসেবায় অনুক্ষণ নিরত, তাঁহার আবার অভাব আসিল কোথা হইতে? কিন্তু তাঁহার স্বরূপগত ধর্মবশতঃ তিনি সর্বদা প্রীতির কাঙ্গাল। বিশুদ্ধ প্রীতিতেই তিনি বাঁধা। তজ্জন্য দুর্যোধনের ষোড়শোপচার পূজা গ্রহণ না করিয়া তিনি প্রেমিক ভক্ত বিদুরের শাকান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, তিনি দ্রব্যের কাঙ্গাল নহেন, প্রেমেরই কাঙ্গাল। ভক্তের প্রেম দেখিলেই তাহার সেবাগ্রহণের পিপাসা শ্রীভগবানের হৃদয়ে জাগে।

উক্ত শ্লোকে যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, উপমেয়ের সঙ্গে তাহার কিরূপ সঙ্গতি আছে, নিম্ন আলোচনা হইতে তাহা জানা যাইবে। ভোক্তার উদরে বলবতী ক্ষুধা থাকিলেই পরিবেষিত ভোজ্য দ্রব্য তাহার তৃপ্তিদায়ক হয়। কিন্তু পরিবেষকের উদরে বলবতী ক্ষুধা থাকিলে তাহার পরিবেষিত ভোজ্য দ্রব্য ভোক্তার তৃপ্তিদায়ক হইবে কিরূপে? নিম্ন দৃষ্টান্ত হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। যেমন বহু দিনের পর পুত্র বিদেশ হইতে আসিতেছে। সেইজন্য স্নেহময়ী মাতার আনন্দ আর ধরে না। পুত্র ঘরে পৌঁছানর পূর্বেই তিনি তাহার যাবতীয় প্রিয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। পুত্র পৌঁছানর পর স্নানাদি সমাপনান্তে ভোজনে বসিল। মাতা তাহাকে মনের আনন্দে তাঁহার প্রস্তুত ভোজ্য দ্রব্য পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। পুত্রও আকণ্ঠ ভোজন করিয়া উঠিবার সময় মাতার মনে পড়িল যে, তিনি পুত্রের অতি প্রিয় খাদ্যটি পরিবেষণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি ঐ জিনিষটি ভোজন করিতে পুত্রকে অনুরোধ করেন। পুত্রের ভোজন আকণ্ঠ হওয়ায় সে আর সামান্য কিছু ভোজন করিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। মাতা মনের দুঃখে বলিলেন—"ইহা তোমার অতি প্রিয় বলিয়া গত রাত্রিতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তোমার জন্য প্রস্তুত করিয়াছি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু আমার দোষে ইহা তোমাকে দিতে পারিলাম না।” ইহা শ্রবণ মাত্রেই স্নেহময়ী জননীর স্নেহের কথা উপলব্ধি করিয়া পুত্রের হৃদয় বিগলিত হইল। তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষুধা না থাকিলেও হাত পাতিয়া মাতার নিকট হইতে উক্ত দ্রব্য লইয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

এস্থানে প্রশ্ন উঠে যে, লেশমাত্র ক্ষুধা ছিল না বলিয়া কিছুক্ষণ পূর্বে যে সামান্যতম দ্রব্য ভোজনে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, পর মুহূর্তেই আবার কি করিয়া ভোজনের তীব্র লালসা তাহার উদ্রেক হইল? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য তাহার এই ভোজনলালসা জাত হয় নাই। স্নেহময়ী জননী স্নেহভরা হৃদয়ে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার প্রিয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু সে তাহা ভোজন করিল না বলিয়া তিনি দুঃখে ম্রিয়মাণা। মাতার এই অনাবিল স্নেহ ও তাহার সুখ সম্পাদন করিতে পারিল না বলিয়া দুঃখের কথা স্মরণ করিয়াই তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছে এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গেই মাতার প্রদত্ত দ্রব্য-ভোজনে তীব্র লালসার উদ্রেক হইয়াছে। এস্থানে পুত্রের এই ভোজন-লালসার সঙ্গে ক্ষুধার কোন সম্পর্ক আছে কী? না, এই ভোজন ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য নহে। তাহার প্রতি মাতার স্নেহ ও তাহার সুখসম্পাদনে ব্যাকুলতাদর্শনে মাতাকে সুখী করিবার জন্যই তাহার ভোজনের এই তীব্র লালসা। সেইরূপ ভক্ত-হৃদয়ের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমূলা সেবাবাসনা বলবত্তর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত যখন তাহাকে তীব্র আর্তিযুক্ত করে, তখনই আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে তাহার সেবা-গ্রহণের তীব্র বাসনা জাত হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই সেবা-গ্রহণ-বাসনা তাঁহার সুখের জন্য উদ্দিষ্ট নহে, ইহা প্রেমবান্ ও আর্ত ভক্তের সুখের জন্যই উদ্দিষ্ট। এই জন্যই তিনি 'আর্তবন্ধু'। অতএব ভক্ত-হৃদয়ের প্রেম ও আর্তিই শ্রীভগবানের হৃদয়ে তাহার সেবা-গ্রহণের বাসনা জাত করায়।

এই প্রেম বা ভক্তিবাসনা কোথায় পাওয়া যাইবে, সেসম্পর্কে শ্রীল রামানন্দ রায় বলিলেন—

> “কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
> তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥”
>
> (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ৮।১১)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি যদি কোথায়ও পাওয়া যায়, তাহা হইলে একমাত্র লোভরূপ মূল্য দিয়া তাহাকে কিনিয়া লও। (একমাত্র মহৎকৃপা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যতীত) কোটিজন্মার্জিত সুকৃতের দ্বারাও ইহা লভ্য নহে। এস্থানে কয়েকটি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাহার তাৎপর্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ—কৃষ্ণভক্তিরসের দ্বারা ভাবিতা মতি বা বুদ্ধি। 'ভাবনা' শব্দ হইতে 'ভাবিত' শব্দ হইয়াছে। কবিরাজগণ বটিকা (pill) প্রস্তুতের সময় পানের রস বা মধু ইত্যাদির 'ভাবনা' দিয়া থাকেন। অর্থাৎ বটিকা যে উপকরণে প্রস্তুত হয়, তাহাতে পানের রস বা মধু ইত্যাদিকে এরূপভাবে মিলান হয় যে, বটিকার প্রতিরন্ধ্রে উহা প্রবেশ করিয়া যায়। এই প্রক্রিয়াকে পানের রস বা মধু ইত্যাদির দ্বারা 'ভাবিত' বলা হয়। সেইরূপ ভক্তিসাধকের হৃদয়ের প্রতিরন্ধ্রে ভক্তিরস বা ভক্তিবাসনা ভরপূর থাকা উচিত। এইরূপ হৃদয়কে **'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ'** বলা হয়।

যদি কুতোঽপি লভ্যতে—যদি কোথা হইতে পাওয়া যায়। কোথা হইতে বলিলে হাটবাজার হইতে নহে, কেবল ভক্তমহতের নিকট হইতেই বুঝিতে হইবে। কারণ কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি হওয়ায় ভক্তমহৎ ব্যতীত অন্যত্র ইহার প্রাপ্তি অসম্ভব।

লৌল্যমপি মূল্যমেকলং—'লৌল্য' অর্থ লোভ এবং তাহাই একমাত্র মূল্য। এই লোভ কোন শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করে না কিম্বা কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত সুকৃত হইতেও জাত হয় না। **একমাত্র মহৎকৃপা হইতেই জীবহৃদয়ে এই লোভ জাত হয়।**

অতএব মহাপ্রেমিক রায় রামানন্দ প্রভুর মতে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানহীন কেবল ভক্ত্যঙ্গযাজনের বিশেষ মূল্য নাই। সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি থাকিলেই ভক্তির অনুষ্ঠানে কিছু দোষত্রুটি হইয়া গেলেও ভক্তির ফললাভে সাধক বঞ্চিত হয় না। এই সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি বা কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতি বা ভক্তিলতাবীজ মহৎকৃপায়ই লভ্য হয়।

ভক্তিবাসনাই কৃষ্ণরতিকে রূপ দান করে

ভক্তের ভক্তিবাসনাভেদ তাঁহাদের কৃষ্ণরতি আস্বাদনভেদের কারণ হইয়া থাকে। এই বাসনা পাঁচপ্রকার। কেহ শ্রীভগবানকে পরমাত্মারূপে পাইতে চাহে, কেহ প্রভুরূপে বা কেহ সখারূপে তাঁহার সেবা করিতে চাহে, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে পুত্ররূপে বা পতিরূপেও সেবা করিতে চাহে। উক্ত **পাঁচপ্রকার বাসনাই** যথাক্রমে শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুররতি—এই পাঁচপ্রকার রতির আস্বাদনের হেতু বলিয়া জানা যায়। সাধনপ্রভাবে হৃদয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হইলে এই বাসনানুযায়ী রতি সাধকহৃদয়ে উদিত হয়। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে ভক্তিবাসনাই কৃষ্ণরতিকে রূপ দান করে।

ভক্তিবাসনালাভের উপায়

শুদ্ধভক্তিকামিমাত্রেই সর্বক্ষণ অন্তরে কিরূপে ভক্তিবাসনা পোষণ করিতে পারিবে, তজ্জন্য যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। ভক্তিবাসনাহীন কেবল ভক্ত্যঙ্গযাজন-দ্বারা প্রেমলাভ ত হইবেই না, বরং দম্ভবৃদ্ধি হইয়া সাধক বিপথগামী হইয়া যাইবে। যেপর্যন্ত হৃদয়ে ভক্তিবাসনা জাত হয় নাই, সেপর্যন্ত উহা লাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে হইবে। মহৎকৃপাই এই ভক্তিবাসনালাভের মূল হেতু। ভক্তমহৎ অনুক্ষণ ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানাবেশে আবিষ্ট। সাধক উক্ত ভক্তিবাসনালাভের নিমিত্ত অকপট হৃদয়ে তাঁহার শরণাগত হইলে তিনি তাঁহার হৃদয়ের সেই আবেশ সাধক-হৃদয়ে সঞ্চার করিয়া দিবেন। এস্থানে 'অকপট হৃদয়' বলিতে কেবল ইষ্টসুখবাসনালাভের জন্য ব্যাকুলতাযুক্ত হৃদয়কেই বুঝাইতেছে।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার স্তবাবলীতে উল্লেখ করিয়াছেন—

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥"

অহো! যাঁহার বিস্তৃত কৃপায় আমি নামশ্রেষ্ঠ 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র, শ্রীমন্ত্র, শ্রীশচীনন্দন, শ্রীল স্বরূপদামোদর, শ্রীল রূপ, তাঁহার অগ্রজ শ্রীসনাতন, পুরীশ্রেষ্ঠা মথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, গিরিরাজ শ্রীগোবর্ধন ও শ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণ-সেবার আশা প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি নমস্কার করিতেছি। 'নামশ্রেষ্ঠ' বলিতে মহামন্ত্র ও 'মনু' বলিতে মন্ত্র এস্থলে উদ্দিষ্ট।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর উক্ত শ্লোক হইতে শ্রীগুরুদেবের কৃপায়ই শ্রীরাধামাধবের সেবার আশা হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় বলিয়া জানা যায়। যাঁহার হৃদয়ে সর্বক্ষণ সেই শ্রীরাধামাধবের সেবার আশা দেদীপ্যমান, যিনি সর্বক্ষণ শ্রীরাধামাধবের সেবা করিয়াও যাঁহার সেবার আশা তৃপ্ত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্ধিতই হইতেছে, ভাগ্যক্রমে সেইজাতীয় মহৎকে গুরুরূপে পাইতে পারিলে তাঁহার কৃপায়ই সাধকের হৃদয়ে ভক্তিবাসনা সঞ্চারিত হয়।

অবশ্য কাহার হৃদয়ে এই ভক্তিবাসনা আছে, ইহা জানা কষ্টকর। কারণ ভক্তির অনুষ্ঠান ত বাহিরে সকলেরই সমান, কেবল হৃদয়ের ভাবই ভিন্ন ভিন্ন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিষ্যের হৃদয়ে যখন এইজাতীয় বাসনা নাই, সে কিরূপে শ্রীগুরুদেবের হৃদয়স্থিত বাসনা জানিতে পারিবে ? ইহা জানিবার একমাত্র উপায় হইতেছে—মহাবদান্য-শিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে মহতের কৃপালাভের নিমিত্ত ব্যাকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন। এতদ্‌ব্যতীত অন্য পন্থা নাই। মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ সাধকের এই ব্যাকুল প্রার্থনায় তাহার প্রতি কৃপার্দ্র হইয়া ভক্তমহতের স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া তাঁহার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা জাত করাইবেন। তখন সাধক সেই শ্রীগৌরনিজজনকে নিজের প্রিয়তম ও হৃদয়েশ্বর বলিয়া উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সর্বাত্মনিয়োগ করিবে। এই আত্মনিবেদনকারী শিষ্যকেই শ্রীগুরুদেব ভক্তিবাসনা প্রদান করিয়া ধন্যাতিধন্য করিবেন।

পতিত জীব কিভাবে ভক্তিবাসনা বা সেবাবাসনালাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিবে, তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় নিম্নমতে জানাইয়াছেন—

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা-অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস ॥”

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহর নিজকৃত শিক্ষাষ্টকের অর্থ বলিতে গিয়া শ্রীল রামানন্দ রায়কে বলিয়াছেন—

“প্রেমধন বিনু ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥”

(শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ২০।২৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপরোক্ত উক্তি হইতে জানা যায় যে, প্রেম অর্থাৎ ইষ্টদেবের প্রতি গাঢ় প্রীতিলাভই সাধকের কাম্য। সুতরাং সাধক সাধনের আরম্ভ হইতেই কিরূপে প্রীতিযুক্ত হইয়া ইষ্টদেবের সেবা করিতে পারিবে, সেই বাসনা তাহার হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া উচিত। ভক্তিবাসনা বা সেবাবাসনার অর্থ প্রীতিযুক্ত হইয়া ইষ্টদেবের সেবা-সম্পাদনের বাসনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ তাঁহার সেবালাভের উদ্দেশ্যে মনে মনে যে চিন্তা করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ—

“গোবিন্দ কহে মনে—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিম্বা নরকে গমন ॥
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি ॥”

(শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ১০।৯২-৯৩)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে অবস্থান-সময়ে একবার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের মঙ্গলারতি দর্শন করিয়া বেড়াসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। তিনি সংকীর্তনে শ্রান্তক্লান্ত হইলেও প্রেমাবেশবশতঃ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। এই অবস্থা দেখিয়া কোনমতে উপায় করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কীর্তন-সমাপনের ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্তন সমাপ্ত করিয়া ভক্তগণের সহিত সমুদ্রস্নানান্তে মহাপ্রসাদসেবন করিলেন। ভক্তগণের কীর্তনের শ্রম অনুভব করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে বিশ্রাম করিতে পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে গম্ভীরার* দ্বারদেশে শয়ন করিলেন। শ্রীগোবিন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদসম্বাহনের নিমিত্ত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলেন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশের পথ ছিল না। তজ্জন্য শ্রীগোবিন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে একটু সরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। সরিয়া যাইবার পরিবর্তে "অনেক ক্লান্ত হইয়াছি, আর শরীর নাড়াইবার শক্তি নাই" বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু চক্ষু মুদ্রণপূর্বক শয়ন করিলেন। শ্রীগোবিন্দ উপায় না দেখিয়া নিজের উত্তরীয়দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ আবৃত করিয়া তাঁহাকে উল্লঙ্ঘনপূর্বক গম্ভীরার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে বসিয়া তাঁহার পাদসম্বাহন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিদ্রা ভঙ্গ না হওয়ায় তিনি তথায় বসিয়া রহিলেন। ক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। শ্রীগোবিন্দকে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া তিনি বলিলেন—"কেন প্রসাদ পাইতে না যাইয়া এত ক্ষণ এখানে বসিয়াছ ?" শ্রীগোবিন্দ বলিলেন—"যাইতে ত রাস্তা ছিল না, যাইতাম কিরূপে ?" ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"ঘরের মধ্যে আসিয়াছিলে কিরূপে ?" শ্রীগোবিন্দ কিছু উত্তর না দিয়া নীরব রহিলেন এবং মনে মনে উপরোক্ত পদ্যস্থ বিষয় চিন্তা করিলেন। সেবাচিন্তার স্বরূপ কী, শ্রীগোবিন্দের উপরোক্ত মনোভাব পরিষ্কাররূপে তাহা ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। শ্রীগোবিন্দের এই বিচার ভক্তিসাধকের সাধন-পথের আলোকস্তম্ভসদৃশ।

ভক্তিবাসনার ফল

শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কের উদ্ধারের নিমিত্ত যখন ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষয়ীর কথা শুনিতে বিরক্তি প্রকাশ করায় শ্রীকাশী মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন—

---

* গম্ভীরা—শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীরাধাকান্ত মঠস্থিত একটি ছোট ঘর। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। তাহাতে একটি ছোট জানালা ও একটি মাত্র দরজা আছে। এখনও সেই ঘরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহৃত কাঁথা, পাদুকা ও জলপাত্র পূজিত হইতেছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কা'র সনে সম্বন্ধ ?
ব্যবহার-লাগি তোমা ভজে সেই জ্ঞান-অন্ধ ॥
তোমার ভজন ফল—তোমাতে প্রেমধন।
বিষয় লাগি তোমায় ভজে, সে-ই মূর্খজন ॥

* * * *

সে-ই শুদ্ধভক্ত—তোমা ভজে তোমা লাগি
আপনার সুখদুঃখে হয় ভোগভাগী ॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ ॥"

(শ্রীচৈ: চ: অন্ত্য ৯।৬৭-৬৮, ৭৪-৭৫)

শ্রীকাশী মিশ্রের উপরোক্ত উক্তির মর্ম এই যে, ব্যবহারিক অর্থাৎ সাংসারিক সুখকামনা করিয়া যে শ্রীভগবানকে ভজন করে, সে মূর্খ। ভগবদ্ভজনের ফল তাঁহাতেই প্রীতিলাভ। যিনি শুদ্ধভক্ত, অর্থাৎ যাঁহার বাসনাশুদ্ধি হইয়াছে, তিনি শ্রীভগবান্‌কে সুখী করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার ভজন করেন এবং স্বকর্মফলজনিত সুখদুঃখ অম্লান বদনে স্বীকার করেন। কর্মফল খণ্ডনের জন্য কখনও প্রার্থনা করেন না। এইরূপভাবে যে কেবল শ্রীভগবানের কৃপালাভের আশায় তাঁহার ভজন করে, সে অতিশীঘ্রই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের সেবা লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হয়।

এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীভগবান্ বাঞ্ছাকল্পতরু। যে যাহা কামনা করে, তিনি তাহাকে তাহা দিয়া থাকেন। জীব চেতন হওয়ায় কামনা করা তাহার স্বরূপগত ধর্ম। আব্রহ্মস্তম্ব প্রত্যেক জীব সবসময় কোন না কোন বস্তুর প্রার্থী। অবশ্য এই প্রার্থনাপূরণ জীবের ইচ্ছার অধীন নহে। ইহা সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের ইচ্ছারই অধীন। শ্রীভগবান্ মূল কর্তা—কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুং সমর্থঃ। যে যাহা বাঞ্ছা করে, তিনি অবশ্য তাহা পূরণ করেন। এরূপ স্থলে যিনি বুদ্ধিমান্, তিনি ভোগ্যবস্তু কামনা করিয়া নিজের বন্ধন দৃঢ় করিবার পরিবর্তে যে বস্তু কামনা করিলে নিত্যানন্দলাভ হইবে সেই বস্তুই কামনা করেন। যিনি সর্বময় কর্তা তাঁহাকে সুখী করিতে পারিলে জীবের আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে কী ? যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহাকে সেবা করিয়া সুখী করিবার বাসনা বা ভক্তিবাসনাই যে জীবের সর্বতোভাবে বরণীয়, ইহা নিঃসন্দেহ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভগবান্ বাঞ্ছাকল্পতরু ও বাঞ্ছাতীতফলপ্রদ। তিনি অবশ্যই জীবের প্রার্থনা পূরণ করিবেন এবং জীব তাহার ঈপ্সিত প্রেমধন লাভ করিয়া নিত্যকাল তাঁহার সেবাসুখ সম্পাদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও অখণ্ড আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ফল আর কী থাকিতে পারে? অতএব মহৎকৃপায় কোনক্রমে যাহার হৃদয়ে একবার ভক্তিবাসনা জাত হইয়াছে, সে মহাসৌভাগ্যবান্ এবং সে অচিরে প্রেমানন্দ আস্বাদন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাসনানুরূপ ফল

সাধন ও বাসনা

সাধনক্ষেত্রে বাসনার ভূমিকা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ 'ভক্তি ও ভক্তিবাসনা' প্রকরণে ইহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাধকের বাসনাই তাহাকে সাধনে প্রবৃত্ত করায়। প্রথমে বাসনা, তৎপরে কার্য এবং কার্যের ফল বাসনার অনুরূপই হইয়া থাকে। একটি সাধারণ কথা আছে—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" অর্থাৎ জীব যেরূপ ভাবনা বা বাঞ্ছা করে, কালক্রমে সে তাহার বাঞ্ছানুরূপ ফলই লাভ করে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

"যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ ॥"

(মুণ্ডক: ৩।১।১০)

বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি যে যে লোকের চিন্তা করে ও যে যে বাসনা পোষণ করে, সেই সেই লোক এবং সেই সেই বাসনাই প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য উন্নতিকামী ব্যক্তির আত্মজ্ঞ পুরুষকে অর্চনা করা উচিত।

শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥"

(শ্রীগীতা: ৮।৬)

অন্তকালে ব্যক্তি যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সেই সেই ভাবে ভাবিত হইয়া সেই সেই ভাবোদ্দিষ্ট বস্তুই লাভ করে।

"যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ ভয়াদ্‌বাপি যাতি তত্তৎ সরূপতাম্ ॥"

(শ্রীভা: ১১।৯।২২)

স্নেহ, দ্বেষ বা ভয়বশতঃ দেহী যে যে বস্তুতে একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করে, তত্তৎবস্তুরই সারূপ্য লাভ করিয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন— "উপাসনানুসারেণ দত্তে হি ভগবান্ ফলম্।" (২।৪।১৮৯) অর্থাৎ শ্রীভগবান্ উপাসনার অনুরূপই ফল দিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন—"উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।" (আদি ২।১৯)

ভগবান্ শ্রীকপিলদেবও ভক্তিসাধকের অভিপ্রায়ভেদে ভক্তিভেদ হইয়া থাকে বলিয়া মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন।

"ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ॥"

(শ্রীভা: ৩।২৯।৭)

অর্থাৎ সাধকের উদ্দেশ্য অনুসারে ভক্তিযোগ বহুবিধ হইয়া থাকে। স্বভাবগত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোবৃত্তিভেদে অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যভেদ হইয়া থাকে। তদনুযায়ী **ফললাভের বাসনাভেদে ভক্তিভেদ দেখা যায়।**

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল স্বামিপাদ, শ্রীল জীবপাদ ও শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মর্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ভক্তি স্বরূপতঃ নির্গুণা হইলেও সাধকের ভাব বা অভিপ্রায়ভেদে বহুবিধ বলিয়া চিন্তা করা যায়। সেই ভাব 'তম' আদি স্বভাবভূত গুণযুক্ত হইয়া নানা ভেদযুক্ত হয় এবং উক্ত স্বভাবযুক্ত ব্যক্তির অনুষ্ঠিত ভক্তি তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিক্যাদি সগুণা ভক্তিতেই পরিণত হয়।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিভূতা ভক্তি স্বরূপতঃ নির্গুণা হইলেও সাধকের অভিপ্রায় বা বাসনাভেদে রাজসী, তামসী ও সাত্ত্বিক্যাদি সগুণা ভক্তিতে পরিণত হয়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় ভক্তিসাধন গৌণ হইয়া ভক্তিযাজীর বাসনারই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতেছে এবং ফলও বাসনানুরূপই হইতেছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভক্তি যখন স্বরূপতঃ নির্গুণা, তখন ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ আদি মায়িক গুণে রঞ্জিত হইয়া সগুণা হওয়া কিরূপে সম্ভব? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, নির্গুণা ভক্তি অপ্রাকৃত। ইহা কদাপি মায়িকগুণরঞ্জিত হইতে পারে না। কিন্তু যে ভক্তি মায়িকগুণরঞ্জিত হইয়া সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভক্তিরূপে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, কর্ম বলিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২১৭তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এস্থলে আবার প্রশ্ন হইতেছে যে, শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ অনুষ্ঠানকে কর্ম বলা যায় কিরূপে ? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ *** তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥" (শ্রীভা: ৭।৫।২৩-২৪) শ্লোকে শ্রীবিষ্ণুর নাম শ্রবণ-কীর্তনাদি অনুষ্ঠান প্রথমে শ্রীবিষ্ণুকে অর্পিত হইয়া তৎপরে অনুষ্ঠিত হইলেই ভক্তিপদবাচ্য হইবে বলিয়া জানা যায়। 'অর্পিত' অর্থ অনুষ্ঠিত ভক্তির ফল সম্পূর্ণরূপে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্তই উদ্দিষ্ট। অর্থাৎ ভক্ত্যনুষ্ঠানের পূর্বে 'উক্ত ভক্তির দ্বারা শ্রীবিষ্ণু সুখী হইবেন'—এই চিন্তাই সর্বপ্রথমে মনে উদিত হওয়া উচিত এবং এই চিন্তার দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভক্ত্যনুষ্ঠানে যে প্রবৃত্তি জাত হয়, তাহাই শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তিপদবাচ্য। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের **সুখচিন্তাই ভক্তির প্রাণ**। প্রাণহীন দেহ যেরূপ শব-পদবাচ্য, সেইরূপ ইষ্টসুখচিন্তাহীন ভক্তির কেবল বাহ্য আকার পুণ্যকর্মের সঙ্গেই সমান। ইহা কখনও ভক্তিপদবাচ্য হইতে পারে না। এস্থানে যে অর্পণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভক্তি-অনুষ্ঠাতার সকলপ্রকার স্বার্থত্যাগই উদ্দিষ্ট। বস্তুতঃ প্রীতির পাত্রের প্রতি স্বার্থত্যাগের দ্বারাই যথার্থ প্রীতি প্রকাশ পায়। এই স্বার্থের অপর নাম স্বসুখকামনা বা অন্যাভিলাষিতা। অন্যাভিলাষিতাযুক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠান ভক্তি ত নয়ই, বরং ইহা ভক্তিপথের কণ্টকই হয়। ভক্ত্যনুষ্ঠান যতই অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইবে ততই ইহার দ্বারা অনুষ্ঠাতার চিত্ত শুদ্ধ হইবে এবং এই শুদ্ধচিত্তেই হ্লাদিনী শক্তি আবির্ভূতা হইয়া সাধকের ইন্দ্রিয়কে স্বীয় তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত করাইবেন। হ্লাদিনীশক্তি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়দ্বারাই শুদ্ধভক্তিসাধন সম্ভব। সুতরাং প্রাকৃত মনদ্বারা চালিত হইয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে ভক্ত্যনুষ্ঠান তাহা স্বরূপতঃ কর্মই। জীবের অজ্ঞতাবশতঃ তাহাতে ভক্তিত্ব আরোপ হইয়া থাকে মাত্র। তজ্জন্য ইহা কর্মমিশ্রা বা সগুণাই হইয়া যায়। ইহাই শ্রীস্বামিপাদ, শ্রীল জীবপাদ ও শ্রীল চক্রবর্তিপাদের সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত শাস্ত্রপ্রমাণসমূহ হইতে জীবের বাসনার বা ইচ্ছারই প্রাধান্যের কথা জানা যায়। কার্য বা সাধন সর্বদা বাসনারই অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং কোন কার্য করিবার পূর্বে তাহার উদ্দেশ্য স্থির হওয়া সর্বাদৌ কর্তব্য। সেই উদ্দেশ্য অনুসারেই বাসনার সৃষ্টি হয় এবং কার্য সেই বাসনানুরূপই হইয়া থাকে।

বাসনা স্থিরীকৃত হইবে কিরূপে ?

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই বাসনা স্থিরীকৃত হইবে কিরূপে ? সাধক কী নিজে নিজে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করিয়া তদনুযায়ী তাহার বাসনা স্থির করিবে ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না, ইহা সম্ভব নহে। কারণ সাধক মায়াগ্রস্ত জীব। সুতরাং তাহার মায়াগ্রস্ত মন সর্বদা বিষয়ভোগলোলুপ। অতএব তাহার চিন্তা স্বসুখাত্মকই হইবে। শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও বৃকাসুর প্রভৃতি সাধক অতি কঠিন অনন্যসাধারণ তপস্যা করিয়াও ভোগমূলক নিজসুখবাঞ্ছাই করিয়াছেন। ভক্তি ত দূরের কথা, তাহারা মুক্তিবাঞ্ছাপর্যন্ত করেন নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, মায়ামোহিত জীব সাধনে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে নিজের মনের দ্বারা চালিত হইয়া যে বাসনা হৃদয়ে পোষণ করে, তাহা মায়াময়ই হইয়া থাকে। তথাপি হতাশ হইবার কিছুই নাই; কারণ আমরা আমাদের উপযুক্ত বাসনা স্থির করিতে পারিব না জানিয়া পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির দূত সাধুগণকে এ জগতে পাঠাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহারা দীনচেতা গৃহস্থ লোকের কল্যাণসাধনের নিমিত্ত প্রতিগৃহে বিচরণ করেন।

"মহদ্‌বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ ॥" (শ্রীভা: ১০।৮।৪)

এই শ্লোকের পদ্যানুবাদও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু নিম্নমতে করিয়াছেন—

"মহান্ত স্বভাব এই—তারিতে পামর।
নিজ কার্য নাই—তবু যান তার ঘর ॥" (শ্রীচৈ: চ: মধ্য ৮।৩৭)

এই মহদ্‌গণের সংসর্গে কোনরূপে আসিতে পারিলেই জীবের মঙ্গলোদয়ের আরম্ভ হয়। কথায় আছে—"সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।" অর্থাৎ জীব যে লোকের সংস্পর্শে আসে, তাহার দোষগুণ তাহাতে সঞ্চারিত হয়। সেইরূপ মহৎ সর্বদা শ্রীভগবানের সুখান্বেষণে রত। যে মহতের সংস্পর্শে আসে, তাহার হৃদয়ে **মহতের হৃদয়স্থিত শ্রীকৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানাবেশ** সঞ্চারিত হয় এবং সে সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে সুখী করিবে, এই বাসনা লইয়াই সাধনে প্রবৃত্ত হয়। অতএব মহৎসঙ্গের প্রভাবেই জীবের হৃদয়ে ভক্তিবাসনার সঞ্চার হইয়া থাকে। অবশ্য এই মহৎসঙ্গলাভের কোন কারণ নাই। যদৃচ্ছাক্রমে মহৎ জীবকে দর্শন দিয়া তাহার সৌভাগ্য সৃষ্টি করেন। সেই সৌভাগ্যবলে তাহার পুনরায় সাধুসঙ্গ করিতে বাসনা জন্মে এবং অকপট হৃদয়ে সাধুসঙ্গ করিলে সাধুর কৃপার ফলে তাহার হৃদয়ে ভক্তিবাসনা জাত হয়। অতএব মহতের সঙ্গ ও কৃপাই জীবের ভক্তিবাসনালাভের একমাত্র কারণ।

বস্তুতঃ **সাধনের কোন প্রাধান্য নাই, বাসনারই প্রাধান্য**। কারণ সমান সাধন বাসনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফল দিয়া থাকে। একই ভক্তি কর্মীকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঐহিক বা পারলৌকিক সুখ, জ্ঞানীকে সাযুজ্য মুক্তি, বৈধভক্তকে বৈকুণ্ঠের চতুর্বিধা মুক্তি ও রাগমার্গের ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দান করে। বাহ্যতঃ সাধন সকলেরই সমান। সাধনে যত্ন, আগ্রহ, একাগ্রতা, শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে একনিষ্ঠ ভাব, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ব্যাকুল প্রার্থনা ও ক্রন্দন—কি কর্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি ভক্ত সকলেরই সমান, কিন্তু ফললাভ হয় ভিন্ন ভিন্ন। ইহার একমাত্র কারণ বাসনার ভিন্নতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিভিন্ন স্থান হইতে কয়েক জন ব্যক্তি দ্রব্য ক্রয়ের নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। বিপণিতে তো সবকিছুই পাওয়া যায়—ডাল, চাউল, শাকসব্জি, ফল ইত্যাদি। এই যে কয়েক জন বাজারে গেলেন, ইঁহারা সকলেই কী একই প্রকার জিনিষ ক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিবেন ? না, এ প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ দেওয়া সম্ভব নহে। অর্থ লইয়া বিপণিতে যাওয়ারূপ কার্য বা সাধন সকলেরই সমান, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ফিরিবার সময় বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যসিদ্ধি সকলের সমান না হইতেও পারে। কারণ ফল নির্ভর করিতেছে স্ব-স্ব-বাসনারই উপর। যে যেরূপ দ্রব্য ক্রয় করিবার বাসনা পোষণ করিয়া থাকিবে, সে সেই সেই দ্রব্য বিক্রয়কারীর নিকটেই যাইবে এবং তৎ তৎ দ্রব্য ক্রয় করিবে। সেইরূপ কর্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত—সকলেই ভক্তির আশ্রয় লইলেও বাসনাভেদে তাহাদের ফলভেদ হইয়া থাকে। মহৎও আবার যেজাতীয় হন, তিনি জীবের হৃদয়ে সেই জাতীয় বাসনারই উদ্রেক করান।

শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনার তারতম্যানুসারেই ভক্তের মধ্যেও তারতম্য রহিয়াছে। যথা—দাস্যরসের ভক্ত, সখ্যরসের ভক্ত, বাৎসল্যরসের ভক্ত ও মধুররসের ভক্ত ইত্যাদি। যিনি যে রসের ভক্ত, তিনি জীবহৃদয়ে সেই রসের ভাব সঞ্চার করিতে পারিবেন।

বাসনাভেদে ফলভেদ

ইহা হইতে জানা যায় যে, বাহ্যে সাধনের সাম্য দৃষ্ট হইলেও বাসনাভেদে ফলভেদ অনিবার্য।

জ্ঞানী জ্ঞানসাধনকালে ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া থাকে, যোগী যোগসাধন সময়ে ভক্তিকেই অবলম্বন করে এবং ভক্তও ভক্তির আশ্রয় লইয়া থাকে। শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন ফলে ইহারা সকলেই ক্রমশঃ 'অবিদ্যামুক্তি' লাভ করে অর্থাৎ রজস্তমোগুণ হইতে মুক্তিলাভ করে, যেহেতু ইহারা শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণরূপ ভক্তির আশ্রয় লইয়া থাকে, অবিদ্যামুক্তির পরে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি ইহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া ইহাদিগকে 'বিদ্যামুক্তি' দেন অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতেও মুক্ত করিয়া দেন। বিদ্যামুক্তির পর ইহাদের হৃদয় ত্রিগুণাতীত বা নির্গুণ হইয়া যায়। এই অবস্থায় স্বরূপশক্তির কৃপায় জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত স্ব-স্ব-বাসনানুরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে।

ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াও সকলে সমান ফল পান না কেন ?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীভগবান্ ত করুণাময় এবং তাঁহার স্বরূপশক্তিও করুণাময়ী। তবে যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত সকলে সাধনকালে ভক্তির আশ্রয় লইলেও তিনি সকলকে সমান ফল দেন না কেন ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, পরমকরুণাময় শ্রীভগবান্ অনন্ত রসবৈচিত্র্যের আধার। জীব তাঁহা হইতে তাহার বাসনানুরূপ রস আস্বাদন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করে। শ্রীভগবান্ সর্বোত্তম বস্তু দিতে চাহিলেও সাধকের তৎপ্রতি বাসনা না থাকিলে, সে কদাপি তাহা লাভ করিতে আগ্রহী হইবে না। যেমন, জনৈক ব্যক্তি বসনভূষণ, খাদ্যসামগ্রী, ঔষধ ইত্যাদি বহুপ্রকার দ্রব্য বিতরণ করিতে ইচ্ছুক। ভিক্ষুক যদি কেবল তাহার নিকটে হাত পাতিয়া দাঁড়ায়, তবে তিনি তাহাকে কী দিবেন ? তিনি কিছু দেওয়ার পূর্বে তাহার কোন্ বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা, তাহা জানিয়া তদনুরূপ বস্তুই দান করিবেন। তাহার বাসনার উদ্দিষ্ট বস্তু হইতে আরও উপাদেয় বস্তু তাঁহার নিকট থাকিলেও তিনি তাহা দিবেন না বা দিতে চাহিলেও ভিক্ষুকও উহা গ্রহণে আগ্রহী হইবে না, যেহেতু সেই বস্তুর প্রতি তাহার বাসনা নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, সাধন অপেক্ষা বাসনারই প্রাধান্য এবং ফললাভ বাসনানুরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং কর্মী, জ্ঞানী, যোগী সকলেই ভক্তির আশ্রয় লইলেও তাহাদিগকে ভক্ত বলা যাইবে না কিম্বা তাহারা ভক্তির ফল প্রেম লাভ করিতে পারিবে না। কারণ সাধনকালে ভক্তির আশ্রয় লইলেও তাহাদের হৃদয়ে ভক্তিবাসনার অভাবে তাহারা ভক্তিফল প্রেম লাভ না করিয়া তাহাদের বাসনানুরূপ ফলই (ইহ-পর-জগতের সুখ, ব্রহ্মসাযুজ্য বা পরমাত্মসাযুজ্যই) লাভ করে।

কোন সাধনে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বেই হৃদয়ে বাসনার সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই বাসনাই সাধনে প্রবৃত্ত করায়। তদনুসারে সাধন রূপায়িত হয় এবং শেষফল সেই বাসনানুরূপই হয়। শ্রীভগবান্ অখিলরসামৃতবারিধি হইলেও সাধক তাহার বাসনা-রূপায়িত হৃদয়-আধারে যতটুকু গ্রহণ করিতে সমর্থ, ততটুকুই গ্রহণ করিয়া থাকে। যথা—শুক্তিকা ও বারিধি। বারিধি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দিতে প্রস্তুত থাকিলেও শুক্তিকা তাহার আধারের অনুরূপই বারিধিকে গ্রহণ করে, তদতিরিক্ত নহে। সেইরূপ শ্রীভগবান্ তাঁহার পরমকরুণত্ববশতঃ সর্বদা নিজেকে সর্বতোভাবে বিতরণ করিতে ব্যগ্র হইলেও জীবের হৃদয়রূপ আধার অনুরূপভাবে সৃষ্ট না হওয়ায় সে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। এই হেতু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছেন—

"ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥"

(শ্রীচৈ: চ: মধ্য ১৯।১৫০)

শ্রীল রূপপাদও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লেখ করিয়াছেন—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ (১।২।২২)

অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছারূপ পিশাচী সাধকের হৃদয়কে গ্রাস করিয়া থাকিলে সেই হৃদয়ে ভক্তিসুখের উদয় হইবে কিরূপে ?

প্রেমই মহৎকৃপালব্ধ ভক্তিবাসনার অন্তিম ফল

যে সাধক সাধনকালে কেবল শ্রীভগবানকে সুখী করিবার বাসনা লইয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজের সমস্ত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়, ভক্তিরসলোলুপ ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইলেও তাহার প্রেমে বশীভূত হইয়া তাহার অধীন হইয়া যান ও সর্বশেষে তাহার ঋণী বলিয়া নিজেকে অভিমান করেন। এজন্য উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবান্ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভক্তের নিকট অর্পণ করিয়া দেন। কি অপূর্ব সে অবস্থা! ভক্ত শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করিতেছে এবং শ্রীভগবান্ও ভক্তের প্রীতির জন্য নিজের সর্বস্ব দান করিয়া ভক্তের নিকট ঋণী হইয়া যাইতেছেন। ইহা হইতে উত্তম লাভ আর কী থাকিতে পারে? ইহা লাভ করিবার একমাত্র উপায় হইল, এইরূপে যিনি নিজের সমস্ত স্বার্থকে ইষ্টদেবের জন্য জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে প্রেমে বশীভূত করিতে সমর্থ, সেই ভক্তমহতের কৃপাদৃষ্টিলাভ। অতএব কৃষ্ণভক্তিরসে ভাবিতমতি এই মহতের কৃপাভিষিক্ত হইয়া হৃদয়ে কিভাবে ভক্তিবাসনা জাগ্রত করা যাইতে পারে, তজ্জন্য ভক্তিসাধককে ইষ্টদেবের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে হইবে, শত-সহস্র বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া চক্ষুর জলে বুক ভাসাইতে হইবে। তখন তাহার হৃদয় মথিত হইয়া তাহাতে স্বতঃ এই ভাব জাগ্রত হইবে—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর ॥"

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

হৃদয়ে যখন নিজ অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি এবং ইষ্টদেবের কৃপালাভ হইল না বলিয়া কোটিবৃশ্চিকদংশনের ন্যায় জ্বালাবোধ হইবে, তখন ইষ্টদেব সাধককে মহৎকৃপালাভে যোগ্য করত তাহার হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া যাইবেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, এই মহৎকৃপালাভ জীবের কোন সাধনসাপেক্ষ নহে। নিখুঁতভাবে সকল বৈষ্ণবসদাচার পালন, নিরম্বু একাদশ্যাদি উপবাস, কঠিন বৈরাগ্য, এরূপ কি লক্ষ লক্ষ শ্রীহরিনাম-গ্রহণও এই মহৎকৃপালাভের হেতু নহে। কারণ মহৎকৃপালাভের পূর্বে যে সদাচার-পালন বা ভক্ত্যঙ্গ-যাজন শ্রীভগবানের সুখচিন্তারূপ প্রাণ তাহাতে বিদ্যমান না থাকায় তাহা প্রাণহীন অনুষ্ঠানমাত্র। এইরূপ অনুষ্ঠান পুণ্যকর্মের সঙ্গে সমান। **পুণ্যকর্ম কখনও মহৎকৃপালাভের হেতু হইতে পারে না।** এইরূপ ভক্ত্যঙ্গযাজন রজোস্তমোগুণ-প্রভাবিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধিত হওয়ায় ইহা দম্ভবৃদ্ধিরই কারণ হয়। এই দম্ভবৃদ্ধিহেতু মহতের প্রতি আদরের পরিবর্তে সাধক তাঁহার চরণে অবজ্ঞা করিয়া অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন হয়। সুতরাং এবংবিধ ভক্ত্যনুষ্ঠান মহৎকৃপালাভের পরিবর্তে তাহার পরিপন্থীই হইয়া থাকে। "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।" (শ্রীভা: ১১।২০।৮) শ্লোকে যাদৃচ্ছিকী মহৎকৃপাই ভক্তিলাভের একমাত্র কারণরূপে নির্ধারিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের মর্ম এই যে, মহৎকৃপা হইলেই জীব ভক্তিবাসনা লাভ করিয়া ভক্তিসাধনে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়। অতএব যেস্থলে মহৎকৃপা নাই, সেস্থলে ভক্তিবাসনাও নাই। তদবস্থায় ভক্তিযাজনের যে আড়ম্বর, তাহা অবশ্যই কোনও অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া সংসারবন্ধনেরই কারণ হয়।

"স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।" (শ্রীভা: ১১।২০।১০) শ্লোকে ফলকামনা না করিয়া কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতে যে (নৈষ্কর্ম্যকাম) কর্মার্পণের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, মহৎকৃপালাভের পূর্বে জীবকে সেইরূপ কর্মার্পণই করিতে হইবে। ইহার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইয়া মহৎকৃপাবরণযোগ্য হয়। এইরূপ অবস্থায় দৈবক্রমে জীবোদ্ধার-উদ্দেশ্যে সংসারে পরিভ্রমণশীল ভক্তমহতের সংসর্গ ঘটিলে তাঁহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃপায় জীবহৃদয়ে ভক্তিবাসনার সঞ্চার হয়। তখন তাহার নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এইরূপ কর্মার্পণদ্বারা জীবহৃদয় ক্রমশঃ রজস্তমোগুণমুক্ত হইলে স্বরূপশক্তির কৃপায় তাহাতে রত্যঙ্কুর জাত হয়। সেই অবস্থায় সে শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য হয় এবং এইরূপ সাধন তাহার প্রেমলাভের কারণ হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপায়ই জীবের ভাগ্যোদয় হয়। এই ভাগ্যের ফলে সে পরবর্তিকালে মহৎসঙ্গ লাভ করে এবং তাঁহার কৃপায় ভক্তিবাসনাও লাভ করে। ভক্তিবাসনা লইয়া ভক্ত্যঙ্গ যাজন (ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণ) করিতে করিতে সে ক্রমশঃ ভক্তিসাধনে নিজের অযোগ্যতা তীব্রভাবে উপলব্ধি করে এবং মহৎকৃপাই যে তাহার এই অযোগ্যতা দূরীকরণের একমাত্র উপায়, ইহা অনুভব করিয়া উক্ত মহৎকৃপালাভের নিমিত্ত ব্যাকুল ক্রন্দন করে। তাহার সেই ক্রন্দনই মহতের কৃপাকর্ষণের পরম সহায়ক হয়। কালক্রমে মহৎকৃপায় তাহার ভক্তিবাসনা গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। 'প্রেম' অর্থ শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধানচিন্তায় তন্ময়তা। এই তন্ময়তাহেতু সাধকের এরূপ অবস্থা হয় যে, তাহার স্বতন্ত্র সত্তা বিষয় সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবাই যে তাহার সত্তা—এইরূপ ভাবনায় সর্বদা বিভোর হইয়া থাকে। এই অবস্থাকেই 'কৈবল্য' (কেবল ইষ্টসুখচিন্তায় তন্ময়তারূপ আনন্দ) বলা যায়। ইহা মহৎকৃপালব্ধ ভক্তিবাসনারই অন্তিম ফল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi